ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী—গ্রন্থমালা ১৪

ভদন্ত অনুরুদ্ধাচার্য-বিরচিত

অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ

(বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান)

শ্রীমৎ নারদ মহাথের কর্তৃক
ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত

অনুবাদক
সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া

ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
কলিকাতা

ABHIDHARMARTHA-SAMGRAHA—Being a Bengali translation of Narada Mahathera's A Manual of Abhidhamma by SUBHUTI RANJAN BARUA

প্রকাশক :
ড. সুকোমল চৌধুরী
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
৫০-টি / ১সি, পটারী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৫

প্রথম সংস্করণ : ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯১

মুদ্রক : শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী
শ্রীতারা প্রেস
৩৯।৪, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা-৬,

প্রাপ্তিস্থান : মহাবোধি বুক এজেন্সী
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ন্যাশনাল বুক শপ্
২১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মূল্য : চল্লিশ টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

পালি অভিধর্ম সাহিত্যেব চবম পাবিভাষিক গ্রন্থ এই "অভিধম্মত্থসঙ্গহ" (=অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ)। ইহা শ্রীলঙ্কাব মূলসোমবিহাববাসী আচার্য অনুরুদ্ধ কর্তৃক খৃষ্টীয একাদশ শতকে বিবচিত। একে আশ্রয় কবে শ্রীলংকার শ্রীমৎ নববিমলবুদ্ধি স্থবিব "পোরাণটীকা" রচনা কবেছেন এবং শ্রীমৎ সুমঙ্গলস্বামী "বিভাবনী টীকা" রচনা কবেছেন।

এগুলোকে ভিত্তি কবে পরবর্তীকালে ব্রহ্মদেশে এক বিবাট অভিধর্মসাহিত্য গড়ে ওঠে। ব্রহ্মদেশের স্থবিব সদ্ধম্মজ্যোতিপাল এব উপব বচনা কবেন "সংখেপ-বণ্ণনা" এবং লেডি সয়াড বচনা কবেন "পবমত্থদীপনী"। আধুনিক যুগে এব শেষ ভাষ্যকাব মহাবাষ্ট্রনিবাসী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পালিবিভাগেব সর্বপ্রথম অধ্যাপক) শ্রীমৎ ধম্মানন্দ কোসম্বী। তাঁব রচনাব নাম "নবনীত টীকা"। গভীব গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীসহ লেডি সযাডব "পবমত্থদীপনী"ব ইংবেজী অনুবাদ কবে তদীয় শিষ্য আরাকানবাসী সোযে জান্ আউং বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীলংকা থেকে প্রকাশিত ডাঃ ডে সিলভাব ইংবেজী অনুবাদ সোয়ে জান আউং এব গ্রন্থেবই হুবহু নকল বলা যায়। এবপর কলম্বোব বজিবারামবাসী শ্রীমৎ নাবদ মহাথের A Manual of Abhidhamma নাম দিয়ে অভিধম্মত্থসংগহেব প্রাঞ্জল ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ কবেছেন। মূলসহ ইংবেজী অনুবাদ এবং সাবগর্ভ ব্যাখ্যা সম্বলিত নাবদ মহাথেবোব গ্রন্থ বিদ্বজ্জনসমাদৃত। ইহা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। পরে এর আবও ৩টি সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছে। স্বর্গীয স্নভূতিবঞ্জন বড়ুয়া নাবদ মহাথেবোর এই গ্রন্থখানিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কবে বাংলা ভাষাভাষী অভিধর্মবসপিপাসুদেব কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা ভাষায় 'অভিধম্মত্থসঙ্গহেব' প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ কবেন ১৯৪১ খৃঃ চট্টগ্রামের আবুবখিলনিবাসী ডাঃ বামচন্দ্র বড়ুযা। দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন মহামুনি পাহাড়তলি নিবাসী বীবেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি। অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়াব ভাষায় "(ডাঃ) বামচন্দ্রের পর প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বীবেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনেকাংশে সুবোধ্য কবিয়া "অভিধর্মার্থসংগ্রহ" বাঙালী পাঠকেব নিকট উপস্থাপিত কবিযাছেন সত্য, কিন্তু রামচন্দ্রই ত এবিষয়ে বাংলায় পথপ্রদর্শক।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ বামচন্দ্র

এবং বীরেন্দ্রবাবু উভয়েই ব্রহ্মদেশে থেকে পালি ও বর্মী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন বলেই পালি "অভিধম্মত্থসঙ্গহের" মনোগ্রাহী অনুবাদ করতে পেরেছিলেন। এরপর সম্প্রতি বৌদ্ধপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু শীলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় "অভিধর্ম দর্পণ" (২ খণ্ডে) প্রকাশিত করেছেন। শীলানন্দবাবুর "অভিধর্ম-দর্পণ" অভিধম্মত্থসঙ্গহের ঠিক বঙ্গানুবাদ না হলেও তারই ছায়া অবলম্বনে রচিত।

যাহোক স্বর্গীয় সুভূতিবাবু বহু যত্নসহকারে নারদ মহাথেরোর গ্রন্থখানির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুবাদগ্রন্থখানিকে আমাদের "ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত করার জন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে তাঁর অমূল্য গ্রন্থখানিকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার। অভিধর্ম তথা বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজ যদি আমাদের অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণক্রটিসমূহ উপেক্ষা করে মূল গ্রন্থের রসাস্বাদনে নিমগ্ন হয়ে উপকৃত হন তাহলে আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। শ্রীতারা প্রেস এবং কণিকা প্রেসের সত্ত্বাধিকারিগণ যত্নসহকারে অত্যল্প সময়ে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সুভূতিবাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী পারমিতা বড়ুয়া পাঁচ হাজার টাকা, সুভূতিবাবুর ভ্রাতা সমাজসেবক শ্রীসুপ্রীতিরঞ্জন বড়ুয়া পাঁচ হাজার টাকা, শুভানুধ্যায়ী শ্রীশচীন বড়ুয়া ও শ্রীপ্রদীপ বড়ুয়া প্রত্যেকে পাঁচ 'শ টাকা দান করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের নেই।

পরিশেষে প্রার্থনা করি—সমাজদরদী, পরহিতব্রতী, সাধক ও সাহিত্যিক সুভূতিবাবু তাঁর সুকৃতির ফল ভোগ করে নির্বাণশান্তি লাভ করুন।

৪ঠা নবেম্বর, ১৯৯১
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৯৮

শ্রী সুকোমল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

সূচীপত্র

নমো তস্‌স ভগবতো অবহতো সম্‌মাসম্‌বুদ্ধস্‌স

প্রথম পবিচ্ছেদ

(চিত্তসংগহবিভাগো)

নানা প্রকাব চিত্ত সংগ্রহ

সূচনা

১. সম্‌মাসম্‌ বুদ্ধমতুলং—সসদ্ধম্‌মগণুত্তমং
অভিবাদিয ভাসিস্‌সং—অভিধম্‌মত্থসংগহং

১. অতুলনীয সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, সদ্ধর্ম ও উত্তম সঙ্ঘকে বন্দনা কবে
আমি অভিধর্ম বিষয সংক্ষেপে বর্ণনা কবব।

ব্যাখ্যা

(১) এই গ্রন্থেব নাম অভিধর্মার্থ সংগ্রহ। অভিধর্ম অর্থে বুঝায়—উচ্চতব ধর্ম বা বাণী। অর্থ অর্থে—বিষযবস্তু এবং সংগ্রহ অর্থে সংক্ষিপ্ত-সাব বুঝায। 'অভি' শব্দকে এখানে অধিকতব গুরুত্ব আবোপ কবে ব্যবহাব কবা হযেছে যেমন মহান, উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, স্পষ্ট।

(২) ধম্‌ম বা ধর্ম বহু অর্থবোধক শব্দ। ইহা ধব-ধাতু নিষ্পন্ন, ধাবণ কবা, সমর্থন কবা। এখানে ধম্‌ম শব্দেব অর্থ বাণীরূপে গৃহীত হযেছে। অত্থসালিনীতে (অর্থকথা) 'অভি'কে 'অতিবেক' উচ্চতব, বৃহত্তব, অতিবিক্ত অথবা 'বিসিট্‌ঠ' বিশিষ্ট, স্পষ্ট, বিশেষ, সর্বোত্তম অর্থেও গ্রহণ কবা হযেছে।

অভিধম্‌ম বা অভিধর্ম অর্থ—উচ্চতব বাণী কাবণ ইহা কোন ব্যক্তিকে বিমুক্তি সোপানে পৌছিযে দিতে সক্ষম অথবা ইহা সূত্র পিটক এবং বিনয পিটকেব শিক্ষাকেও অতিক্রম কবে।

সূত্র ও বিনয় পিটকে বুদ্ধ প্রচলিত শব্দ যথা মানুষ, পশু, জীব ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। অপর পক্ষে অভিধর্ম পিটকে তিনি প্রত্যেক বিষয়কে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করেছেন এবং গভীরার্থ প্রকাশক বস্তুনিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এরূপ স্পষ্ট বিশ্লেষণ মূলক বস্তুনিরপেক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করাতে তা অভিধর্ম নাম ধারণ করেছে।

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ গভীরার্থ প্রকাশক অধ্যাত্মবাণীর আধিক্য হেতু অথবা তা বিমুক্তি প্রদর্শী বলে অথবা বিষয় বিন্যাসে সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ মূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে তাকে অভিধর্ম [১] বলা হয়।

(৩) অভিধম্‌ম—অভিধর্ম পিটক সাত খণ্ড গ্রন্থের সমাবেশ; যথা ধম্‌মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথাবত্থু, যমক এবং পট্‌ঠান।

১। ধম্‌মসঙ্গণি [২]—ধর্মের শ্রেণীভাগ

এই গ্রন্থ চার অধ্যায়ে বিভক্ত যথা (১) চিত্ত (২) রূপ (৩) নিক্‌খেপ—পূর্ববর্ণিত বিষয়ের সংক্ষেপ সার (৪) অত্থুদ্ধার—বিশ্লেষণ।

অভিধর্মের সংক্ষেপসার ২২ তিক মাতিকায় (তিন পঙ্‌ক্তি যুক্ত গাথায়) এবং ১০০ দুক মাতিকায় (দুই পঙ্‌ক্তি যুক্ত গাথায়) এই গ্রন্থে সংযোগ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের বৃহৎ অংশে প্রথম তিক মাতিকার (মাতৃকার) বিশদ ব্যাখ্যা তা যথাক্রমে কুসলা ধম্‌মা, অকুসলা ধম্‌মা এবং অব্যাকতা ধম্‌মা (কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত বা কুশল অকুশল

---

১. The Expositor, Part I p. 3.

২. Buddhist Psychology by Mrs Rhys Davids; Guide Through the Abhidhammapitaka by Ven. Nyanatiloka.

রূপে অনির্দিষ্ট ধর্ম)। এই গ্রন্থের ১৩এর অধিক ভানবার[৩] (২৫০ আবৃত্তিযোগ্য গাথা) এবং সর্বমোট ১০৪,০০০ অক্ষর আছে।

২। বিভঙ্গ—বিভাগ সমূহ

এই গ্রন্থ ১৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে ১. পঞ্চস্কন্ধ ২. দ্বাদশ আয়তন ৩. অষ্টাদশ ধাতু বিষয়ের বর্ণনা আছে। এ তিন বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্য বিষয়গুলি হল—৪ চার আর্যসত্য ৫. দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয় ৬ প্রতীত্য সমুৎপাদ ৭ চার স্মৃতি প্রস্থান ৮. চার সম্যক প্রধান ৯ চার ঋদ্ধিপাদ ১০. সপ্ত বোধ্যঙ্গ ১১. অষ্টাঙ্গিক মার্গ ১২. ধ্যান ১৩ চার অপ্রমেয় ১৪ শিক্ষাপদ (শীল) ১৫. চার প্রতিসম্ভিদা ১৬. জ্ঞান-বিভঙ্গ ১৭ ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিত্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ বর্ণনা) ১৮. ধর্ম-হৃদয় বিভঙ্গ (পূর্ব বিষয়ের সংক্ষেপ বর্ণনা)।

প্রায় প্রতি বিভাগ তিন অংশে বিভক্ত যথা সূত্র মতে ব্যাখ্যা, অভিধর্ম মতে ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ ২৪০,০০০ অক্ষরযুক্ত এবং পঁয়ত্রিশ ভানবারে সমাপ্ত।

৩। ধাতুকথা—ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হল—স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু ধর্মগুলির সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত কিবা অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা সম্পর্কিত কি বা সম্পর্কিত নয়? এই গ্রন্থ চৌদ্দ অধ্যায়ে (৪৮,০০০ অক্ষর যুক্ত) এবং ছয় ভানবারে সমাপ্ত।

৪। পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি—পুদ্‌গল বা ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে আলোচনা

আলোচনা পদ্ধতি নিয়ে বিচার করতে গেলে এ গ্রন্থ সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় পর্যায়ভুক্ত। বহুবিধ ধর্ম বিষয়কে বাদ দিয়ে কেবল মাত্র নানা প্রকার পুরুষ বিশেষের বর্ণনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ দশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে এক ব্যক্তি

---

৩ ভানবার=২৫০ গাথা, গাথা=চার পঙ্‌ক্তি=৮ অক্ষর, এক ভানবার=৮০০০ অক্ষর।

বিষয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুগল ব্যক্তি বিষয়ে, তৃতীয় অধ্যায়ে তিন ব্যক্তি-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পববর্তী অধ্যায়গুলিতে এক এক অধিক ব্যক্তিকে গ্রহণ কবে তাঁদেব সম্বন্ধে আলোচনা কবা হয়েছে। এই গ্রন্থ ৪০,০০০ অক্ষব যুক্ত এবং পাঁচ ভানবাবে সমাপ্ত।

৫। কথাবথু বিরুদ্ধ ধর্মবাদীদেব অধর্ম মতবাদ খণ্ডন

এই গ্রন্থেব বচয়িতা হলেন মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিব। সম্রাট ধর্মাশোকেব বাজত্বকালে তাঁব আবির্ভাব হয়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তিনি তৃতীয় মহাসঙ্গীতিব সভাপতি ছিলেন। এই সঙ্গীতি পাটলীপুত্র নগবে (বর্তমান পাটনা) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বুদ্ধবাণীব প্রমাণ দ্বাবা বিরুদ্ধবাদীদের অধর্ম মতবাদ খণ্ডন এই গ্রন্থেব বিষয়বস্তু। তৃতীয় মহাসঙ্গীতিতে এই গ্রন্থ অভিধর্মভুক্ত কবা হয়।

অর্থসালিনী (অত্থসালিনী) নামক টীকা গ্রন্থে বলা হয়েছে কথাবথু গ্রন্থে এক হাজাব সূত্র বিদ্যমান—তাতে বয়েছে ৫০০ ধর্মবাদী এবং ৫০০ অধর্মবাদী সূত্র। আকাবে ইহা প্রায় দীর্ঘ নিকায়েব সমান। এই গ্রন্থে ২১৬ ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ সহ তেইশ অধ্যায়ে সমাপ্ত।

৬। যমক - যুগল প্রশ্ন ও উত্তব

এই গ্রন্থেব বিষয় বিন্যাস থেকেই এ নাম ধাবণ কবেছে। যেমন 'হেতু' বিষযে প্রথম অধ্যায়েব প্রথম যমক ঃ সকল কুশল ধর্ম কি কুশল হেতুক ? সকল কুশল হেতুক কি কুশল ধর্ম ? ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ দশ অধ্যাযে বিভক্ত, যথা ১। মূল যমক (কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত সম্বন্ধে) ২। স্কন্ধ যমক ৩। আয়তন যমক ৪। ধাতু যমক ৫। সত্য যমক ৬। সংস্কাব যমক ৭। অনুশয যমক ৮। চিত্ত যমক ৯। ধর্ম যমক ১০। ইন্দ্রিয যমক। এই গ্রন্থ ৯৬০,০০০ অক্ষব যুক্ত এবং ১২০ ভানবাবে সমাপ্ত।

৭। পট্ঠান— প্রধান কাবণ (সম্বন্ধ)

ইহা অভিধর্ম পিটকেব একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং বিশালকায় গ্রন্থ। কোন ব্যক্তি যদি এই গ্রন্থ ধৈর্য সহকাবে পাঠ কবেন তবে তিনি বুদ্ধেব সর্বজ্ঞতাজ্ঞান এবং গভীব অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিদর্শন প্রজ্ঞাব শতমুখে

প্রশংসা না করে পারেন না। ইহাতে সন্দেহ প্রকাশের কোন অবকাশ নেই যে এই গ্রন্থ প্রণয়নকারী নিশ্চিত একজন গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বই আর কেহ নন্।

পট্‌ঠান শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে 'প' (বহুতর) পূর্বক 'ঠান' (সম্বন্ধ) বা সাহায্যকারী কারণ (পচ্চয়) থেকে। এ নামে অভিহিত হওয়ার কারণ হল—এই গ্রন্থে ২৪ প্রকার প্রধান (সম্বন্ধ) এবং ধম্মসঙ্গণির তিক এবং দুক অর্থাৎ তিন বা দুই পঙ্‌ক্তিযুক্ত গাথাগুলিও তৎসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি অভিধর্ম পিটকের সারবস্তু।

এ গ্রন্থের আবশ্যকতা এত অধিক যে ইহাকে তাই 'মহাপকরণ' বা বৃহত্তর গ্রন্থ বলা হয়। অথসালিনীর একপ বর্ণনা অনুসারে এ গ্রন্থের গভীরত্ব প্রকাশিত হয়ঃ তিনি (বুদ্ধ) ধম্মসঙ্গণি বিষয় চিন্তাকালে তাঁর দেহ হতে ষড় রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়নি। সেরূপ অন্য পাঁচ খণ্ড অভিধর্ম-গ্রন্থ বিষয় ভাবনা কালেও তা হয়নি। কিন্তু যখন তিনি 'মহাপকরণ' বিষয়ে মনঃসংযোগ করে ২৪ প্রকার সার্বিক প্রধান কারণ[৪] সম্বন্ধে চিন্তা এবং বিষয় বিন্যাস ইত্যাদি আরম্ভ করেন তখন বাস্তবিকপক্ষে তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞান প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল এবং তখন তাঁর দেহ থেকে ষড়্‌বর্ণরশ্মি নির্গত হয়েছিল।[৫]

---

৪. এবিষয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হবে ৫ GuideThrough The Abhidhammpaitaka (Nyanatiloka), Buddhist Psychology, Introduction to the Expositor, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Foreword to the Tikapatthana Text.

অভিধম্মত্থা
(বিষয়-বস্তু)

২. তত্থ বুত্ত' অভিধম্মত্থা—চতুধা পরমত্থতো
চিত্তং চেতসিকং রূপং—নিব্বানং ইতি সব্বথা।

২. পরমার্থ প্রকাশ অভিপ্রায়ে তিনি যে অভিধর্ম ব্যক্ত করেন তা চার প্রকার যথা চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ।

ব্যাখ্যা

(৪) সত্য—সত্য দুই প্রকার—সম্মুতি সত্য (বা ব্যবহারিক সত্য) ও পরমার্থ সত্য। যা সাধারণতঃ ব্যবহারিকরূপে সত্যাকারে প্রচলিত তা সম্মুতি সত্য, যা পরম সত্য তা'ই পরমার্থ সত্য।

দৃষ্টান্ত: টেবিলের উপরিভাগের মসৃণতা যা আমরা দেখি তা সম্মুতি বা ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিক সত্য হিসেবে আপাতঃ দৃশ্যমান উপরিভাগের মসৃণতা হল শক্তি এবং গুণ বা অন্য অর্থে কম্পন ব্যতীত আর কিছু নয়।

একজন বৈজ্ঞানিক সাধারণ উদ্দেশ্যে 'জল' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু গবেষণা গৃহে তিনি বলেন H^2O (হাইড্রোজেন ২ ও অক্সিজেন)। সেই একই প্রকারে বুদ্ধ সূত্র পিটকে ব্যবহারিক প্রথায় যথা পুরুষ, নারী, জীব, আত্মা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অভিধর্ম পিটকে তাঁর বচনভঙ্গী ভিন্ন। এখানে তিনি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং পরম সত্য জ্ঞাপক শব্দ যথা স্কন্ধ, ধাতু, আযতন ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন।

পরমত্থ (পরমার্থ) শব্দটি অভিধর্মে এক মহান অর্থব্যঞ্জক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। ইহা পরম এবং অত্থ (অর্থ) শব্দদ্বয়ের সংযুক্তি। পরম বলতে বুঝায়—অবিপরীত, নিবর্তিত (নিব্বট্টিত) এবং অত্থ বলতে বুঝায় বিষয় বা বস্তু। সুতরাং পরমার্থ অর্থে বুঝায়—অবিপরীত বা নিবর্তিত

বিষয়। নিবর্তিত শব্দকে পবমার্থেব নিকটবর্তী শব্দরূপে ব্যবহাব কবা যায়। যদিও অবিপবীত শব্দ এখানে ব্যবহাব কবা হযেছে তবুও এ শব্দ দ্বাবা সকল পবমার্থকে চিবস্থাযী বা নিত্য (অপবিবর্তনীয়) বুঝায না।

দৃষ্টান্তঃ একটি পিতল নির্মিত পাত্র পবমার্থ নয। ইহাব প্রতিমুহূর্তে পবিবর্তন হচ্ছে, এবং তাকে অন্যরূপ কারুকার্য কবা পাত্রেও পবিবর্তন কবা যায। এই উভয বস্তুকে বিশ্লেষণ কবে তাদেব মৌলিক জড়শক্তি এবং গুণে পবিণত কবা যাকে অভিধর্মে 'রূপ পবমার্থ' বলা হয। তাবাও পবিবর্তনশীল, তৎসত্ত্বেও তাদেব বিশিষ্ট লক্ষণগুলি রূপেব (জড় পদার্থেব)। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পিতল পাত্রেব হোক বা বঞ্জিত পাত্রেব হোক তা একবকম, তবুও যে কোন সংমিশ্রণে নির্মিত হোক না কেন তাবা কিন্তু সেই একত্বকে বক্ষা কবে—তাই অর্থকথায 'পবম'কে 'অবিপবীত' বা সত্যরূপে বর্ণিত হযেছে। অত্থ শব্দ ইংবেজী ভাষায বহু অর্থজ্ঞাপক 'বস্তুকে' বুঝায। এখানে অত্থ শব্দ দ্বাবা অর্থ বা মর্ম প্রকাশক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়নি।

পবমার্থ বা নিবর্তিত সত্য চাব প্রকাব। এ চাব সত্য লৌকিক এবং লোকোত্তব সর্ব বিষয় বা বস্তুকে বুঝায়।

জীব লৌকিক, নির্বাণ লোকোত্তব। জীব নাম-রূপেব সমাবেশ। অভিধর্মে মৌলিক জড় পদার্থ এবং জড় পদার্থেব পবিবর্তন এ উভয়কে রূপ বলা হয। অপবপক্ষে রূপকে ২৮ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ বিষযে পববর্তী পবিচ্ছেদে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা কবা হবে। 'নাম' বলতে চিত্ত এবং চৈতসিক উভযকে বুঝায়। এ পুস্তকেব দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে চৈতসিক বিষয়ে আলোচনা কবা হয়েছে যাব সংখ্যা ৫২। তাদেব মধ্যে একটি হল বেদনা (অনুভূতি)। অপবটি হল সঞ্ঞা বা সংজ্ঞা (বিষয যে রূপে ইন্দ্রিয়দ্বাবে প্রকটিত হয় সে রূপে জানা)। অবশিষ্ট ৫০ চৈতসিককে যুক্তভাবে 'সঙ্খাব' বা সংস্কাব (মানসিক বৃত্তি) বলা হয়, এ সকল সংস্কাবেব আধাব হল 'বিঞ্ঞান' বা চিত্ত। এই পবিচ্ছেদেব আলোচ্য বিষয বিজ্ঞান।

পূর্ব বিশ্লেষণ অনুযায়ী জীব পঞ্চস্কন্ধ (পঞ্চক্খন্ধ) দ্বারা গঠিত, যথা রূপ (জড় পদার্থ), বেদনা (অনুভূতি), সঞ্ঞা (সংজ্ঞা, প্রথম প্রকটিত জ্ঞান), সঙ্খার (সংস্কার) এবং বিঞ্ঞান (চিত্ত বা মন)।

চিত্ত, চৈতসিক (৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত এবং তাদের চৈতসিক ব্যতীত) এবং রূপ লৌকিক বা লোকীয় এবং নির্বাণ লোকোত্তর। লোকোত্তর নির্বাণই কেবলমাত্র পরম সত্য। ইহাই বুদ্ধবাণীর চরম লক্ষ্য। অন্য তিন বিষয়কে তাদের বিদ্যমানতা (বিজ্জমান ধম্মা) হেতু সত্য বলা হয়। তাছাড়া তারা অপরিবর্তনীয়, অবিপরীত এবং নির্বর্তিত বিষয়। তাদের সম্পর্কিত বিষয় আমাদের ভিতর এবং বাহির নিয়ে।

প্রথম পরমার্থ বা সত্য হল চিত্ত। ইহা চিতি ধাতু নিস্পন্ন, চিন্তা করা। অর্থকথা অনুসারে চিত্ত হল—যা বিষয়কে জানে (চিন্তেতি, বিজানাতি)। ইহা কোন বিষয়ের চিন্তা করে, এ অর্থে কিন্তু ব্যবহার করা হয় নি। অভিধর্ম অনুসারে চিত্তের উত্তম সংজ্ঞা হল—বিষয়কে জানে (বা অবগত হয়) কারণ বিষয়কে জানার জন্য আত্মারূপে কোন জ্ঞাতা নেই।

চিত্ত, চেত, চিত্তুপ্পাদ, নাম, মন, বিঞ্ঞান প্রভৃতি শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই অভিধর্ম অনুসারে মন এবং চিত্তের[৬] মধ্যে কোন পরখ করা হয়নি। যখন কথিত জীবকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় (নামরূপ) তখন 'নাম' ব্যবহার করা হয় ; আর যখন পঞ্চস্কন্ধরূপে ভাগ করা হয় তখন 'বিঞ্ঞান' বা বিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়, যখন 'চিত্ত' শব্দ ব্যবহার করা হয় তখন নানাবিধ চিত্তশ্রেণীকে নির্দেশ করে। বিক্ষিপ্তক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনকে চিত্ত এবং মন রূপে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে।

অন্য তিন পরমার্থ বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

---

৬ চিত্ত সম্বন্ধে Mr. Aung এর Compendium of Philosophy র ভূমিকা দেখুন। তাতে আরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে

চতুব্‌বিধানি চিত্তানি

চিত্ত চতুর্বিধ বা চাব শ্রেণীব

৩. তত্থ চিত্তং তাব চতুব্‌বিধং হোতি ঃ—

১। কাঁমাবচবং ২। রূপাবচবং ৩। অরূপাবচবং ৪। লোকুত্তবং চা'তি।

৩. তাদেব মধ্যে চিত্ত প্রথমত চাব প্রকাব—

১। কামলোকীয় চিত্ত ২। রূপলোকীয় চিত্ত ৩। অরূপলোকীয় চিত্ত ৪। লোকোত্তব চিত্ত।

ব্যাখ্যা

(৫) কাম অর্থে বুঝায় ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় কাম-বিষয় ভোগেব ইচ্ছা বা কামনা, যথা রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস এবং স্পৃশ্য বিষয়। কাম অর্থে ১১ প্রকাব লোকীয় সচেতন জীব (সত্তব)কেও বুঝায়, যথা চাব প্রকাব অপায় (নবক, অসুব, প্রেত, পশু বা তির্যক্) ভূমি, মনুষ্য ভূমি এবং ছয় দেবভূমি।

'অবচব' শব্দেব অর্থ যা ঘুবে বেড়ায় বা যাতায়াত কবে। তা হলে কামাবচব অর্থে বুঝায় যা সাধাবণতঃ লোকীয় কামাবচব ভূমিতে ঘুবে বেড়ায় অথবা যা সেই ভূমিব ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় বিষয়েব সঙ্গে সংযুক্ত। এ চিত্তগুলি সাধাবণতঃ সকল সময় উক্ত ১১ প্রকাব লোকীয় (কামাবচব ভূমিতে) উৎপন্ন হয।

(৬) রূপাবচব, অরূপাবচব বলতে বুঝায যা (যে চিত্ত) রূপ এবং অরূপ ধ্যানেব সঙ্গে যুক্ত অথবা যা রূপ এবং অরূপ ভূমিতে বিচবণ কবে (বা উৎপন্ন হয)।

রূপলোক (বা ভূমি) হল, যেখানে রূপধ্যান লাভী ব্যক্তিগণ উৎপন্ন হন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—রূপলোকে স্বর্গ বা দেবলোকের ন্যায় সূক্ষ্ম রূপ দেহের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও রূপলোককে পৃথকরূপে গণ্য করা হল কেন ? এ ব্যাপারে অর্থকথার ব্যাখ্যা হল—রূপলোকের জীবগণ পৃথিবী, আপ, তেজ ইত্যাদি রূপকে আলম্বন (বিষয়) রূপে গ্রহণ করে ধ্যান উৎপন্ন করেন এবং সে স্তরে উৎপন্ন হন—তাই পৃথকরূপে গণ্য করা হয়।

অরূপলোক (বা ভূমি) হল, যেখানে রূপদেহের বিদ্যমানতা নেই। ধ্যানশক্তি দ্বারা তাঁদের মনই কেবলমাত্র এই স্তরে বিদ্যমান থাকে।

সাধারণতঃ মনকে রূপদেহ থেকে পৃথক করা যায় না কিন্তু চিত্ত-শক্তি প্রভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে তা করা যায় যেমন চুম্বকশক্তি দ্বারা একখণ্ড লৌহকে বায়ুতে স্থির রাখা যায়।

(৭) লোক+উত্তর=লোকোত্তর। এ ক্ষেত্রে 'লোক' অর্থ হল পঞ্চস্কন্ধ এবং উত্তর অর্থে ঊর্ধ্ব, অতীত বা দূরে অথবা উত্তরণ করে। এই লোকোত্তর চিত্ত ব্যক্তিকে এই বিশ্বের নাম রূপ (মন দেহ) থেকে উত্তরণ করে (বা ঊর্ধে উত্তোলন করে)। প্রথম তিন শ্রেণীর চিত্তকে লোকীয় বা লৌকিক চিত্ত বলা হয়।

কামাবচর-চিত্তানি

কামাবচব (বা লোকীয) চিত্ত

(ক) অকুসল-চিত্তানি-১২

(ক) অকুশল চিত্ত—১২

৪. তত্থ কতমং কামাবচবং ?

১। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং

২। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং

৩। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং

৪। সোমনস্স-সহগতং দিট্ঠিগতবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং

৫। উপেক্খা-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং

৬। উপেক্খা-সহগতং দিট্ঠিগতসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং

৭। উপেক্খা-সহগতং দিট্ঠিগতবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং

৮। উপেক্খা সহগতং দিট্ঠিগতবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং'তি ইমানি অট্ঠ'পি লোভসহগতচিত্তানি নাম।

৯। দোমনস্স-সহগতং পটিঘসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং

১০। দোমনস্স-সহগতং পটিঘসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং'তি ইমানি দ্বে'পি পটিঘসম্পযুত্তচিত্তানি নাম।

১১। উপেক্খা-সহগতং বিচিকিচ্ছাসম্পযুত্তং একং

১২। উপেক্খা-সহগতং উদ্ধচ্চসম্পযুত্তং একং'তি ইমানি দ্বে'পি মোমূহচিত্তানি নাম। ইচ্চে'বং সব্বথা'পি দ্বাদসাকুসল-চিত্তানি সমত্তানি।

অট্ঠধা লোভমূলানি—দোসমূলানি চ দ্বিধা
মোহমূলানি চ দ্বে'তি—দ্বাদসাকুসলা সিয়ুং।

৪. তাদেব মধ্যে কামাবচব চিত্ত কি ?

আট লোভমূলক চিত্ত—

১। যে এক চিত্ত (ষড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েব কথা রূপ, শব্দ, গন্ধ, বস, স্পৃশ্য এবং ভাব বা চিন্তনীয় বিষয়েব যে কোন একটিকে আলম্বন কবে) স্বীয় স্বভাব হেতু বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হঠাৎ (অসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ালম্বনকে শুভ, সুখ, নিত্য, আত্মা মনে কবে) উৎপন্ন হয।

২। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হযে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয।

৩। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হযে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয।

৪। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

৫। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে বা নিবপেক্ষভাবে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

৬। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা-সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত হযে (দৃষ্টিসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

৭। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয।

৮। যে এক চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-

উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসংস্কারিক চিত্ত), উপেক্ষা সহকারে (উপেক্ষা সহগত), মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে (দৃষ্টিবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

এই আট প্রকার চিত্ত লোভমূলক।

দুই দ্বেষমূলক চিত্ত—

৯। যে এক চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কারিক চিত্ত), দুর্মনতা (অপ্রিয় অনিষ্টভাব) সহকারে (দৌর্মনস্য সহগত), পটিঘ (দ্বেষ বা হনন ইচ্ছা) সহ (পটিঘসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

১০। যে এক চিত্ত নিজ বা পরের উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে (অসংস্কারিক চিত্ত), দুর্মনতা সহকারে (দৌর্মনস্য সহগত), পটিঘ সহ (পটিঘসম্প্রযুক্ত) উৎপন্ন হয়।

এই দুই প্রকার চিত্ত দ্বেষমূলক।

দুই মোহমূলক চিত্ত—

১১। যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকারে (উপেক্ষা সহগত), বিচিকিৎসা বা সন্দেহ (বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত) সহ উৎপন্ন হয়।

১২। যে এক চিত্ত উপেক্ষা সহকারে (উপেক্ষা সহগত), ঔদ্ধত্য বা চঞ্চলতা (ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত) সহ উৎপন্ন হয়।

এই দুই চিত্ত মোহমূলক।

বার প্রকার অকুশল চিত্ত বর্ণনা এপর্যন্ত।

সংক্ষিপ্তাকারে

আট চিত্ত লোভমূলক, দুই চিত্ত দ্বেষমূলক এবং দুই চিত্ত মোহমূলক। সর্বমোট বার অকুশল চিত্ত।

ব্যাখ্যা—

চার শ্রেণীর চিত্ত

(৮) অকুশল, কুশল, বিপাক, ক্রিয়া

পূর্ব অনুপরিচ্ছেদে স্তর ভেদে চার শ্রেণীর চিত্ত, যেরূপে যেস্তরে (ভূমিতে) অনুভূত হয় তা বিস্তৃতভাবে ভাগ করে দেখান হয়েছে।

তাদেব স্বপ্রকৃতি বা স্বভাব অনুসাবে তাবা নিজেদেব চাব শ্রেণীতে বিভক্ত কবেছে, তাদেব মধ্যে যে সকল অকুশল চিত্ত আছে তা লোভ, দ্বেব এবং মোহ থেকে উৎপন্ন হয। তাদেব বিপবীত চিত্ত হল কুশল চিত্ত কাবণ তাবা অলোভ, অদ্বেব এবং অমোহ হেতুব সঙ্গে যুক্ত। পূর্ব্ববর্তী চিত্তগুলি অকুশল কাবণ তাবা অনিষ্ট (অমনোজ্ঞ) বিপাক (অনিট্ঠ বিপাক বা দুঃখদ ফল) প্রদান করে আব পববর্তী চিত্তগুলি কুশল কাবণ তাবা ইষ্ট (মনোজ্ঞ) বিপাক (ইট্ঠ বিপাক বা সুখদ ফল) প্রদান কবে। কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্ত যা সম্পাদন কবে তাকে পালিতে কর্ম বলা হয়। এই কুশল এবং অকুশল চিত্তকৃত কর্মেব যে অনিবার্য বিপাক বা ফল উৎপন্ন হয তাকে বিপাক চিত্ত বলা হয। ইহা হৃদযঙ্গম কবতে হবে যে কর্ম এবং বিপাক সম্পূর্ণৰূপে মানসিক (ঘটনা)। চতুর্থ বকম চিত্তকে ক্রিযা চিত্ত বলা হয়। কাবণ তা কর্মৰূপে বিপাকপ্রদান কবেনা বা বিপাক প্রদান ক্ষমতাহীন বা তা কেবল মাত্র ক্রিযাৰূপে পর্যবসিত হয।

(৯) তিন মূল (হেতু)—লোভ, দ্বেষ, মোহ অকুশলমূল। তাদেব বিপবীত হল কুশলমূল।

লোভ √লুভ্ ধাতু নিষ্পন্ন, লেগে থাকা, জড়িযে থাকা—কামনা-বাসনা ৰূপেও অনুবাদ কবা হয়। কোন বিদ্বান ব্যক্তি 'লোভ' ৰূপেও তর্জমা কবেন।

ইন্দ্রিযগ্রাহ্য কাম্য বিবযে সাধাবণতঃ কামনা বাসনা উৎপন্ন হয। বিবয অকাম্য হলে বস্তুতঃ দ্বেব উৎপন্ন হয।

পালি ভাবায দ্বেব শব্দেব প্রতিশব্দ হল—দোস বা পটিঘ, দোস √দুস্ ধাতু নিষ্পন্ন, অসন্তুষ্ট হওযা। পটিঘ শব্দেব উৎপত্তি 'পটি' পূর্বক √ঘ (হন) ধাতু থেকে, হনন কবা, আঘাত কবা, সংস্পর্শে আসা। দ্বেব, বিদ্বেব শব্দগুলি 'পটিঘ' শব্দেব স্থলে ব্যবহৃত হয।

মোহ শব্দেব উৎপত্তি √মুহ ধাতু থেকে, সংশয যুক্ত হওযা। ইহা ইষ্টানিষ্ট বোধেব অভাব, অজ্ঞানতা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি। মোহ বিষযকে

আচ্ছন্ন বা আবৃত করে এবং মনকে আবদ্ধ করে, মোহকে অবিদ্যা রূপেও তর্জমা করা হয়।

অভিধর্ম অনুসারে মোহ সকল প্রকার অকুশলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। লোভ এবং দ্বেষ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না, তারা সর্বদা মোহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়। অপরপক্ষে মোহ একাই উৎপন্ন হয়— তাই মোহকে 'মোমূহ' বলা হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড বা ঘনীভূত মোহ প্রমূর্ছিত থাকা।

উক্ত তিন অকুশল মূলের সম্পূর্ণ বিপরীত হল—তিন কুশলমূল। কেবলমাত্র অকুশল তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেনা এমন নয়, নিশ্চিত কুশলের কারণও তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকে। অলোভকে কেবলমাত্র কামনা বা বাসনাহীনতা বুঝায় না, দানশীলতাকেও বুঝায়। অদ্বেষকে শুধুমাত্র দ্বেষ বা বিদ্বেষহীনতা বুঝায় না, শুভেচ্ছা, পরোপকারিতা এবং মৈত্রীকেও বুঝায়। অমোহকে কেবল মোহহীনতা বুঝায় না, জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকেও বুঝায়।

(১০) বেদনা (অনুভূতি)

বেদনা, কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিয়ানুভূতিই চৈতসিক (বা চিত্তবৃত্তি) যা সকল প্রকার চিত্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রধানত বেদনা তিন প্রকার যথা সৌমনস্য বা মানসিক সুখবেদনা, দৌর্মনস্য বা মানসিক দুঃখবেদনা এবং উপেক্ষা (বা উপেক্ষাবেদনা, চিত্তের নিরপেক্ষতা বা তত্রমধ্যস্থতা বা যা সুখও নয়-দুঃখও নয়)। শারীরিক সুখবেদনা সহ বেদনা সর্বমোট পাঁচ প্রকার।

সৌমনস্য গুণবাচক বিশেষ্য—'সু' (উত্তম) এবং 'মন' দ্বারা গঠিত। সাধারণ অর্থে সুমনতা বা সুখময় বেদনা। দৌর্মনস্য শব্দ 'দু' (খারাপ) 'মন' দ্বারা গঠিত। অর্থ হল—দুর্মনতা বা দুঃখময় বেদনা। তৃতীয় বেদনা হল, উপেক্ষা বা নিরপেক্ষ বেদনা (সুখও নয—দুঃখও নয়)। নিরপেক্ষতা এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তা অন্যমনস্কতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সুখ 'সু' (সহজ) এবং 'খ' (বহন করা, সহ্য করা) দ্বারা গঠিত।

যা সহজে সহ্য করা যায় তাই সুখ। দুঃখ 'দু' (কঠিন, ব্যথা, কষ্ট) এবং 'খ' (বহন করা, সহ্য করা) অর্থাৎ যা কষ্ট সহকারে সহ্য করা যায় তা'ই দুঃখ। এই উভয় বেদনাই শারীরিক। অভিধর্ম অনুসারে কেবলমাত্র এক প্রকার চিত্ত আছে যা সুখসহগত এবং অন্যটি দুঃখসহগত। দুই চিত্ত দৌর্মনস্য সহগত। ৮৯ চিত্তের মধ্যে অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত সুখ অথবা উপেক্ষা সহগত।

সৌমনস্য (সুমনতা), দৌর্মনস্য (দুর্মনতা) এবং উপেক্ষা (নিরপেক্ষতা) বাস্তবিকই মানসিক সুখ এবং দুঃখ বাস্তবিক পক্ষে শারীরিক বা কায়িক। একারণে (কায় স্পর্শে) উপেক্ষা (বেদনা) নেই; অভিধর্ম অনুসারে তাই (কায়ে বা দেহে কেবল)[৭] সুখ এবং দুঃখ অনুভূত হয়।

(১১) দৃষ্টি (দিট্‌ঠি)—

দৃষ্টি √দিস্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, দেখা, অনুভব করা। দৃষ্টিকে সাধারণতঃ ধারণা, বিশ্বাস, অভিমত রূপে অনুবাদ করা হয়। সম্যক্ গুণযুক্ত হলে এ শব্দের অর্থ হয়—সম্যক্‌দৃষ্টি অথবা সত্য বিশ্বাস; মিথ্যা যুক্ত হলে ইহার অর্থ হয়—মিথ্যাদৃষ্টি বা অসত্য বিশ্বাস, এখানে দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

(১২) সাংস্কারিক (সংখারিক)—

এ শব্দ অভিধর্মে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দ 'সং', (উত্তম) এবং √কর, (করা, আয়োজন করা, সম্পন্ন করা) ধাতু থেকে উৎপন্ন। সাধারণতঃ বুঝায়—সম্পন্ন করে, তৈয়ার করে, আয়োজন করে।

ধর্ম শব্দের ন্যায় সংস্কার শব্দের অর্থও ব্যাপক। ইহার প্রকৃত অর্থ বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত হওয়া।

যখন সংস্কার পঞ্চস্কন্ধের একটি স্কন্ধরূপে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার দ্বারা বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য সকল চৈতসিককে বুঝায়। প্রতীত্যসমুৎপাদ

৭. উপেক্ষা দেখুন, ব্যাখ্যা নং ৪২।

নীতিতে ইহা (সংস্কার) সকল কুশল অকুশল কর্ম এবং কুশল চিন্তাকে নির্দেশ করে। যখন সর্বসংস্কার পরিবর্তনশীল এবং দুঃখময় বলা হয় তখন বুঝতে হবে এখানে নিশ্চিতভাবে সকল কারণোৎপন্ন বা সংস্কারবদ্ধ বিষয় বা বস্তুকে বুঝাচ্ছে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'স' = সহ এবং অ = নয় এবং ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে সসাংস্কারিক শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—যে বিষয় নিজ বা পরের উৎসাহ, উত্তেজনা, প্ররোচনা প্রচেষ্টায় উৎপন্ন হয়, আর অসাংস্কারিক শব্দের অর্থ হল—যে বিষয় স্বীয় স্বভাব হেতু (নিজের বা পরের কোন প্রকার প্রচেষ্টা ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে) উৎপন্ন হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—যদি কেহ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা নিজ ভাবনা-চিন্তা দ্বারা বা অন্যের দ্বারা উৎসাহিত, উত্তেজিত বা প্ররোচিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে তবে তা সসাংস্কারিক। অপরপক্ষে যদি কেহ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বা নিজ ভাবনা-চিন্তা ব্যতীত বা অন্যের দ্বারা উৎসাহিত, উত্তেজিত বা প্ররোচিত না হয়ে হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করে তবে তা অসাংস্কারিক।

(১৩) বিচিকিৎসা (বিচিকিচ্ছা)—

ইহা একটি নৈতিক-ধর্ম সূচক শব্দ। অর্থকথায় বিচিকিৎসার দুই প্রকার ব্যাখ্যা রয়েছে।[৮]

১. 'বিচি' = বিচিনন্তো অর্থে অনুসন্ধান করা—কিচ্চ অর্থে ক্লান্ত হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া। ইহা বিক্ষিপ্ত চিন্তা বা বিভ্রান্তি।

২. 'বি', না থাকা + 'চিকিচ্ছা' (চিকিৎসা) নিরাময় (জ্ঞানের)। অর্থ হল—জ্ঞানের নিরাময়তার অভাব বা বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব।

---

৮. বিচিকিৎসা কোন প্রকার প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারা। মধ্যম নিকায় অর্থকথা।

এই উভয় ব্যাখ্যার অর্থ হল—মনেব বিক্ষিপ্ততা দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারা, অর্থাৎ মনেব সন্দেহ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সংশয়, দ্বিধা ইত্যাদি।

বৌদ্ধধর্মে বিচাব বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য হৃদয়ঙ্গম করাকে নিরুৎসাহিত কবে না এবং অন্ধ বিশ্বাসকেও মেনে নিতে বলে না।

(১৪) ঔদ্ধত্য (উদ্ধচ্চ)—

ইহা 'উ' =(উপব) এবং 'ধু' =(কম্পিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া) দ্বারা গঠিত হয়েছে। অর্থ হল—উত্তেজিত হওয়া, চঞ্চল হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া। সাধাবণভাবে বলতে গেলে ইহা চিত্তেব উত্তেজিত বা উত্তোলিত অবস্থা। এখানে ইহা সিদ্ধান্তবিহীন চিত্তচাঞ্চল্যকে বুঝায়। ইহা চিত্তের একাগ্রতার বিপরীত। অত্থসালিনী অনুসাবে ইহা চিত্তের অশান্ততা, মানসিক একাগ্রতাহীনতা বা বিভ্রান্তি।

(১৫) কুশল এবং অকুশল (কুসল এবং অকুসল)—

এই অনুচ্ছেদে অকুশল চিত্ত বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। অকুশলেব ঠিক বিপবীত হল কুশল। অত্থসালিনী অনুসারে ইহার উৎপত্তিগত অর্থ নিম্নরূপ [৯]ঃ—

১. 'কু' (খাবাপ, অকুশল)+√সল (নাড়া দেওয়া, কম্পিত কবা, ধ্বংস কবা)। যা অকুশল বা নিন্দনীয় বিষয়কে নাড়া দেয়, ধ্বংস কবে তাই কুশল।

২. 'কুস'+√লু=কেটে ফেলা। 'কু' (খাবাপ, মন্দ) থেকে 'কুস' এবং 'সি' (জড়িত থাকা) অর্থাৎ যা নিন্দার (অকুশলের) সঙ্গে জড়িত তাই 'কুস' (পাপ)। কুশল হল যা পাপকে (অকুশলকে) কর্তন কবে।

৩. (অ)ঃ 'কু' (খাবাপ, মন্দ)+√শু (কমিয়ে দেয়)। যা খারাপ বা অকুশলকে কমিয়ে দেয় বা সম্পূর্ণ নির্মূল কবে তা'ই কুস—

৯. See Expositor, part I, p.50.

জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। এরূপেই 'কুস' শব্দের উৎপত্তি + √লু = কর্তন করা, নির্মূল করা।

প্রজ্ঞা দ্বারা যে পাপ (বা অকুশল) নির্মূল বা কর্তিত হয় তাই কুশল।

(আ) এরূপেই 'কুস' শব্দের উৎপত্তি + √ল গ্রহণ করা। প্রজ্ঞা দ্বারা যা গৃহীত হয় তা'ই কুশল।

৪. কুশ তৃণ (কুস) দুধার দিয়েই হাত কাটে। সেরূপভাবে কুশলও উৎপন্ন এবং অনুৎপন্ন[১০] ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা (লালসা) উভয়কে নির্মূল করে (কাটে)।

অত্থসালিনী এ শব্দের আরও অর্থ প্রকাশ করে :—

'কুশল' শব্দের অর্থ হল—রোগহীনতা (আরোগ্য), দোষহীনতা (অনবজ্জ), চতুর বা নিপুণ (ছেক), সুখ-বিপাক।

চতুর ব্যতীত অন্য তিন শব্দ কুশল শব্দের অর্থে প্রয়োগ করা যায়।

ইন্দ্রিয়-লালসা রূপ কায়িক-মানসিক পীড়ার মুক্তি অর্থে কুশল রোগহীনতা। ইন্দ্রিয় কলুষতা-দোষ-অগ্নি থেকে মুক্তি অর্থে কুশল দোষহীনতা। এখানে সুখবিপাক বলতে সুখ-অনুভূতিকে বুঝায় না। ইহা কায়িক-মানসিক লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা ইত্যাদিকে নির্দেশ করে।

অত্থসালিনীতে কুশল শব্দের আরও ব্যাখ্যা আছে—যেমন প্রজ্ঞা দ্বারা সম্পাদিত কর্মই কুশল। (কোসল্লসম্ভূতট্‌ঠেন কোসল্লং বুচ্চতি পঞ্‌ঞা)।

এ শব্দের বিবিধ অর্থ থেকে কুশল শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—মনোজ্ঞ বা নৈতিক। কোন কোন পণ্ডিত 'নিপুণ' শব্দ কুশল অর্থে ব্যবহার করেন। সুতরাং অকুশল অর্থে বুঝায়—অমনোজ্ঞ বা অনৈতিক।

---

১০. See Buddhist Psychology xxxii

তাহলে কুশল এবং অকুশল অর্থে যথাক্রমে উত্তম এবং অধম, ন্যায় এবং অন্যায়কে বুঝায়।

(১৬) একটি কর্ম কুশল বা অকুশল আমরা কি প্রকারে নির্ণয় করব ? নৈতিকতার মানদণ্ড কি ?[১১]

সংক্ষেপে : অকুশল অকুশল মূলের (হেতুর) সঙ্গে যুক্ত। আর কুশল কুশল মূলের সঙ্গে সংযুক্ত।

বীজ যখন উর্বর ভূমিতে বপন করা হয় তখন তাদের প্রাকৃতিক স্বভাববশতঃ শীঘ্র বা বিলম্বে ফল প্রদান করে সেরূপ কুশল ও অকুশল কর্ম সুখদ ও দুঃখদ ফল প্রদান করে—তাকে বিপাক বলা হয়।

(১৭) ক্রিয়া, (কিরিয়া), সাধারণ অর্থে কার্য

এখানে ক্রিয়া অর্থে ফল বা বিপাকহীন কর্মকে নির্দেশ করা হয়েছে। কর্ম ফলপ্রসূ হয়। ক্রিয়া বা কিরিয়া ফলপ্রসূ হয় না। বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের কুশল কর্মকে ক্রিয়া বলা হয়। তাঁরা কর্ম সঞ্চয় করেন না। কারণ তাঁরা কুশল—অকুশল এ উভয় কর্মের অতীত হয়েছেন।

অভিধর্মে বিপাক এবং ক্রিয়াকে যুক্তভাবে অব্যাকত বা অব্যাকৃত (কুশলও নয় অকুশলও নয়) বলা হয়। অব্যাকৃত কর্ম ফল প্রদানে অসমর্থ। বিপাক ও অব্যাকৃত কারণ তা নিজেই নিজের ফলস্বরূপ। ক্রিয়া কখনও ফল উৎপন্ন করে না।

বার প্রকার অকুশল চিত্তের দৃষ্টান্ত

লোভ চিত্ত

(১৮) ১. একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু (হঠাৎ) আনন্দ সহকারে, ইহাতে কোনও পাপ নাই মনে করে (মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে), একটি ফল চুরি করল।

২. একজন বালক তার বন্ধু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, আনন্দ সহকারে, ইহাতে কোন পাপ নাই মনে করে, একটি ফল চুরি করল।

---

১১ See my—'The Buddha and his teachings' p. 293

৩ একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু, আনন্দ সহকারে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না করে (মিথ্যাদৃষ্টিগত না হয়ে), একটি ফল চুরি করল।

৪ একজন বালক তার এক বন্ধু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, আনন্দ সহকারে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না করে, একটি ফল চুরি করল।

৫. একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে (নিরপেক্ষভাবে), ইহাতে কোন পাপ নাই মনে করে, একটি ফল চুরি করল।

৬ একজন বালক তার এক বন্ধু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, উপেক্ষা সহকারে, ইহাতে কোন পাপ নাই মনে করে, একটি ফল চুরি করল।

৭ একজন বালক স্বীয় স্বভাব হেতু উপেক্ষা সহকারে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই মনে না করে, একটি ফল চুরি করল।

৮ একজন বালক তার এক বন্ধু দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, উপেক্ষা সহকারে, ইহাতে কোন পাপ আছে কি নেই কিছুই না মনে করে, একটি ফল চুরি করল।

দ্বেষ বা পটিঘ চিত্তে

৯ এক ব্যক্তি দ্বেষ পরবশ হয়ে, হিতাহিত কিছু চিন্তা না করে (স্বীয় স্বভাব হেতু) এক ব্যক্তিকে হত্যা করল।

১০ এক ব্যক্তি দ্বেষ পরবশ হয়ে, হিতাহিত চিন্তা করে (বা অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে), এক ব্যক্তিকে হত্যা করল।

(১৯) হত্যা—অভিধর্ম অনুসারে দ্বেষ বা পটিঘ দ্বারাই হত্যাকার্য সম্পাদিত হয়। যে কোনও অভিমত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, পটিঘ চিত্ত দ্বারা সাধারণতঃ হত্যাকার্য সম্পাদিত হয়। যেখানে পটিঘ আছে সেখানে দৌর্মনস্য বা দুর্মনতা আছে। যেখানে দৌর্মনস্য আছে, সেখানে পটিঘ সূক্ষ্ম বা প্রকট থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন একটি শিশু যার ভাল-মন্দ বিচারের কোন ক্ষমতা নেই, সে হাসিমুখে একটি পিপ্‌ড়া মেরে ফেলল। সে জানেনা যে সে হত্যা নামক একটি কুকর্ম করছে। সে কি পিপ্‌ড়াটির প্রতি কোন দ্বেষ বা পটিঘ পোষণ করেছিল ? এক্ষেত্রে কি কোনও দ্বেষ বা পটিঘ বিদ্যমান ? ইহা বলা অ'ত্যন্ত কঠিন। সে মুহূর্তে তার কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে ? ইহা নবম বা দশম চিত্ত হতে পারে না। কারণ সে খেলতে খেলতে, নির্দোষভাবে আনন্দ সহকারে হত্যা করেছে। তা'হলে কি এ অবস্থায় তার নিকট তৃতীয় লোভমূলক চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল ?

একজন ব্যক্তি ক্রীড়াচ্ছলে বধ করলেও তা নবম অথবা দশম চিত্ত উৎপত্তিতেই করবে। কারণ বধক্ষণে তার নিকট দ্বেষ বা পটিঘ অনুভূতি বিদ্যমান ছিল।

গবেষণা গৃহে জীব হত্যা বিষয়ে কি দাঁড়ায় ? একজন বৈজ্ঞানিক জীব হত্যা করতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ করেন না। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল – বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং রোগ মুক্তির সোপান তৈরী করা। তৎসত্ত্বেও ইহা হত্যাচিত্ত।

দুঃখ অবসানের উদ্দেশ্যে যখন কোন আঘাতপ্রাপ্ত পশুকে কোন ব্যক্তি হত্যা করে তখন কি তার নিকট পটিঘ চিত্ত উৎপন্ন হয় ? পশুটির হিতচিন্তায় সে হত্যা করে বটে, তৎসত্ত্বেও তার পটিঘ বিদ্যমান থাকে কারণ বিষয়ের প্রতি একপ্রকার পটিঘ তার থাকবেই। যদি নৈতিকভাবে এ কাজকে সমর্থন করা হয়, তা'হলে কেহ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সম্পূর্ণ বিনাশ সমর্থন করবেন কি ?

পূর্বে বলা হয়েছে যেখানে দৌর্মনস্য বা দুর্মনতা থাকে সেখানে পটিঘও বিদ্যমান থাকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাক্—যখন কোন ব্যক্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দুঃখিত হয়, তখন কি সেই ব্যক্তি মনে পটিঘ পোষণ করে ? পটিঘ শব্দের অর্থ যদি কেহ সম্যক্‌ভাবে অনুধাবন করেন তবে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হবে। অমনোজ্ঞ সংবাদ প্রাপ্তির ফলে মনে একপ্রকার

সূক্ষ্ম পটিঘ উৎপন্ন হয়, তাতে আব কোন সন্দেহ থাকে না। নিকট আত্মীযেব মৃত্যুব জন্য কোন ব্যক্তিব ক্রন্দনও এ পর্যাযভুক্ত কাবণ এটাও দুঃখজনক ঘটনা। অনাগামী এবং অর্হৎগণ কখনও দুঃখিত হন না, শোকার্ত হন না কাবণ তাঁবা দ্বেষ বা পটিঘ সম্পূর্ণ বিনাশ কবেছেন।

ভগবান বুদ্ধেব পবিনির্বাণেব পব ভদন্ত আনন্দ অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে ক্রন্দন কবেন কাবণ তিনি তখনও স্রোতাপন্ন। কিন্তু অর্হৎগণ এবং ভদন্ত কাশ্যপ এবং ভদন্ত অনুরুদ্ধ, দুই অনাগামীগণ অশ্রুবিসর্জন কবেন নি। তাঁবা প্রশান্ত ছিলেন।

মোহ চিত্তে

(২০) মোহ —

১১. বুদ্ধেব উৎপত্তি অথবা ধর্মেব ফলদান ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিব অজ্ঞতাই মোহ (সংশয)।

১২. কোন ব্যক্তিব বিভ্রান্ত মনকে কোন বিষয়ে একাগ্র করতে না পাবা।

অজ্ঞতা বা চিত্তেব বিভ্রান্তি বশতঃ এই দুই চিত্ত দুর্বল। এই চিত্তদ্বযে সুখ এবং দুঃখ বেদনা নেই, কেবল উপেক্ষা বেদনা বিদ্যমান।

(২১) বাব প্রকাব অকুশল চিত্তেব সঙ্গে সম্পর্কিত দশ প্রকার অকুশল কর্ম।

এইগুলি কায়—বাক্য—মন দ্বাবা সম্পাদিত দশ অকুশল কর্ম।

কায়কর্ম ঃ ১. প্রাণীহত্যা ২. চুবি ৩. মিথ্যা কামাচাব।

বাক্যকর্ম ঃ ৪ মিথ্যাবাক্য ৫. পিশুনবাক্য ৬. কর্কশবাক্য ৭. বৃথাবাক্য।

মন.কর্ম ঃ ৮. পবশ্রীকাতবতা ৯. দ্বেষ ১০. মিথ্যাদৃষ্টি।[১২]

১২। মিথ্যাদৃষ্টি ঃ কর্মফলে অবিশ্বাস, কারণ এবং ফল উভয়ে অবিশ্বাস, কর্মে অবিশ্বাস। তা যথাক্রমে নাস্তিক দৃষ্টি, অহেতুক দৃষ্টি, অবিদ্যা দৃষ্টি।

এই সকল কর্ম পূর্বোক্ত বারপ্রকার অকুশল চিত্তদ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রাণীহত্যা সাধারণতঃ নবম ও দশম চিত্তদ্বারা করা হয়। প্রথম আট অকুশল চিত্তদ্বারা সাধারণত চুরি (কর্ম) করা হয়। মিথ্যা কামাচার প্রথম আট চিত্তদ্বারা সম্পাদিত হয়।

চুরি দ্বেষচিত্ত দ্বারাও করা যেতে পারে। এ অবস্থায় নবম ও দশম চিত্তদ্বারা চুরি কর্ম সম্পন্ন করার সম্ভাবনা আছে।

মিথ্যা এবং পিশুন বাক্য প্রথম দশচিত্তদ্বারা বলা হয়। কর্কশবাক্য নবম ও দশম চিত্তদ্বারা বলা হয়। পরশ্রীকাতরতার উৎস হল প্রথম আট প্রকার চিত্ত। মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চিত্ত[১৩(ক)] থেকে।

(২২) চার শ্রেণীর আর্যের স্তরভেদে অকুশল চিত্তের নির্মূল হয়ঃ

স্রোতাপন্নের প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং একাদশ চিত্ত নির্মূল হয়। কারণ তিনি দুই সংযোজন যথা সৎকায়দৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা বা ত্রিরত্নে[১৩]সংশয় ধ্বংস করেছেন।

সকৃদাগামী (একবার মাত্র আগমনকারী) বিমুক্তির (নির্বাণ লাভের) দ্বিতীয় সোপানে (স্তরে) উন্নীত। তাঁর পরবর্তী দুই সংযোজন যথা কামরাগ (ইন্দ্রিয়াসক্তি) ও পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণ হয়।

অনাগামী (যিনি আর আগমন করবেন না) বিমুক্তির তৃতীয় সোপানে আরূঢ়। তিনি পূর্বোক্ত দুই সংযোজন যথা কামরাগ এবং পটিঘ সহ নবম ও দশম চিত্তও নির্মূল করেছেন।

অর্হতের নিকট বার অকুশল চিত্তের একটিও উৎপন্ন হয়না, কারণ তিনি অবশিষ্ট পাঁচ সংযোজন যথা রূপরাগ (রূপধ্যান ও রূপলোকে প্রতি আসক্তি), অরূপরাগ (অরূপধ্যান ও অরূপলোকের প্রতি আসক্তি), মান (অহমিকা), ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) এবং অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) নির্মূল করেছেন।

১৩। The Expositor Part I, p 129—133

১৩(ক)। বুদ্ধ. ধর্ম এবং সঙ্ঘ।

(স্রোতাপন্ন সীলব্বত পরামাস (শীলব্রত পরামর্শ) অর্থাৎ কৃচ্ছ্রসাধন বা তন্ত্র-মন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাস ইত্যাদি অপনোদন করেন। ইহা পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। ইহাও দশ সংযোজনের এক সংযোজন)।[১৪]

১৪। যা জীবকে সংসারাবর্তে সংযোজিত (আবদ্ধ) করে রাখে তাই সংযোজন। শীলব্রতসহ প্রথম পাঁচ সংযোজনকে অধোভাগীয় ও অপর পাঁচ সংযোজনকে ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বলে।

অহেতুক চিত্তানি—১৮

(অকুসল বিপাক চিত্তানি)

৫. ১. উপেক্খা সহগতং চক্খুবিঞ্ঞাণং; তথা ২. সোতবিঞ্ঞাণং ৩. ঘাণবিঞ্ঞাণং ৪. জিব্হাবিঞ্ঞাণং ৫. দুক্খসহগতং-কাযবিঞ্ঞাণং ৬. উপেক্খাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তং ৭. উপেক্খাসহগতং সন্তীবণচিত্তং চা'তি।

ইমানি সত্ত'পি অকুসলবিপাকচিত্তানি নাম।

(কুসল বিপাক' অহেতুক চিত্তানি)

৮. উপেক্খাসহগতং কুসলবিপাকং চক্খুবিঞ্ঞাণং; তথা ৯. সোতবিঞ্ঞাণং ১০. ঘাণবিঞ্ঞাণং ১১. জিব্হাবিঞ্ঞাণং ১২ সুখসহগতং কাযবিঞ্ঞাণং ১৩. উপেকখাসহগতং সম্পটিচ্ছনচিত্তং ১৪. সোমনস্ সহগতং সন্তীবণচিত্তং ১৫. উপেক্খাসহগতং সন্তীবণচিত্তং চা'তি।

ইমানি অট্‌ঠ'পি কুসলবিপাক' অহেতুক চিত্তানি নাম।

(অহেতুক কিরিয়া চিত্তানি)

১৬. উপেক্খাসহগতং পঞ্চদ্বাবাবজ্জনচিত্তং ; তথা ১৭. মনোদ্বারাবজ্জনচিত্তং ১৮ সোমনস্‌সসহগতং হসিতুপ্পাদচিত্তং চা'তি।

ইমানি তীণি' পি অহেতুক কিবিযা চিত্তানি নাম।

ইচ্চে'বং সব্বথা' পি অট্‌ঠাবসাহেতুকচিত্তানি সমত্তানি।

সত্তাকুসলপাকানি-পুঞ্ঞপাকানি অট্‌ঠধা
কিবিযাচিত্তানি তীণি'তি-অট্‌ঠাবস অহেতুকা।

১৮ প্রকার অহেতুক চিত্ত

(অকুশল অহেতুক বিপাক চিত্ত)

৫. ১. উপেক্ষাসহগত চক্ষুবিজ্ঞান ; সেরূপ ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান ৩. ঘ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বাবিজ্ঞান ৫. দুঃখসহগত কায়বিজ্ঞান ৬. উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত ৭. উপেক্ষাসহগত সন্তীরণ চিত্ত।

এই সাতটি অহেতুক অকুশল বিপাক চিত্ত।

(কুশল অহেতুক বিপাক চিত্ত।)

৮. উপেক্ষাসহগত কুশল বিপাক চক্ষুবিজ্ঞান ; সেরূপ ৯ শ্রোত্র-বিজ্ঞান ১০. ঘ্রাণবিজ্ঞান ১১. জিহ্বাবিজ্ঞান ১২. সুখসহগত কায়বিজ্ঞান ১৩, উপেক্ষাসহগত সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত ১৪. সুখসহগত সন্তীবণ চিত্ত ১৫. উপেক্ষাসহগত সন্তীবণ চিত্ত।

এই আটটি অহেতুক কুশল বিপাক চিত্ত।

(অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত)

১৬. উপেক্ষাসহগত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ১৭. উপেক্ষাসহগত মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ১৮. সুখসহগত হাসি-উৎপাদক (হসিতোৎপাদ) চিত্ত।

এই তিনটি অহেতুক ক্রিয়া চিত্ত।

সর্বমোট ১৮ প্রকার অহেতুক চিত্ত।

সংক্ষিপ্তাকারে

সাত অকুশলবিপাক চিত্ত, আট কুশল বিপাক চিত্ত এবং তিন ক্রিয়া চিত্ত—সর্বমোট ১৮ অহেতুক চিত্ত।

ব্যাখ্যা :—

(২৩) হেতু শব্দকে সাধারণতঃ 'মূল কারণ' রূপে অনুবাদ করা হয়। সূত্রে আমরা 'কো হেতু, কো পচ্চযো' (হেতু কি, প্রত্যয় কি) শব্দসমষ্টি দেখতে পাই। অভিধর্মে হেতু এবং প্রত্যয়কে ভিন্ন এবং বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত করা হয়। হেতু পূর্বোক্ত ছয় 'মূল' রূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যয় হল সাহায্যকারী কারণ (উপকারকধম্ম উপকারকধর্ম)। হেতু হল বৃক্ষের মূল শিকড়ের ন্যায়। প্রত্যয় হল জল, সার ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত আঠার প্রকার চিত্তকে অহেতুক চিত্ত বলা হয় কারণ তারা হেতু সংযুক্ত (সম্পযুত্তক হেতু) নয়। ইহা বুঝতে হবে যে এমন কি অহেতুক চিত্তগুলিও মুখ্য কারণ (নিব্বত্তক হেতু) শূন্য নয়।

অবশিষ্ট ৭১ প্রকার চিত্তকে সহেতুক চিত্ত বলা হয়। এগুলির মধ্যে দুই চিত্ত একহেতুযুক্ত, অপর ৬৯ চিত্ত দুই বা তিন হেতুযুক্ত।

(২৪) দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান—এখানে পাঁচ জোড়া (পাঁচ কুশল+পাঁচ অকুশল) বিপাক চিত্ত সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। তারা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল বলে, এ নামে অভিহিত হয়। 'দুঃখ-সহগত কায়বিজ্ঞান এবং সুখ-সহগত কায়বিজ্ঞান' ব্যতীত অন্যচিত্তগুলি উপেক্ষা-সহগত বলে তুলনামূলক ভাবে দুর্বল। অভিধর্মে এই দশ (বা পাঁচ জোড়া) চিত্তের নাম দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাবজ্জন বা পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তই হল 'মনধাতু' এবং অবশিষ্ট ৭৬ চিত্ত 'মনোবিজ্ঞান-ধাতু'।

(২৫) সম্প্রতীচ্ছন (সম্পটিচ্ছন)—যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত বিষয় গ্রহণ করে, তা'ই সম্প্রতীচ্ছন। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত বিষয় পরীক্ষা করে, তা'ই সন্তীরণ। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয়ের যে কোন একটির দিকে প্রবর্তিত হয়, তাকে পঞ্চদ্বারাবর্তন বলা হয়। যেই চিত্তক্ষণে চিত্ত মানসিক বিষয়ের প্রতি প্রবর্তিত হয়, তা হল মনোদ্বারাবর্তন। যারা অর্হৎ নয়, কেবল মাত্র তাদের নিকট পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং মনোদ্বারাবর্তন এই দুই ক্রিয়া (কিরিয়া) চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য ক্রিয়া চিত্তগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধগণ এবং অর্হৎগণের নিকট উৎপন্ন হয়। এই মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত ব্যবস্থাপন (বোত্থপন) কৃত্য সম্পাদন করে। সে সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

(২৬) হাসি উৎপাদক বা হসিতোৎপাদ চিত্ত অর্হৎগণের এক বিশিষ্ট চিত্ত। সুখানুভূতিই এই হাসি উৎপত্তির কারণ। তের শ্রেণীর চিত্ত ব্যক্তি বিশেষে হাসি উৎপাদন করে। সাধারণ মানুষের (পৃথগ্‌জন) লোভমূলক সৌমনস্য সহগত চার চিত্তের এক চিত্ত অথবা সৌমনস্য সহগত চার কুশল চিত্তের এক চিত্ত হাসির উদ্রেক করে।

স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী এবং অনাগামী সৌমনস্য সহগত, দৃষ্টি

বিপ্রযুক্ত, দুই অকুশল চিত্তের এক চিত্ত বা চার কুশল চিত্তের একটি উৎপন্ন হলে মৃদু হাস্য করেন।

অর্হৎ এবং পচ্চেক বুদ্ধগণ চার শোভন ক্রিয়া চিত্তের এক চিত্ত বা হাসি-উৎপাদক চিত্ত উৎপন্ন হলে মৃদুহাস্য করেন। সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত, সৌমনস্য সহগত দুই শোভন ক্রিয়া চিত্তের একটি উৎপন্ন হলে মৃদুহাসির উদ্রেক হয়। হাসি-উৎপাদক চিত্ত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক হর্ষ (উচ্ছ্বাস) প্রকাশ বই আর কিছু নয়।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহে[১৫] বিভিন্ন প্রকার হাসির কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ বৌদ্ধশাস্ত্রে ছয় প্রকার হাসির কথা বলা হয়েছে। যথা ১. স্মিত-যা মুখাবয়বে মৃদু হাসি রূপে প্রতিভাত হয়। ২. হসিত—এ হাসিতে ঠোঁট কম্পিত হয় এবং দাঁতের অগ্রভাগ বিকশিত হয়। ৩ বিহসিত—এ হাসিতে মৃদু শব্দ হয়। ৪. উপহসিত-এ হাসিতে মাথা, ঘাড, বাহু দোলিত হয়। ৫ অপহসিত—এ হাসিতে অশ্রু বর্ষণ হয়। ৬. অতিহসিত—মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহে সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে আন্দোলিত হয়। হাসি দেহের এক অভিব্যক্তি (কায়-বিজ্ঞপ্তি) যা বাক্য দ্বারা প্রকাশিত (বাক্য-বিজ্ঞপ্তি) নাও হতে পারে। সুশিক্ষিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট প্রথম দুই প্রকার, সাধারণ মানুষের নিকট পরবর্তী দুই প্রকার এবং হীনস্বভাব ব্যক্তির নিকট শেষোক্ত দুই প্রকার হাসি বিকশিত হয়।

(২৭) চিত্তবীথি—জ্ঞাতা মন ভিতর এবং বাহির থেকে বিষয় গ্রহণ করে। যখন কোন ব্যক্তি গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে তখন তার মন সম্পূর্ণ 'খালি' থাকে। অথবা অন্য অর্থে তখন মন ভবাঙ্গ অবস্থায় থাকে। যখন আমাদের মন বাহ্যিক কোন বিষয়ে সাড়া দেয়না তখন আমরা সর্বদা মনের একরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা অনুভব করি (অতীত ভবাঙ্গ কাল)। যখন কোন বিষয় বা আলম্বন মনে প্রবেশ করে তখন ভবাঙ্গ প্রবাহ

১৫। Compendium of Philosophy=Aung

বাধা প্রাপ্ত হয় বা কম্পিত হয় (ভবাঙ্গ-চলন কাল)। তখন ভবাঙ্গ এক চিত্তক্ষণের জন্য আবর্তিত হয়ে স্তব্ধ হয় বা আলম্বন ত্যাগ করে (ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ কাল) । তারপর পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং বিলুপ্ত হয়। এইক্ষণে প্রাকৃতিক প্রবাহ (ভবাঙ্গ) বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মন বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় (মনস্কারের জাগরণকাল)। তৎপরক্ষণে চক্ষুবিজ্ঞান [১৬] উৎপন্ন হয় এবং তা ধ্বংস হয় কিন্তু এখনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা (বা জ্ঞান) হয়নি (চক্ষুবিজ্ঞান বা আলম্বন ভেদে পঞ্চ-বিজ্ঞানের যে কোন বিজ্ঞান উৎপত্তি কাল)। এই ইন্দ্রিয়-কার্য পরবর্তী-ক্ষণে দৃষ্ট বিষয় বা আলম্বনকে গ্রহণ করে (সম্প্রতীচ্ছন কাল)। তারপর বিষয়ের ক্ষণিক অনুসন্ধান করা হয় বা গৃহীত বিষয়কে পরীক্ষা করে (সন্তীরণ কাল)। তারপর গৃহীত বিষয়কে কিরূপে ব্যবহার করা হবে তা নির্দ্ধারিত হয়। (ব্যবস্থাপন কাল)। এ চিত্তক্ষণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাধীন চিত্ত এখানেই 'কর্ম' আরম্ভ করে। পরক্ষণেই এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়—তাকে 'জবন' বলা হয়। এই স্তরে কর্ম কুশল বা অকুশল বিবেচিত (নির্দ্ধারিত) হয়। এই স্তরেই 'কর্ম' সম্পাদিত হয়, যদি কর্ম সম্যক্ দৃষ্টিগত (যোনিসো মনসিকার) হয় তবে সে জবন (বেগ) কুশল (সংযুক্ত) হয় আর যদি মিথ্যাদৃষ্টি-গত (অযোনিসো মনসিকার) হয় তবে সে জবন অকুশল (সংযুক্ত) হয়। অর্হৎগণের ক্ষেত্রে এই জবন কুশলও নয়, অকুশলও নয় ; তা ক্রিয়া চিত্ত মাত্র। এ জবন (স্তর) সাত চিত্তক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয় (অর্থাৎ জবনক্ষণে বিষয় বা আলম্বন উপলব্ধি করে)। মৃত্যু মুহূর্তে পাঁচ চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয়। সম্পূর্ণ চিত্তবীথি বিভাজনীয় সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম ক্ষণে আরম্ভ হয়ে তদালম্বন চিত্তে (পূর্ব আলম্বন অনুযায়ী রূপ ধারণ করে) শেষ হয়। তদালম্বন চিত্ত দুই চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এক চিত্তবীথি ১৭ চিত্তক্ষণের মধ্যে [১৭] সম্পূর্ণ হয়।

১৬। যদি আলম্বন রূপ হয়। পাঁচ ইন্দ্রিয় আলম্বনের উপর পঞ্চ বিজ্ঞান উৎপত্তি নির্ভর করে।

১৭। See Compendium of Philosophy, p 27-30

তিন প্রকার ভবাঙ্গ চিত্তই বিপাক। তারা পূর্বোক্ত দুই উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ চিত্ত অথবা ষষ্ঠ বিভাগে বর্ণিত আট প্রকার শোভন বিপাক চিত্তের একটি। পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ক্রিয়াচিত্ত। পঞ্চবিজ্ঞান দান কুশল এবং অকুল চিত্তের একটি। সম্প্রতীচ্ছন এবং সন্তীরণ ও বিপাক চিত্ত। মনোদ্বারাবর্তন (মনোদ্বার চিত্ত) ক্রিয়া চিত্ত যা ব্যবস্থাপন চিত্তরূপে কাজ করে। ব্যক্তি তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে এখানে (এ স্তরে) ব্যবহার করেন। সাত জবন চিত্তক্ষণ কর্ম উৎপন্ন করে (বা জবন ক্ষণের কৃত্য কর্মে পরিণত হয়)। তদালম্বন বিপাক চিত্ত ; ইহা তিন সন্তীরণ চিত্তের একটি অথবা আট শোভন বিপাক চিত্তের একটি।

এরূপে এক চিত্তবীথিতে বহু চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়, যা কর্ম বিপাক অথবা ক্রিয়া।[১৮]

১৮। এ বিষয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে।

চিত্তবীথি—অভিধর্ম অনুসারে যখন কোন বিষয় বা আলম্বন পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারের যে কোন একটির মাধ্যমে মনে উপস্থিত হয় তখন চিত্তবীথি একরূপে প্রবাহিত হয়ঃ—

বিষয় = আলম্বন ১৭ চিত্তক্ষণে এক চিত্তবীথি নক্সা নং ১

ক্ষণ	বিবরণ
১	অতীত ভবাঙ্গ : চিত্তের ভবাঙ্গ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা
২	ভবাঙ্গ-চলন : ভবাঙ্গ কম্পন
৩	ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ : ভবাঙ্গের স্বীয় আলম্বন ত্যাগ
৪	পঞ্চদ্বারাবর্তন : আলম্বনের দিকে মনস্কারের আবর্তন
৫	পঞ্চবিজ্ঞান : পঞ্চ-ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি
৬	সম্প্রতীচ্ছন : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলম্বন গ্রহণ
৭	সন্তীরণ : গৃহীত আলম্বন পরীক্ষা
৮	ব্যবস্থাপন : গৃহীত আলম্বনের ব্যবহার ব্যবস্থা
৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ৫	জবন কুশল বা অকুশল রূপে চিত্তের গমন বা বেগ এবং চিত্তের সক্রিয় আলম্বন উপলব্ধি
১৬ ১৭	তদালম্বন : আলম্বনের রূপ ধারণ (কর্মসংগ্রহণ) বা সঞ্চরণ

সোভন চিত্তানি

৬. পাপাহেতুকমুত্তানি—সোভনানি'তি বুচ্চবে
একূনসট্‌ঠিচিত্তানি—অথ একনবুতী' পি বা।

(অট্‌ঠ কামাবচব কুসলচিত্তানি)

মহাকুশল চিত্ত

১ সোমনস্‌সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
২. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
৩. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং অসংখাবিকং একং
৪. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং সসংখাবিকং একং
৫. উপেক্‌খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
৬. উপেক্‌খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
৭. উপেক্‌খাসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং অসংখাবিকং একং
৮. উপেক্‌খাসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং সসংখাবিকং একং' তি।

ইমানি অট্‌ঠা' পি সহেতুকা কামাবচবকুসলচিত্তানি নাম।

(অট্‌ঠ কামাবচব বিপাকচিত্তানি)

মহাবিপাক চিত্ত

৯ সোমনস্‌সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
১০. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
১১. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং অসংখাবিকং একং
১২. সোমনস্‌সসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং সসংখাবিকং একং
১৩. উপেক্‌খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
১৪ উপেক্‌খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
১৫ উপেক্‌খাসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং অসংখাবিকং একং
১৬ উপেকখাসহগতং ঞাণবিপ্‌পযুত্তং সসংখাবিকং একং'তি

ইমানি অট্‌ঠ' পি সহেতুক কামাবচব বিপাকচিত্তানি নাম।

(অট্ঠ কামাবচব কিবিয়া (ক্রীযা) চিত্তানি)

মহাক্রিয়া চিত্ত

১৭ সোমনস্সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
১৮. সোমনস্সসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
১৯. সোমনস্সসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
২০. সোমনস্সসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং
২১. উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পযুত্তং অসংখারিকং একং
২২. উপেক্খাসহগতং ঞাণসম্পমুত্তং সসংখাবিকং একং
২৩. উপেক্খাসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং অসংখাবিকং একং
২৪. উপেক্খাসহগতং ঞাণবিপ্পযুত্তং সসংখাবিকং একং'তি।

ইমানি অট্ঠ'পি সহেতুক কামাবচব কিবিয়াচিত্তানি নাম।

ইচ্চে'বং সব্বথা'পি সহেতুক-কামাবচব-কুসল-বিপাক-কিরিয়া-চিত্তানি সমত্তানি।

বেদনা-ঞাণ-সংখাবা ভেদেন চতুবীসতি
সহেতু-কামাবচব-পুঞ্ঞপাকক্রিয়া মতা।
কামে তেবীস পাকানি—পুঞ্ঞা পুঞ্ঞানি বীসতি
একাদস ক্রিয়া চেতি—চতুপঞ্ঞাস সব্বথা।

২৪ প্রকাব কামাবচর শোভন চিত্ত

৬. অকুশল এবং অহেতুক চিত্ত ব্যতীত অবশিষ্ট চিত্তগুলি 'শোভন' চিত্ত। তাদেব সংখ্যা ৫৯ অথবা ৯১।

আট প্রকাব কুশল চিত্ত

১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু (অসংস্কাবিক) অনুভূত আনন্দ সহকাবে (সৌমনস্য সহগত), জ্ঞানসংযুক্ত (জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত) হয়ে উৎপন্ন হয়।

২। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব

উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে (সসাংস্কাবিক), অনুভূত আনন্দ সহকাবে জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয।

৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে (জ্ঞানবিপ্রযুক্ত) উৎপন্ন হয।

৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, সংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে (উপেক্ষা সহগত) জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয।[১৯]

৬। যে এক প্রকাব চিত্ত অবলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে; জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয।

৭। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

৮। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

এই আটটি কামাবচব সহেতুক কুশল চিত্ত।

(পূর্বজন্মকৃত) কুশলেব আট প্রকাব বিপাক চিত্ত

৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয।

১০। যে এক প্রবাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয।

১১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

১৯। এখানে উপেক্ষা তত্রমধ্যস্থতাও বুঝায়। ব্যাখ্যা নং ১০ দেখুন।

১২। যে এক প্রকার চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয।

১৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৫। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৬। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয়।

এই আটটি কামাবচব সহেতুক বিপাক চিত্ত।

(আট প্রকাব কামাবচব ক্রিয়া চিত্ত)

১৭। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৮। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পরেব উৎসাহ উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।

১৯। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হয়ে উৎপন্ন হয।

২০। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, অনুভূত আনন্দ সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয়।

২১। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয় স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়।

২২। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত হযে উৎপন্ন হয।

২৩। যে এক প্রকাব চিত্ত স্বীয স্বভাব হেতু, উপেক্ষা সহকাবে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

২৪। যে এক প্রকাব চিত্ত আলম্বনেব প্রতি নিজ বা পবেব উৎসাহ-উত্তেজনা সাপেক্ষে, উপেক্ষা সহকারে, জ্ঞানসংযুক্ত না হযে উৎপন্ন হয।

এই আটটি কামাবচব সহেতুক ক্রিয়া চিত্ত।

এখানে কামাবচব শোভন কুশল, বিপাক, ক্রিয়া-চিত্তেব বর্ণনা শেষ হল।

কামাবচব সহেতুক শোভন, সংক্ষিপ্তাকাবে কুশল, বিপাক, ক্রিয়া চিত্ত বেদনা জ্ঞান-সংস্কাব বশে চব্বিশ প্রকাব হয।

কামাবচব বিপাক চিত্ত তেইশ, কুশল এবং অকুশল চিত্ত কুড়ি এবং ক্রিয়া চিত্ত এগার। সর্বমোট (কামাবচব) চিত্ত চুয়ান্নটি।

ব্যাখ্যা

(২৮) শোভন—বলাব কারণ তাবা কুশল গুণ উৎপন্ন কবে। যা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহেব সঙ্গে সংযুক্ত, যেমন দান, মৈত্রী, প্রজ্ঞা (অর্থকথা)।

(২৯) পাপ—দুঃখেব দিকে চালিত কবে। পাপ শব্দেব চেযে অকুশল বা মন্দ পাপ শব্দেব প্রকৃত অনুবাদ। কাবণ পাপ শব্দ দ্বাবা খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি সূচিত হয।

(৩০) হেতুক · এবাব যে সকল চিত্তেব বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তা সহেতুক, ইহা পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত অহেতুক চিত্তেব ঠিক বিপবীত। চব্বিশ প্রকাব কামাবচব শোভন চিত্তেব মধ্যে, বাবটি দুই হেতুক (দ্বিহেতুযুক্ত) যথা অলোভ (দান) এবং অদ্বেব (মৈত্রী) এবং অপব বাবটি চিত্ত তিন বা ত্রিহেতুযুক্ত যথা অলোভ (দান), অদ্বেষ (মৈত্রী) এবং অমোহ (জ্ঞান বা প্রজ্ঞা)।

(৩১) ৫৯ অথবা ৯১ প্রকার চিত্ত—

কামাবচর—২৪

রূপাবচর—১৫

অরূপাবচর - ১২

লোকোত্তর—৮

মোট ৫৯

যখন আট লোকোত্তর চিত্তকে পাঁচ কুশল রূপধ্যান দ্বারা গুণ (৮×৫=৪০) করা হয় তখন এরূপ সংখ্যা দাঁড়ায়ঃ ২৪+১৫+১২+৪০=৯১)।

(৩২) ঞাণ (জ্ঞান)—যা সত্য উপলব্ধি করে বা জানে (অর্থকথা)। ঞাণ বা জ্ঞান এখানে প্রজ্ঞা শব্দের সমার্থক। ইহা মোহ (অজ্ঞানতা) শব্দের বিপরীত। মোহ হল—অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা।

(৩৩) অসংখারিক—অসংস্কারিক।[২০] অর্থকথা অনুসারে—কোন ব্যক্তি যখন ভিতর বা বাহির থেকে কোন প্রকার উৎসাহ—উত্তেজনা ব্যতীত স্বীয় স্বভাব হেতু (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) তৎক্ষণাৎ কুশল কর্ম সম্পাদন করে, তাই অসাংস্কারিক কর্ম, সুখাদ্য এবং পরিবেশ হেতু তার দেহ ও মন কর্মক্ষম হয় এবং তা কুশল কর্ম সম্পাদনের সহায়ক হয়। তাছাড়া পূর্বে কুশল কর্ম সম্পাদনের প্রবৃত্তিও সাহায্য করে।

(৩৪) সকল প্রকার কুশল কর্ম প্রথম আট প্রকার কুশল (শোভন) চিত্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়। আট (কুশল) বিপাক চিত্ত প্রথম আট কুশল চিত্তের ফল। আট অহেতুক (কুশল) বিপাক চিত্তও এই আট কুশল চিত্তের ফল। তাহলে দেখা যায় কুশল বিপাক চিত্ত সর্বমোট ষোল। অপর পক্ষে বার অকুশল চিত্তের মাত্র সাত (অকুশল) অহেতুক বিপাক চিত্ত বিদ্যমান।

বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের এই তেইশ প্রকার বিপাক চিত্ত উৎপন্ন হয়

২০। ব্যাখ্যা নং ১২ দেখুন।

কাবণ তাঁবা পূর্বকৃত কুশল-অকুশল কর্মেব ফল নির্বাণ লাভ না কবা পর্যন্ত ভোগ কবেন। কিন্তু তাঁদেব প্রথম আট কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয না কাবণ তাঁবা ফল প্রদান সক্ষম নূতন কর্ম সঞ্চয কবেন না। আবও একটি কাবণ হল তাঁবা সকল সংযোজন (যা জন্ম-মৃত্যুব আবর্তনে বদ্ধ কবে বাখে) সম্পূর্ণ ধ্বংস কবেছেন। যখন তাঁবা কুশল কর্ম সম্পাদন কবেন তখন তাঁদেব আট কুশল চিত্ত উৎপত্তিব পবিবর্তে আট ক্রিয়া চিত্ত উৎপন্ন হয, যাব কোন ফল-উৎপাদন ক্ষমতা নেই। সাধাবণ মানুষ, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী এবং অনাগামীর সেই আট ক্রিযা চিত্ত উৎপন্ন হয না।

(৩৫) প্রথম আট কুশল চিত্তেব উদাহবণ

১। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে (জ্ঞানযুক্ত হযে), আনন্দেব সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ এক ভিখাবীকে কিছু দান দিল।

২। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে, আনন্দেব সঙ্গে, অনেক ভেবে-চিন্তে বা অন্যেব দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, এক ভিখাবীকে কিছু দান দিল।

৩। এক বালক কিছুই না বুঝে (জ্ঞানযুক্ত না হয়ে) একজন ভিক্ষুকে দেখে আনন্দেব সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ প্রণাম করল। এক ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, আনন্দেব সঙ্গে, কোন অর্থ না বুঝে সূত্র আবৃত্তি কবল।

৪। এক বালক মাযের উপদেশে, কিছুই না বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল। এক ব্যক্তি শিক্ষক দ্বাবা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, অর্থ কিছুই না বুঝে, আনন্দেব সঙ্গে সূত্র আবৃত্তি কবল।

৫। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে, উপেক্ষা সহকাবে, তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুকে কিছু দান দিল।

৬। এক ব্যক্তি সজ্ঞানে,উপেক্ষা সহকাবে, অন্যেব দ্বারা উৎসাহিত হযে বা ভেবে-চিন্তে এক ভিক্ষুকে কিছু দান দিল।

৭। এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা সহকারে, তৎক্ষণাৎ এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল।

৮। এক বালক কিছুই না বুঝে, উপেক্ষা সহকাবে, মাযেব উপদেশ অনুসাবে বা ভেবে-চিন্তে এক ভিক্ষুকে প্রণাম কবল।

রূপাবচর চিত্তানি

৭৹ (৫ রূপাবচব কুসল চিত্তানি)

১। বিতক্ক-বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

২। বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং দুতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।

৩। পীতি-সুখ' একগ্গতা-সহিতং ততিয়জ্ঝান-কুসলচিত্তং।

৪। সুখ' একগ্গতা-সহিতং চতুত্থজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

৫। উপেক্খ'একগ্গতা-সহিতং পঞ্চমজ্ঝান-কুসলচিত্তং চেতি।

ইমানি পঞ্চ'পি রূপাবচবকুসলচিত্তানি নাম।

(৫ রূপাবচব বিপাক চিত্তানি)

১। বিতকক্-বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

২। বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং দুতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।

৩। পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ততিযজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

৪। সুখ'-একগ্গতা-সহিতং চতুত্থজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

৫। উপেক্খ'একগ্গতা-সহিতং পঞ্চমজ্ঝান-কুসলচিত্তং চেতি।

ইমানি পঞ্চ'পি রূপাবচরবিপাকচিত্তানি নাম।

(৫ রূপাবচব ক্রিয়া চিত্তানি)

১। বিতক্ক বিচার-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং পঠমজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

২। বিচাব-পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং দুতিযজ্ঝান-কুসল-চিত্তং।

৩। পীতি-সুখ'একগ্গতা-সহিতং ততিযজ্ঝান কুসলচিত্তং।

৪। সুখ' একগ্গতা সহিতং চতুত্থজ্ঝান-কুসলচিত্তং।

৫। উপেক্খ'একগ্গতা-সহিতং পঞ্চমজ্ঝান-কুসলচিত্তং চেতি

ইমানি পঞ্চ'পি রূপাবচব ক্রিযাচিত্তানি নাম।

ইচ্চেবং সব্বথা'পি পন্নবস রূপাবচব-কুসল-বিপাক-ক্রিয়া-চিত্তানি সমত্তানি।

পঞ্চধা ঝানভেদেন - রূপাবচবমানসং

পুঞ্ঞ্ঞপাকক্রিয়াভেদা — তং পঞ্চদসধা ভবে।

১৫ রূপাবচব চিত্ত

৭. (৫ রূপাবচর কুশল চিত্ত)

১। প্রথম ধ্যান কুশল চিত্তে বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

২। দ্বিতীয ধ্যান কুশল চিত্তে বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৩। তৃতীয ধ্যান কুশল চিত্তে প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৪। চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্তে সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৫। পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

এই পাঁচটি রূপাবচর ধ্যান কুশল চিত্ত।

(৫ রূপাবচব বিপাক চিত্ত)

৬। প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্তে বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৭। দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্তে বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৮। তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্তে প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৯। চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্তে সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

১০। পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

এই পাঁচটি রূপাবচর ধ্যান বিপাক চিত্ত।

(৫ রূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত)

১১। প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

১২। দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে বিচার প্রীতি,সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

১৩। তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে প্রীতি সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদম্যান থাকে।

১৪। চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে সুখ এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

১৫। পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্তে উপেক্ষা এবং একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

এই পাঁচটি রূপাবচর ক্রিয়া চিত্ত।

এখানে রূপাবচর কুশল—বিপাক—ক্রিয়া চিত্তের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

সংক্ষিপ্তাকারে

বিভিন্ন ধ্যান অনুসারে রূপাবচর ধ্যান চিত্ত পাঁচটি। তা কুশল-বিপাক ক্রিয়া ভেদে পনের প্রকার হয়।

ব্যাখ্যা :—

(৩৬) রূপাবচর—জীবস্থিতির তিনটি স্তর (লোক), (ভূমি), যথা—কামলোক, রূপলোক এবং অরূপলোক। চার দুঃখপূর্ণ ভূমি (অপায়), মনুষ্যভূমি এবং ছয় দেবভূমি স্তরকে কামলোক বলা হয়। কামলোক বা কামভূমি বলার কারণ হল—এ স্তরগুলিতে ইন্দ্রিয় কামনা চরিতার্থ করার বাসনা অত্যন্ত প্রবল থাকে। চার দুঃখপূর্ণ স্তরকে বলা হয় দুর্গতি ভূমি। দুষ্কৃতকারিগণ এ সকল স্তরে উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট সাত স্তরকে বলা হয় সুগতি ভূমি। সুকর্মকারিগণ এ সকল স্তরে উৎপন্ন হয়ে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করেন।

আরও উন্নত মানুষ, যাঁরা সাধারণ কামসুখে বীতশ্রদ্ধ এবং আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রয়াসী, স্বাভাবিক ভাবে সেরূপ অনুকূল স্থানে তাঁদের উন্নত আকাঙ্ক্ষা পরিপ্রেক্ষিতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। মানব জীবনে তাঁরা নির্জন স্থানে গিয়ে সাধনা বা ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

এরূপ সাধনা (ধ্যান) বা ভাবনা দুই প্রকার, যথা—শমথ (চিত্তের একাগ্রতা বা তন্ময়তা সাধন) এবং বিদর্শন (যথাভূত দর্শন বা সত্যদর্শন)। শমথ শব্দের অর্থ হল শান্ততা বা প্রশান্তি, ইহা এই (শমথ) ধ্যান দ্বারা লাভ হয়। বিদর্শন হল—যে জিনিষ বা বিষয় যেরূপ তাকে সেরূপ সত্য পরিপ্রেক্ষিতে দর্শন করা। শমথ ধ্যান দ্বারা উন্নত মানসিক শক্তি (পঞ্চ-অভিজ্ঞা) লাভ করা যায়। বিদর্শন ভাবনা প্রজ্ঞা লাভের (বোধি বা নির্বাণের) দিকে অগ্রসর করায়।

যাঁরা শমথ ধ্যান বৃদ্ধি করেন মৃত্যুর পর তাঁরা উন্নত রূপ স্তরে বা লোকে উৎপন্ন হন। আর যাঁরা অরূপ ধ্যান বৃদ্ধি করেন তাঁরা অরূপ লোকে উৎপন্ন হন।

অরূপ লোকে দেহ নেই, কেবল মাত্র মন বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ দেহ ও মন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং অবিভাজ্য। কিন্তু চিত্তশক্তি প্রভাবে দেহকে মন থেকে বা মনকে

দেহ থেকে সাময়িক ভাবে পৃথক কবা যায়। যাঁরা স্বর্গ বা দেব সুগতি ভূমিতে বা ৰূপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাঁদেব সূক্ষ্ম ৰূপদেহ থাকে।

Compendium of Philosophy গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে—'ৰূপলোক বলাব অর্থ হল—সে স্তবে সূক্ষ্ম ৰূপেব অবশেষ এখনও বিদ্যমান। অরূপলোক বলাব কাবণ হল সে স্তবে ৰূপেব বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয না।'

যা ৰূপলোকে গমনাগমন কবে তা'ই ৰূপাবচর। এই স্তবে চিত্ত সংখ্যা পনেব। পাঁচ কুশল চিত্ত ইহ জীবনে বৃদ্ধি বা উৎপন্ন কবা যায়। পাঁচ কুশল চিত্তেব পাঁচ বিপাক মৃত্যুব পব ৰূপভূমিতে (ফল স্বৰূপ) অনুভূত হয়। পাঁচ ক্রিয়া চিত্ত বুদ্ধ এবং অর্হৎগণ[২১] ইহ জীবনে অথবা অর্হৎগণ ৰূপলোকে অনুভব কবেন।

৩৭) ঝান—ধ্যান—এই পালি শব্দ √ঝে ধাতু নিষ্পন্ন (চিন্তা করা)। ভদন্ত বুদ্ধঘোষ 'ধ্যান' বা 'ঝান' শব্দেব এৰূপ ব্যাখ্যা কবেছেন—"আবম্মণ' উপনিজ্ঝানতো পচ্চনীকঝাপনতো বা ঝানং', আলম্বন বা ধ্যেয় বিষযকে (আবম্মণ) নিকটে নিবিষ্টভাবে চিন্তা (ধ্যান) বলা হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন এক আলম্বনেব উপব চিত্ত নিবিষ্ট বা সমাহিত করাকে ধ্যান বলা হয়।

শমথ ধ্যানেব চল্লিশ প্রকাব কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) সম্বন্ধে এই গ্রন্থেব নবম পবিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যোগী তাঁব চবিত্র অনুযায়ী তাদেব একটিকে ধ্যেয় বিষয়ৰূপে গ্রহণ কবেন। এই বিষয় বা আলম্বনকে পবিকর্ম নিমিত্ত বা প্রাথমিক ধ্যানালম্বন বলা হয়।

তিনি এখন সকল কমনীয় চিন্তা মন থেকে দূব করে এই আলম্বনেব উপব চিত্ত এবং দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাতে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট হন। তাবপব এমন এক অবস্থা উৎপন্ন হবে তখন

২১। অনাগামী রূপলোকে উৎপন্ন হয়ে সেখানে অর্হত্ত্ব লাভ করলে এই পাঁচ ক্রিয়াচিত্ত উৎপন্ন হয় বা অনুভব করেন।

তিনি সেই আলম্বন চোখ বন্ধ কবেও দেখতে পাবেন। এই মনোদ্বাবা গৃহীত বা উদ্‌গৃহীত নিমিত্তেব (উদ্‌গ্রহ বা উগ্‌গহ নিমিত্তেব) উপবা তিনি নিবিডভাবে নিবিষ্ট থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁব নিকট মানসিক প্রতিভাগ (পঠিভাগ) নিমিত্ত মনোদ্বাবে উৎপন্ন না হয়।

পঠবি বা পৃথিবী কৃৎস্ন (মাটিব তৈবী গোলাকাব ধ্যেয বৃত্ত) বা মণ্ডলকে দৃষ্টান্ত স্বৰূপ নেওয়া যাক্।

এক বিঘত চাব ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ঊষা বংযেব অতি মসৃণ গোলাকাব একটি মাটিব মণ্ডল তৈবী কবে নিতে হবে। ঊষা বংযেব মাটি পর্যাপ্ত পাওযা না গেলে ভিতবে অন্য বংযেব মাটিও ব্যবহাব কবা যায়।

এই ধ্যেয় বৃত্ত বা মণ্ডলকে পবিকর্ম নিমিত্ত বলা হয়। এখন তিনি সেই বৃত্তকে নিজেব দেহ থেকে আড়াই হাত দূবে ('সন্মুখে) স্থাপন কবে তাব উপব মনঃসংযোগ কববেন এবং মনে মনে (শব্দ না কবে) বলবেন পঠবি, পঠবি । এব উদ্দেশ্য হল মনেব একাগ্রতা সাধন কবা। এভাবে সম্ভবতঃ তিনি কয়েক সপ্তাহ, মাস বা বৎসব ধ্যানাভ্যাস কবলে চোখ বন্ধ অবস্থাযও সেই নিমিত্ত মনোদ্বাবে উপস্থিত (হয়েছে) দেখবেন। এই মনোগৃহীত আলম্বনকে উদ্‌গ্রহ (বা মনোগৃহীত) নিমিত্ত বলা হয। তাবপব তিনি সেই মনোগৃহীত নিমিত্তেব উপব মনঃসংযোগ কববেন (ইহা মাটি নির্মিত বৃত্ত বা মণ্ডলেব হুবহু প্রতিকৃতি) যতক্ষণ (বা যতদিন) তা মানসিক প্রতিভাগ নিনিত্তে ৰূপান্তবিত না হয।

প্রথমতঃ মনোদ্বাবা গৃহীত নিমিত্ত (উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত) ও তারপর মানসিক প্রতিভাগ (পঠিভাগ) নিমিত্তে ৰূপান্তবিত নিমিত্তদ্বয়েব প্রভেদ হল – প্রথমটিতে কৃৎস্নেব (নির্মিত মণ্ডলেব) কিছু দোষ পবিলক্ষিত হয এবং পববর্তী প্রতিভাগ নিনিত্ত ঐ সকল দোষমুক্ত হয়ে— 'সুমার্জিত শঙ্খেব' মত প্রতিভাত হবে। শেষোক্ত নিমিত্তেব কোন প্রকার আকাব এবং বং থাকবে না। ইহা উপলব্ধি জ্ঞাত এক প্রকার প্রতিকৃতি মাত্র।

যখন তিনি নিয়মিতভাবে সেই উদ্ধৃত নিমিত্তে (প্রতিভাগ নিমিত্তে) বারবার মনঃসংযোগ করবেন তখন তাঁর উপচার সমাধি অধিগত হয়েছে বলা হয়। তখন তাঁর সহজাত পঞ্চনীবরণ (সমাধি উৎপত্তির বাধা) যথা কামচ্ছন্দ (ইন্দ্রিয়-কামনা),ব্যাপাদ পটিঘ) বা দ্বেষ, থীন-মিদ্ধ (চিত্তের অলসতা-অকর্মণ্যতা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অস্থিরতা-অনুতাপ) এবং বিচিকিৎসা (সন্দেহ) সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়।

অতঃপর তিনি অর্পণা সমাধি লাভ করেন এবং ধ্যানে তদ্‌গত (নিমজ্জিত বা সমাহিত) হয়ে একাগ্রতার শান্ততা এবং প্রশান্তি অনুভব বা ভোগ করেন।

যখন তিনি অর্পণা সমাধি লাভ করতে থাকেন (সে মুহূর্তে) তাঁর চিত্তবীথি এরূপে প্রবাহিত হয়—

ভবাঙ্গ—মনোদ্বারাবর্তন—পরিকর্ম—উপচার—অনুলোম—গোত্রভূ—অর্পণা।

* * * *

যখন চিত্তস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রতিভাগ নিমিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে। তারপর পরিকর্ম অথবা উপচার থেকে আরম্ভ করে জীবন ধারা চলতে থাকে। পরিকর্ম হল প্রাথমিক বা আদি চিত্তক্ষণ। উপচার অর্থ নিকটবর্তী, কারণ ইহা অর্পণা সমাধির নিকটবর্তী। অনুলোম চিত্তক্ষণ মন পূর্ণ অর্পণায় প্রবর্তিত (প্রবেশ করার জন্য) হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় (গুণযুক্ত হয়)। ইহা অর্পণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপন্ন হয় বলে, এ নামে (অনুলোম) অভিহিত হয়। তারপর গোত্রভূতে প্রবর্তিত হয়। গোত্রভূ শব্দের অর্থ হল যা কামলোকের গোত্র (জন্ম) পরাভূত করে। গোত্রভূ স্তর অতিক্রম করার পরক্ষণেই এক চিত্তক্ষণের জন্য অর্পণা চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়—তা'ই ধ্যানজ একাগ্রতা (বা সমাহিত অবস্থায়) রূপান্তরিত করে। এই চিত্ত রূপাবচর স্তরের মধ্যে গণ্য এবং তাকে প্রথম রূপধ্যান বলা হয়। অর্হৎগণের জন্য ইহা ক্রিয়াচিত্ত, অন্যথায় ইহা কুশল (চিত্ত)।

এই (অর্পণা) চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য স্থায়ী হয এবং তাবপব ভবাঙ্গে প্রবেশ কবে।

যোগী তাঁব একাগ্রতা (তন্ময়তা) পবিবর্ধনে সচেষ্ট হযে পূর্বোক্ত বিধি অনুসাবে দ্বিতীয, তৃতীয, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্যান লাভ কবেন।

পাঁচ ধ্যান-বিপাক আনুপূর্বিক পাঁচ কুশল ধ্যান চিত্তেব ফল। এ ফল কামলোকে অনুভূত হয না, কেবলমাত্র রূপাবচব ভূমিতে (লোকে) ফল প্রদান কবে (অনুভূত) হয। কুশল এবং ক্রিয়া ধ্যানচিত্ত এই কামভূমিতে সাবাদিনেব জন্যও অনুভব বা সেবন করা যায়।

ধ্যানেব পঞ্চ অঙ্গ যথা বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতা যুক্তভাবে অর্পণা চিত্তে বিদ্যমাম। তাদেব একত্র সমাবেশই ধ্যান। দ্বিতীয ধ্যানে বিতর্ক, তৃতীয ধ্যানে বিতর্ক-বিচাব, চতুর্থ ধ্যানে বিতর্ক-বিচাব-প্রীতি অন্তর্হিত হয এবং পঞ্চম ধ্যানে সুখ অন্তর্হিত হযে তৎপবিবর্তে উপেক্ষা যুক্ত হয।

কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ ধ্যানেব পবিবর্তে চাব ধ্যান (রূপেও) গুণ্তি কবা হয, যেমন বিশুদ্ধিমার্গে। সে ক্ষেত্রে বিতর্ক-বিচাব দ্বিতীয ধ্যানে অন্তর্হিত হয এবং প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ রূপে বিদ্যমান থাকে।

৩৮. বিতক্ক (বিতর্ক)—শব্দ গঠিত হযেছে 'বি' পূর্বক + √তক্ক ধাতু সংযুক্ত হযে (চিন্তা কবা)। সাধাবণত শব্দটি চিন্তা কবা বা ভাবনা কবা অর্থে ব্যবহৃত হয। এখানে তা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহাব কবা হযেছে—আলম্বন চিন্তা সহজাত চৈতসিককে আলম্বনে অধিবোহন (আবোহণ) কবায, স্থাপন কবে, (আবম্মনং বিতক্কেতি সম্পযুত্তধম্মে অভিনিবোপেতী তি বিতক্কো)। যেমন বাজাব এক প্রিয ব্যক্তি একজন গ্রামবাসীকে নিযে গিযে প্রাসাদে স্থাপন করে সেরূপ বিতর্ক মনকে আলম্বনেব প্রতি টেনে বা বহন কবে নিযে যায।

বিতর্ক প্রকীর্ণ চৈতসিক, যখন ইহা কুশল ও অকুশলেব সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ইহাও কুশল এবং অকুশলেব রূপ ধারণ করে। উন্নত

প্রকারেব বিতর্ক প্রথম ধ্যান চিত্তে লক্ষিত হয়। এব চেয়ে ও উন্নত বিতর্ক সম্যক্ সঙ্কল্প (সম্যক্ চিন্তা) রূপে মার্গচিত্তে (মগ্‌গচিত্তে) দৃষ্ট হয়। মার্গচিত্তের বিতর্ক চিত্তকে নির্বাণালম্বে পবিচালনা করে এবং মিথ্যাবিতর্ক যথা কামভোগ চিন্তা, দ্বেষচিন্তা (ব্যাপাদ), প্রতি-হিংসা (বিহিংসা) বা নিষ্ঠুবতা চিন্তা ইত্যাদি ধ্বংস করে। ধ্যান চিত্তেব বিতর্ক সাময়িকভাবে থীন মিদ্ধ (স্ত্যান-মিদ্ধ) (তন্দ্রা ও আলস্য) যা পঞ্চ-নীববণেব এক নীবরণ (আববণ) কেও স্তিমিত করে।

নিয়মিতভাবে ধ্যানচর্যা পবিচালনা কবলে বিতর্ক অন্তর্হিত হয়ে দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়। পাঁচ প্রকাব ধ্যানেব পবিবর্তে চাব ধ্যান গ্রহণ কবা হলে বিতর্ক-বিচাব অন্তর্হিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ হয়।

(৩৯) বিচার— শব্দেব উৎপত্তি বি + √চব্ ধাতু থেকে, বিচবণ করা বা ভ্রমণ কবা। ইহাব সাধাবণ অর্থ হল অনুসন্ধান কবা। কিন্তু এক্ষেত্রে এ শব্দটি মনেব আলম্বনে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন হেতু আলম্বনে প্রবর্তন বা লেগে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। ইহা সাময়িকভাবে চিকিৎসাকে (সংশয়কে) স্তিমিত কবে।

অর্থকথায় বলা হয়েছে বিচার আলম্বনে ঘুবে বেড়ায়। আলম্বনকে পবীক্ষা কবা (বা তাব মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া) ইহাব লক্ষণ।

বিতর্ক উড়ন্ত মৌমাছিব ফুলেব দিকে যাওয়াব মত। বিচাব মৌমাছিব ফুলেব চতুর্দিকে ঘুবে বেড়ানব মত। ধ্যানেব অঙ্গ হিসেবে উভয়ই পবস্পব সম্বন্ধযুক্ত।

(৪০) পীতি (প্রীতি)—প্রফুল্লতা বা সন্তোষ। ইহা √পি ধাতু নিষ্পন্ন (প্রীতি বা আনন্দ লাভ কবা, চিত্ত প্রসাবিত হওয়া)। ইহা সুখেব মত একটি বেদনা নয। ইহা সুখেব দূববর্তী অবস্থা। ধ্যানেব প্রথম দুই অঙ্গেব ন্যায় প্রীতি চৈতসিক ও কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্তে বিদ্যমান থাকে। বিষয় বা আলম্বনেব প্রতি ঔৎসুক্য উৎপাদন কবা ইহাব লক্ষণ। প্রীতি ব্যাপাদ বা পটিঘ (দ্বেষ) বিনাশ কবে।

প্রীতি পাঁচ প্রকাব :—

১. খুদ্দক বা ক্ষুদ্রিকা প্রীতি—যে প্রীতি বোমাঞ্চ উৎপন্ন কবে।

২. খণিক বা ক্ষণিকা প্রীতি—যে প্রীতি বিদ্যুৎ বিকাশেব ন্যায প্রবাহিত হয।

৩. ওক্কন্তিকা বা অবক্রান্তিকা প্রীতি—যে প্রীতি তবঙ্গেব ন্যায উদ্‌ভাসিত বা উচ্ছ্বসিত হয।

৪. উব্‌বেগা বা উদ্বেগা প্রীতি—যে প্রীতি গগণচাবী। একখণ্ড তুলা যেমন বাতাসে উড়ে বেড়ায় তেমন এ প্রীতি আকাশে ভাসিযে নিযে যেতে সক্ষম।

৫. ফবণা বা স্ফুবণা প্রীতি—যে প্রীতি সর্বশবীবে পূর্ণ বেলুনেব মত ব্যাপ্ত হযে দেহকে দীপ্ত ও কম্পিত কবে অথবা বন্যাব জল যেমন ছোট পুকুব এবং জলাশয পবিব্যাপ্ত কবে তেমন সর্বদেহে পবিব্যাপ্ত হয।

(৪১) সুখ—হল শান্তিকব অবস্থা ইহা এক প্রকাব আবামদাযক অনুভূতি। ইহা ঔদ্ধত্য (অস্থিবতা) এবং কৌকৃত্যেব (অনুতাপ ও অনুশোচনাব) বিপবীত। বিতর্ক যেমন বিচাবেব পূর্ববর্তী অবস্থা সেৰূপ প্রীতিও সুখেব পূর্বাবস্থা।

আলম্বন তৃপ্তি সহকাবে পবিভোগ কবা ইহাব লক্ষণ। ইহা বাজাব তৃপ্তি সহকাবে বাজভোগ আহাব (পবিভোগ) কবাব মত।

প্রীতি হল ক্লান্ত পথিকেব মবীচিকা দর্শনেব মত আব সুখ হল (পথিকেব) শীতল জল পান এবং তাতে স্নান কবাব মত।

এই মানসিক সুখকে অহেতুক কাযসুখ থেকে পৃথকৰূপে অবধাবণ কবতে হবে ইহা তবে (সুখ) সৌমনস্যেব (সুমনতাব) সামিল। কিন্তু এই সুখানুভূতিব সঙ্গে জড পদার্থ থেকে উৎপন্ন সুখেব সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। এই সুখানুভূতি সেই (জড পদার্থ-উৎপন্ন) সুখ পবিত্যাগেব ফলস্বৰূপ উৎপন্ন নিবামিষ সুখ। নির্বাণ সুখ ধ্যান থেকে আবও অধিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতম সুখ। নির্বাণ সুখানুভূতিতে কোন বকম বেদনা নেই। সর্বদুঃখেব উপশম (দুক্খুপসমা)-ই নির্বাণ সুখ। এই সুখেব সঙ্গে কোন বিকলাঙ্গেব বোগ উপশম জনিত 'স্বস্তি'ব সঙ্গে তুলনা কবা যায। ইহা উপশম সুখ।

(৪২) উপেক্‌খা—উপেক্ষা— সাধাবণ অর্থে দেখা (ইক্‌খতি),

উপেক্ষাব সহিত (উপ = যুত্তিতো)। ইহা কোন আলম্বনকে মনেব সমতা দিযে দেখা। অথসালিনীব ব্যাখ্যা হলঃ 'ইহা আলম্বনেব প্রতি নিরপেক্ষতা (মজ্‌ঝত্তং = মধ্যস্থতা) এবং ইহা বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান (পবিচ্‌ছিন্দনকং ঞাণং) অর্থেও বুঝায়।

এই ব্যাখ্যা জ্ঞানসম্প্রযুক্ত (সংযুক্ত) শোভন চিত্তেব উপেক্ষাব ক্ষেত্রে বিশেষৰূপে প্রযোজ্য। যে উপেক্ষা অকুশল এবং অহেতুক (চিত্তেব) মধ্যে পাওয়া যায় তা হল নদুঃখ-নসুখ বেদনা (উপেক্ষা) যাব মধ্যে কোন প্রকাবেব বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানেব চিহ্ন পাওয়া যায় না। কামাবচব শোভন চিত্তেও উপেক্ষা উৎপন্ন হতে পাবে যেমন কোন ব্যক্তি কোন প্রকাব ঔৎসুক্য উৎপন্ন না কবে ধর্ম শ্রবণ কবেন। তখন এক প্রকাব সূক্ষ্ম উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নিবপেক্ষতা এবং বিশ্লেষণ জ্ঞান অবলম্বন কবেও উৎপন্ন হতে পাবেঃ যেমন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিবপেক্ষ এবং তাত্ত্বিক মনে ধর্ম শ্রবণ কবেন।

ধ্যান চিত্তেব উপেক্ষায় কিন্তু নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশেষত্ব আছে। দুষ্কৃতকারীব নিকট যে অকুশল চিত্ত স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয় তা কোন ক্রমেই সাধাবণ উপেক্ষা নয়। ধ্যান উপেক্ষা চিত্তশক্তি দ্বাবা উৎপাদন কবতে হয়। সেই সুখসংযুক্ত অনুভূতিকেও স্থূল মনে কবে যোগী ইহাকেও পরিত্যাগ কবেন যেমন তিনি অন্য তিন ধ্যানাঙ্গকে (বিতর্ক-বিচাব-প্রীতি) বর্জন কবেছেন এবং তিনি তাবপব আবও সূক্ষ্ম এবং শান্তিকর উপেক্ষা উৎপাদন কবেন। পঞ্চম ধ্যান লাভ কবলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি চিত্তশক্তি দ্বাবা সুখ এবং দুঃখকে অতিক্রম কবেন। তিনি তখন দুঃখবেদনা বিমুক্ত।

এই উপেক্ষা সাধাবণ তত্রমধ্যস্থতাব (তত্র মজ্‌ঝত্ততা = চিত্ত-সমতাব) একটি অতীব মার্জিত ৰূপান্তব। তৎমধ্যস্থতা বা তত্রমধ্যস্থতা শোভন চিত্তে সুপ্ত থাকে।

পালি শব্দেব 'উপেক্‌খা সতিপাবিসুদ্ধি'—অর্থাৎ স্মৃতি পবিশুদ্ধতা তত্রমধ্যস্থতা থেকেই আগত এবং এখানে সেই তত্রমধ্যস্থতাকেই উদ্দেশ কবা হয়েছে। ইহা প্রথম চার ধ্যানেও সুপ্ত থাকে। পঞ্চম ধ্যানে

এই তত্র মধ্যস্থতাকে বেছে নেওয়া হয এবং তখন তাব রূপ অতীব মার্জিত। উপেক্ষা বেদনা এবং তত্রমধ্যস্থতা (তত্রমজ্ঝত্ততা) এ উভয় পালি শব্দ উপেক্ষাব সমার্থবোধক যা পঞ্চম ধ্যানে দৃষ্ট হয।

একপ চাব উপেক্ষা দৃষ্ট হয যথা ১. অকুশল চিত্তেব ছয উপেক্ষা বেদনা ২. আট অহেতুক (কায বিজ্ঞান ব্যতীত) দ্বিপঞ্চবিজ্ঞানেব অনুভবনীয নিষ্ক্রিয বেদনা (অনুভবন উপেক্খা) ৩. জ্ঞানসম্প্রযুক্ত দুই শোভন ক্রিযা চিত্তেব এবং কখনও কখনও জ্ঞানসম্প্রযুক্ত দুই শোভন কুশল চিত্তেব মনস্তাত্ত্বিক উপেক্ষা। ৪ সকল শোভন চিত্তেব বিশেষতঃ পঞ্চম ধ্যানেব নৈতিক উপেক্ষা।

ব্রহ্মবিহারোপেক্ষা (ব্রহ্মবিহারুপেক্খা, ব্রহ্মবিহারেব উপেক্ষা) এবং সংস্কারোপেক্ষা (সংখারুপেক্খা) উভযই মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক উপেক্ষা[২২] রূপে গণ্য।

প্রথম উপেক্ষা জীবনেব সকল প্রকাব দুঃখ-দুর্দশাব সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয উপেক্ষা সকল প্রকাব কাবণোৎপন্ন বস্তুব প্রতি (সর্বসংস্কারেব প্রতি) লোভ-দ্বেষ বিমুক্ত উপেক্ষা।

বিশুদ্ধিমার্গে দশ প্রকাব উপেক্ষাব কথা বলা হযেছে (**Path of Purity-vol. II. P. 184-186**)।

(৪৩) একগ্গতা—একাগ্রতা = এক + অগ্গ + তা = একীভূত অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা বা স্তব সকল ধ্যানে বিদ্যমান। সম্মা সমাধি (সম্যক্ সমাধি = একাগ্রতা) মার্গচিত্তেব একাগ্রতাকে বুঝায। একাগ্রতা সামযিক ভাবে কামতৃষ্ণা অপসাবিত কবে।

১২ অরূপাবচর চিত্তানি

৮। ৪ অরূপাবচব কুসল চিত্তানি

১. আকাসানঞ্চাযতন কুসলচিত্তং ২. বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন কুসলচিত্তং ৩. আকিঞ্চঞ্ঞাযতন কুসলচিত্তং ৪. নে'ব-সঞ্ঞা-নাসঞ্ঞাযতন কুসলচিত্তং চেতি।

২২। Compendium of Philosophy p. 14, 66, 2?

ই'মানি চত্তাবি'পি অৰূপাবচব কুসলচিত্তানি নাম।

৪ অৰূপাবচব বিপাকচিত্তানি

৫. আকাসানঞ্চাযতন বিপাকচিত্তং ৬. বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন বিপাক-চিত্তং ৭. আকিঞ্চনাযতন বিপাকচিত্তং ৮. নে'ব-সঞ্ঞা-নাস-ঞ্ঞাযতন বিপাকচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তাবি'পি অৰূপাবচব বিপাকচিত্তানি নাম।

৪ অৰূপাবচব ক্রিযাচিত্তানি

৯. আকাসানঞ্চাযতন ক্রিযাচিত্তং ১০. বিঞ্ঞাণঞ্চাযতন ক্রিযাচিত্তং ১১. আকিঞ্চনাযতন ক্রিযাচিত্তং ১২ নে'ব-সঞ্ঞা-নাসঞ্ঞাযতন ক্রিয়াচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তাবি'পি অৰূপাবচব ক্রিযাচিত্তানি নাম।

ইচ্চেবং সব্বথা'পি দ্বাদস অৰূপাবচব-কুসল-বিপাক-ক্রিযা-চিত্তানি সমত্তানি।

আলম্বনপ্পভেধেন—চতুধা'ৰূপ্পমানসং
পুঞ্ঞপাকক্রিযাভেদা—পুন দ্বাদসধা ঠিতং।

৮. ৪ অৰূপাবচব কুসল চিত্ত

১. আকাশানন্তায়তন (আকাশ-অনন্ত-আয়তন) কুশলচিত্ত ২. বিজ্ঞানানন্তাযন (বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন) কুশল চিত্ত ৩. অকিঞ্চনাযতন (অকিঞ্চন-আযতন) কুশল চিত্ত ৪. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন (নৈব-সংজ্ঞা-ন-অসংজ্ঞাযতন) কুশল চিত্ত। (আকাশ অর্থে উৎপত্তি-বিলযহীন অনন্ত আকাশ, আযতন অর্থে আলম্বন বা অবলম্বন বুঝায়। অনন্ত আকাশকে অবলম্বন কবে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তা'ই আকাশানন্তায়তন কুশল চিত্ত)।

এই চাবটি অৰূপাবচব কুশল চিত্ত।

৪ অৰূপাবচব বিপাক চিত্ত

৫ আকাশানন্তায়তন বিপাক চিত্ত ৬. বিজ্ঞানানন্তায়তন বিপাক

চিত্ত ৭. অকিঞ্চনাযতন বিপাক চিত্ত ৮. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাযতন বিপাক চিত্ত।

এই চাবটি অৰূপাবচব কুশল বিপাক চিত্ত।

৪ অৰূপাবচব ক্রিযা চিত্ত

৯. আকাশানন্তাযতন ক্রিযা চিত্ত ১০. বিজ্ঞানানন্তাযতন ক্রিযা চিত্ত ১১. অকিঞ্চনাযতন ক্রিযা চিত্ত ১২ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ক্রিযা চিত্ত।

কুশল, বিপাক, ক্রিয়া ভেদে অৰূপাবচব কুশল চিত্ত সর্বমোট বাব প্রকাব।

অৰূপধ্যান চিত্ত আলম্বন ভেদে চাব প্রকাব। আবাব তাবা কুশল, বিপাক, ক্রিযা ভেদে বাব[২৩] প্রকাব।

ব্যাখ্যা ঃ -

(৪৪) অৰূপধ্যান—যে যোগী ৰূপধ্যান (পঞ্চম ধ্যান পর্য্যন্ত) উৎপন্ন কবেছেন এবং এখন যদি তিনি অৰূপ (নিবাকাব) ধ্যান উৎপন্ন কবতে চান তবে (এখন) তিনি প্রতিভাগ নিমিত্তেব (সে সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ কবা হযেছে) উপব চিত্ত নিবিষ্ট কববেন। যখন তিনি তাতে মন নিবিষ্ট কবেন তখন জোনাকিব আলোব মত এক ম্লান আলো কৃৎস্ন (কসিন) আলম্বন থেকে উৎসাবিত হয। তিনি ইচ্ছা কবেন এই আলোক সমস্ত আকাশে বিস্তৃত হোক। এখন তিনি সর্বদিকে আলোক ব্যতীত আব কিছুই দেখেন না। এই উৎপন্ন আকাশ বা মহাকাশ প্রকৃত নয। ইহা একটি বিজ্ঞপ্তি মাত্র। পালি সাহিত্যে ইহাকে (কসিণুগ ঘাটিমাকাস) বা কৃৎস্ন হতে উদ্গত (উত্থিত) আকাশ বলা হয। এই বিজ্ঞপ্তিব উপব যোগী চিত্ত স্থাপন কবে, আকাশ-অনন্ত, আকাশ-অনন্ত ৰূপে চিন্তা বা জপ্ কবেন এবং যে

২৩। ৰূপ এবং অৰূপ চিত্তকে একত্রে 'মহগ্গত' মহদ্গত বা বর্ধিত চিত্ত বলা হয়।

পর্যন্ত আকাশানন্তায়তন (প্রথম অরূপ ধ্যান) উৎপন্ন না হয়, সে পর্যন্ত সেরূপে ভাবনা করবেন।

রূপধ্যানের চিত্তবীথি এরূপে প্রবাহিত হয় —

মনোদ্বারাবর্তন-পরিকর্ম-উপচার-অনুলোম-গোত্রভূ-আকাশানন্তায়তন।

* * *

পরিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতেও পারে, নাও হতে পারে।

এক চিত্তক্ষণের জন্য অরূপধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তারপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

আবার তিনি প্রথম অরূপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করে, বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন (বিজ্ঞান-অনন্ত, বিজ্ঞান-অনন্ত) রূপে ভাবনা করবেন যতক্ষণ বা যে পর্যন্ত না দ্বিতীয় অরূপধ্যান 'বিজ্ঞানানন্তায়তন' লাভ হয় (বা উৎপন্ন হয়)।

তৃতীয় অরূপধ্যান 'অকিঞ্চনায়তন' উৎপাদন করতে হলে যোগী-প্রথম অরূপধ্যান চিত্তের আলম্বনকে গ্রহণ করে, কিছুই নেই, কিছুই নেই রূপে ভাবনা করবেন।

তৃতীয় অরূপধ্যান চিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে চতুর্থ অরূপ-ধ্যান চিত্ত উৎপাদন করতে হয়। তৃতীয় অরূপধ্যান এত সূক্ষ্ম এবং স্বচ্ছ যে যোগী নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না, সংজ্ঞা বা চিত্ত আছে কি নেই। এরূপে যখন তিনি তৃতীয় অরূপধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করেন তখন তাঁর চতুর্থ অরূপধ্যান চিত্ত উৎপন্ন হয়। যদিও এখানে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে তবে বেদনা এবং সংস্কার (চৈতসিক)-ও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

চার রূপধ্যান ধ্যানাঙ্গ ভেদে পরস্পর ভিন্ন। অপরপক্ষে চার অরূপধ্যান আলম্বন (বা ধেয় বিষয় ভেদে) পরস্পর থেকে ভিন্ন। প্রথম এবং তৃতীয় অরূপধ্যানের দুইটি প্রজ্ঞপ্তি। সেই প্রজ্ঞপ্তি হল— আকাশ-অনন্ত এবং কিছুই নেই। দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপধ্যান চিত্ত যথাক্রমে প্রথম এবং তৃতীয় অরূপধ্যান চিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে।

এই চার অরূপধ্যানের ফল পাওয়া যায় যথাক্রমে চার অরূপ (ব্রহ্ম) লোকে। চার অরূপ ক্রিয়াধ্যান শুধুমাত্র বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের অনুভূত হয়।

এই অরূপধ্যান চিত্তে সর্বমোট দুইটি ধ্যানাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তা'হল উপেক্ষা এবং একাগ্রতা যা পঞ্চম রূপধ্যান গঠিত করে।

৯। ৪ লোকুত্তর কুসল চিত্তানি

১. সোতাপত্তিমগ্‌গচিত্তং ২. সকদাগামি মগ্‌গচিত্তং ৩. অনাগামি মগ্‌গচিত্তং ৪. অরহত্তমগ্‌গচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তারি' পি কুসলচিত্তানি নাম।

৪ লোকুত্তর বিপাক চিত্তানি

৫ সোতাপত্তিফলচিত্তং ৬. সকদাগামিফলচিত্তং ৭. অনাগামি-ফলচিত্তং ৮. অরহত্তফলচিত্তং চেতি।

ইমানি চত্তারি'পি লোকুত্তর বিপাকচিত্তানি নাম।

ইচ্চেবং সব্‌বথা'পি অট্‌ঠ লোকুত্তর কুসল-বিপাক চিত্তানি সমত্তানি।

চতুমগ্‌গপ্‌পভেদেন—চতুধা কুসলং তথা
পাকং তস্‌স ফলত্তা'তি—অট্‌ঠধা'নুত্তরং মতং।
দ্বাদসাকুসলানেবং—কুসলানেকবীসতী,
ছত্তিংস'এব বিপাকানি—ক্রিয়াচিত্তানি বীসতি।
চতুপঞ্ঞাসধা কামে—রূপে পন্নরস' ঈরয়ে
চিত্তানি দ্বাদস' অরূপ্‌পে—অট্‌ঠধা' নুত্তরে তথা।

৯ ৪ লোকোত্তর কুশল চিত্ত

১. স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত ২. সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত ৩. অনাগামী মার্গচিত্ত ৪. অর্হত্ব মার্গ চিত্ত।

এই চারটি লোকোত্তর কুশল মার্গ চিত্ত।

৫. স্রোতাপত্তি ফল চিত্ত ৬. সকৃদাগামী ফল চিত্ত ৭. অনাগামী ফল চিত্ত ৮ অর্হত্ত্ব ফল চিত্ত।

এই চারটি লোকোত্তর কুশল ফল চিত্ত। এখানে সর্বমোট আট লোকোত্তর কুশল ও ফল চিত্ত। চার মার্গ ভিন্নতা বশে লোকোত্তর কুশল চিত্ত চার। অনুরূপভাবে ফলের ভিন্নতা প্রকাশিত হয়। লোকোত্তর আট (চিত্ত) রূপে পরিগণিত হয়।

সংক্ষিপ্তাকারে

এরূপে অকুশল বারটি, কুশল একুশটি, বিপাক ছত্রিশটি এবং ক্রিয়া বিশটি হয়।

কামভূমির চুয়ান্নটি, রূপভূমির পনরটি, অরূপভূমির বারটি, এবং লোকোত্তরের আটটি চিত্ত।

একবীসসতানি চিত্তানি—১২১

১০। ইথং' একূনবুতি—পপ্‌ভেধং পন মানসং
একবীসসতং বা'থ—বিভজন্তি বিচক্খনা।
কথং একূনবুতিবিধং চিত্তং একবীসসতং হোতি ?

১. বিতক্ক-বিচার-পীতি-সুখ' একগ্‌গতা-সহিতং
পঠমজ্‌ঝান-সোতাপত্তি মগ্‌গচিত্তং,

২. বিচার-পীতি-সুখ' একগ্‌গতা-সহিতং
দুতিযজ্‌ঝান-সোতাপত্তি মগ্‌গচিত্তং,

৩. পীতি-সুখ' একগ্‌গতা-সহিতং
ততিযজ্‌ঝান সোতাপত্তি মগ্‌গচিত্তং,

৪. সুখ' একগ্‌গতা-সহিতং
চতুত্থজ্‌ঝান-সোতাপত্তি মগ্‌গচিত্তং,

৫. উপেক্খা' একগ্‌গতা-সহিতং
পঞ্চমজ্‌ঝান-সোতাপত্তিমগ্‌গচিত্তং চেতি।

ইমানি পঞ্চপি সোতাপত্তিমগ্‌গচিত্তানি নাম।

তথা সকদাগামিমগ্‌গ-অনাগামিমগ্‌গ-অবহত্তমগ্‌গচিত্তং চেতি সমবীসতি মগ্‌গচিত্তানি। তথা ফলচিত্তানি চেতি সমচত্তাল্লীস লোকুত্তবচিত্তানি ভবন্তী'তি।

১. ঝানঙ্গযোগভেধেন—কত্বে'কেকং তু পঞ্চধা
বুচ্চতা'নুত্তবং চিত্তং—চত্তাল্লীসবিধন্তি চ।

২. যথা চ ৰূপাবচবং—গয্‌হতা'নুত্তবং তথা
পঠমাদিঝানভেদে—আৰুপ্‌পঞ্চা'পি পঞ্চমে

৩. একাদসবিধং তস্‌মা—পঠমাদিকং ঈবিতং
ঝানং একেকং অন্তে তু—তেবীসতিবিধং ভবে।

৪. সত্ততিংসবিধং পুঞ্‌ঞং—দ্বিপঞ্‌ঞাসবিধং তথা
পাকং ইচ্চাহু চিত্তানি—একবীসসতং বুধ'।

ইতি অভিধম্মত্থসংগহে চিত্তসংগহবিভাগো নাম পঠমো পবিচ্ছেদো।

১২১ প্রকাব চিত্ত

১০. এই বিভিন্ন শ্রেণীব ৮৯ প্রকাব চিত্তকে বিজ্ঞগণ ১২১ প্রকাব চিত্তে বিভক্ত কবেন। কি প্রকাবে ৮৯ চিত্ত ১২১ প্রকাব হয ?

১. বিতর্ক-বিচাব-প্রীতি সুখ-একাগ্রতা সহ প্রথমধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

২. বিচাব-প্রীতি-সুখ একাগ্রতাসহ দ্বিতীয়ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

৩ প্রীতি-সুখ-একাগ্রতা সহ তৃতীয়ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

৪. সুখ-একাগ্রতা সহ চতুর্থ ধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

৫. উপেক্ষা-একাগ্রতা সহ পঞ্চমধ্যান স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

এই পাঁচটি স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত।

একপভাবে সকৃদাগামী মার্গ চিত্ত, অনাগামী মার্গ চিত্ত এবং অর্হত্ত্ব মার্গ চিত্ত বিশ প্রকাব চিত্ত উৎপন্ন কবে। অনুৰূপভাবে বিশ প্রকাব ফল চিত্ত। সুতবাং এভাবে চল্লিশ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত হয়।

সংক্ষিপ্তাকারে

১. ধ্যানাঙ্গ হিসেবে যদি ৮ লোকোত্তর চিত্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয় তখন আট লোকোত্তর চিত্ত চল্লিশ প্রকার হয়।

২. যখন রূপাবচর চিত্তকে প্রথমধ্যান চিত্ত রূপে গণ্য করা হয় তখন অপর রূপাবচর চিত্তগুলিকেও সেই সেই ধ্যান চিত্তরূপে ধরা হয় এবং তৎসঙ্গে লোকোত্তর চিত্তকে যুক্ত করা হয়। অরূপাবচর চিত্তকে পঞ্চম ধ্যান চিত্ত রূপে গণ্য করা হয়।

৩ এভাবে প্রথম ধ্যানে এগার[২৪] চিত্ত হয়। পঞ্চম ধ্যানে তেইশ[২৫] চিত্ত হয়।

৪. সাঁযত্রিশ[২৬] কুশল (পুণ্য) চিত্ত, বায়ান্ন[২৭] বিপাক চিত্ত, বিজ্ঞগণ বলেন এরূপে ১২১ প্রকার চিত্ত হয়।

এখানে অভিধর্মার্থ সংগ্রহের চিত্ত বিশ্লেষণ মূলক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হল।

(৪৫) নির্বাণ দর্শন—যে যোগী নির্বাণ দর্শন করতে চান তিনি বিষয়কে (ষড়ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলম্বনকে) যথাভূত ভাবে দর্শন করতে চেষ্টা করেন। তাঁর একাগ্র মন দিয়ে তিনি আত্মানুসন্ধান করেন এবং যথারীতি অনুসন্ধান দ্বারা তিনি আবিষ্কার করেন যে 'আত্মদৃষ্টি' (আত্মায় বিশ্বাস) নাম-রূপের (মন এবং রূপ বা জড়ের) সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নয়। পূর্বটি হল সদা ধাবমান মানসিক বৃত্তির

২৪। রূপাবচর প্রথম ধ্যানের কুশল, বিপাক, ক্রিয়া এ তিন চিত্ত। অরূপাবচরে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ধ্যান চিত্ত নেই। প্রথম ধ্যানে লোকোত্তর মার্গ ও ফল হিসেবে আট চিত্ত। এরূপে সর্বমোট ১১ প্রথম-ধ্যানিক চিত্ত।

২৫। কিন্তু পঞ্চম-ধ্যানিক চিত্ত রূপাবচরে তিন, অরূপাবচরে বার এবং লোকোত্তর আট। সর্বমোট পঞ্চম-ধ্যানিক চিত্ত তেইশ।

২৬। লোকীয় চিত্ত ১৭+লোকোত্তর চিত্ত ২০=৩৭ (পুণ্য) চিত্ত।

২৭। লোকীয় চিত্ত ৩২+লোকোত্তর চিত্ত ২০=৫২ বিপাক চিত্ত।

(চৈতসিকেব) অভিব্যক্তি যা ইন্দ্রিযেব সঙ্গে ইন্দ্রিয়-বিষযেব স্পর্শে (সংযোগে) উৎপন্ন হয এবং শেষেবটি হল বহুবিধ প্রাকৃতিক কার্য-প্রক্রিয়াব শক্তি এবং গুণেব বহিঃপ্রকাশ।

আত্মদৃষ্টিব প্রকৃত স্বভাব জ্ঞাত হয়ে এবং নাম-রূপেব মধ্যে আত্মাব অস্তিত্বরূপ মিথ্যা-ধারণা মুক্ত হযে তিনি 'আত্মদৃষ্টিব' কাবণ অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি কবেন জাগতিক সর্ববস্তু (বিষয়), এমন কি তাঁব নিজেব অস্তিত্বও অতীত এবং বর্তমান কাবণ-সম্ভূত এবং এই অস্তিত্বেব কাবণ হল অতীতেব অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান (গাঢ় তৃষ্ণা) কর্ম এবং ইহজীবনেব আহাব। এই জীবনেব ব্যক্তিত্ব উক্ত পাঁচ কাবণ-উৎপন্ন এবং অতীত কর্ম যেমন বর্তমান ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত (উৎপাদন) কবেছে সেরূপ বর্তমান কর্ম ভবিষ্যৎ উৎপত্তিকে প্রভাবিত কববে। এরূপে ভাবনা কবে তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেব সকল প্রকাব সন্দেহমুক্ত হন, অর্থাৎ 'কংখাবিতরণ বিসুদ্ধি' বা সন্দেহ উত্তবণ বিশুদ্ধি লাভ কবেন। তারপব তিনি সর্বসংস্কাবেব প্রতি (সর্ব কাবণোৎপন্ন বিষয়ের প্রতি) অনিত্যতা, দুঃখমযতা, অনাত্মতা আবোপ কবে ভাবনা কবেন। যখন তিনি সে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কবেন তখন তিনি সর্ববিষযে এই ত্রিলক্ষণ (অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম) ব্যতীত আব কিছুই দর্শন করেন না এবং এ সত্যে তাঁব দৃঢ়প্রত্যয় হয। তিনি উপলব্ধি কবেন জীবন একটি প্রবাহমাত্র এবং ইহা নিয়মিত অবিভক্ত গতিস্বরূপ। তিনি দেব-ব্রহ্মভূমি এবং এই মনুষ্যভূমিতে কোন প্রকার শান্তিব বিদ্যমানতা দর্শন কবেন না কাবণ এ সকল ভূমিতে যে সুখ বিদ্যমান তা সবই বিপবিণাম দুঃখ (পবিণামে দুঃখময়)। তা'হলে যা কিছু অনিত্য তা দুঃখময় এবং যে ক্ষেত্রে পবিবর্তন এবং দুঃখ বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে অবিনশ্বব (নিত্য) আত্মাবও বিদ্যমানতা থাকতে পাবে না।

যখন তিনি এরূপে ভাবনাবত থাকেন তখন তাঁব বিস্ময় সৃষ্টি কবে এমন এক দিন আসে (তখন) তিনি দেখতে পান তাঁব দেহ থেকে

জ্যোতিঃ (ওভাস) বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি তখন অভূতপূর্ব প্রীতি, সুখ এবং প্রশান্তি অনুভব করেন। তিনি তখন ভাবনায় স্মৃতিশীল এবং অধ্যবসায়ী হন; তাঁর আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়, স্মৃতি পূর্ণতা লাভ করে এবং বিদর্শন-জ্ঞান অপ্রত্যাশিতভাবে প্রখর হয়।

জ্যোতিঃ বা ওভাস উপস্থিতিকে 'অর্হত্ব' রূপ কুশল বিষয়ে অগ্রগতি মনে করে তিনি ভুল করেন এবং সেই জ্যোতিতে এক প্রকার লোলুপতা (নিকান্তি) বর্ধন করেন। শীঘ্রই তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর এই নূতন অগ্রগতি তাঁর কুশল পথের অন্তরায় ব্যতীত আর কিছু নয়। তখন তিনি মার্গ এবং অমার্গে জ্ঞান-বিশুদ্ধিতা লাভ করেন। ইহাই হল মার্গ-অমার্গ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি (মগ্‌গামগ্‌গঞাণদস্‌সন বিসুদ্ধি)

প্রকৃত মার্গ কি জ্ঞাত হয়ে সর্বসংস্কারের প্রতি (কারণোৎপন্ন বিষয়ের প্রতি) উৎপত্তি-বিলয়ে বা উদয়-জ্ঞানে এবং বিলয়-জ্ঞানে মন নিবিষ্ট করে ভাবনা করেন। এই দুই লক্ষণের (উদয়-বিলয়) মধ্যে তিনি বিলয়ের প্রতি সাধারণতঃ আকৃষ্ট হন কারণ উদয়ের চেয়ে বিলয়ই স্বভাবতঃ প্রকৃষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁর একাগ্রতা উৎপন্ন বিষয়ের ভগ্নতার (ভঙ্গুরতার) প্রতি পরিবর্তিত হয় (ইহা ভঙ্গজ্ঞান)। তিনি তখন উপলব্ধি করেন নাম-রূপ এই উভয় মিলে যে 'ব্যক্তিত্ব' সৃষ্টি করেছে তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং দুই মুহূর্ত বা ক্ষণের জন্যও এক অবস্থায় থাকেনা। তখন সর্ববস্তুর ভঙ্গুরতা দর্শনহেতু তাঁর নিকট 'ভয়জ্ঞান' উৎপন্ন হয়। তখন তাঁর নিকট বিশ্বজগৎ এক অগ্নি-কুণ্ডের মত মনে হয় এবং আরও মনে হয় তা যেন এক বিপদসঙ্কুল (বিপদের-উৎস) অবস্থা। তারপর তিনি ভয়সঙ্কুল বিশ্বজগতের অসারতা এবং অনর্থতার ভাবনা করে 'আদীনবজ্ঞান' লাভ করেন এবং তাতে তাঁর সর্বসংস্কারের প্রতি বিতৃষ্ণা (নির্‌বিদা-জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। তিনি তখন এ ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে বিমুক্ত হতে চান। তখন তাঁর নিকট 'মুঞ্চিতুকাম্যতা-জ্ঞান' বা মুক্তির ইচ্ছা (মুমুক্ষা) জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সেই জ্ঞান অন্তবে ধাবণ কবে তিনি এবাব সর্বসংস্কাবেব ত্রিলক্ষণেব উপব ভাবনা কবে 'প্রতিসংখ্যা বা অনিত্য-দুখ-অনাত্ম' জ্ঞান লাভ কবেন। তাবপব তিনি সর্বসংস্কাবেব প্রতি (জাগতিক সকল কাবণোৎপন্ন বিষয়েব প্রতি) উদাসীন হন—জাগতিক কোন বিষযেব প্রতি তাঁব কোন অনুবাগ এবং বিবাগ উৎপন্ন হযনা (অর্থাৎ নিবপেক্ষ থাকেন)। ইহা সংস্কাব নিবপেক্ষতা জ্ঞান (সংখাকপেক্‌খা এ্ঞাণং)। যখন তিনি ভাবনায এরূপ মানসিক উন্নত ক্ষেত্রে উপনীত হন তখন তিনি ত্রিলক্ষণেব (অনিত্য বা দুঃখ বা অনাত্মেব) যে কোন একটি এবং যেইটি তাঁব নিকট গ্রহণ যোগ্য হয়, সেইটিকে গ্রহণ কবে যথাবীতি নিযমিতভাবে সেই গৃহীত বিষয়কে অবলম্বন কবে বিদর্শন-জ্ঞান বৃদ্ধি কবতে থাকেন যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁব নিকট প্রথম নির্বাণ দর্শনেব গৌববময দিন উপস্থিত হয।[২৮]

তখন জবন চিত্তবীথি এরূপে প্রবাহিত হয—

পবিকর্ম,	উপচাব	অনুলোম,	গোত্রভূ,	মার্গ,	ফল
১	২	৩	৪	৫	৬+৭

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিব নিকট যখন পবিকর্ম চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হযনা তখন তাঁব নিকট তিন ফল চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয।

এই নয প্রকাব বিদর্শন-জ্ঞান যথা উদয-ব্যয, ভঙ্গ, ভয, আদীনব (বা আদিনব), নিব্‌বিদা বা নির্বিদা, মুঞ্চিতুকম্যতা বা মুমুক্ষা পটিসংখা বা প্রতিসংখ্যা, সংখাকপেক্‌খা সংস্কাবোপেক্ষা এবং অনুলোম জ্ঞান গুলিকে একত্রযোগে পটিপদা-এ্ঞাণদস্‌সন-বিসুদ্ধি বা ভাবনা বিষযে বিশুদ্ধ পথ এবং জানদর্শন বিশুদ্ধি বলা হয।

লোকোত্তব মার্গ চিত্তে বিদর্শন-প্রজ্ঞা লাভ হয়—তাকে এ্ঞাণ-দস্‌সন বিসুদ্ধি বা জ্ঞান-দর্শন অনুশীলন বিষযে বিশুদ্ধি লাভ বলা হয।

যখন আধ্যাত্মিক পথযাত্রী প্রথম নির্বাণ উপলব্ধি বা দর্শন কবেন তখন তাঁকে স্রোতাপন্ন বলা হয অর্থাৎ যিনি প্রথম বাবেব মত নির্বাণ

২৮। See Buddha and his teachings—p. 545.

স্রোতে পতিত হয়েছেন। তিনি আর সাধারণ পার্থিব (লৌকিক, পৃথগ্‌জন) মানব নহেন। তিনি এখন আর্য। তিনি তিন বন্ধন মুক্ত হন যথা আত্ম-দৃষ্টি (সক্‌কায দিট্‌ঠি বা আত্মায় বিশ্বাস), সন্দেহ (বিচিকিৎসা বা বুদ্ধ ও ধর্মে সংশয়) এবং মিথ্যা যাগযজ্ঞ এবং দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাস (সীলব্‌বত পরামাস)। যে সকল বন্ধন তাঁকে সংসার চক্রে (পুনর্জন্ম মাধ্যমে) বেঁধে রেখেছে তিনি তার সবগুলি ছিন্ন করেননি, তাঁকে আরও সাতবার জন্মগ্রহণ করতে হবে (তার বেশী নয)। পরজন্মে তিনি স্রোতাপন্ন কিনা নাও জানতে পারেন। তৎসত্ত্বেও স্রোতাপন্নের চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর নিকট অটুট থাকে।

বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘে তাঁর পরম শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং তিনি কখনও পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না। তিনি দুঃখময় অপাযগতি (দুর্গতি ভূমিতে জ[illegible]) থেকে মুক্ত হন কারণ তিনি সম্বোধির প্রতি প্রধাবিত (নিযত সম্বোধি পরাযণ)।

প্রথম নির্বাণ দর্শনের ফলস্বরূপ তিনি নবোদ্যমে সাহস অবলম্বন করেন এবং আর্যযোগী হযে পুনঃ ভাবনায় অগ্রগতি লাভ করেন এবং বিদর্শন-জ্ঞান আরও পরিপক্ক করে আরও দুই বন্ধন কামরাগ (পঞ্চ ইন্দ্রিযের কামবাসনা) এবং পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণ করে একবার মাত্র আগমনকারী বা জন্মগ্রহণকরী হন (সকৃদাগামী হন)।

সকৃদামাগী আর্যত্ব এবং অপর দুই উন্নত আর্যত্ব (অনাগামিত্ব ও অর্হত্ব) লাভীর জবন চিত্তবীথি পূর্বোক্তরূপে প্রবাহিত হয তবে এরূপ আর্যগণের ব্যক্তিগত বিশুদ্ধিতা লাভের জন্য তাঁদের গোত্রভূ চিত্তক্ষণকে বোদান (বা বিশুদ্ধ, পবিত্র) বলা হয।

সকৃদাগামী যদি সেই জীবনে আরও প্রচেষ্টায় অর্হত্ব লাভ করতে না পারেন তবে তিনি এ জগতে একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে তিনি দ্বিতীয় স্তরের আর্যত্ব লাভ করেছেন। তিনি মাত্র দুই অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধন (কামরাগ

ও পটিঘ) ক্ষীণ কবেছেন যা তাঁকে অনাদি কাল থেকে (সংসাবেব আবর্তন বিবর্তনে বা জন্মমৃত্যুব প্রবাহে) বদ্ধ কবে বেখেছিল। তবে সময়ান্তবে তাঁব নিকট কাম এবং দ্বেষ ক্ষীণভাবে উৎপন্ন হতে পাবে।

সকৃদাগামী তৃতীয় আর্য-স্তব লাভ কবে অনাগামী হন। তিনি উক্ত দুই বন্ধন (কামবাগ ও পটিঘ) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কবেন। এস্তব লাভ কবাব পব তিনি এ জগতে এবং দেবলোকে আব জন্ম গ্রহণ কবেন না, কাবণ তিনি ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কবেছেন। মৃত্যুব পব তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন। এ-ভূমিতে কেবলমাত্র অনাগামিগণ এবং অর্হৎগণ (যে সকল অনাগামী সে ভূমিতে অর্হত্ত্ব লাভ কবেন তাঁবা) অবস্থান কবেন। সে ভূমিতে অনাগামী অর্হত্ত্ব লাভ কবে সেখানকাব আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। (তাবপব সেখান থেকেই পবিনির্বাণ লাভ কবেন)।

এখন স্থিতধী আর্য পূর্বোক্ত অপূর্ব সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শেষ পবিণতিব দিকে অগ্রসব হন এবং অপব পাঁচ বন্ধন বা সংযোজন যথা রূপবাগ (রূপ-ব্রহ্মভূবি প্রতি আকর্ষণ), অরূপবাগ (অরূপ ব্রহ্মভূমিব প্রতি অনুবাগ), মান (হটকাবিতা), ঔদ্ধত্য (চঞ্চলতা) এবং অবিদ্যা (অজ্ঞানতা, মোহ) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কবে বিমুক্তি পথেব সর্বশেষ আর্যস্তব অর্হত্ত্বে উন্নীত হন।

এখানে অনুধাবন কবা অতীব প্রযোজন যে, বন্ধন বা সংযোজন-গুলি চাব পর্যাযে নির্মূল কবতে হয। মার্গ চিত্তক্ষণ একবাব মাত্র উৎপন্ন হয। লোকোত্তব শ্রেণীব চিত্তে, কুশল চিত্তেব ফল অবিলম্বে প্রদান কবে। তাই ইহাকে অকালিক (তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ) বলা হয। অথচ লৌকিক চিত্তেব ক্ষেত্রে ইহ জীবনে, পববর্তী জীবনে, এমন কি নির্বাণ লাভ না হওযা পর্যন্ত (কালে) ফল প্রদান কবতে পাবে।

লৌকিক চিত্তে (মনুষ্য-দেব-ব্রহ্ম চিত্তে) কর্মই প্রধান এবং

লোকোত্তব চিত্তে প্রজ্ঞাই প্রধান। একাবণে চাব লোকোত্তব চিত্ত কর্মরূপে পবিগণিত হয় না।

লোকোত্তব চিত্ত আটটি। এখানে 'লোক' বলতে পঞ্চ-উপাদান-স্কন্ধকে বুঝায (পঞ্চুপাদানক্খন্ধা)। 'উত্তব' অর্থে যা উত্তবণ কবে বা বা পাব হয়ে যায় তাকে বুঝায। তাই লোকোত্তব বলতে যা উপাদানস্কন্ধকে উত্তবণ কবে তাকে বুঝায়। এই সংজ্ঞা কেবলমাত্র চাব মার্গকে বুঝায়। মার্গফলগুলিকেও লোকোত্তব বলা হয় কাবণ তাবাও উপাদানস্কন্ধকে অতিক্রম কবে।

(৪৬) চল্লিশ প্রকাব লোকোত্তব চিত্ত।

যিনি প্রথম ধ্যান লাভ কবেছেন তিনি প্রথম ধ্যান থেকে উঠে সেই প্রথম ধ্যান চিত্তেব চৈতসিকে (অর্থাৎ বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ এবং একাগ্রতায়) অনিত্য-দুঃখ-অনাত্মা আবোপ কবে ভাবনা কবেন এবং অবশেষে নির্বাণ উপলব্ধি কবেন। প্রথম ধ্যানকে ধ্যেয় বিষয় রূপে গ্রহণ কবে (অর্থাৎ কর্মস্থানরূপে গ্রহণ কবে) যখন নির্বাণ উপলব্ধি কবা হয় তখন সেই লোকোত্তব কুশল চিত্তকে বলা হয—

'বিতর্ক, বিচাব, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যানিক সোতাপত্তি বা স্রোতাপাত্তি চিত্ত'।

এই মার্গ চিত্তক্ষণ পববর্তী ক্ষণে ফল চিত্তক্ষণে রূপান্তবিত হয়।

অনুরূপভাবে অন্য চাব ধ্যানকে নির্বাণ উপলব্ধিব ধ্যেয় বিষয় রূপে গ্রহণ কবা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে পাঁচ বিভিন্ন ধ্যান হিসেবে আর্যস্তবে পাঁচ মার্গ এবং পাঁচ ফল বিদ্যমান। সেকারণে চাব স্তবে (চাব ফল) সহ চল্লিশ শ্রেণীব চিত্ত (৫ × ৮ = ৪০) গণনা করা হয়।

নক্সা নং—২

৫৪ + ১৫ + ১২ + ৮ = ৮৯

নক্সা নং —৩

চিত্ত ৮৯ বা ১২১

অকুশল ১২ কুশল ২১ বা ৩৭ বিপাক ৩৬ বা ৫২ ক্রিয়া ২০

কামাবচব ৮ রূপাবচব ৫ অরূপাবচব ৪ লোকোত্তব ৪ বা ২০

কামাবচব ১১ অরূপাবচব ৫ ক্রিয়া ৪

কামাবচব ২৩ রূপাবচব ৫ অরূপাবচব ৪ লোকোত্তব ৪ বা ২০
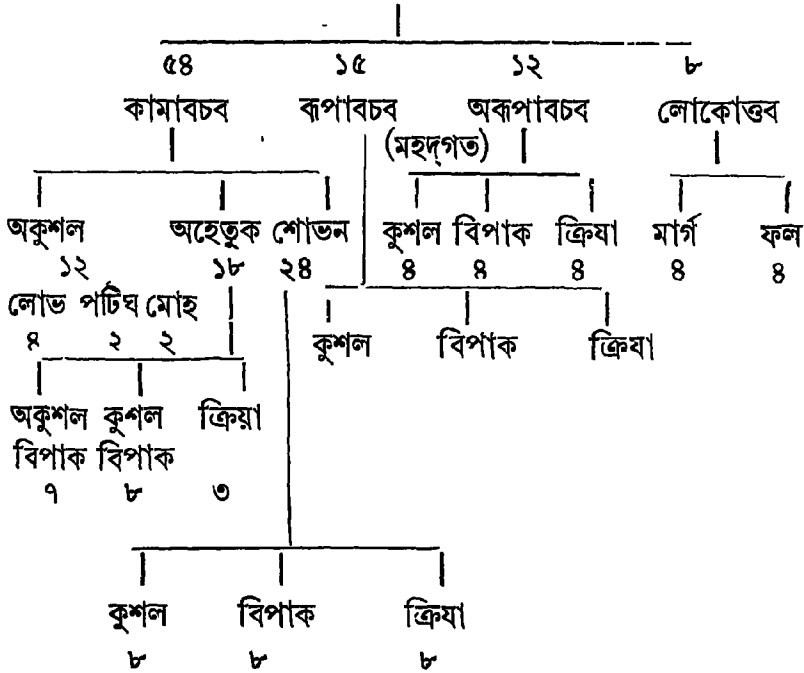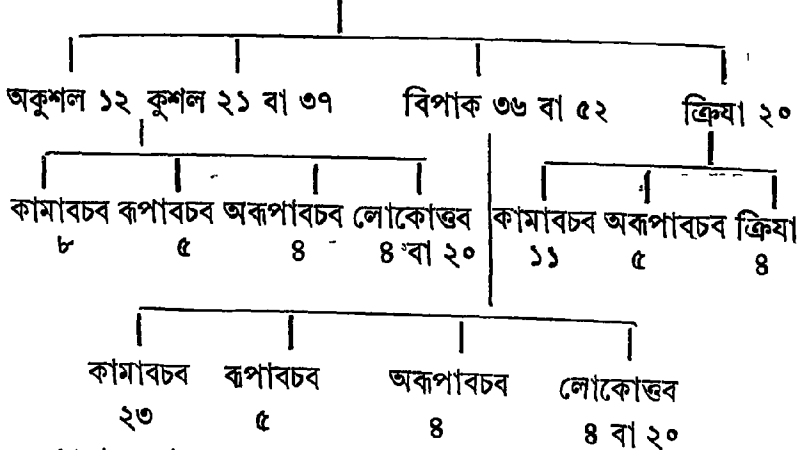
১২ + ২১ + ৩৬ + ২০ = ৭৯

১২ + ৩৭ + ৫২ + ২০ = ১২১

সংক্ষেপকবণ—স—সৌমনস্য　　দ—দৌর্মনস্য
উ—উপেক্ষা　　দিস—দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত
অ—অসাংস্কারিক　　দিব—দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত
সং—সাংস্কাবিক　　জ্ঞ—জ্ঞানসম্প্রযুক্ত
ক—কামাবচব　　নব—জ্ঞানবিপ্রযুক্ত
ব—ৰূপাবচব　　অব—অরূপাবচব
ল—লোকোত্তব　　কু—কুশল
মা—মার্গ　　ফ—ফল
ধ্যা—ধ্যান　　বি—বিপাক
ক্রি—ক্রিয়া

নক্সা নং ৪　　ধ্যান ৬৭

ধ্যান	রূপাবচব—১৫			অরূপাবচব—১২			লোকোত্তব-৪০		
	কু-৫	বি-৫	ক্রি-৫	কু-৪	বি-৪	ক্রি-৪	ক্রি-২০	বি-২৯	
প্রথম	১	১	১				৪	৪	১১
দ্বিতীয	১	১	১				৪	৪	১১
তৃতীয়	১	১	১				৪	৪	১১
চতুর্থ	১	১	১				৪	৪	১১
পঞ্চম	১	১	১	৪	৪	৪	৪	৪	২৩

নক্সা নং ৫　　লোকোত্তব—৪০

	প্র. ধ্যা.		২য. ধ্যা.		৩য. ধ্যা.		৪র্থ. ধ্যা.		৫ম. ধ্যা.		
	মা	ফ.	মা.	ফ.	মা.	ফ.	মা.	ফ.	মা.	ফ.	
স্রোতাপত্তি	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১০
সকৃদাগামী	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১০
অনাগামী	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১০
অর্হত্ব	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১০

নক্সা নং ৬ অকুশল—১২

	স	দ	উ	দিস	দিব	অ	সং
লোভ	৪		৪	৪	৪	৪	৪
দ্বেষ		২				১	১
মোহ			২				

নক্সা নং ৭ অহেতুক—১৮

	স	দ	উ	সুখ	দুঃখ
অকুশল বিপাক			৬		১
কুশল বিপাক	১		৬	১	
ক্রিয়া	১		২		

নক্সা নং ৮ কামাবচব শোভন—২৪

	স	উ	জ্ঞা	নব	অ	সং
কুশল	৪	৪	৪	৪	৪	৪
বিপাক	৪	৫	৪	৪	৪	৪
ক্রিয়া	৪	৫	৪	৪	৪	৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ৮৯ চিত্তে, ৫২ চৈতসিক যথাযোগ্য রূপে উৎপন্ন হয়।

সাত চৈতসিক সকল চিত্তে বিদ্যমান থাকে। ছয় প্রকার চৈতসিক প্রত্যেক চিত্তে উৎপন্ন হতেও পারে এবং নাও হতে পারে। তাদের প্রকীর্ণ চৈতসিক বলা হয়।

এই তের চৈতসিককে অঞ্‌ঞসমান (অন্যসমান) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ এক অদ্ভূত শব্দ। অঞ্‌ঞ অর্থে অন্য, সমান অর্থে সাধারণ বুঝায়, শোভনকে (কুশল) যখন অশোভনের (অকুশলের) সঙ্গে তুলনা করা হয় তখন তাদের অঞ্‌ঞ বা অন্য বলা হয় অর্থাৎ এক অন্যের বিরুদ্ধ পর্যায়ভুক্ত। সেরূপ অশোভনও শোভনের প্রতিপক্ষ।

এই তের চৈতসিক শোভন (চিত্তের) সঙ্গে যুক্ত হলে শোভন চৈতসিক হয় আর অশোভন চিত্তের সঙ্গে যুক্ত হলে অশোভন চৈতসিক হয়।

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিক প্রত্যেক অকুশল চিত্তের সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

উনিশ প্রকার কুশল চৈতসিক সকল কুশল চিত্তের সঙ্গে সর্বসময় বিদ্যমান থাকে। অবশিষ্ট ছয় শোভন চৈতসিক যথাযোগ্য চিত্তে উৎপন্ন হয়।

এই (৭+৬+১৪+১৯+৬=৫২) বাবান্ন চৈতসিক বিভিন্ন সংখ্যায় প্রতিরূপ চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

এই পরিচ্ছেদে বাবান্ন প্রকার চৈতসিককে বিভক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকার চিত্তকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সংযুক্ত চৈতসিক গুলিকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

কোন্ চিত্তে কোন্ কোন্ চৈতসিক সংযুক্ত হয় তাও বিশদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাধারণ পাঠকের নিকট এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু অত্যন্ত শুষ্ক এবং অমনোজ্ঞ মনে হবে। বরঞ্চ অপরপক্ষে চিন্তাশীল পাঠকের নিকট তা চিন্তাশক্তির বিষয়বস্তু রূপে প্রতিভাত হবে।

প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় একজন রসায়ন শাস্ত্রের ছাত্রের নিকট বিভিন্ন রাসায়নিক সংজ্ঞাগুলি বিরক্তিকর মনে হয়। যখন বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং মনোজ্ঞতা জাগে তখন তিনি অত্যন্ত নিবিষ্টতা সহকারে বিভিন্ন রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্য চালাতে সচেষ্ট হন।

অনুরূপভাবে অভিধর্মের ছাত্র, যিনি এ পরিচ্ছেদ পাঠ করবেন, তখন তাঁকে প্রথমতঃ প্রত্যেক চিত্তের মধ্যে কোন্ কোন্ চৈতসিক সংযুক্ত থাকে তা নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর তার ফল পুস্তকে নিহিত বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করবেন। এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু মুখস্ত করতে গিয়ে বৃথা সময় নষ্ট না করে উক্তরূপে অনুবোধের চেষ্টা করলে সকল বিষয়, পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের নিহিত অর্থও সুচতুরতার সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা লোভমূলক প্রথম অকুশল চিত্তকে বিশ্লেষণ করি:—

সৌমনস্য সহগত—অনুভূত সুখ সহগত বা আনন্দ সহকারে

দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত মিথ্যাদৃষ্টিগত হয়ে

অসংখারিক (অসাংস্কারিক)—স্বীয় স্বভাব হেতু বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, হঠাৎ যখন এই চিত্তকে বিশ্লেষণ করা হয় তখন দেখা যাবে বেদনাকেই সুখ বলা হয়। সাত সর্ব—চিত্ত—সাধারণ চৈতসিক এবং সকল প্রকীর্ণ চৈতসিকই এ চিত্তে বিদ্যমান।

চার সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ যথা মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা, এবং ঔদ্ধত্য সকল অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হবেই।

শেষের দশ চৈতসিকগুলির কোন্ কোন্‌টি উৎপন্ন হবে ?

লোভ-উৎপন্ন হবে। দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হবে। মান-মান উৎপন্ন হবে না।

মান মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় না কারণ দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মান আত্ম-মর্যাদার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থকথার ভাষ্যকারেরা বলেন ঃ দৃষ্টি এবং মান দুই সিংহের মত তাই এক গুহায় বাস করতে পারে না।

দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য এবং কৌকৃত্য লোভচিত্তে উৎপন্ন হতে পারেনা কারণ এগুলি পরস্পরের প্রতিপক্ষ। তারা কেবলমাত্র দ্বেষচিত্তে উৎপন্ন হয়।

স্ত্যান এবং মিদ্ধ প্রথম লোভচিত্তে উৎপন্ন হয় না কারণ ইহা স্বতঃস্ফূর্ত চিত্ত।

কোন শোভন চৈতসিক কোন অশোভন (অকুশল) চিত্তে উৎপন্ন হয় না।

সর্বমোট ৭+৬+৪+২=১৯

বিশ্লেষণ করে দেখা গেল প্রথম লোভমূলক অকুশল চিত্তে ১৯ চৈতসিক বিদ্যমান।

অন্যান্য চিত্তগুলিও অনুরূপভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

চেতসিক-চৈতসিক

সংজ্ঞা

১. একুপ্‌পাদ–নিরোধা চ–একালম্বনবত্থুকা,
চেতোযুত্তা দ্বিপঞ্ঞাস—ধম্মা চেতসিকা মতা।

১. যে বায়ান্ন বৃত্তি চিত্তের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হয়, (চিত্তের সঙ্গে) এক সঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে বিলয় হয়, এক আলম্বন (বিষয়) এবং বস্তু গ্রহণ করে—তাকেই চৈতসিক বলা হয়।

(১) চেতসিক=চেত+স+ইক, যা চিত্ত বা মনের সঙ্গে—একত্রে যুক্ত হয়—তাই চৈতসিক বা চেতসিক (সংস্কৃত চৈতসিক বা চৈত্ত)।

চৈতসিক হল :—

১. যা চিত্তের সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় ২. যা চিত্তের সঙ্গে একত্রে বিলীন হয় ৩. যা চিত্তের সঙ্গে একই আলম্বন (চিত্তগ্রাহ্য বিষয়) গ্রহণ করে ৪. যা চিত্তের সঙ্গে বস্তুতে (ইন্দ্রিয়ে) আশ্রয় গ্রহণ করে।

পাঠকগণ মনে রাখবেন গ্রন্থকার এখানে মূল এবং প্রকার ভেদে চৈতসিকের সংজ্ঞা প্রদান করেন নি। তৎপরিবর্তে তিনি এখানে চৈতসিকের চার লক্ষণ মাত্র প্রকাশ করেছেন।

অর্থকথাচার্য এ চার লক্ষণের কারণ প্রদর্শন করেছেন। কোন চিত্ত চৈতসিক ব্যতীত স্থিত বা উৎপন্ন হতে পারে না। চিত্ত এবং বিশের চৈতসিক উভয়ই একসঙ্গে উৎপন্ন এবং বিলীন হয়। কিন্তু কতক রূপ-গুণ[২৯] বা রূপ-বিজ্ঞপ্তি আছে যা চিত্তের সঙ্গে একত্রে উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হয়। তাদের বাদ দিয়ে সম আলম্বন যুক্ত তৃতীয়

২৯। কায়বিজ্ঞপ্তি (কায়কর্ম, ইঙ্গিত) এবং বাক্যবিজ্ঞপ্তি (বাক্যকর্ম)।

গুণ বা লক্ষণকে গ্রহণ কবা হয়েছে। যা বই তিন গুণ লক্ষণযুক্ত তা চতুর্থ লক্ষণ অর্থাৎ সমবাস্ত গ্রহণ না কবে পাবে না।

অভিধর্ম অনুসারে মন বা চিত্ত বাযান্ন চৈতসিক সম্প্রযুক্ত হয়। তাদেব মধ্যে একটি বেদনা; অপবটি সংজ্ঞা। অবশিষ্ট পঞ্চাশটিকে একত্রে 'সংস্কাব' বলা হয়। চেতনা তাদেব মধ্যে অত্যন্ত প্রযোজনীয়।

সকল বেদনাকে বেদনাস্কন্ধ বলা হয়। সেরূপ সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং সংস্কারস্কন্ধ।

দ্বিপঞ্ঞাস চেতসিক

৭ সব্বচিত্তসাধাবণা

কথং ?

২ ক) ১. ফস্সো ২. বেদনা ৩. সঞ্ঞা ৪. চেতনা ৫. একগ্গতা ৬. জীবিতিন্দ্রিযং ৭. মনসিকাবো চে'তি সত্তি'মে চেতসিকা সব্বচিত্ত-সাধাবণা নাম।

৬ পকিণ্ণকা

৩ খ) ১. বিতক্ক ২. বিচাব ৩. অধিমোক্খো ৪. বিবিযং ৫. পীতি ৬. ছন্দো চে'তি ছ ইমে চেতসিকা পকিণ্ণকা নাম।

এব' মেতে চেতসিকা অঞ্ঞঞ্ঞসমানা' তি বেদিতব্বা (১৩)।

১৪ অকুসলা

৪ গ) ১. মোহো ২. অহিবিকং ৩. অনোত্তপ্পং ৪. উদ্ধচ্চং ৫. লোভো ৬. দিট্ঠি ৭. মানো ৮. দোসো ৯. ইস্সা ১০. মচ্ছবিয়ং ১১. কুক্কুচ্চং ১২. থীনং ১৩. মিদ্ধং ১৪. বিচিকিচ্ছা চে'তি চুদ্দস ইমে চেতসিকা অকুসলা নাম।

১৯ সোভন সাধাবণা

৫ ঘ) ১. সদ্ধা ২. সতি ৩. হিবি ৪. ওত্তপ্পং ৫. অলোভো ৬. অদোসো ৭. তত্রমজ্ঝত্ততা ৮. কাযপস্সদ্ধি ৯. চিত্তপস্সদ্ধি ১০, কাযলহুতা ১১, চিত্তলহুতা ১২, কাযমুদুতা

১৩. চিত্তমুদুতা ১৪. কাযকম্মঞ্ঞতা ১৫. চিত্তকম্মঞ্ঞতা ১৬. কাযপাগুঞ্ঞতা ১৭. চিত্তপাগুঞ্ঞতা ১৮. কাযউজ্জুকতা ১৯. চিত্তউজ্জুকতা চ' অতি এক' উনবীসতি' ইমে চেতসিকা সোভন-সাধারণা নাম।

৩ বিরতিয়ো

৬ ঙ) ১. সম্মা বাচা ২. সম্মা কম্মন্তো ৩. সম্মা আজীবো চে'তি তিস্সো বিরতিয়ো নাম।

২ অপ্পমঞ্ঞা

৭ চ) ১. করুণা ২. মুদিতা পন অপ্পমঞ্ঞাযো নামা'তি সব্বত্তা' পি।

১ পঞ্ঞিন্দ্রিযং

৮ ছ) ১ পঞ্ঞিন্দ্রিযেন সদ্ধিং পঞ্চবীসতি'মে চেতসিকা সোভনা'তি বেদিতব্বা।

৯ এত্তাবতা :—

তেরস' অঞ্ঞসমানা চ - চুদ্দসাকুসলা তথা
সোভনা পঞ্চবীসা' তি - দ্বিপঞ্ঞাস পবুচ্চরে।

৫২ প্রকার চৈতসিক

৭ সর্বচিত্তসাধারণ[৩০] চৈতসিক

২ ক) ১. স্পর্শ[৩১] ২. বেদনা ৩. সংজ্ঞা ৪. চেতনা ৫. একাগ্রতা জীবিতেন্দ্রিয ৭, মনস্কার।

৩০। সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক সকল চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

৩১। ভদন্ত জ্ঞানতিলক বলেন 'স্পর্শ' অর্থে—ইন্দ্রিয়স্পর্শ বা চিত্তস্পর্শ।

এই সাত চৈতসিক প্রত্যেক চিত্তের সঙ্গে যুক্ত (উৎপন্ন হয়)।

৬ প্রকীর্ণ [৩২] চৈতসিক

৩ খ) ১. বিতর্ক ২. বিচার ৩. অধিমোক্ষ ৪. বীর্য ৫. প্রীতি ৬. ছন্দ। এই ছয় চৈতসিককে প্রকীর্ণ (বিস্তীর্ণ, অসম্বন্ধ) চৈতসিক বলা হয়। উক্ত তের প্রকার চৈতসিকের নাম 'অন্য সমান' [৩৩] চৈতসিক।

১৪ অকুশল চৈতসিক

৪ গ) ১. মোহ ২. অহ্রী ৩. অনপত্রপা ৪. ঔদ্ধত্য ৫. লোভ ৬. দৃষ্টি ৭. মান ৮. দ্বেষ ৯. ঈর্ষা ১০. মাৎসর্য ১১. কৌকৃত্য ১২. স্ত্যান ১৩. মিদ্ধ ১৪. বিচিকিৎসা। এই চৌদ্দ প্রকার চৈতসিককে 'অকুশল' চৈতসিক বলা হয়।

১৯ শোভন চৈতসিক

৫ ঘ) ১ শ্রদ্ধা ২. স্মৃতি ৩. হ্রী ৪. অপত্রপা ৫. অলোভ ৬. অদ্বেষ ৭. তত্রমধ্যাবস্থা ৮. কায় প্রশ্রব্ধি ৯. চিত্ত-প্রশ্রব্ধি ১০. কায-লঘুতা ১১. চিত্ত-মৃদুতা ১৪. কায়-কর্মণ্যতা ১৫. চিত্ত-কর্মণ্যতা ১৬. কায প্রগুণতা ১৭. চিত্ত-প্রগুণতা ১৮. কায-ঋজুতা ১৯. চিত্ত-ঋজুতা। এই উনিশ প্রকার চৈতসিককে 'শোভন-সাধারণ' চৈতসিক বলা হয়।

৩২। এই চৈতসিকগুলি কোন কোন চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৩৩। তের অন্য সমান কুশল এবং অকুশল চিত্তে সংযুক্ত হয়। যখন বা কুশল চিত্তে সংযুক্ত হয় তখন অপরগুলি 'অন্য', অকুশল চিত্তে সংযুক্ত হলে অপরগুলি 'অন্য'।

৩ বিবতি চৈতসিক

৬ ঙ) ১. সম্যক্ বাক্য ২. সম্যক্ কর্ম ৩. সম্যক্-আজীব। এই তিনটিকে 'বিবতি' চৈতসিক বলা হয়।

২ অপ্রমেয় চৈতসিক

৭ চ) ১. করুণা ২. মুদিতা। এই চৈতসিক দ্বযকে 'অপ্রমেয' বলা হয।

১ প্রজ্ঞেন্দ্রিয চৈতসিক

৮ ছ) ১ প্রজ্ঞেন্দ্রিয।

প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সহ এই ২৫ প্রকাব চৈতসিককে (প্রত্যক ব্যাপাবে) শোভন চৈতসিক রূপে ধাবণা কবতে হবে।

সংক্ষিপ্তাকাবে—

৯) তেব (অন্যসমান) চৈতসিক পবস্পাবেব সঙ্গে উৎপন্ন হয। অনুরূপভাবে চৌদ্দ প্রকাব অকুশল চৈতসিক অকুশলেব সঙ্গে উৎপন্ন হয। অপব পঁচিশটি শোভন চৈতসিক।

বাযান্ন চৈতসিকেব পূর্ণ বিববণ দেওযা হল।

সর্বচিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক

ব্যাখ্যা

(২) স্পর্শ [৪]—ফস্‌স √ফস্ ধাতু নিষ্পন্ন স্পর্শ কবা।

যে কোন ইন্দ্রিয স্পর্শ সংঘটিত হতে হলে তিনটি বিষযেব প্রযোজন তা হল—চিত্ত, বিশিষ্ট ইন্দ্রিয এবং সেই ইন্দ্রিয়েব আলম্বন বা বিষয। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায : যেমন এক ব্যক্তি চিত্ত দ্বাবা কোন বিষয (বা বস্তু-দৃশ্য অবলম্বন) চক্ষুব মাধ্যমে দেখেছেন।

যখন কোন বিষয ছয ইন্দ্রিযের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে চিত্তে আগত বা উপস্থিত হয, তখন 'স্পর্শ' রূপ চৈতসিক

৩৪। See the Expositor, pt. 1 p. 142—145

উৎপন্ন হয়। শুধুমাত্র সংঘর্ষণই 'স্পর্শ'[৩৫] একথা মনে করার কোন কারণ নেই। (ন সংগতিমত্তো এব ফস্‌সো)।

একটি স্তম্ভ যেমন গৃহ ভিতের সহায়ক তেমন স্পর্শ ও সহজাত চৈতসিকের মন ভিত্তি।

"স্পর্শ অর্থে 'ইহা স্পর্শ করে' (ফুসতী'তি)। স্পর্শ করণ (ফুসন) ইহার মুখ্য লক্ষণ, সংঘর্ষণ (সংঘট্টন) ইহার কৃত্য (রস), (ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং চিত্তের) একত্রে সম্মিলন ইহার অভিব্যক্তি (সন্নিপাত পচ্চুপট্‌ঠান) এবং যে বিষয়ে চিত্তপথে প্রবেশ করে (জানা হয়) তা হল—নিকটতম কারণ (পদট্‌ঠান=পদস্থান)।[৩৬]"

স্পর্শকে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে কারণ ইহা সকল চৈতসিকের পূর্বে সংঘটিত হয় "স্পর্শ দ্বারা স্পৃষ্ট হয়ে, বেদনা দ্বারা চিত্ত বেদনা অনুভব করে, সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়ের উপস্থিতি জানা হয়, চেতনা দ্বারা চিন্তা করে (ফস্‌সেন ফুসিত্বা, বেদনায় বেদিয়তি, সঞ্‌ঞায় সঞ্‌জানাতি, চেতনায় চেতেতি।" প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে স্পর্শ বেদনা উৎপন্ন (প্রতিবদ্ধ) করে, অর্থাৎ স্পর্শ বেদনা উৎপত্তির কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করার কোন কারণ নেই কারণ সকল চৈতসিকগুলি একসঙ্গে উৎপন্ন হয় (সহজাত)। অথসালিনী অনুসারে—"চৈতসিকগুলি এক চিত্তক্ষণে উৎপন্ন হয় তাই এরূপ বলা সত্য হবেনা যে 'ইহা' প্রথম উৎপন্ন হয় এবং 'উহা' পরে উৎপন্ন হয়। স্পর্শ একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি ইহার কারণ নয়। দেশনা প্রসঙ্গে 'স্পর্শ' প্রথমতঃ উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ইহাকে এরূপেও উল্লেখ করা যায়—বেদনা এবং স্পর্শ, সংজ্ঞা এবং স্পর্শ, চেতনা এবং বিদ্যমান, চিত্ত এবং স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা: চেতনা, বিতর্ক ইত্যাদি। দেশনা বশে স্পর্শকে প্রথম স্থান দেওয়া

৩৫। See the Expositor, p. 145

৩৬। Ibid. p. 143

শব্দ হয়েছে। পর্যায়ক্রম পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলিরও তেমন কোন গুরুত্ব নেই।"

"স্থান হিসেবে 'স্পর্শ'কে অগ্র স্থান দেওয়া হয়েছে কারণ ইহা চিন্তার উৎস এবং সকল প্রকার এক জাতীয় চৈতসিকগুলির মধ্যে নিতান্ত অপরিহার্য। এক মূল খুঁটি যেমন সকল প্রকার গৃহ-উপাদানের প্রধান সহায়ক সেরূপ স্পর্শও সকল প্রকার চৈতসিকের মূল-বন্ধন।"

(Mrs Rhys Davids Buddhist Psychology p.6)

(৩) বেদনা :- বিদ্ ধাতু উৎপন্ন, অনুভব করা।

বেদনার প্রকৃত প্রতিশব্দ হল অনুভূতি। স্পর্শের ন্যায় অনুভূতিও প্রতিটি চিত্তের অপরিহার্য গুণ। ইহা সুখময়, দুঃখময় এবং সুখ-দুঃখহীন। দুঃখ এবং সুখ কায়িক। কিন্তু কায়িক অনুভূতি কোন নৈতিক বৈশিষ্ট্য নেই।

অর্থকথাচার্যদের মতে অনুভূতি প্রভুর ন্যায় যিনি পাচকের রন্ধন করা খাদ্যের রসানুভব করেন। পাচককে অবশিষ্ট চৈতসিকগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ তারা জটিল চিন্তাধারা গঠিত (প্রস্তুত) করে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয় তখন বেদনাই বিষয়কে অনুভব (বেদন) করে।

এই বেদনাই ইহ বা পূর্বজন্মের কুশল বা অকুশল কর্মের ফল ভোগ করে। এই (বেদনা) চৈতসিক ব্যতীত কোন আত্মা বা প্রতিনিধি কর্মফল ভোগ করেনা।

এখানে বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে নির্বাণ সুখের সঙ্গে বেদনার কোন সম্পর্ক নেই। নির্বাণ সুখ নিশ্চিত সর্বোত্তম পরম সুখ কিন্তু ইহা দুঃখ উপশম সুখ। ইহা ইন্দ্রিয় দ্বারা মনোজ্ঞ বিষয় উপভোগ নয়।

(৪) সংজ্ঞা-সঞ্ঞা—সং + জ্ঞা ধাতু, জানা।

পরিস্থিতি অনুযায়ী সংজ্ঞা শব্দের অর্থের প্রকার ভেদ হয়।

সকল প্রকার ভ্রম অপনোদনার্থ ইহাকে এক বিশেষ অর্থে জানা প্রয়োজন তা হল, ইহা এক সর্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক।

সংজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ হল কোন বিষয়কে তার চিহ্ন দ্বারা জানা যেমন নীলবর্ণ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় মাধ্যমে চিত্ত দ্বারা পূর্ণ পরিচিতি থেকে ব্যক্তি সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। ইহা জানার পদ্ধতি হল—"দারুশিল্পীর পূর্বে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ডের চিহ্নের মাধ্যমে বর্তমান কাষ্ঠখণ্ডকে চিনতে পারার ন্যায়ঃ টিকেট মাধ্যমে খাজাঞ্চীর প্রত্যেক গচ্ছিত অলঙ্কারকে চিন্‌তে পারার ন্যায়ঃ মনুষ্য-কৌশলে বন্য পশুর ভীতির উদ্রেক হওয়ার ন্যায়।"

সুতরাং সংজ্ঞা হল সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

বর্তমান দর্শন শাস্ত্রের শব্দকোষ অনুসারে সংজ্ঞা শব্দের অর্থ হল—সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় যেমন গাছ, বাড়ী, চেয়ার ইত্যাদি। ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় ইহার উৎপত্তি।

বেকন, ডেকার্টস্, স্পিনোজা এবং লাইবনিজ 'সংজ্ঞা' শব্দ যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সে অর্থে এখানে গ্রহণ করা হয়নি।

পাঁচ স্কন্ধের এক স্কন্ধ রূপে 'সংজ্ঞা'কে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

সংজ্ঞাই কি স্মরণশক্তির কারণ ?

সংজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞার পৃথক অর্থ জানা প্রয়োজন। শিশুর এক টাকার মুদ্রা জ্ঞানই সংজ্ঞা। সে ইহার শুভ্রতা, গোলাকৃতি এবং আয়তন দেখেই বুঝে যে ইহা এক টাকার মুদ্রা, তবে ইহার মূল্য কি সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একজন বর্ষীয়ান মানুষ ইহার মূল্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু কি উপাদানে ইহা প্রস্তুত সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিজ্ঞানকে ব্যক্তির মুদ্রা জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোন্ কোন্ ধাতু মিশ্রণে এক টাকার মুদ্রা তৈরী হয়েছে রসায়নবিদের সে সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানই হল-প্রজ্ঞা। (৫) চেতনা—চেতনা এবং চিত্ত উভয়ই √চিত্ ধাতু নিষ্পন্ন, চিন্তা করা।

চিত্ত বা মন ধাতু নিষ্পন্নার্থে বুঝায় 'বিজানন' (বিশেষরূপে জানা) এবং চেতনা (সহজাত চৈতসিকগুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করে)

আলম্বনে সংযোগ (সমন্বয় সাধন) করে (অভিসন্ধান) ও কার্যের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ করে এবং কর্ম সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রেরণা যোগায় (আয়ূহন)।

অথসালিনী এবং বিভাবনী টীকা অনুসারে—চেতনা সহজাত চৈতসিক গুলিকে চিত্তের আলম্বন (বা বিষয়ের) সঙ্গে সংযোগ করে (অত্তনা সম্পযুত্ত-ধম্মে আরম্মণে অভিসন্দহতি)। প্রবীণ শিষ্য বা দারুশিল্পী স্বয়ং যেমন নিজের কাজও করে এবং অন্যের কাজও তত্ত্বাবধান করে সেরূপ চেতনা নিজের কাজও করে এবং সহজাত চৈতসিকের কাজও তত্ত্বাবধান করে।

চেতনার অপর ব্যাখ্যাও আছে। চেতনা সংস্কারকে সংস্কারবদ্ধ করার কাজে সহায়তা করে (সংখারাভিসংকারণে বা ব্যাপারং আপজ্জতী'তি চেতনা)। চেতনা সকল প্রকার কুশল-অকুশল কর্মে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

সোয়েজান আউঙ্গ বলেন ঃ ব্রহ্মদেশীয় বিখ্যাত অভিধর্মবিদ্ লেডি সেয়াদের মতানুসারে—"চেতনা সহজাত চৈতসিকের উপর কাজ করে, বিষয় গ্রহণে কাজ করে এবং কর্ম সম্পাদনে কাজ করে অর্থাৎ কর্ম নির্ধারণ করে"। (Compendium of Philosophy p.236)।

লোকীয় চিত্তে চেতনার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। লোকোত্তর চিত্তে প্রজ্ঞাই প্রধান। লোকীয় চিন্তা কর্মে পরিণত হয়। লোকোত্তর চিন্তা অপরপক্ষে কর্ম ধ্বংস করে। সুতরাং লোকোত্তর চিত্তে চেতনা কর্ম পরিগ্রহণ করে না। লোকীয় চিত্তের কুশল-অকুশল চেতনা কর্ম রূপে পরিগণিত হয়। বিপাক চিত্তে চেতনা বিদ্যমান থাকে কিন্তু তখন ইহার কোন নৈতিক মূল্য থাকেনা কারণ ইহার কর্মসঞ্চয় শক্তি থাকেনা।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিতে এই চেতনাই সংস্কার এবং কর্মভব রূপে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চস্কন্ধে সংস্কারস্কন্ধকে বেদনা এবং সংজ্ঞা ব্যতীত অপর পঞ্চাশ প্রকার চৈতসিককে বুঝায়। তন্মধ্যে চেতনা শীর্ষস্থানীয়।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চেতনা সহজাত চৈতসিকগুলির কর্ম নির্ধারণ করে। নৈতিক দৃষ্টিতে চেতনা কুশলাকুশল কর্মের অপরিহার্য ফল নির্দেশ করে। সেকারণে যেখানে চেতনা নেই সেখানে (কুশলাকুশল রূপে) কর্ম সম্পাদিত হয় না।

(৬) একাগ্রতা, একগ্‌গতা এক + অগ্‌গ + তা = এক বিষয়ে নিবিষ্টতা বা মনকে এক বিষয়ে একীভূত বা একাগ্র করা। ইহা বায়ুহীন স্থানে প্রদীপ শিখার ন্যায় স্থির থাকা। ইহা দৃঢ় প্রোথিত স্তম্ভের ন্যায় বায়ু দ্বারা অকম্পিত অবস্থা। জল যেমন বিভিন্ন ধাতুকে একত্রে সন্নিবেশ করে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে ইহাও সেরূপ। একাগ্রতা (চৈতসিক) সহজাত চৈতসিকগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়না। বরঞ্চ তাদের একীভূত বা একাগ্র করে বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে।

একাগ্রতা পাঁচ ধ্যানের একটি অঙ্গ। যখন এই একাগ্রতাকে (অনুশীলন দ্বারা) বর্ধন করা হয় তখন তাকে সমাধি বলা হয়। "ইহা সর্বপ্রকার চিত্তেরমনোযোগ, অবিক্ষেপতা, একীভূত এবং সমাহিতির বীজ।" Compendium of Philosophy p.241)।

(৭) জীবিতেন্দ্রিয় : জীবিতিন্দ্রিয – জীবিত(= জীবন) + ইন্দ্রিয় = নিয়ন্ত্রণ শক্তি বা মূলনীতি। ইহাকে জীবিত বলা হয় কারণ ইহা সহজাত চৈতসিকের জীবন রক্ষা করে। ইহাকে ইন্দ্রিয় বলা হয় এ কারণে যে ইহা সহজাত চৈতসিকের উপর ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে।

যদিও চেতনা সকল চৈতসিকের কর্ম নির্ধারণ করে তবে জীবিতেন্দ্রিয় চেতনা এবং অন্য সকল সহজাত চৈতসিকের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে।

জীবিতেন্দ্রিয় দুই প্রকার, যথা নাম-জীবিতেন্দ্রিয় (মানসিক জীবন) এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয (কায়িক জীবন)। নাম-জীবিতেন্দ্রিয় সহজাত চিত্ত-চৈতসিককে জীবিত রাখে এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয রূপ বা জড় কার্য প্রক্রিয়াগুলিকে জীবিত রাখে।

পদ্ম জলে প্রতিপালিত বা জীবিত থাকে, শিশু ধাত্রী দ্বারা প্রতি-পালিত হয। অনুরূপভাবে চৈতসিকগুলি এবং রূপ (জড়) কার্য

প্রক্রিয়াগুলি জীবিতেন্দ্রিয় দ্বারা প্রতিপালিত হয় বা জীবনীশক্তি লাভ করে।

এক রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় সতের চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এক রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়ের জীবন কালে (স্থায়ীত্ব কালে) নাম-জীবিতেন্দ্রিয় সতের বার উৎপন্ন ও ধ্বংস হয়।

উদ্ভিদ জীবনেও একপ্রকার রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় বর্তমান। কিন্তু সেই রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় মানুষ এবং তির্যক্ রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় থেকে পৃথক কারণ মানুষ ও তির্যক জীবিতেন্দ্রিয় পূর্বজন্ম দ্বারা সংস্কারবদ্ধ।

নাম-জীবিতেন্দ্রিয় এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় উভয়ই গর্ভক্ষণে (প্রতিসন্ধিক্ষণে) উৎপন্ন হয়। উভয়ই মৃত্যুক্ষণে একসঙ্গে বিলীন হয়। সুতরাং মৃত্যু বলতে বুঝায় জীবিতেন্দ্রিয়ের অন্তর্ধান বা বিনাশ। মৃত্যুর পরক্ষণে কর্মশক্তি প্রভাবে পরবর্তী জীবনে গর্ভক্ষণে নাম-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। মানুষের ক্ষেত্রে নাম-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপত্তির সঙ্গে তিন রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় যথা কায়-জীবিতেন্দ্রিয় (কায়-দশক), ভাবদশক (স্ত্রী বা পুংভাব) এবং বাস্তুদশক (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখুন)।

মাঝী যেমন নৌকার উপর নির্ভরশীল তেমন নৌকাও মাঝীর উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে জীবিতেন্দ্রিয় নাম-রূপের উপর নির্ভরশীল।

(৮) মনস্কার : মনসিকার—সাধারণ অর্থে 'মনে তৈয়ার করা'।

মনকে বিষয়ের প্রতি পরিচালনা বা প্রবর্তন করা ইহার মূল লক্ষ্য। জাহাজকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাল যেমন নিতান্ত প্রয়োজন ইহাও তাই। মনস্কার ব্যতীত মন হালহীন জাহাজের ন্যায়।

মনস্কারকে রথের সারথির সঙ্গেও তুলনা করা চলে। সারথি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সুশিক্ষিত দুই অশ্বের [এখানে 'নাম (মন) ও রূপ (বিষয়)] সমানতালে পদক্ষেপের প্রতি নজর রাখে। মনস্কার এবং বিতর্ককে পৃথকরূপে দেখতে হবে। মনস্কার

সহজাত চৈতসিকগুলিকে বিষয়েব প্রতি পবিচালনা করে এবং বিতর্ক চৈতসিকগুলিকে বিষয়ের উপর প্রক্ষেপন কবে। বিতর্ক রাজাব সভাসদেব ন্যায় যিনি একজন গ্রাম্য মানুষকে (মন) বাজাব উপস্থিতি (বিষয়) পবিচয় করিয়ে দেয়।

মনস্কাবেব নিকটতম অর্থবোধক শব্দ হল মনোযোগ যদিও এশব্দ পালিশাস্ত্রেব দার্শনিক তত্ত্বেব প্রকৃত অর্থবহ নহে। চৈতসিক হিসেবে মনস্কাব স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ। মনস্কাব এবং মনোযোগে বিষযের বিশিষ্ট স্বচ্ছতা নেই যা কিছু মাত্রায় সংজ্ঞায় বিগুমান।

তা'হলে মনস্কাব কি স্মবণ-শক্তিব সহায়ক কাবণ মনস্কাব সকল প্রকাব লৌকিক এবং লোকোত্তব চিত্তে বিদ্যমান থাকে ? এ কাবণে মনস্কার সর্বচিত্ত-সাধাবণ রূপে অভিহিত হয়।

প্রকীর্ণ চৈতসিক

(৯) বিতর্ক : বিতক্‌ক—বি + তক্‌ক, চিন্তা করা। এই পালি শব্দেব যথোপযুক্ত অনুবাদ কবা দুরূহ ব্যাপাব কাবণ ইহা সূত্রে বিভিন্ন অর্থ ধারণ কবে।

সূত্র পিটকে এ শব্দকে অভিমত, ধারণা, চিন্তা, বিচারশক্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার কবা হয়। কিন্তু অভিধর্মে ইহা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সহজাত চৈতসিকগুলিকে আলম্বনে অধিবোহণ (অভিনিবোপণ- আবোহণ বা প্রক্ষেপণ) কবান বিতর্কেব মুখ্য লক্ষণ। যেমন কোন ব্যক্তি বাজাব প্রিয়ব্যক্তি, আত্মীয় বা বন্ধুব সহায়তায় রাজপ্রাসাদে আবোহণ কবে সেরূপ বিতর্কেব সাহায্যে চিত্ত আলম্বন বা বিষযে আবোহণ কবে।

বিতর্ককে এরূপেও ব্যাখ্যা কবা যায়—চৈতসিককে বিষয়ে স্থাপন কবাই হল বিতর্কেব কর্ম। (পূর্বে বলা হয়েছে) মনস্কাব সহজাত চৈতসিকগুলিকে বিষযের প্রতি পরিচালনা বা প্রবর্তন কবে। মনস্কাব

এবং বিতর্ক, এই দুই চৈতসিকেব পৃথক লক্ষণ সম্বন্ধে পবিষ্কাব ধাবণা থাকা প্রযোজন।

বিতর্ক ·যখন বিভিন্ন পবিপ্রেক্ষিতে ব্যবহাব কবা হয তখন তাব অর্থও ভিন্ন হয়।

সাধাবণ প্রকীর্ণ চৈতসিক হিসেবে ইহাকে বিতর্ক বলা হয। যখন ইহা অনুশীলিত এবং বর্ধিত হয তখন ইহা প্রথম ধ্যানেব প্রথম অঙ্গ রূপে পবিণত হয। তখন তাকে অর্পণা বলা হয় কাবণ মন তখন ধ্যেয বিষযে একান্তভাবে নিবিষ্ট হয। সাধাবণ বিতর্ক মনকে কেবল মাত্র বিষযে বা আলম্বনে স্থাপন কবে।

পববর্তী ধ্যানগুলিতে বিতর্ক বিষযেব সঙ্গে অভ্যাসগতভাবে সংযুক্ত থাকায স্তিমিত থাকে।

দৃষ্টান্তঃ কোন গ্রামবাসী যদি প্রথমবার বাজপ্রাসাদে আগমন কবেন তাকে বাজাব কোন প্রিয সভাসদ্ দ্বাবা পবিচিত হওযা প্রযোজন হয। পববর্তী আগমনেব জন্য আব কোন পবিচিতিব প্রযোজন হয না।

এই পবিবর্ধিত অর্পণা-বিতর্ককে সমাধি বলা হয।

লোকোত্তব মার্গচিত্তে যখন বিতর্ক উপস্থিত থাকে তখন তাকে সম্যক্-সঙ্কল্প বলা হয কাবণ ইহা অকুশল চিন্তা দূবীভূত কবে এবং মনকে নির্বাণে উন্নীত কবে।

বিতর্ক যখন ব্যক্তিব মেজাজ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয তখন তা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ প্রকাশ কবে। বিতর্ক-চবিত্র বলতে ব্যক্তিব বিতর্ক স্বভাবকে বুঝায। (প্রথম পবিচ্ছেদেব ৩৮নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(১০). বিচাব—বি+√চব, বিচবণ কবা। বিতর্কেব ন্যায বিচাবও অভিধর্মে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বিচাব ভুল বিষযেব উপব মনেব ক্রমান্বয অনুশীলন, বিষযে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন (অনুমজ্জন) ইহাব লক্ষণ।

বিতর্ক এবং বিচাবেব অনুবাদ হল যথাক্রমে (বিষযে) প্রাথমিক স্থাপন এবং (বিষযে) পুনঃপুনঃ অনুমজ্জন বা নিমজ্জন।

এই উভয় শব্দ পৃথক অর্থবোধক। পদ্মের উপর মৌমাছির অবতরণ হল বিতর্ক আর তার উপর মৌমাছির বিচরণ (ভ্রমণ) হল বিচার। উড়বার উদ্যোগে পাখীর পাখা নাড়া হল বিতর্ক এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আকাশে উড়ে বেড়ান হল বিচার। ঘণ্টা বা ঢাক বাজান হল বিতর্ক এবং তার প্রতিধ্বনি হল বিচার।

বিচারও একটি ধ্যানাঙ্গ। ইহা বিচিকিৎসা অপনোদন করে।

(১১) অধিমোক্ষ—অধি + মুচ, মুক্ত হওয়া। সাধারণ অর্থে সন্দেহ মুক্ত হওয়া।

অধিমোক্ষ বিষয়ের প্রতি মনের (সঙ্কোচন ভাব) মুক্ত করে। সিদ্ধান্তগ্রহণ ইহার প্রধান লক্ষণ। ইহা বিচিকিৎসা বা সন্দেহের প্রতিপক্ষ।

ইহা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে— ইহা কি উহা (ইমং এবা'তি সন্‌নিট্‌ঠানকরণং)।

ইহাকে বিচারকের রায় দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করা চলে। আবার ইহাকে দৃঢ় প্রোথিত অকম্পিত স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

(১২) বীর্য বিরিয়—অজ ধাতু নিষ্পন্ন, যাওয়া + ঈর। বী এর পরিবর্তে অজ্‌ ব্যবহৃত হয়েছে। বীর হলেন তিনি যিনি অধ্যবসায় সহকারে এবং বাধাহীন ভাবে কর্ম সম্পাদন করেন।

ইহাকে বীর্যবান মানুষের কর্মরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (বীরানং ভাবো, কম্‌মং)। অথবা ইহা সেই কর্ম যা সুসঙ্গতভাবে করা হয় (বিধিনা ঈরযিতব্‌বং পবত্তেতব্‌বং বা)।

ইহার লক্ষণ হল—উপস্থম্ভন (উপত্‌থম্ভন— স্তম্ভের মত কাজে স্থিত থাকা), প্রগ্রহণ (পগ্‌গহন-কাজকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করা) এবং উৎসাহ (উস্‌সহন-উৎসাহ সহকারে কাজ করা)।

পুরাতন গৃহকে যেমন নূতন খুঁটির সাহায্যে সুরক্ষিত করা হয় সেরূপ চৈতসিকগুলি বীর্য দ্বারা সহায়িত এবং রক্ষিত হয়।

সৈন্যবাহিনী যেমন সুদক্ষ নব সৈন্যদল দ্বারা সহায়িত হলে পশ্চাদপসরণ করেনা সেরূপ বীর্য সহজাত চৈতসিকগুলিকে পতন

থেকে রক্ষা করে (উৎসাহ দান করে) এবং ক্রমোন্নত অবস্থায় নিয়ে যায়।

বীর্যকে নিয়ন্ত্রণ-শক্তি রূপে গণ্য করা হয় কারণ ইহা অলসতাকে জয় করে। ইহাকে পঞ্চ বলের এক (শক্তি) রূপেও গণ্য করা হয় কারণ ইহার বিরুদ্ধশক্তি অলসতা দ্বারা ইহা কম্পিত হয় না। বীর্য ঋদ্ধিশক্তি (ইদ্ধিপাদ) লাভের চার উপায়ের এক উপায় এই বীর্যই চার সম্যক্ প্রধানের প্রচেষ্টার (সম্মপ্‌পধান) একটি। ইহা সপ্ত বোধ্যাঙ্গের (বোধি লাভের অঙ্গ) রূপে উন্নীত। ইহা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক্ ব্যায়াম (প্রচেষ্টা)।

অথসালিনী অনুসারে ইহা সকল প্রকার সফলতার মূল।

প্রচেষ্টা, পরাক্রম এবং উৎসাহ প্রভৃতি বীর্যের প্রতিশব্দ।

(১৩) প্রীতি : পীতি—প্রথম পরিচ্ছেদের ৪০ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

(১৪) ছন্দ—ছদ্ ধাতু নিষ্পন্ন, ইচ্ছা করা। কর্তৃকম্যতা (কাজ করার ইচ্ছা-কত্তুকম্যতা) ইহার লক্ষণ। ইহা বস্তু গ্রহণের নিমিত্ত হাত প্রসারণের ন্যায়। এই প্রকীর্ণ চৈতসিক অকুশল লোভ যা বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা উৎপন্ন করে তার থেকে পৃথক রূপ জানতে হবে। ছন্দ তিন প্রকার :—

১. কামচ্ছন্দ—ইহা কামভোগ লালসা, পঞ্চ নীবরণের এক নীবরণ (আবরণ, বাধা)। নৈতিক দৃষ্টিতে ইহা অকুশল।

২. কর্তৃকাম্যতা ছন্দ—ইহা কেবলমাত্র কর্ম করার ইচ্ছা। নৈতিক দৃষ্টিতে কুশলও না অকুশলও নয়।

৩. ধর্মছন্দ (ধম্মচ্ছন্দ)-ইহা কুশল কর্ম করার ইচ্ছা। এই ধর্মছন্দ রাজকুমার সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগে প্রেরণা যোগিয়েছিল।

এগুলির মধ্যে ছন্দকে কর্তৃকাম্যতা ছন্দ অর্থে এখানে এক বিশেষ প্রকীর্ণ চৈতসিক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা চার ঋদ্ধিপাদের (ঋদ্ধি লাভের উপায়ের) এক ঋদ্ধিপাদ (অধিপতি)।

সোয়েযান আউঙ্গ বলেন—"বীর্য কর্ম করার প্রেরণা বা ইচ্ছা।

প্রীতি বিষয়েব প্রতি প্রফুল্লতা। ছন্দ বিষয়েব প্রতি অভিপ্রায়"।
Compendium of Philosophy (p. 18)

নির্বাণ উপলব্ধিব জন্য বৌদ্ধদেব এই ধর্মছন্দ আছে। ইহা কাম-বাসনা (তৃষ্ণা) নহে।

অকুশল চৈতসিক

(১৫) মোহ— √মুহ ধাতু নিষ্পন্ন, মোহিত হওযা, মুহ্যমান হওযা। মোহ তিন অকুশল হেতুব একটি এবং সকল প্রকাব অকুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রজ্ঞাব প্রতিপক্ষ।

বিষযেব প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধে স্বচ্ছতাব অভাব মোহেব লক্ষণ। মোহ ব্যক্তিব কর্ম, কর্মফল এবং চতুবার্যসত্যে জ্ঞান-উৎপাদনকে আচ্ছন্ন (আবৃত) কবে বাখে।

(১৬) অহ্রী : অহিবিক—'অ' + হিবিক একটি গুণবাচক বিশেষ্য। যেই ব্যক্তি কুকর্ম (অকুশল) সম্প'দনে লজ্জাহীন সেই ব্যক্তি অহ্রীক (অহিবিকো)। এরূপ ব্যক্তিব অবস্থাই লজ্জাহীনতাব অবস্থা (অহিবিকং)।

যাঁব 'হ্রী' আছে তিনি অগ্নিব নিকট পাখীব পালক সঙ্কোচনেব ন্যায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে সঙ্কোচিত হন। যাব 'হ্রী' নেই সে যে কোন অকুশল কর্ম সম্পাদন কবতে দ্বিধা বোধ কবেনা।

(১৭) অনপত্রপা : অনোত্‌তপ্‌প—ন + অব + √তপ্‌প, ভীত হওযা। অপত্রপা হল পাপকর্ম সম্পাদনে ভয অর্থাৎ পাপফল ভীতি।

অনপত্রপা অপত্রপাব বিরুদ্ধ পক্ষ, যেমন অগ্নি পতঙ্গকে দগ্ধ কবে (তাব সঙ্গে তুলনা কবা যায়)। যে ব্যক্তি অগ্নিভয়ে ভীত তিনি অগ্নি স্পর্শ কববেন না। কিন্তু পতঙ্গ ফলজ্ঞানহীনতা বশতঃ অগ্নি দ্বাবা আকৃষ্ট হয়ে অগ্নিতে দগ্ধ হয। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পাপে ভযহীন সে অকুশল কর্ম সম্পাদন কবে এবং নবক দুঃখ ভোগ কবে।

হ্রী এবং ওত্তপ্প (অপত্রপা) যুক্তরূপে ব্যবহৃত হয়। হ্রীকে সাধারণ লজ্জা থেকে এবং অপত্রপাকে সাধারণ ভয় থেকে পৃথক রূপে বুঝতে হবে। ভয়কে দশ মারসেনার এক সেনা রূপে গণ্য করা হয়। একজন বৌদ্ধ কোন ব্যক্তিকে ভয় করে না, এমন কি ঈশ্বরেও তার ভয় নেই কারণ বৌদ্ধধর্ম অজ্ঞাত বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

হ্রী (লজ্জা) ভিতর থেকে এবং অপত্রপা (ভয়) বাহির থেকে উৎপন্ন হয়। মনে করুন একান্ত লৌহের একদিক্ তপ্ত এবং অপর দিক্ ময়লাযুক্ত। ময়লাযুক্ত অংশ ঘৃণাবশে কেহ স্পর্শ করবেনা এবং তপ্ত অংশও ভয়ে স্পর্শ করবে না। হ্রী হল ঘৃণা এবং অপত্রপা হল ভয়।

মিসেস রাইস ডেবিডস্ হ্রী ও অপত্রপা চৈতসিক দ্বয়ের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করে উভয়ের পৃথকত্ব পরিষ্কার প্রতিভাত করেছেন ঃ—

বুদ্ধঘোষ হ্রী এবং অপত্রপার যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে নৈতিকতার আকর্ষণ আছে। এই শব্দ একান্ত বর্তমান কালের ধারণায় আমাদের আবেগময় এবং ইচ্ছাকৃত সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেমন স্মৃতি কুশলকে প্রতিফলিত করে। হ্রী হল লজ্জা এবং অপত্রপা হল অকুশল কর্ম সম্পাদনে উদ্বেগ। হ্রী ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় আর অপত্রপা বাহির থেকে উৎপন্ন হয়। হ্রী স্বশাসিত ভাবে উৎপন্ন হয় (অত্তাধিপতি) এবং অপত্রপা বহু বিবেচনা প্রসূত সমাজচিন্তা প্রণোদিত হয়ে উৎপন্ন হয় (লোকাধিপতি)। পূর্বটি লজ্জায় এবং পরবর্তীটি ভয়ে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বটি সামঞ্জস্য মণ্ডিত এবং পরবর্তীটি অকুশলে বিপদ এবং ভয় বিবেচনা প্রসূত। ব্যক্তিগত হ্রীর উৎস চার, যথা কুলগৌরব, বয়স বিবেচনা, মর্যাদাবোধ এবং শিক্ষা-সচেতনতা। একারণে হ্রীবান ব্যক্তি চিন্তা করেন 'শুধুমাত্র নিচু শ্রেণীর লোক, বালক, গরীব দুর্বৃত্ত, অন্ধ এবং অর্বাচীন এরূপ কর্ম সম্পাদন করতে পারে।' তাই তিনি নিজকে সে সকল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখেন। অপত্রপার বাহিরের উৎস হল—'শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ তোমাকে দোষারোপ করবেন', তাই

তিনি এ সকল কর্ম থেকে বিরত হন। বুদ্ধ বলেছেন—যে ব্যক্তির হ্রী বা লজ্জা আছে তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক। যিনি ভয়কাতর তিনি ধর্ম-শিক্ষকরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক।

সম্পূরক অনুচ্ছেদে 'সামঞ্জস্য মণ্ডিত' সম্বন্ধে এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে—"হ্রী বিবেচনায় ব্যক্তি কুলমর্যাদা, নিজের শিক্ষক বা আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা, বিষয়-সম্পত্তি এবং সতীর্থবর্গের সান্নিধ্য প্রভৃতি বিষয় চিন্তা করেন। ভয় পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি আত্ম-অমর্যাদা, অন্যের দোষারোপ, নিন্দা এবং পরবর্তী জীবনে দুঃখভোগ বিষয় চিন্তা করেন। (**Buddhist Psychology p. 20**)

হ্রী এবং অপত্রপা এই দুই প্রধান বিষয় (গুণ) বিশ্বকে শাসন করে। ইহা ব্যতীত সভ্য সমাজের অস্তিত্ব নেই।

(১৮) ঔদ্ধত্য : উদ্ধচ্চ—উ=উপরে, + √ধু, চঞ্চল হওয়া, উৎক্ষিপ্ত হওয়া। উদ্ধুতস্স ভাবো উদ্ধুচ্চং=উদ্ধচ্চং=উৎক্ষেপণ অবস্থা। ইহাকে ভস্মস্তূপে প্রস্তর নিক্ষেপ জনিত উপদ্রুত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইহা মনের অস্থির অবস্থা এবং মনের সমতা বা উপশম (বুপসম) বিরুদ্ধ। পঞ্চ নীবরণের এক নীবরণের ন্যায় ইহা সুখ বিপক্ষ।

কোন বিরল ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্যকে মনের স্ফীত অবস্থা বা মানসম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ঔদ্ধত্যকে মান থেকে পৃথক রূপে বিবেচনা করা হয় কারণ উভয়ই (দশ) সংযোজনের মধ্যে গণ্য।

এই চার চৈতসিক যথা মোহ, অহ্রী, অনপত্রপা এবং ঔদ্ধত্য (যা অকুশল চৈতসিকের প্রথম চারটি) সকল প্রকার অকুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

(১৯) লোভ—প্রথম পরিচ্ছেদে ৯নং ব্যাখ্যা দেখুন।

(২০) দৃষ্টি : দিট্‌ঠি—প্রথম পরিচ্ছেদে ১১নং ব্যাখ্যা দেখুন।

মোহ এবং দৃষ্টির পৃথকত্ব সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য। পূর্বটি বিষয়কে আচ্ছন্ন বা আবৃত করে এবং পরবর্তীটি নিজস্ব দৃষ্টির সিদ্ধান্ত যেমন

"ইহাই সত্য, অন্য সব মিথ্যা। দৃষ্টি জ্ঞানেব প্রতিপক্ষ। পূর্বটি (মোহ) প্রকৃত সত্যকে ত্যাগ কবে মিথ্যাকে গ্রহণ কবে। পববর্তীটি (দৃষ্টি) বিষযকে ঠিক বা সত্য ৰূপে গ্রহণ কবে।

যখন পালি শব্দ দিট্ঠি একক ৰূপে ব্যবহাব কবা হয এবং কোন বিশেষণ যুক্ত না হয তবে তা মিথ্যাদৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয। সম্যক্-দৃষ্টি বা অমোহ মোহেব প্রতিপক্ষ।

(২১) মান—√মন্ ধাতু নিষ্পন্ন, চিন্তা কবা। (আমিত্ববোধ। অন্যেব সঙ্গে তুলনা কবে নিজকে শ্রেষ্ঠ মনে কবা)।

(২২) দ্বেষ: দোস—প্রথম পবিচ্ছেদে ৯নং ব্যাখ্যা দেখুন।

(২৩) ঈর্ষা: ইস্সা—ই + √সু, ঈর্ষা কবা, ঈর্ষান্বিত হওযা। ইহাব লক্ষণ হল—অন্যেব মান-যশ-গুণ-সৌভাগ্য এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে অসহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা। ইহা বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয।

(২৭) মাৎসর্য: মচ্ছবিয়—মচ্ছবস্স ভাবং, সম্পত্তি গোপন বাখাব ভান।

অর্থকথা অন্যৰূপও ব্যাখ্যা কবে—এ সম্পদ অন্য কাবো না হোক, কেবলমাত্র তা আমাবই হোক। (মা ইদং অচ্ছবিযং অঞ্ঞেসং হোতু, মযহং এব হোতু)।

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল, আত্মসম্পদ গোপন কবা। ইহা ঈর্ষাব বিপবীত। ইহা অন্তর্মুখী।

ঈর্ষা এবং মাৎসর্য দ্বেষেব বন্ধু ৰূপে গণ্য হয কাবণ এ উভযই দ্বেষেব সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

(২৫) কৌকৃত্য: কুক্কুচ্চ—কুকতস্স ভাবো = কুক্কুচ্চং = অকুশল কর্ম কবা হল, কুশল কর্ম কবা হল না, এ জন্য অনুতাপ কবা।

অর্থকথা অনুসাবে—যে কুকর্ম কবা হল তা কু + কত (কৃত) এবং সুকর্ম কবা হল না। কু বা অকুশল কর্ম কবা হযেছে বলে যে অনু-শোচনা তা'ই কৌকৃত্য এবং সু বা কুশল কর্ম কবা হল না বলে যে খেদ বা উৎকণ্ঠা তা'ও কৌকৃত্য।

ইহার লক্ষণ হল—কৃত কুকর্মের জন্য এবং অকৃত সুকর্মের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা।

ধম্মসঙ্গণির ব্যাখ্যা :—উদ্বেগ কি ?

"বিধিসম্মত বিষয়কে বিধি-বহির্ভূত মনে করা, বিধি-বিরুদ্ধ বিষয়কে বিধিসম্মত মনে করা ; অকুশলকে কুশল মনে করা, কুশলকে অকুশল মনে করা—ইত্যাদি উদ্বেগ, অস্থিরতা, অতি-সন্দিগ্ধ ভাব মনস্তাপ এবং মানসিক হাহুতাশ প্রভৃতিই কৌকৃত্য (উদ্বেগ)"

Buddhist Psychology p. 313

কৌকৃত্য পঞ্চ-নীবরণের একটি এবং সর্বদা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইহা (কৃত বা অকৃত) পূর্ব-বিষয়ের সহিত সংযুক্ত। বিনয় অনুসারে কৌকৃত্য বিনয় বিধি সংক্রান্ত সমুচিত সন্দেহ—ইহা প্রশংসিত। অপরপক্ষে অভিধর্ম অনুসারে অনুশোচনা প্রশংসিত নয়।

(২৬) স্ত্যান : থীন—√থি ধাতু নিষ্পন্ন. সঙ্কোচিত হওয়া + ন। থেন = থান = থীন।

ইহা অগ্নির নিকটে পাখীর পালক সঙ্কোচনের ন্যায় মনের অবস্থা। ইহা বীর্যের প্রতিপক্ষ। থীন (স্ত্যান) কে চিত্তরোগ বলা হয়।

ইহা শোভন চৈতসিক চিত্তকর্মণ্যতার বিপক্ষ।

(২৭) মিদ্ধ : মিদ্‌ধ—√মিধ ধাতু উৎপন্ন, অকর্মণ্য হওয়া, অলস হওয়া, অপারগ হওয়া। ইহা চৈতসিকের অস্বাভাবিক অসুস্থ অবস্থা।

স্ত্যান ও মিদ্ধ (থীনমিদ্‌ধ) উভয়ই সকল সময় একত্রে ব্যবহৃত হয় এবং তারা পঞ্চ নীবরণের একটি নীবরণ। বিতর্ক ধ্যানাঙ্গের দ্বারা স্তিমিত হয়। মিদ্ধ বীর্যের বিরুদ্ধ পক্ষ। যেখানে স্ত্যান এবং মিদ্ধ সেখানে বীর্য অনুপস্থিত থাকে।

মিদ্ধ মন-কায়ের রুগ্নতা। এখানে কায় বলতে জড় বা রূপ কায় বা দেহকে বুঝাচ্ছেনা। এখানে কায় শব্দ চৈতসিক-দেহকে বুঝাচ্ছে যেমন বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার (সংস্কার বলতে এখানে অবশিষ্ট পঞ্চাশ চৈতসিককে বুঝায়)। মিদ্ধ কায-কর্মণ্যতার প্রতিপক্ষ।

ধর্মসঙ্গণিতে স্ত্যান-মিদ্ধেব এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

স্ত্যান কি ?—

"যা রুগ্নতা, ধীশক্তিব আচ্ছন্নতা, সংলগ্নতা, আটকতা, ভগ্নতা, বিদ্ধতা, উদ্দীপনাহীনতা অর্থাৎ আড়ষ্টতা, মেধাব অনমনীয়তা— তা'ই স্ত্যান।

মিদ্ধ কি ?

"যা রুগ্নতা, ইন্দ্রিয়েব ভাবীত্ব, আচ্ছন্নতা, আচ্ছাদনতা, অন্তবাববোধকতা, জড়তা বা নিদ্রা, তন্দ্রা, ঘুম, নিদ্রালুতা,—তাই মিদ্ধ।

(Buddhist Psychology p.311, 312)

(২৮) বিচিকিৎসা : বিচিকিচ্ছা—প্রথম পবিচ্ছেদে ১৩নং ব্যাখ্যা দেখুন।

বিচিকিৎসা নীববণ হিসেবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘেব প্রতি সন্দেহ বুঝায় না।

মজ্ঝিম নিকাযেব অর্থকথায় এ শব্দেব এরূপ ব্যাখ্যা বলেছে— "যথাযথ নির্ধাবণেব অক্ষমতাই হল বিচিকিৎসা।" (ইদং এব ইদন্তি নিচ্ছেতুং অসমত্থভাবতো'তি বিচিকিচ্ছা)।

সোভন (কুশল) চৈতসিক

(২৯) শ্রদ্ধা : সদ্ধা—সম্, উত্তম, + দহ্, প্রতিষ্ঠা কবা, স্থাপন কবা, বাখা। সংস্কৃতে শ্রদ্ধা শব্দ গঠিত হয়েছে শ্রৎ = বিশ্বাস + √ধা, স্থাপন কবা (দ্বাবা)।

পালি ভাষায় শ্রদ্ধা শব্দেব অর্থ হল—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘেব প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস। ইহাব লক্ষণ হল—চৈতসিকেব বিশুদ্ধতা। ইহাকে বাজচক্রবর্তীব জল বিশুদ্ধকাবক মণিব সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। এই বিশেষ মনি যখন জলে নিক্ষেপ কবা হয় তখন জলেব কাদা এবং শেওলা তলিয়ে যায়। তৎপব জল বিশুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে শ্রদ্ধা মনেব আবিলতা বিশুদ্ধ কবে।

শ্রদ্ধা অন্ধ বিশ্বাস নয়। ইহা জ্ঞাননির্ভর আত্মপ্রত্যয়।

কেহ প্রশ্ন করতে পারেন কোন অ-বৌদ্ধের এরূপ শ্রদ্ধা থাকতে পারে কিনা।

অথসালিনীতে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তা সন্তোষজনক নয় এবং অসমাপ্তও।

বুদ্ধঘোষ প্রশ্ন করেছেন—'মিথ্যাদৃষ্টিগত ব্যক্তিগণ কি তাঁদের আচার্যের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করেন না?' তার উত্তর হল—'তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে তা শ্রদ্ধা নয়। ইহা বাক্য প্রয়োগ মাত্র (বচনসম্পটিচ্ছনমত্তমেব)।

শ্রদ্ধা যদি বৌদ্ধদের নিকট সীমিত থাকে তবে অ-বৌদ্ধদের আচার্যের প্রতি বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাকে কি বলব? যখন তাঁরা কোন বিশিষ্ট ধর্মাচার্যের বিষয় নিন্দা করেন তখন তাঁদের মন নিশ্চয়ই কিছুটা বিশুদ্ধ হয়।

ইহা কি (তাঁদের) দৃষ্টি-মিথ্যাদৃষ্টি? তাহলে ইহা অকুশল। এ অবস্থায় কোন অ-বৌদ্ধের কুশলচিত্ত উৎপত্তির অবকাশ নেই।

একথা বলা কি সঠিক হবেনা—শ্রদ্ধাকে ত্রিরত্নের প্রতি সীমিত না রেখে তাকে কেবলমাত্র একটি বিশ্বাসরূপে পরিগণিত করা? "শ্রদ্ধা সেই উপলক্ষে বিশ্বাস স্থাপন, বিশ্বস্ততার অভিব্যক্তি, প্রত্যয়বোধ, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধেন্দ্রিয় এবং শ্রদ্ধাবল।"

(**Buddhist Psychology p. I4**)

শ্রদ্ধা স্বতঃস্ফূর্ত বোধশক্তির অনুভূতি অথবা পূর্বজন্মে জ্ঞানাহরণের অভিব্যক্তি।

(৩০) স্মৃতি সতি—√সর ধাতু নিষ্পন্ন, স্মরণ করা।

স্মৃতি পাশ্চাত্য দৃষ্টির Memory বা স্মরণ-শক্তি নয়। 'মনঃসংযোগ' ইহার উত্তম অনুবাদ। ইহাকে বৃদ্ধি করতে হয়। কিপ্রকারে ইহাকে বৃদ্ধি করতে হয় সতিপট্ঠান সূত্রে তার বিশেষ বর্ণনা আছে। যখন স্মৃতি পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি করা হয় তখন অনেক পূর্বজন্ম বৃত্তান্তও জানা যায়। স্মৃতি আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের এক অঙ্গ।

স্মৃতি ভুলতে না দিয়ে উত্তম বিষযব উপস্থিত কবে। ইহাব লক্ষণ হল—'ভেসে না যাওয়া' (অপিলাপন)। কুমড়া এবং পাত্র জলে ভেসে যায়, স্মৃতি চিন্তনীয় বিষয়ে (আলম্বনে) নিমজ্জিত হয়।

ইহা সম্যক্ প্রণিধান যোগ্য যে স্মৃতি কোন প্রকাব অকুশল চিত্তেব সঙ্গে সংযুক্ত নয়। অকুশল চিত্তে (যে মনোযোগ) তা মিথ্যাস্মৃতি (মিচ্ছাসতি)।

ধম্মসঙ্গণিতে স্মৃতিব এরূপ বর্ণনা আছে :—

"সেই উপলক্ষে স্মবণে বাখা, মনে ফিরিয়ে আনা, স্মৃতি হল—স্মবণ বাখা, মনে ধাবণা কবা, ভাসা ভাসা মনে বাখা এবং বিস্মৃতিব প্রতিপক্ষ, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-বল, সম্যক্স্মৃতি।"

(Buddhist Psychology p. 16)

স্মৃতি সম্বন্ধে মিসেস রাইস ডেবিডস্ এরূপ মন্তব্য কবেছেন : -

"বুদ্ধঘোষ স্মৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য কবেছেন তাতে তিনি মিলিন্দপ্রশ্নেব ৩৭, ৩৮ নং প্রশ্নকে অনুসবণ কবেছেন। এবং কিছু অতিবিক্তও বলেছেন। এবং ইহাও প্রতীযমান হয় যে সেই চিত্ত বিষযেব চিবাচবিত ধাবণাব সঙ্গে বর্তমান পাশ্চাত্য ধাবণায 'বিবেক, নৈতিক প্রবৃত্তি'ব সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। স্মৃতিকে অনভিজ্ঞ মনেব উপদেষ্টাব মত মনে হয যা কুশল এবং অকুশল বিচাব কবে (কুশলকে) বেছে নেয। হার্ডি ইহাকে 'বিবেক' রূপে অনুবাদ কবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধাবায এই বিষযে মনোজ্ঞ ভিন্নতাব কলঙ্ক আবোপ কবেছেন। পূর্বোক্ত বিষয স্মৃতি পবিপ্রেক্ষিতে অনাধ্যাত্মিক উক্তি। স্মৃতি একটি মনস্তাত্ত্বিক কার্য বা ধাবা বা প্রতিফলিত ক্রিয়া (যা সাধাবণ স্মবণশক্তি এবং বিচাব, এ উভযেব মধ্যে পৃথকত্ব আনযন না কবে) তাদেব নৈতিক আকৃতি বা দিক্ উপস্থিত কবে। (Buddhist Psycho-logy p. 16)

(৩১) হ্রী এবং অপত্রপা– অহিবিক (অহ্রী) এবং অনোত্তপ্প (অনপত্রপা) দেখুন।

(৩২) অলোভ—ইহা লোভের প্রতিপক্ষ (প্রথম পরিচ্ছেদ ৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

দান অলোভের মধ্যে গণ্য। ইহা একটি নিশ্চিত পুণ্যকর্ম যার মধ্যে সক্রিয় পরোপকারিতাবৃত্তি নিহিত আছে। ইহা তিন কুশল হেতু বা বা মূলের একটি। জলবিন্দু যেমন পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে সেরূপ অলোভের মুখ্য লক্ষণ হল অলগ্নতা।

(৩৩) অদ্বেষ: অদোস—ইহা দ্বেষের বিপরীত (প্রথম পরিচ্ছেদে ৯নং ব্যাখ্যা দেখুন)। ইহা কেবলমাত্র দ্বেষ বা পটিঘ দ্বযের অনুপস্থিতি নয়। ইহা একটি পুণ্যকর্মও বটে।

অদ্বেষ এবং মৈত্রী একই পর্যায়ভুক্ত এবং চার অপ্রমেয়ের একটি।

পাঠক এখানে লক্ষ্য করবেন যে চার অপ্রমেযের দুই অপ্রমেয যথা করুণা এবং মুদিতা দ্বয়ের এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ইহার কারণ হল মৈত্রী অদ্বেষের মধ্যে নিহিত এবং উপেক্ষা তত্রমধ্যস্থতার মধ্যে বিদ্যমান।

অদ্বেষ তিন কুশল মূলের একটি। প্রিয় সুহৃদের ন্যায অদ্বেষের লক্ষণ হল অচণ্ডতা বা চণ্ডতার অনুপস্থিতি।

(৩৪) তিন কুশল মূল—অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ হল তিন কুশল হেতু বা মূল। অমোহ উনিশ প্রকার শোভন চৈতসিকের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি কারণ ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয।

অত্থসালিনীতে এই তিন কুশল হেতুর বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে, তা এরূপ :—

"কোন আলম্বনের প্রতি অলগ্নতা অলোভের লক্ষণ যেমন জলবিন্দু পদ্মপত্রে অলগ্ন থাকে। ইহার কৃত্য হল বিমুক্ত অর্হতের ন্যায় সংগত-ভাবে গ্রহণ বা যথাবিহিতরূপে গ্রহণ। ইহার অভিব্যক্তি হল পুরীষ-রাশিতে পতিত ব্যক্তির ন্যায় ঔদাসীন্য।"

"অদ্বেষের লক্ষণ হল প্রিয় সুহৃদের ন্যায অচণ্ডতা বা অবিরুদ্ধতা। ইহার কৃত্য হল—চন্দন প্রলেপের ন্যায বিরক্তি বা উত্তেজনা রূপ রুগ্নতা দমন। ইহার অভিব্যক্তি হল - পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রীতিকর।

অমোহেব লক্ষণ, কৃত্য ইত্যাদি প্রজ্ঞেন্দ্রিয ব্যাখ্যায বর্ণিত হয়েছে। এই তিন হেতুব মধ্যে অলোভ স্বার্থপবতাব প্রতিপক্ষ, অদ্বেব দুঃশীলতাব প্রতিপক্ষ এবং অমোহ কুশল পবিবর্ধন না কবাব প্রতিপক্ষ।"

"দানেব কাবণ হল অলোভ, সুশীলতাব কাবণ হল অদ্বেষ এবং ধ্যানেব কাবণ হল অমোহ।"

"অলোভহেতু প্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবা হয না : লোভী প্রযোজনেব অতিবিক্ত গ্রহণ কবে। অদ্বেষহেতু যা কম তা গ্রহণ কবা হয : দ্বেষপবাযণ যা কম নয় তা গ্রহণ কবে। অমোহহেতু যা বিশুদ্ধ তা গ্রহণ কবা হয : মোহপবাযণ অবিশুদ্ধ গ্রহণ করে। অলোভহেতু ব্যক্তি স্বীয ত্রুটি দর্শন কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু লোভী তা গোপন কবে। অদ্বেষহেতু ব্যক্তি পুণ্যকে শ্রদ্ধা কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু দ্বেষপবাযণ তা নষ্ট কবে। অমোহপবায়ণ ব্যক্তি সত্যকে শ্রদ্ধা কবে এবং তা স্বীকাব কবে কিন্তু মোহপবাযণ সত্যকে মিথ্যা মনে কবে।"

"অলোভহেতু প্রিয় বিযোগে দুঃখ উৎপন্ন হয না : প্রেম (অনুবাগ) লোভীব অন্তর্নিহিত স্বভাব তাই প্রিয বিযোগ সহ্য কবতে পাবে না। অদ্বেষহেতু অপ্রিয় সাহচর্যে দুঃখ উৎপন্ন হয না : বিবক্তি দ্বেষপবাযণেব অন্তর্নিহিত স্বভাব তাই অমিত্র সাহচর্য ববদাস্ত কবতে পাবে না। অমোহহেতু ব্যক্তি যা পেতে ইচ্ছা কবেন তা না পেলেও দুঃখানুভব কবেন না : মোহপবাযণ অন্তর্নিহিত স্বভাব হেতু চিন্তা কবে 'কোথা হতে আমি ইহা পেতে পাবি ইত্যাদি।"

"অলোভহেতু পুনর্জন্মে দুঃখ উৎপন্ন হয না কাবণ অলোভ তৃষ্ণাব প্রতিপক্ষ এবং দুঃখেব মূলই তৃষ্ণা। অদ্বেষহেতু জবাগ্রস্ত হলে দুঃখ উৎপন্ন হয না কিন্তু দ্বেষপবাযণ অতি শীঘ্র বৃদ্ধ হয। অমোহহেতু মৃত্যুতেও দুঃখ নেই কিন্তু মোহপবাযণেব মৃত্যু দুঃখপ্রদ। অমোহ-পবাযণেব দুঃখজনক মৃত্যু হয় না।"

"সাধাবণ ব্যক্তি (পৃথগ্জন) অলোভ দ্বারা, ভিক্ষুগণ অমোহ দ্বাবা এবং সর্বসাধারণ অদ্বেষ দ্বাবা সাম্য জীবন যাপন কবতে পাবেন।"

"ইহা নিশ্চিত যে অলোভ দ্বারা প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় না। সাধারণতঃ ব্যক্তিগণ তৃষ্ণাহেতু প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। অলোভ তৃষ্ণা-বিপক্ষ। অদ্বেষহেতু নরকে (অপায়ে) পুনর্জন্ম হয় না। দ্বেষহেতু চণ্ডভাব জীবগণ এমন দুঃখপূর্ণ স্থানে জন্মগ্রহণ করে যেখানে কেবলমাত্র চণ্ডতা বা দ্বেষ বিদ্যমান। অদ্বেষ দ্বেষ প্রতিপক্ষ। অমোহহেতু তির্যগ্ জীবনে (স্থল-জলচর পশু-পাখী-সরীসৃপ রূপে) পুনর্জন্ম হয় না। অবিদ্যা জনিত মোহান্ধ জীবগণ তির্যগ্ যোনিতে জন্ম নেয়। অমোহ মোহ প্রতিপক্ষ।"

"অলোভ কামবাসনার আকর্ষণ উপশম করে। অদ্বেষ দ্বেষ সঙ্কোচিত করে। অমোহ অবিদ্যাজনিত ইষ্টানিষ্ট বোধে অনীহা অপসারণ করে।"

"অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ যথাক্রমে ত্যাগ, অহিংসা, নির্দোষ-চেতনা এবং অশুচিতা, অপরিমেয়তা এবং মহাভূতে (চার মহাধাতু) জ্ঞান উৎপন্ন করে।"

"অলোভহেতু অবাধ কামভোগ চরিতার্থতার স্পৃহা বিনোদিত হয়। অদ্বেষহেতু আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ (মধ্যপথ) অনুসরণ শিক্ষা সূচিত করে।"

"অনুরূপভাবে অলোভ দ্বারা পরসম্পত্তিতে লোভ (অভিজ্ঝা) স্তিমিত হয়, অদ্বেষ দ্বেষ নির্মূল করে এবং অমোহ পরবর্তী দুইটি (ঈর্ষা এবং মাৎসর্য) বিনাশ করে।"

"প্রথম দুই অনুস্মৃতি (কায়ানুস্মৃতি, বেদনানুস্মৃতি) দুই শক্তি (অলোভ, অদ্বেষ) দ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং শেষ দুই অনুস্মৃতি (চিত্তানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি) তৃতীয় শক্তি (অমোহ) দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।"

"অলোভ স্বাস্থ্যপ্রদ কারণ লোভহীন ব্যক্তি আকর্ষণীয় বিষয়ে ধাবিত হয় না বরঞ্চ 'প্রয়োজন বোধ' দ্বারা পরিচালিত হয়, তাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। অদ্বেষ যৌবনপ্রদ, সেকারণে দ্বেষহীন ব্যক্তি বহুকাল অটুট যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকেন। তিনি দ্বেষাগ্নিতে

প্রজ্বলিত হন না বলে দেহে বলীরেখা উৎপন্ন হয় না এবং কেশও পক্ক হয় না। অমোহ জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে কারণ মোহহীন ব্যক্তি প্রতিরূপ এবং অপ্রতিরূপ বিষয় পরখ করে অপ্রতিরূপ বিষয় ত্যাগ করেন প্রতিরূপ বিষয় গ্রহণ করেন, তাতে তিনি দীর্ঘজীবী হন।"

"অলোভ ধন সঞ্চয়ের সহায়ক হয় কারণ ত্যাগ (দান) দ্বারা ধন সঞ্চিত হয়। অদ্বেষ বন্ধু বৃদ্ধি করে কারণ মৈত্রী দ্বারা বন্ধু লাভ হয়, বন্ধুহীন হয় না। অমোহ ব্যক্তিগত সাফল্যের সহায়ক কারণ মোহহীন ব্যক্তি নিজ শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত কাজ করেন এবং জীবনকে সেরূপে গঠন করেন।"

"অলোভ দেব-জীবনে উন্নীত করে। অদ্বেষ ব্রহ্মজীবনে উন্নয়ন করে। অমোহ আর্য জীবনে উত্তরণ করে।"

"অলোভহেতু লোভহীন ব্যক্তি স্বোপার্জিত ধন-সম্পদ্ লাভ করে এবং পর-সম্পত্তি দর্শন করে জনগণের মধ্যে পরিতুষ্ট থাকেন এবং অলোভহেতু তার ধ্বংসেও বিচলিত হন না, শোক-সন্তপ্ত হন না। অদ্বেষহেতু দ্বেষহীন ব্যক্তি অন্যের অর্জিত ধন-সম্পদ দর্শনে সুখী হন কারণ মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তি বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যেও দ্বেষপ্রবৃত্তিহীন থাকেন। অমোহহেতু মোহহীন ব্যক্তি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে সুখে বাস করেন কারণ মোহহীন ব্যক্তি সকল প্রকার আকর্ষণ বর্জিত।"

"অলোভহেতু অনিত্যজ্ঞান লাভ হয়। লোভী ভোগলালসাহেতু অনিত্যকে অনিত্যরূপে দর্শন করে না। অদ্বেষহেতু দুঃখজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মৈত্রীযুক্ত ব্যক্তি দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করেন এবং সর্ব-বিষয়ে দুঃখ দর্শন করেন। অমোহহেতু অনাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মোহহীন ব্যক্তি বিষয়জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশীল এবং বিষয়কে যথাযথ রূপে দর্শন করেন। তিনি চালকহীন পঞ্চস্কন্ধে শূন্যতা দর্শন করেন।"

"চিত্তের তিন অবস্থা (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) অনিত্যজ্ঞান

ইত্যাদি উৎপন্ন করে সেরূপ এই তিন অবস্থাও ত্রিলক্ষণ (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) জ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত হয়।"

"অনিত্য বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অলোভ, দুঃখ বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অদ্বেষ এবং অনাত্ম বিদর্শন-জ্ঞান মাধ্যমে অমোহ উৎপন্ন হয়।"

"ইহা (সর্বসংস্কার) অনিত্য জেনে কে তৃষ্ণা উৎপাদন করবে? সর্ববিষয়ক দুঃখ জেনে কে অপর একটি দুঃখ, ভীষণ চণ্ড প্রকৃতির দ্বেষ দ্বারা উৎপন্ন করবে? সর্ববিষয় অনাত্ম জেনে কে আবার মোহে পতিত হবে।"

[অথসালিনী —পৃঃ ১৩৭ – ১৩৯ (**See the Expositor, vol I p. 167-170**)]

(৩৫) তত্রমধ্যস্থতা : তত্রমজ্‌ঝত্‌ততা—তত্র – সেখানে অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধে, মজ্‌ঝত্‌ততা = মধ্যস্থতা বা চিত্ত সাম্যতা।

বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষতা ইহার লক্ষণ। ইহাকে সারথীর সুদন্ত অশ্বযুগলের প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

তত্রমধ্যস্থতা এবং উপেক্ষাকে কোন কোন ক্ষেত্রে সমার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই তত্রমধ্যস্থতাকে চার-অপ্রমেয়ের এক উপেক্ষারূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং অপ্রমেয়ের মধ্যে উপেক্ষা উৎপন্ন হয় না। এই তত্রমধ্যস্থতাকে সপ্তবোধ্যঙ্গের এক বোধ্যঙ্গ (বোধিলাভের অঙ্গ) রূপে উন্নীত করা হয়েছে। তত্রমধ্যস্থতা উপেক্ষা বেদনা নহে, এই পৃথকত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কোন কোন সময় এই দুই চৈতসিক একপ্রসঙ্গে 'উপেক্ষা সহগত কুশল চিত্তগুলির' একই চিত্তে উৎপন্ন হয়।

এই তত্রমধ্যস্থতা চৈতসিককে মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক উপেক্ষা রূপেও ধারণা করা হয়। (প্রথম পরিচ্ছেদে '৪২ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(৩৬) কায-প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত-প্রশ্রব্ধি : কায় পস্‌সদ্ধি—চিত্ত পস্‌সদ্ধি : পস্‌সদ্‌ধি নিষ্পন্ন হয়েছে প + √সম্ভ সংযুক্তি দ্বারা, শান্ত

কবা, প্রশান্ত হওযা। প+সম্ভ+তি=পস্সধতি=পস্সদ্ধি। পস্সদ্ধি অর্থে বুঝায—প্রশান্তি, শান্ততা, প্রশান্ততা, শান্তিমযতা।

ইহাব লক্ষণ হল ক্লেশ দমন বা ইন্দ্রিয লোলুপতা প্রশমন বা উপশম (কিলেসদবথবূপসম)। ইহা বৌদ্র তাপদগ্ধ ব্যক্তিব নিকট শীতল বৃক্ষছাযা সম। প্রশান্তি ঔদ্ধত্যেব প্রতিপক্ষ। ইহা পূর্ণভাবে বর্ধন কবলে বোধি লাভেব অঙ্গ (বোজ্ঝংগ) রূপে পবিণত হয।

এই প্রশান্তি দুই প্রকাব যথা, কায-প্রশান্তি এবং চিত্ত-প্রশান্তি। এখানে কায় জডদেহ রূপে ব্যবহৃত হয নি। ইহা চৈতসিক দেহ (নামকায) যথা বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কাব। ইহা স্মবণ বাখা প্রযোজন যে পূববর্তী চৈতসিকগুলিব 'কাযকে'ও এই একই অর্থে ব্যবহাব কবা হযেছে। চিত্ত বলতে (চৈতসিক সহ) সম্পূর্ণ চিত্তকে বুঝায। এ কাবণে চৈতসিক সমূহ এবং সম্পূর্ণ চিত্তেব মধ্যে পবখ বযেছে। এই একই প্রকাব বিশ্লেষণ অন্যান্য যুগলেব প্রতিও প্রযোজ্য।

(৩৭) কায-লঘুতা ও চিত্ত লঘুতা : কায়-লহুতা ও চিত্ত-লহুতা—লঘু থেকে উৎপন্ন (সংস্কৃত লঘুতা), (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাবেব) প্রসাবতা, ভযহীনতা। লঘুতা হল চিত্ত-চৈতসিকেব ভাবহীনতা (হালকাভাব)। চিত্ত-চৈতসিকেব ভাবাক্রান্ত ভাব বিদূবণ ইহাব লক্ষণ। ইহাকে ভাবী বোঝা নিক্ষেপেব সঙ্গে তুলনা কবা হয। যে স্ত্যান এবং মিদ্ধ চিত্ত-চৈতসিককে ভাবী এবং অনমনীয (কঠিন) কবে লঘুতা তার বিপক্ষ।

(৩৮) কায-মৃদুতা ও চিত্ত-মৃদুতা : কায-মুদুতা ও চিত্ত-মুদুতা—ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল চিত্ত-চৈতসিকেব কঠিনতা এবং বাধকতা (প্রতিবন্ধকতা) দমন। ইহা (চিত্তচৈতসিকেব) কঠিনতা দূব কবে বিষয গ্রহণে নমনীযতা আনে। চামডাকে জল ও তৈল সিক্ত কবে কোমল ও মসৃণ কবাব সঙ্গে ইহাব তুলনা কবা যেতে পাবে। ইহা দৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) এবং মান (আত্মমর্যাদাবোধ) বা চিত্ত-চৈতসিকেব কঠিনতা আনে তাব বিপবীত।

(৩৯) কায় কর্মণ্যতা ও চিত্ত-কর্মণ্যতা : কায-কম্মঞ্ঞতা ও চিত্ত কম্মঞ্ঞতা - কম্ম+ঞ্ঞয+তা=কম্মঞ্ঞযতা = কম্মঞ্ঞতা। সাধারণ অর্থে, কর্ম-সম্পাদনতা, কার্যকাবিতা।

ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল, চিত্ত-চৈতসিকেব কর্মসম্পাদনে অকর্মণ্যতা ও অনুপযোগিতা দমন। ইহাকে তপ্ত ধাতুকে যে কোন কাজে ব্যবহাব যোগ্য কবাব সঙ্গে তুলনা কবা যায়। ইহা অন্যান্য নীববণগুলির প্রতিপক্ষ। অথসালিনী অনুসাবে এই দুই সম-চৈতসিক কুশল বিষযে প্রসাদ উৎপন্ন কবে এবং ইহাকে স্বুবর্ণ খণ্ডেব ন্যায় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার কবা যায়।

(৪০) কায়-প্রগুণতা ও চিত্ত-প্রগুণতা : কায়-পগুঞ্ঞতা ও চিত্ত-পগুঞ্ঞতা—ইহা চিত্ত-চৈতসিকেব দক্ষতা, নিপুণতা। চিত্ত-চৈতসিকের রুগ্নতা (দুর্বলতা) দমন কবা ইহাব মুখ্য লক্ষণ। ইহা অশ্রদ্ধাব প্রতিপক্ষ।

(৪১) কায়-ঋজুতা ও চিত্ত-ঋজুতা : কাযুজ্জুকতা ও চিত্তুজ্জুকতা—ইহা চিত্তেব ঋজু ভাব বা ন্যায পবায়ণতা (সাধুতা)। ইহা শঠতা, প্রতাবণা এবং ধূর্ততাব বিরুদ্ধ লক্ষ্য। ঋজুতা বা সবলতা ইহাব মুখ্য লক্ষণ।

(৪২) এই উনিশ প্রকাব শোভন চৈতসিক সকল প্রকার শোভন চিত্তে সাধাবণ রূপে বিদ্যমান থাকে কিন্তু এক অকুশল চিত্তে সকল প্রকাব অকুশল চৈতসিক বিদ্যমান থাকে না। সকল শোভন চৈতসিক ব্যতীত কোন কুশল চিত্ত উৎপন্ন হতে পাবে না। এই শোভন চৈতসিক গুচ্ছেব সঙ্গে শোভন চিত্ত অনুযাযী অন্যান্য শোভন চৈতসিকও উৎপন্ন হতে পাবে।

(৪৩) বিবতি—বি+√বম্, বমিত হওয়া। বিবতি অর্থে বমিত না হওয়া, বিবাম নেওয়া।

অথসালিনী অনুসাবে বিবতি তিন প্রকাব, যথা সমপত্ত-বিবতি, সমাদান-বিবতি এবং সমুচ্ছেদ-বিবতি॥

সম্পত্ত-বিবতি হল—নিজেব জন্মকুল, বয়স, শিক্ষা ইত্যাদিব বিবেচনায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত হওয়া।

সমাদান-বিবতি হল—নিজেব ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান বিবেচনায অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিবত হওয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় একজন বৌদ্ধ প্রাণিহত্যা, চুবি ইত্যাদি কর্ম থেকে বিবত হন কাবণ তিনি এ সকল হত্যা, চুবি প্রভৃতি থেকে বিবতির শীল পালন কবেন।

সমুচ্ছেদ-বিবতি হল—আর্য শ্রাবকেব লোভ দ্বেষ মোহ প্রভৃতি তিন অকুশল মূল বিনাশে সর্বপ্রকাব অকুশল বিবতি।

পূর্ববর্তী দুই বিবতিতে কুশলনীতি লঙ্ঘন হওযাব সম্ভাবনা থাকে তবে অর্হৎদেব ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা নেই কাবণ তাঁবা সকল প্রকাব ইন্দ্রিয কামনা (তৃষ্ণা) ক্ষয কবেছেন।

এ ক্ষেত্রে যে তিন বিবতিব অবতাবণা করা হল তা মিথ্যা ভাষণ, অকুশল কর্মসম্পাদন এবং মিথ্যা জীবিকা অর্জনকে নির্দেশ করে।

প্রকৃতপক্ষে এ তিন বিবতি-চৈতসিক কেবলমাত্র লোকোত্তব চিত্তে উৎপন্ন হয। অন্য চিত্তেব ক্ষেত্রে তা পৃথকরূপে উৎপন্ন হয কাবণ তাতে তিন চেতনা বিদ্যমান।

যখন এই তিন বিবতি লোকোত্তর চিত্তে উপস্থিত থাকে তখন তাদেব মার্গাঙ্গরূপে অভিহিত কবা হয এবং তা শীল পর্যায়ভুক্ত হয়। সম্যক্ দৃষ্টি এবং সম্যক্ সঙ্কল্প যা প্রজ্ঞা প্রবর্তন কবে তৎসঙ্গে যথাক্রমে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এবং বিতর্ক চৈতসিক যুক্ত থাকে। সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি যা সমাধি (তন্ময়তা) প্রবর্তন কবে তাতে যথাক্রমে বীর্য, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিক যুক্ত থাকে।

সম্যক্ বাক্য বলতে মিথ্যাভাষণ (মুসাবাদা), পিশুন বাক্য (পিসুনবাচা), কর্কশ বাক্য (ফরুসবাচা) এবং অর্থহীন বাক্য (সম্পপ্ফলাপা) বিবতিকে বুঝায।

সম্যক্ কর্ম বলতে প্রাণিবধ, চুবি এবং মিথ্যা কামাচাব থেকে বিবতিকে বুঝায (পাণাতিপাত, অদিন্নাদান, কামেসু মিচ্ছাচাব)

সম্যক আজীব বলতে বিষ, মাদক দ্রব্য, অস্ত্র, দাস এবং হত্যার জন্য জীব বাণিজ্য থেকে বিরতিকে বুঝায়।

(৪৪) অপ্রমেয়ঃ অপ্‌পমঞ্‌ঞা—এই কুশলগুলির আলম্বন অসংখ্য জীব তাই তাদের অপ্রমেয় বলা হয়। তাদের ব্রহ্মবিহারও বলা হয়।

মৈত্রী, (মেত্তা) করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষাই চার অপ্রমেয়।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে—মৈত্রী এবং উপেক্ষা, অদ্বেষ এবং তত্রমধ্যস্থতার মধ্যে প্রতিভাত হয়। এখানে এ দুই বিষয়েই বলা হল।

(৪৫) মৈত্রীঃ মেত্‌তা - √মিদ্‌ ধাতু নিষ্পন্ন, কোমল হওয়া, ভালবাসা। সংস্কৃত অনুসারে মিত্রস্য ভাব = মৈত্রী। যা মনকে কোমল করে অথবা মিত্রতা স্বভাবই মৈত্রী।

শুভেচ্ছা, পরোপকারিতা, হিতচিন্তা প্রভৃতি মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দ। মৈত্রী কামাসক্তি নয়। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ শত্রু হল 'ক্রোধ' এবং পরোক্ষ শত্রু হল প্রেম (প্রণয়াশক্তি)। মৈত্রী কোন ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্ব জীবের প্রতি প্রসারিত হয়। সর্বসত্ত্বের সঙ্গে একাত্মবোধেই মৈত্রীর বিকাশ।

সর্বজীবের প্রতি অকপট (আন্তরিক) শুভেচ্ছা এবং মঙ্গলেচ্ছাই মৈত্রী। ইহা দ্বেষ প্রশমন করে। নিঃস্বার্থ পরোপকার ইহার লক্ষণ।

(৪৬) করুণা—√কর, করা, তৈয়ার করা + উণা।

অন্যের দুঃখ-দুর্দশা দর্শনে তা অপনোদনের জন্য হৃদয়ে যা সদ্‌প্রবৃত্তি জাগ্রত করে—তাই করুণা। অন্যের দুঃখ বিমোচনে উন্মুখ হওয়াই করুণা।

দুঃখবিমোচনেচ্ছাই ইহার মুখ্য লক্ষণ। হিংসা ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু এবং দৌর্মনস্য (দুর্মণতা) ইহার পরোক্ষ শত্রু। করুণা সর্ব দুঃখপীড়িত জীবগণের প্রতি প্রসারিত হয়। ইহা নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান করে।

(৪৭) মুদিতা—√মুদ্‌ ধাতু নিষ্পন্ন, তুষ্ট হওয়া।

ইহা কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ বা অন্যের আনন্দে আনন্দিত হওয়া নয়। ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু হল ঈর্ষা এবং পরোক্ষ শত্রু হল পরিহাস (পহাস)। অন্যের সৌভাগ্য অনুমোদন ইহার মুখ্য লক্ষণ। মুদিতার আলম্বন উন্নতিশীল জীব। ইহা অরতি বিনাশ করে এবং ইহা অন্যের সৌভাগ্য দর্শনে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-প্রকাশক অভিনন্দন।

(৪৮) উপেক্ষা—উপ=নিরপেক্ষ ভাবে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে+ √ইক্‌খ, দেখা, দৃষ্টিপাত করা, তাকান।

উপেক্ষা হল লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। ইহা মনের সাম্যাবস্থা। রাগ (ইন্দ্রিয়-অনুরাগ) ইহার প্রত্যক্ষ শত্রু এবং নির্বোধ-উপেক্ষা ইহার পরোক্ষ শত্রু। লোভ এবং দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। নিরপেক্ষ-ভাব (নিরপেক্ষতা) ইহার মুখ্য লক্ষণ।

এখানে উপেক্ষা বলতে কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বেদনাকে বুঝায় না কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পুণ্য বিদ্যমানতাও সূচিত করে। তত্রমধ্যস্থতা ইহার অনুকূল অর্থবহ শব্দ। তাও উপেক্ষা অবস্থার (অর্থের) এক দিক্ প্রকাশিত হয়। (প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ১০, ৪২ দেখুন)। এই উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ রূপে উন্নীত হয়েছে।

উপেক্ষা উত্তম-অধম, প্রিয়-অপ্রিয়, মনোজ্ঞ-অমনোজ্ঞ, সুখ-দুঃখ এবং এরূপ সকল বিরুদ্ধ যুগলে বিদ্যমান থাকে।

(৪৯) চার অপ্রমেয় সম্বন্ধে মিসেস রাইস ডেবিডস্ প্রদত্ত নিম্ন আলোকদর্শী ব্যাখ্যা পঠনযোগ্য :—

"এই চার অপ্রমেয়ের অনুশীলন সম্বন্ধে রাইস ডেবিডস্ এর S. B. E. XI 201, N. দেখুন এবং তাদের বিমুক্তিদায়ী ফল প্রদান ক্ষমতা সম্বন্ধে M. I. 38 দেখুন। বুদ্ধঘোষ পাঠকদের আবার এ সম্বন্ধে তাঁর রচিত বিশুদ্ধিমার্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাঠের জন্য নির্দেশ দেন (Vide Chap IX এবং Hardy-র Eastern Monachism'

p. 243 et seq) । এ ক্ষেত্রে চিত্তের আলম্বন সীমিত হবে যদি যোগী সীমাবদ্ধ বা সীমিত সংখ্যক জীব নিয়ে মৈত্রী ভাবনা করেন ; আর আলম্বন হবে অসীম বা অপ্রমেয় যদি যোগী অসংখ্য জীবের প্রতি মৈত্রী প্রসারিত করেন ।

"ব্রহ্ম বিহারের প্রকৃতি এবং পরস্পর ভূমিগত সম্বন্ধ বিষয়ে এ গ্রন্থে অর্থকথাচার্যের বক্তব্য কম নয় (pp.193-195)। প্রথমতঃ তাদের মিথ্যা অভিব্যক্তি সহ (বিপত্তি) বিশদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। স্নেহাকর্ষণ (সিনেহসম্ভবো) মৈত্রীর মিথ্যা অভিব্যক্তি। মৈত্রীর আবশ্যকীয় নিদর্শন হল পরোপকার প্রবৃত্তি ইত্যাদি। অশ্রু বিসর্জন এবং তদ্রূপ অভিব্যক্তি করুণা প্রদর্শনের লক্ষণ নয় বরঞ্চ অন্যের দুঃখ বহন করা এবং তার লাঘব করাই প্রকৃত করুণা। উচ্চহাস্য বা তদ্রূপ অভিব্যক্তি সত্যিকার মুদিতা প্রকাশক নয় বরঞ্চ অন্যের সুখ-সৌভাগ্যে আনন্দবোধই মুদিতা। অবিদ্যাপ্রসূত যে উপেক্ষা তা মানবজাতির কর্ম এবং ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম।

তারপর তিনি চার অসামাজিক মনোভাব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যা নৈতিক সংযম দ্বারা সমূলে বিনাশ করা যায়, তা হল—দ্বেষ (ব্যাপাদ), নিষ্ঠুরতা (বিহেস), ঘৃণা (অরতি) এবং অনুরাগ (রাগ)। দেখা যায় প্রত্যেক কুশলের দ্বিতীয় বিরুদ্ধপক্ষ আছে। ইহাকে তিনি নিকট শত্রুরূপে আখ্যা দিয়েছেন কারণ ইহা দ্বারা নৈতিক বিরুদ্ধপক্ষের চেয়ে অন্ততঃ পরোক্ষে আক্রান্ত হওয়া যায়। এই শেষোক্ত বিষয়গুলি পাহাড়ে-জঙ্গলে ওত পেতে থাকা শত্রুর মত। মৈত্রী এবং প্রতিশোধ প্রবৃত্তি সহ-অবস্থান করতে পারে না। প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে জয় করতে হলে নির্ভয়ে মৈত্রীর অনুশীলন করতে হয়। যেখানে মৈত্রী এবং তার আলম্বন (পাত্র) সমজাতীয় সেখানে মৈত্রী কামস্পৃহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রে মৈত্রী অনুশীলনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আবার করুণার নিকটতম শত্রু নিষ্ঠুরতা থেকেও যা গোপনে অনিষ্টকারক তা হল ব্যক্তির ঈপ্সিত বিষয় অপ্রাপ্তি বা

পরিহানিতে আত্ম-অসন্তুষ্টি এবং মানসিক অবসাদ। অনুরূপভাবে ব্যক্তির বৈষয়িক সুখ বা প্রাপ্ত সুখের অন্তর্ধান হেতু অন্যের সুখ-সৌভাগের গুণাবধারণ সম্ভব হয় না। সর্বশেষে পৃথগজনের জ্ঞানহীন উপেক্ষা বশতঃ তারা বাহ্যিক আকর্ষণ ঈপ্সীত হতে পারে না, সে হেতু তারা কোন বিষয়ের সীমা অতিক্রম করতে পারে না এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধজ্ঞানও অধিগম করতে পারে না।

তাঁর অবশিষ্ট মন্তব্য 'চার ব্রহ্মবিহার ভাবনার' পরিণতি, তাদের অনুশীলন পদ্ধতির বিশেষত্ব এবং পরিশেষে অপ্রমেয় শিক্ষা কৌশল বিষয় সম্বন্ধে করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি হার্ডি (Hardy) প্রদত্ত মা ও চার ছেলের দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করেছেন। 'ছেলে বড় হোক' মায়ের এ ইচ্ছা মৈত্রী, 'রোগমুক্ত হোক' এ বাসনা করুণা, যুবক পুত্রের অর্জিত এবং মাতাকে প্রদর্শিত দ্রব্য সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণ হল মুদিতা এবং পুত্রের সমৃদ্ধিতে মায়ের স্নেহ যেন বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, তাই হল উপেক্ষা।

তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন যে এই অপ্রমেয় অনুশীলন মনকে অন্যের মনস্তাত্ত্বিক হিতের প্রয়োজনে তাদের সেবার নিমিত্ত নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবন একারণে সমর্পিত। পাশ্চাত্যবাসী পার্থিব বস্তু দানের উৎসাহ-আতিশয্যের কারণে অপ্রমেয়ের প্রকৃত মূল্যকে এখনও অভিনন্দন করতে সমর্থ হয়নি। বৌদ্ধধর্ম মনস্তাত্ত্বিক সংযম দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত লাগামহীন সদ্‌প্রবৃত্তিতে বিশ্বাস করে না।" (Buddhist Psychology p 65-67)।

(৫০) পঞ্‌ঞিন্দ্রিয় ঃ প্রজ্ঞেন্দ্রিয়—প = যথাযথভাবে, ঞ্ঞা, জানা, প্রজ্ঞা, সম্যক্‌-জ্ঞান বা যথাভূত দর্শন।

ইহার মুখ্য লক্ষণ হল ঃ যথার্থ স্বভাব জ্ঞান বা আলম্বনের যথার্থ স্বভাব জ্ঞান; প্রজানন বা পারমার্থিক ভাবে জানা (যথাসভাব-পটিবেধো বা অক্খলিত-পটিবেধো)।

প্রকৃত স্বভাব জানতে ইন্দ্রত্ব করে বলে এবং অবিদ্যা দূরীভূত করে বলে প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় বলা হয়।

অভিধর্মে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অমোহকে পরস্পরের অর্থবোধক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তকেই বুঝায়। তিন কুশল হেতুর এক হেতু অমোহকেও প্রজ্ঞা রূপে ধারণা করা হয়। চার ঋদ্ধিপাদের (ঋদ্ধিলাভের উপায়) এক ঋদ্ধিপাদ (প্রজ্ঞারূপে) বীমংসা বা মীমাংসা নাম ধারণ করে। যখন সমাধি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে তখন প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা (উন্নততর জ্ঞান) নাম ধারণ করে। উন্নততর ভাবে বর্ধিত প্রজ্ঞাই বোধ্যঙ্গ যথা ধর্মবিচয় এবং মার্গাঙ্গ সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প। প্রজ্ঞার সর্বশেষ পরিণতি বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা।

প্রজ্ঞার সঠিক অর্থ হল যথাভূত দর্শন অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম দর্শন।

ইংরেজী শব্দ **reason** (বিচার), **intellect** (ধীশক্তি), **insight** (অন্তর্দর্শন), **knowledge** (জ্ঞান), **wisdom** (প্রজ্ঞা), **Intelligence** (বুদ্ধিমত্তা) প্রভৃতি প্রজ্ঞার আংশিক অর্থবহ. এশব্দগুলির কোনটাই পালি প্রজ্ঞা শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। **knowledge** (জ্ঞান) এবং **wisdom** (প্রজ্ঞা) শব্দ দু'টি অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করা হয় মাত্র।

মিসেস্ রাইস ডেবিডস্ এই শব্দের (প্রজ্ঞার) এক অতীব মনোজ্ঞ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

ইউরোপীয় ভাষায় প্রজ্ঞার প্রতিশব্দ বাছাই করে ব্যবহার করা বৌদ্ধ দর্শনের এক জটিল সমস্যা। আমি পর্যায় ক্রমে **reason** (বিচার), **intellect** (ধীশক্তি), **insight** (অন্তর্দর্শন), **science** (বিজ্ঞান), **understanding** (বোধশক্তি) এবং **knowledge** (জ্ঞান) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা বিষয়ে চিন্তা করেছি। এ শব্দগুলি দর্শন সাহিত্যে বিভিন্ন গুণাত্মক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে

এবং হচ্ছে, তাতে যে অর্থ প্রকাশ করে তা জনপ্রিয় বটে তবে অস্পষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক এবং নিশ্চিত বা তৃতীয় ইত্যাদিও প্রকৃতপক্ষে খুব স্পষ্ট অর্থবহ শব্দ নয়।

তবে সেরূপ প্রত্যেকটি শব্দ এই বা সেই যে কোন অর্থবাহক হোক না কেন তা প্রজ্ঞাকেই নির্দেশ করে। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ কি মনঃকৃত্য বা কোন মনঃকৃত্যের সমষ্টিফল বা উভয়, সে কারণে বৌদ্ধের পক্ষে প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রতিশব্দ নির্বাচন এক দুরূহ ব্যাপার। প্রজ্ঞা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা যদি সূত্রপিটক থেকে সব উদ্ধার করা যায় তবে প্রজ্ঞার অনুবাদ সম্ভব। এখানে দু'টি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক, মধ্যম নিকায় (১ম) পৃ ২৯২ যিনি প্রজ্ঞাবান তিনি দুঃখ কি (চার আর্যসত্য) জানেন (পজানাতি) তাই তাঁকে ধর্মস্থিত বলা হয়। দীর্ঘ-নিকায় (১ম) পৃ ১২৪ঃ গৌতম জিজ্ঞাসা করছেনঃ এই প্রজ্ঞা কি? কি রকম মানসিক উন্নতি সাধনে প্রজ্ঞার স্ফুরণ হয়? তিনি বললেন যথা ধ্যানলাভ, অনিত্য দর্শন জ্ঞান, অনাত্মজ্ঞান, ঋদ্ধিবল, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত বিজানন, পূর্বনিবাসজ্ঞান, দিব্যচক্ষু এবং সকল প্রকার আবিলতা বর্জনই জ্ঞানলাভ। বুদ্ধঘোষও (বিশুদ্ধিমার্গ অধ্যায় xiv) প্রজ্ঞাকে সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান থেকে পৃথকরূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-বিষয় এবং ত্রিলক্ষণ (যথাক্রমে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম) কি তা নয়, তার সঙ্গে মার্গ কি তার বিচারকেও পর্যাপ্ত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মত অনুসারে তাহলে ইহাকে (প্রজ্ঞা) উন্নত পর্যায়ের মানসিক ধীশক্তি বলা যেতে পারে। এবং গৌতমের উত্তরে ঐ সকল শব্দগুলিকে মানসিক কার্যপ্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও ইহা পরিষ্কার যে সেই শব্দ (প্রজ্ঞা) কেবলমাত্র সাধারণ মানসিক প্রক্রিয়ার কোনরূপ জটিলতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরঞ্চ ইহা চিত্তবীথিতে বিজ্ঞপ্তি পর্যায়ে অনুশীলিত একপ্রকার মানসিক ক্রিয়া যা বৌদ্ধ সাধকের নিকট বাহ্যতঃ সত্য। তাই আমি মনে করি এই শব্দগুলি যথা reason (বিচার), intellect (ধীশক্তি) এবং

understanding (বোধশক্তি) বাদ দিয়ে (প্রজ্ঞাব স্থলে) **wisdom** (প্রজ্ঞা) বা **science** (বিজ্ঞান) বা **knowledge** (জ্ঞান) বা **Philosophy** (দর্শন) ব্যবহাব কবা উচিত। ইহা হৃদযঙ্গম কবতে হবে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি শিক্ষাব মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞাকে চিত্তশক্তি প্রয়োগ দ্বাবা উপলব্ধি কবেন।

(Buddhist Psychology p 17-18)

চৈতসিকেব বিভিন্ন সম্প্রযোগ

৩. তেসং চিত্তাবিযুত্তানং[৩৭] যথাযোগমিতো পবং
চিত্তুপ্পাদেসু[৩৮] পচ্চেকং—সম্পযোগো পবুচ্চতি
সত্ত সব্বথ যুজ্জন্তি,—যথাযোগং পকিণ্ণকা
চুদ্দসা' কুসলেস্বে'ব-সোভনেস্বে'ব সোভনা।

৩. এই সকল চৈতসিক চিত্তেব সঙ্গে প্রত্যেকে কি প্রকাবে সংযুক্ত হয়, এবাব সে বিষয় বর্ণনা কবা হবে—

সাত চৈতসিক সকল প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে সংযুক্ত হয়, প্রকীর্ণ চৈতসিক যথাযোগ্য স্থানে যুক্ত হয়। চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক অকুশল চিত্তে এবং উনিশ শোভন চৈতসিক শোভন চিত্তেব সঙ্গে যুক্ত হয।

৪. কথং ?

সব্বচিত্তসাধাবণা তাব সত্ত চেতসিকা সব্বেসু 'পি এক' উননবুতি -চিত্তুপ্পাদেসু লব্ভন্তি।

৩৭। চিত্তাবিযুক্ত—চিত্ত থেকে পৃথক করা যায় না অর্থাৎ চৈতসিক।

৩৮। চিত্তুপ্পাদচিত্তোৎপত্তি, এখানে চিত্তকে মাত্র বুঝাচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে চিত্ত, চৈত্তসিক উভয়কে বুঝায়।

পকিণ্ণকেসু পন :—

(অ) বিতক্কো তাব দ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণ–বজ্জিতকামাবচবচিত্তেসু চ' এব একাদসসু পঠমজ্ঝানচিত্তেসু চা'তি পঞ্চপঞ্ঞাসচিত্তেসু উপ্পজ্জতি।

(আ) বিচাবো পন তেসু চ' এব একদসসু দুতিযজ্ঝানচিত্তেসু চা' তি ছসট্ঠি চিত্তেসু জায়তি।

(ই) অধিমোক্খো দ্বিপঞ্চ বিঞ্ঞাণ-বিচিকিচ্ছাবজ্জিতচিত্তেসু।

(ঈ) বিবিযং পঞ্চদ্বাবাবজ্জন-দ্বিপঞ্চবিঞ্ঞান-সম্পটিচ্ছন–সন্তীবণবজ্জিতচিত্তেসু।

(উ) পীতি দোমনস্স' উপেক্খা সহগত-কামবিঞ্ঞাণ–চতুত্থজ্ঝান–বজ্জিতচিত্তেসু।

(ঊ) ছন্দো অহেতুক-মোমূহবজ্জিতচিত্তেসু লব্ভতি।

৫. তে পন চিত্তুপ্পাদা যথাক্কমং :—

ছসট্ঠি পঞ্চপঞ্ঞাস—একাদস চ সোলস

সত্ততি বীসতি চ' এব পকিণ্ণকবিবজ্জিতা

পঞ্চপঞ্ঞাস ছসট্ঠি' ট্ঠসত্ততি তিসত্ততি

একপঞ্ঞাস চ' একূন-সত্ততি সপকিণ্ণকা।

৪. কি প্রকাবে ?

প্রথমত : সাত সর্বচিত্ত-সাধাবণ চৈতসিক উনননব্বই প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে উৎপন্ন হয।

প্রকীর্ণ চৈতসিকেব মধ্যে :—

(অ) 'বিতর্ক'[৩৯] পঞ্চান্ন প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয, যথা

৩৯। বিতর্ক ইহার স্বভাব বশতঃ দশপ্রকার কুশল এবং অকুশল বিপাক কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। উন্নততর ধ্যানে সমাধিহেতু তা বর্জিত হয।

১. দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান-বর্জিত সকল প্রকাব কামাবচব চিত্তে (৫৪ -১০ = ৪৪) এবং ২ এগাব প্রকাব প্রথম ধ্যান চিত্তে (৪৪ + ১১ = ৫৫) উৎপন্ন হয়।

(আ) 'বিচাব' ঐ সকল চিত্তে এবং এগাব প্রকাব; দ্বিতীয ধ্যান চিত্তে (৫৫ + ১১ = ৬৬) উৎপন্ন হয।

(ই) 'অধিমোক্ষ' দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান এবং বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত বর্জিত আটাত্তব চিত্তে (৮৯ - ১১ = ৭৮) উৎপন্ন হয।

(ঈ) বীর্য' পঞ্চদ্বাবাবর্ত্তন, দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ ও সন্তীবণ চিত্ত বর্জিত অবশিষ্ট তিযাত্তব চিত্তে (৮৯-১৬ = ৭৩) উৎপন্ন হয।

(উ) 'প্রীতি' দৌর্মনস্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত, উপেক্ষা সহগত চিত্ত, কায়বিজ্ঞান[৪০] এবং চতুর্থ ধ্যান চিত্ত বর্জিত একান্ন চিত্তে (১২১—(২ + ৫৫ + ২ + ১১ = ৫১) উৎপন্ন হয।

(ঊ) 'ছন্দ' অহেতুক চিত্ত এবং দুই মোহমূলক চিত্ত বর্জিত অবশিষ্ট ঊনসত্তব চিত্তে ৮৯—২০ = ৬৯) উৎপন্ন হয।

৫. পূর্ববর্ণিত চিত্তগুলি যথাক্রমে এরূপ দাঁড়ায—

ছযট্টি, পঞ্চান্ন, এগাব, ষোল, সত্তব এবং কুডি চিত্ত প্রকীর্ণ বিহীন।
পঞ্চান্ন, ছযট্টি, আটাত্তব, তিযাত্তব, একান্ন, এবং ঊনসত্তব চিত্ত প্রকীর্ণ সম্প্রযুক্ত।[৪১]

৪০। কাযবিজ্ঞান যা সুখ এবং দুঃখ সম্প্রযুক্ত।

৪১। এই পরিচ্ছেদের শেষে প্রকীর্ণ চৈতসিক কোন্ কোন্ চিত্তে বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান থাকে তা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে কথা সংখ্যা ১২১ এবং কথক ৮৯ চিত্তকে নির্দেশ করেছে।

অকুসল চেতসিক

৬. (অ) অকুসলেসু পন মোহো, অহিরিকং অনোত্তপ্পং, উদ্ধচ্চং চ' তি চত্তাবো' মে চেতসিকা সব্বাকুসলসাধাবণা নাম। সব্বেসু'পি দ্বাদসাকুসলেসু লব্ভন্তি।

(আ) লোভো অট্ঠসু লোভসহগতেস্বে' ব লব্ভতি।

(ই) দিট্ঠি চতুসু দিট্ঠিগতসম্পযুত্তেসু।

(ঈ) মানো চতুসু দিট্ঠিগতবিপ্পযুত্তেসু।

(উ) দোসো, ইস্সা, মচ্ছবিযং, কুক্কুচ্চং চ দ্বীসু পটিঘচিত্তেসু।

(ঊ) থীনং, মিদ্ধং পঞ্চসু সসংখাবিকচিত্তেসু।

(ঋ) বিচিকিচ্ছা বিচিকিচ্ছাসহগত চিত্তেযে'ব লব্ভতী' তি।

৭. সব্বাপুঞ্ঞেসু চত্তাবো—লোভমূলে তযো গতা
দোসমূলেসু চত্তাবো—সসংখাবে দ্বযং তথা
বিচিকিচ্ছা বিচিকিচছাচিত্তে চা'তি চতুদ্দস,
দ্বাদসাকুসলেস্বেব—সম্পযুজ্জন্তি পঞ্চধা।

অকুশল চৈতসিক সংযুক্তি

৬. (অ) মোহ,[৪২] অহ্রী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য এই চাব অকুশল চৈতসিক—সর্বঅকুশল-চিত্ত সাধাবণ অর্থাৎ বাব প্রকাব অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয।

৪২। প্রত্যেক অকুশলের মূল হল মোহ কারণ দুষ্কৃতকারী দুষ্কর্মের ফল কি জানেনা। মোহের সঙ্গে অহ্রী যুক্ত হয়ে দুষ্কর্ম কবায় এবং তার কি ফল হবে তা উপেক্ষা করে। যখন দুষ্কর্ম (অকুশল কর্ম) করা হয় তখন, ঔদ্ধত্যও কিছুটা বিদ্যমান থাকে।

(আ) লোভ—কেবলমাত্র আট লোভ-সহগত (বা মূলক) চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(ই) দৃষ্টি[৪৩] চাব দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(ঈ) মান[৪৪] চাব দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(উ) দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য কৌকৃত্য[৪৫] প্রভৃতি চাব প্রকাব চৈতসিক দুই প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(ঊ) স্ত্যান এবং মিদ্ধ[৪৬] পাঁচ সসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হয়।

(ঋ) বিচিকিৎসা শুধুমাত্র বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৪৩। দৃষ্টি আমি, আমার প্রভৃতি আত্মধারণা উৎপন্ন করে এব· তা লোভ চিত্তে উৎপন্ন হয়।

৪৪। মানও ব্যক্তির আত্মধারণা থেকে উৎপন্ন হয়। ইহা কেবলমাত্র লোভচিত্তে বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টি এবং মান এক প্রকার লোভচিত্তে একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না। যেথানে দৃষ্টি আছে সেখানে মান নেই। অর্থকথায তাদের দুই নির্ভীক সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তারা একসঙ্গে এক গুহায় বাস করতে পারে না। দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত চার লোভচিত্তে মান উৎপন্ন হতে পারে তবে ইহা এমন নয় যে মান সর্বদা এ চার চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

৪৫। এ চার চৈতসিক একসঙ্গে এক লোভমূলক চিত্তে উৎপন্ন হতে পারে না কাবণ তাদের পরস্পবের মধ্যে লোভের পরিবর্তে পটিঘ রয়েছে। এমনকি মাৎসর্যও অন্যগুলির প্রতি এক প্রকার পটিঘ এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক।

৪৬। স্ত্যান-মিদ্ধের স্বরূপ অগ্রহণ। তারা স্পৃহাহীন, তারা অসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হতে পারেনা কারণ তারা স্বভাবতঃ সতর্ক এবং কর্মশীল। তারা কেবলমাত্র সসাংস্কারিক চিত্তে উৎপন্ন হয়।

সংক্ষিপ্তাকাবে

৭. চাব চৈতসিক সকল অকুশল চিত্তে, তিন লোভমূলক চিত্তে, চাব দ্বেষমূলক চিত্তে, দুই সসাংস্কাবিক চিত্তে এবং বিচিকিৎসা বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয। এ বিধানে চৌদ্দ অকুশল চৈতসিক বাব প্রকাব অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয।

সোভন চেতসিক

৮. (অ) সোভনেসু পন সোভন-সাধাবণা তাব এক' ঊনবীসতি চেতসিকা সব্বেসু বি এক' ঊনসট্‌ঠিসোভনচিত্তেসু সংবিজ্জন্তি।

(আ) বিবতিযো পন তিস্‌সো'পি লোকুত্তবচিত্তেসু সব্বথা'পি নিযতা একতো লভন্তি। লোকিযেসু পন কামাবচবকুসলেস্ব' এব কদাচি সন্দিস্‌সন্তি বিসুং বিসুং।

(ই) অপ্পমঞ্ঞাযো পন দ্বাদসসু পঞ্চমজ্ঝানবজ্জিত-মহগ্গতচিত্তেসু চ' এব কামাবচবকুসলেসু চ সহেতুককামাবচবকিবিযা-চিত্তেসু চা'তি অট্‌ঠবীসতি চিত্তেস্ব' এব কদাচি নানা হুত্বা জাযন্তি। উপেক্‌খাসহগতেসু পন এত্থ করুণা মুদিতা ন সন্তী'তি কেচি বদন্তি।

(ঈ) পঞ্ঞা পন দ্বাদসসু ঞাণসম্পযুত্তকামাবচবচিত্তেসু চ' এব সব্বসু পঞ্চতিংসমহগ্গতলোকুত্তবচিত্তেসু চা'তি সত্তচত্তাল্লীস চিত্তেসু সম্পযোগং গচ্ছতী' তি।

৯. এক' ঊনবীসতি ধম্মা জাযন্তে একূনসট্‌ঠিসু
তযো সোল্লসচিত্তেসু অট্‌ঠবীসতিযং দযং
পঞ্ঞা পকাসিতা সত্তচত্তাল্লীসবিধেসু' পি
সম্পযুত্তা চতুদ্দ্বব' এবং সোভনেস্ব' এব সোভনা।

শোভন চৈতসিক সংযুক্তি

৮ (অ) শোভন চৈতসিকেব মধ্যে উনিশ প্রকাব শোভন-সাধাবণ চৈতসিক উনষাট প্রকার শোভন চিত্তেব প্রত্যেকটিব সঙ্গে বিদ্যমান থাকে।

(অ) তিন বিবতি চৈতসিক লোকোত্তব চিত্তেব সর্বাবস্থায় নিয়ত একত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে। লোকীয় কামাবচব কুশল চিত্তে এই তিন চৈতসিক কখনও কখনও উৎপন্ন হয এবং যখন উৎপন্ন হয় তখন পৃথকরূপে উৎপন্ন হয় (৮+৮=১৬)।

(ই) করুণা এবং মুদিতা এই দুই অপ্রমেয় চৈতসিক পঞ্চমধ্যান বর্জিত বাব মহদ্‌গত চিত্তে, আট কামাবচব কুশল চিত্তে এবং আট সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া চিত্তে সর্বমোট আটাশ চিত্তে কখনও কখনও উৎপন্ন হয় এবং যখন উৎপন্ন হয় তখন পবস্পর পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়। কোন কোন আচার্যেব মতে করুণা এবং মুদিতা উপেক্ষা সহগত চিত্তে বিদ্যমান থাকে না (১২+৮+৮=২৮)।

(ঈ) প্রজ্ঞা বাব জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচব চিত্তে, পঁয়ত্রিশ মহদ্‌গত ও লোকোত্তব চিত্তে—সর্বমোট সাতচল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয় (১২+৩৫ =৪৭)।

৯. উনিশ চৈতসিক উনষট্টি চিত্তে, তিন চৈতসিক ষোল চিত্তে এবং দুই চৈতসিক আটাশ চিত্তে উৎপন্ন হয়।

প্রজ্ঞা চৈতসিক সাতচল্লিশ চিত্তে উৎপন্ন হয়। শোভন চৈতসিক শোভন চিত্তে উৎপন্ন হয়। এ ধাবায় চৈতসিক সম্প্রযোগ চাব প্রকাব।

চেতসিকরাসি সংগহো

১০ ইস্‌সা-মচ্‌ছেব—কুক্কুচ্‌চ—বিবতি করুণাদযো
নানা কদাচি মানো চ—থীন—মিদ্‌ধং তথা সহ
যথা বুত্তানুসাবেন—সেসা নিযতযোগিনো
সংগহং চ পবক্‌খামি—তেসং' দানি যথাবহং
দ্বত্তিংসানুত্তবে ধম্‌মা—পঞ্চতিংস মহগ্‌গতে
অট্‌ঠতিংসা'পি লব্‌ভন্তি—কামাবচরসোভনে।
সত্তবীসত্যপুঞ্‌ঞম্‌হি—দ্বাদসাহেতুকে' তি চ
যথাসম্ভবযোগেন—পঞ্চধা তত্থ সংগহো।

লোকুত্তব-চিত্তানি

১১ কথং ?

(অ) লোকুত্তবেসু তাব অট্ঠসু পঠমজ্ঝানিকচিত্তেসু অঞ্ঞসমানা তেবস চেতসিকা অপ্পমঞ্ঞাবজ্জিতা তেবীসতি সোভনচেতসিকা চ'াতি ছত্তিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।

(আ) তথা দুতিযজ্ঝানিকচিত্তেসু বিতক্কবজ্জা।

(ই) ততিযজ্ঝানিকচিত্তেসু বিতক্ক-বিচাববজ্জা।

(ঈ) চতুত্থজ্ঝানিকচিত্তেসু বিতক্ক-বিচার-পীতিবজ্জা।

(উ) পঞ্চমজ্ঝানিকচিত্তেসু'পি উপেক্খাসহগতা ত্বেব সংগযহন্তি' তি সব্বথা' পি অট্ঠসু লোকুত্তব চিত্তেসু পঞ্চমজ্ঝানবসেন পঞ্চধা'ব সংগহো হোতী' তি।

ছত্তিংস পঞ্চতিংস চ—চতুত্তিংস যথাকমং।
তেত্তিংসদ্বযং' ইচ্চেবং—পঞ্চধানুত্তবে ঠিতা॥

নিযত ও অনিযত চৈতসিক সংগ্রহ

১০. ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য, তিন বিবতি, করুণা, মুদিতা এবং মান পৃথকভাবে কখনও কখনও উৎপন্ন হয়। স্ত্যান এবং মিদ্ধ অনুরূপ-ভাবে উৎপন্ন হয। এগুলি অনিযত চৈতসিক।

অবশিষ্ট চৈতসিকগুলি নিযত চৈতসিক (৫২—১১=৪১)। এবাব তাদেব সংগ্রহ বিধি যথোচিতভাবে ব্যাখ্যা কিবব।

লোকোত্তব চিত্তে ছত্রিশ, মহদ্গতচিত্তে পঁযত্রিশ, কামাবচব শোভন চিত্তে আটত্রিশ, অপুণ্য চিত্তে সাতাশ, অহেতুক চিত্তে বার চৈতসিক উৎপন্ন হয। এরূপে এই পাঁচ প্রকাব সংগ্রহ বিধি হয।

লোকোত্তব চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ

১১. কি প্রকাবে ?

(অ) আট প্রকাব লোকোত্তব চিত্তেব প্রথম ধ্যান চিত্তে ছত্রিশ

প্রকাব চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা অন্য সমান চৈতসিক এবং দুই অপ্রমেয[47] বর্জিত তেইশ শোভন চৈতসিক (১৩+২৩=৩৬)।

(আ) অনুরূপভাবে লোকোত্তব চিত্তেব দ্বিতীয ধ্যান চিত্তে বিতর্ক[48] বর্জিত উক্ত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।

(ই) লোকোত্তব চিত্তেব তৃতীয় ধ্যান চিত্তে বিতর্ক-বিচাব বর্জিত উক্ত। (অ) এ বিধৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।

(ঈ) .... লোকোত্তব চিত্তেব চতুর্থ ধ্যান চিত্তে বিতর্ক-বিচাব বর্জিত উক্ত (অ) এ বিধৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।

(উ) .. লোকোত্তব চিত্তেব পঞ্চম উপেক্ষা সহগত ধ্যান চিত্তে বিতর্ক বিচাব-প্রীতি-সুখ বর্জিত উক্ত (অ) এ বিবৃত সকল চৈতসিক সংযুক্ত থাকে।

আট প্রকাব লোকোত্তব চিত্তে পাঁচ ধ্যান ভেদে পাঁচ প্রকাবে চৈতসিক সংগৃহীত হয। তা যথাক্রমে ছত্রিশ, পঁযত্রিশ, চৌত্রিশ, তেত্রিশ এবং বত্রিশ সংখ্যায় সংগৃহীত হয। এভাবে লোকোত্তব চিত্তে পাঁচ প্রকাবে চৈতসিক সংগৃহীত হয।

ব্যাখ্যা—

(৫২) অনিযতযোগী ও নিয়তযোগী—বায়ান্ন চৈতসিকেব মধ্যে এগাবটি হল অনিয়তযোগী অর্থাৎ অনির্দিষ্ট চৈতসিক। তাবা বিভিন্ন প্রকাব চিত্তে উৎপন্ন হয় কাবণ তাদের প্রত্যেকের আলম্বন ভিন্ন। যে প্রকাব চিত্তেব সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট তাদেব সঙ্গে তাবা উৎপন্ন হতেও পাবে এবং নাও হতে পাবে।

৪৭। অপ্রমেয়ের আলম্বন জীবিত জীব এবং লোকোত্তর চিত্তের আলম্বন হল- নির্বাণ।

৪৮। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বর্জিত হয়। পরবর্তী ধ্যানগুলিতেও ক্রমান্বয়ে অন্য চৈতসিকগুলি বর্জিত হয়।

দৃষ্টান্ত—ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য শুধুমাত্র প্রতিঘসম্প্রযুক্ত চিত্তে উৎপন্ন হয়। তিনটির একটি এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে উৎপন্ন হয়। তিনটি কখনও একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না। তাছাড়া এরূপ চিত্তে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ও তাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তিন বিরতি, দুই অপ্রমেয়, মান, স্ত্যান এবং মিদ্ধ চৈতসিকের অবস্থাও তদ্রূপ।

অপর ৪১ প্রকার চৈতসিককে নিয়তযোগী বলা হয়—নির্দিষ্ট চৈতসিক। তারা তাদের সহিত-সংশ্লিষ্ট চিত্তে অবশ্যই উৎপন্ন হয়।

(৫৩) তিন বিরতি—তিন বিরতি কেবল লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান থাকে কারণ তারা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের তিন অঙ্গ। তারা রূপাবচর, অরূপাবচর এবং এমনকি কামাবচর বিপাক এবং ক্রিয়া চিত্তেও উৎপন্ন হতে পারে না। এই তিন বিরতির কর্তব্য হল কায়-বাক্য মনদ্বারে অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখা। সুতরাং তারা আট প্রকার শোভন চিত্তে কোন এক অকুশল বিরতি পরিপ্রেক্ষিতে পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়।

এই বিরতিগুলি তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে কেবল মাত্র লোকোত্তর চিত্তে উৎপন্ন হয় কারণ প্রতিরূপ অকুশল তাদের দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। কামাবচর কুশল চিত্তে শুধুমাত্র অকুশলের সাময়িক দমন হয়।

কামাবচর বিপাকচিত্তগুলি কেবল মাত্র ফলই তাই তাতে তিন বিরতি উৎপন্ন হতে পারে না। ক্রিয়াচিত্তগুলি কেবল অর্হৎগণ দ্বারা বেদয়িত হয় তাই তিন বিরতি তাতেও উৎপন্ন হতে পারে না। রূপাবচর এবং অরূপাবচর স্তরে তিন বিরতি উৎপন্ন হয় না কারণ (সে স্তরে) নৈতিক বিশুদ্ধতা সাধারণের নিমিত্ত বিরতি কৃত্য উৎপত্তির কোন অবকাশ থাকে না।

(৫৪) অপ্রমেয়—চার অপ্রমেয়ের মধ্যে মাত্র দুইটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দুইটি সম্বন্ধেও যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অপ্রমেয়ের আলম্বন হল জীবগণ। সুতরাং তারা লোকোত্তর চিত্তে উৎপন্ন হতে পারে না কারণ লোকোত্তর

চিত্তের আলম্বন হল নির্বাণ। এ কথার অর্থ এই নয় যে অর্হৎ এবং অন্যান্য আর্যগণ এ গুণের অধিকারী নহেন। তারা কেবল মার্গ এবং ফলচিত্তে বিদ্যমান থাকেনা।

তারা উপেক্ষা সহগত পঞ্চম ধ্যানেও উৎপন্ন হয় না। অরূপ চিত্তেও তারা উৎপন্ন হয় না কারণ সেসকল চিত্তগুলিও উপেক্ষাসহগত। আট ক্রিয়াচিত্ত যা অর্হৎগণের নিকট উৎপন্ন হয় তাতে করুণা এবং মুদিতা সর্বজীবের প্রতি প্রসারিত থাকে।

মহগ্গত চিত্তানি

১২. মহগ্গতেসু পন (অ) তীসু পঠমজ্ঝানিকচিত্তেসু তাব অঞ্ঞসমানা তেরস চেতসিকা বিরতিত্তযবজ্জিতা দ্বাবীসতি সোভন চেতসিকা চেতি পঞ্চতিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি। করুণা—মুদিতা পন' এত্থ পচ্চেকং' এব যোজেতব্বা। তথা (আ) দুতিয়জ্ঝানিক চিত্তেসু বিতক্ক বজ্জিতা (ই) ততিযজ্ঝানিকচিত্তেসু বিতক্ক বিচার বজ্জিতো, (ঈ) চতুত্থজ্ঝানিকচিত্তেসু বিতক্ক—বিচার পীতি-বজ্জিতা (উ) পঞ্চমজ্ঝানিকচিত্তেসু পন পন্নরসসু অপ্পমঞ্ঞাযো ন লব্ভন্তী'তি সব্বথা'পি সত্তবীসতি মহগ্গতচিত্তেসু পঞ্চকজ্ঝান বসেন পঞ্চধা'ব সংগহো হোতী'তি।

১৩. পঞ্চতিংস চতুত্তিংস—তেত্তিংস চ যথাক্কমং।
দ্বত্তিংস চ'এব তিংসেতি—পঞ্চধা'ব মহগ্গতে॥

মহদ্গত চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ

১২. (অ) মহদ্গত চিত্তের মধ্যে প্রথম ধ্যানিক তিন চিত্তের যে কোন একটিতে পঁযত্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা তের অন্যসমান চৈতসিক, তিন[৪৯] বিরতি বর্জিত বাইশ শোভন চৈতসিক সংযুক্ত থাকে

৪৯। তিন বিরতি কেবলমাত্র লোকোত্তর চিত্তে এবং কামাবচর শোভন চিত্তে পাওয়া যায়।

(১৩+২২=৩৫)। এখানে কিন্তু করুণা এবং মুদিতা পরস্পর পৃথকরূপে[৫০] যুক্ত হয়।

(অ) অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বর্জিত হয়,

(ই) তৃতীয় ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার বর্জিত হয,

(ঈ) চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক বিচার-প্রীতি বর্জিত হয়,

(উ) পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে বিতর্ক-বিচার-প্রীতি বর্জিত হয়। কিন্তু উপেক্ষা সহগত এবং প্রথম ধ্যানের চৈতসিক সমূহ যুক্ত হয। পনর প্রকার পঞ্চম ধ্যানিক চিত্তে অপ্রমেয় চৈতসিক অবিদ্যমান থাকে।[৫১]

এভাবে সাতাশ প্রকার মহদ্গত চিত্তে পাঁচ ধ্যান ভেদে পাঁচ প্রকার চৈতসিক সংগ্রহ করা হয়।

১৩. যথাক্রমে পঁযত্রিশ, চৌত্রিশ, তেত্রিশ, বত্রিশ এবং ত্রিশ ধর্ম বা চৈতসিক মহদ্গত চিত্তে পাঁচ প্রকারে সংগৃহীত হয়।

কামাবচর সোভন চিত্তানি

১৪. (১) কামাবচর সোভনেসু পন কুসলেসু তাব পঠমদ্বয়ে অঞ্ঞঞ্ঞসমানা তেরস চেতসিকা পঞ্চবীসতি সোভন চেতসিকা চ'তি অট্ঠতিংস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।

অপ্পমঞ্ঞা বিরতিযো পন' এত্থ পঞ্চ'পি পচ্চেকং' এব যোজেতব্বা।

(২) তথা দুতিযদ্বযে ঞাণবজ্জিতা,

(৩) ততিযদ্বযে ঞাণসম্পযুত্তা পীতিবজ্জিতা;

৫০। তাদের আলম্বন ভিন্নতা হেতু তারা একসঙ্গে উৎপন্ন হয় না।

৫১। অর্থাৎ তিন পঞ্চম ধ্যান ও বার অরূপধ্যান=১৫। অরূপধ্যানের আলম্বন এক প্রকার। অপ্রমেয় সকল তাতে যুক্ত হয় না কারণ এ ধ্যানগুলি উপেক্ষা সহগত থাকে।

(৪) চতুত্থদ্বযে ঞাণপীতিবজ্জিতা। তে এব সংগয়্হন্তি। কিরিয়াচিত্তেসু'পি বিবতিবজ্জিতা। তথ' এব চতুস্সু'পি দুকেসু চতুধা'ব সংগয়্হন্তি।

তথা বিপাকেসু চ অপ্পমঞ্ঞা-বিবতিবজ্জিতা। তে এব সংগয়্হন্তী'তি সব্বথা' পি চতুবীসতি কামাবচরসোভনচিত্তেসু দুকবসেন দ্বাদসধা'ব সংগহো হোতী' তি।

১৫. অটঠতিংস সত্ততিংস—দ্বযং ছত্তিংসকং সুভে
পঞ্চতিংস চতুত্তিংস দ্বযং তেত্তিংসকং ক্রিযে
তেত্তিংস পাকে দ্বত্তিংস—দ্বযেকতিংসকং ভবে
সহেতুকামাবচর–পুঞ্ঞপাকক্রিয়া মনে।

১৬. ন বিজ্জন্ত' এত্থ বিবতি ক্রিয়াসু চ মহগ্গতে
অনুত্তরে অপ্পমঞ্ঞা—কামপাকে দ্বযং তথা
অনুত্তরে ঝানধম্মা—অপ্পমঞ্ঞা চ মজ্ঝিমে
বিবতি ঞাণপীতি চ—পবিত্তেসু বিসেসকা।

কামাবচর শোভন চৈতসিক সংগ্রহ

১৪ (১) প্রথম যুগল কামাবচর শোভন চিত্তে[৫২] আটত্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত হয় যথা তের অন্য সমান এবং পঁচিশ শোভন চৈতসিক (১৩+২৫=৩৮)। এ স্থলে দুই অপ্রমেয় এবং তিন বিবতি পৃথকরূপে[৫৩] যুক্ত হয়।

(২) অনুরূপভাবে দ্বিতীয় যুগল চিত্তে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক বর্জিত হয়ে সাঁযত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

৫২। অর্থাৎ সৌমনস্য সহগত ঞাণসম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক এবং সসাংস্কারিক চিত্ত।

৫৩। কারণ তারা নির্দিষ্ট চৈতসিক নয়। তারা সচেতন চিত্তের বিভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন হয়।

(৩) তৃতীয় যুগল চিত্তে প্রীতি চৈতসিক বর্জিত হয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় সংযুক্ত হয়ে সাঁয়ত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

(৪) চতুর্থ যুগলে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও প্রীতি[৫৪] বর্জিত হয়ে ছত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

আট সহেতুক কামাবচব ক্রিয়াচিত্তে ও তিন বিবতি[৫৫] বর্জিত পঁযত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়। উক্ত চাব যুগলেব নিয়মে ক্রিয়া চিত্তে ও চাব আকাবে চৈতসিক যুক্ত হয়।

অনুরূপভাবে আট কামাবচব সহেতুক বিপাক চিত্তে দুই অপ্রমেয় এবং তিন বিবতি[৫৬] বর্জিত তেত্রিশ চৈতসিক উক্ত চাব যুগলেব নিযমে চাব আকাবে যুক্ত হয়।

এরূপে চব্বিশ প্রকাব কামাবচব শোভন চিত্তে যুগলে ধাব অনুসাবে প্রকাবে চৈতসিক সংগ্রহ কবা হয়।

১৫. কামাবচব সহেতুক শোভন চিত্তে অর্থাৎ শোভন, বিপাক এবং ক্রিযা চিত্তে—শোভন চিত্তেব প্রথম যুগলে আটত্রিশ, দ্বিতীয যুগলে সাঁযত্রিশ তৃতীয যুগলে সাঁয়ত্রিশ এবং চতুর্থ যুগলে ছত্রিশ, চৈতসিক যুক্ত হয়। শোভন ক্রিযা চিত্তেব প্রথম যুগলে পঁযত্রিশ, দ্বিতীয ও তৃতীয যুগলে চৌত্রিশটি করে এবং চতুর্থ যুগলে তেত্রিশ চৈতসিক সংযুক্ত হয়। শোভন বিপাক চিত্তেব প্রথম যুগলে তেত্রিশটি দ্বিতীয ও তৃতীয যুগলে বত্রিশটি কবে এবং চতুর্থ যুগলে একত্রিশ চৈতসিক যুক্ত হয়।

৫৪। উপেক্ষা সহগত হয়ে।

৫৫। কাবণ অর্হৎগণ এই তিন বিরতি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করেছে।

৫৬। অপ্রমেয় চৈতসিকগুলি উৎপন্ন হয় না কারণ তাদের আলম্বন অসংখ্য জীবগণ। কিন্তু বিপাক চিত্তগুলির আলম্বন কম বা সীমিত। বিরতিগুলি সম্পূর্ণরূপে কুশল। তাই বিরতি চৈতসিকগুলি বিপাকচিত্তে উৎপন্ন হয় না। লোকোত্তর বিপাক চিত্তে তারা উৎপন্ন হয় কারণ ইহা মার্গচিত্তের প্রতিফলন।

১৬. অহেতুক ক্রিয়াচিত্তে এবং মহদ্গত চিত্তে[৫৭] তিন বিরতি বিদ্যমান থাকে না। অনুরূপভাবে লোকোত্তর চিত্তে অপ্রমেয় বিদ্যমান থাকেনা এবং কামাবচর বিপাক চিত্তে[৫৮] দুই অপ্রমেয় এবং তিন বিরতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে না।

লোকোত্তরে ধ্যানাঙ্গের বৈশিষ্ট্য[৫৯] আছে এবং (মধ্যম) মহদ্গত চিত্তে[৬০] ধ্যানাঙ্গ[৬১] ও অপ্রমেয় চৈতসিক থাকে। কামাবচর (ক্ষুদ্র) চিত্তে বৈশিষ্টপূর্ণ তিন বিরতি, প্রজ্ঞেন্দ্রিয অপ্রমেয় এবং প্রীতি বিদ্যমান থাকে। বিশিষ্টতা অর্থে এখানে সংগ্রহ নিযম ভঙ্গতাকেই বুঝায।

অকুসল চিত্তানি

১৭. (১) অকুসলেসু পন লোভমূলেসু তাব পঠমে অসংখাবিকে অঞ্ঞঞ্ঞসমানা তেরস চেতসিকা অকুসলসাধারণা চত্তারো চে'তি সত্তরস লোভদিট্ঠীহি সদ্ধিং একূনবীসতি ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।

(২) তথ'এব দুতিযে অসংখারিকে লোভ-মানেন।

(৩) ততিযে তথ'এব পীতিবজ্জিতা লোভদিট্ঠীহি সহ অট্ঠারস।

(৪) চতুত্থে তথ'এব লোভ-মানেন।

৫৭। রূপাবচর এবং অরূপাবচর স্তরে এরূপ কোন অকুশল উৎপত্তির অবকাশ নেই।

৫৮। পৃষ্ঠা ৮৯, ব্যাখ্যা নং ৫৪ দেখুন।

৫৯। লোকোত্তর চিত্ত যখন পাঁচ ধ্যান অনুযায়ী বিভাগ করা হয় তখন ধ্যানাঙ্গ ভেদে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

৬০। রূপাবচর এবং অরূপাবচর চিত্তে।

৬১। কুশল চিত্ত বিরতি হেতু বিপাক এবং ক্রিয়া চিত্ত থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। কুশল চিত্ত এবং বিপাক চিত্ত অপ্রমেয় হেতু বিপাক চিত্ত থেকে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় এবং প্রীতি হেতু যুগল চিত্তগুলি পরস্পর ভিন্ন হয়।

(৫) পঞ্চমে পটিঘসম্পযুত্তে অসংখারিকে দোসো ইস্সা মচ্ছরিযং কুক্কুচ্চঞ্চেতি চতূহি সদ্ধিং পীতিবজ্জিতা তে এব বীসতি ধম্মা সংগয্হন্তি। ইস্সামচ্ছরিয—কুক্কুচ্চানি পন' এত্থ পচ্চেকং এব যোজেতব্বানি।

(৬) সসংখারিকপঞ্চকে' পি তথ' এব থীনমিদ্ধেন বিসেসেত্বা যোজেতব্বা।

(৭) ছন্দ-পীতিবজ্জিতা পন অঞ্ঞসমানা একাদস অকুসল সাধারণা। চত্তারো চা'তি পন্নরস ধম্মা উদ্ধচ্চ সহগতে সম্পযুত্তন্তি।

(৮) বিচিকিচ্ছাসহগতচিত্তে চ অধিমোক্খবিরহিতা বিচিকিচ্ছা-সহগতা তথ' এব পন্নরস ধম্মা সমুপলব্ভন্তী'তি সব্বত্তা'পি দ্বাদসা-কুসলচিত্তুপ্পাদেসু পচ্চেকং যোজিযমানা'পি গণনবসেন সত্তধা'ব সংগহিতা ভবন্তী'তি।

১৮. একূনবীসট্ঠারস—বীসেকবীস বীসতি
দ্বাবীস পন্নবসে তি—সত্তধা কুসলে ঠিতা
সাধারণা চ চত্তারো সমানা চ দসাপরে।
চুদ্দসেতে পবুচ্চন্তি—সব্বাকুসলযোগিনো।

অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ

১৭ (১) লোভমূলক প্রথম অসাংস্কারিক চিত্তে[৬২] উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয় যথা অন্য সমান তের, চার সর্বঅকুশল সাধারণ চৈতসিক। এই সতের চৈতসিকের সঙ্গে লোভ এবং দৃষ্টি চৈতসিক-সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১৩+৪+২=১৯)।

৬২। লোভমূলক আট চিত্তের প্রথম চিত্ত।

(২) ····দ্বিতীয় অসাংস্কারিক চিত্তে উক্ত[৬৩] সত্তর চৈতসিকের সঙ্গে লোভ ও মান চৈতসিক সহ উনিশ প্রকার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১৩+৪+২=১৯)।

(৩) ···তৃতীয় অসাংস্কারিক চিত্তে উক্ত সতের চৈতসিকের মধ্যে প্রীতি[৬৪] বর্জিত হয়ে লোভ ও দৃষ্টি সহ আঠার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১২+৪+২=১৮)।

(৩)··· চতুর্থ অসাংস্কারিক চিত্তে সতের চৈতসিকের প্রীতি বর্জিত হয়ে লোভ ও মান চৈতসিক সহ আঠার চৈতসিক সংযুক্ত হয় (১২+৪+২=১৮)।

(৫) পঞ্চম প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক চিত্তে উক্ত প্রথমচিত্তের সতের চৈতসিক সহ দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য, কৌকৃত্য ইত্যাদি চার চৈতসিক সহ প্রীতি[৬৫] বর্জিত হয়ে সর্বমোট কুড়ি চৈতসিক সংযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ঈর্ষা, মাৎসর্য এবং কৌকৃত্য পরস্পর পৃথকরূপে[৬৬] সংযুক্ত হয় (১২+৪+৪=২০)।

(৬) পাঁচ প্রকার[৬৭] সসংস্কারিক চিত্তে পূর্বোক্ত পঞ্চ অসাংস্কারিক চিত্তের পর্যায় ক্রমে স্ত্যান ও মিদ্ধ চৈতসিক দ্বয় যোগ করলে তাদের প্রত্যেকের চৈতসিক পাওয়া যাবে (২১; ২১; ২০; ২০; ২২)।

৬৩। বার প্রকার অকুশল চিত্তের তৃতীয় চিত্ত।

৬৪। বার প্রকার অকুশল চিত্তের পঞ্চম চিত্ত উপেক্ষার সঙ্গে প্রীতি বিদ্যমান থাকেনা।

৬৫। মাৎসর্য এবং কৌকৃত্যের সঙ্গে প্রীতি বিদ্যমান থাকতে পারে না।

৬৬। ঈর্ষা, মাৎসর্য এবং কৌকৃত্য অনিয়তযোগী বা অনির্দিষ্ট চৈতসিক। তাদের আলম্বন ভিন্ন তাই পৃথকরূপে উৎপন্ন হয়।

৬৭। চার লোভমূলক সসাংস্কারিক চিত্ত এবং এক প্রতিঘ সম্পযুক্ত চিত্ত। স্ত্যান এবং মিদ্ধ কেবলমাত্র সসাংস্কারিক অকুশল চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

(৭) ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত পনর চৈতসিক সংযুক্ত থাকে যথা ছন্দ[৬৮] এবং প্রীতি বর্জিত এগার অন্যসমান চৈতসিক এবং চার সর্ব অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক (১১ + ৪ = ১৫)।

(৮) বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে বিচিকিৎসা সহগত এবং অধিমোক্ষ বর্জিত পনের চৈতসিক যুক্ত থাকে যথা ছন্দ, প্রীতি, অধিমোক্ষ[৬৯] বর্জিত দশ অন্য সমান, চার সর্ব অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক এবং এক বিচিকিৎসা যুক্ত থাকে (১০ + ৪ + ১ = ১৫)।

এভাবে বার প্রকার অকুশল চিত্তে চৈতসিক সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন[৭০] সংগ্রহরূপে সাত ভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে।

১৮: উনিশ, আঠার, কুড়ি, একুশ, কুড়ি, বাইশ, পনর প্রভৃতি সাত ভাগে বার অকুশল চিত্তের চৈতসিক সংগৃহীত হয়েছে।

চৌদ্দ চৈতসিকের মধ্যে চার সর্ব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক এবং দশ সমান[৭১] (কুশল ও নয়, অকুশল ও নয়) চৈতসিক সকল অকুসল চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

৬৮। এখানে ছন্দ (করবার ইচ্ছা) থাকে না কারণ উদ্ধত্য এখানে প্রবল।

৬৯। অধিমোক্ষ চৈতসিক যা সিদ্ধান্ত করার উপর আধিপত্য করে তা বিক্ষিপ্ত চিত্তের সঙ্গে বিদ্যমান থাকতে পারেনা।

৭০ (১) ১ম এবং ২য় অসংখারিক চিত্ত = ১৯, (২) ৩য় এবং ৪র্থ অসংখারিক চিত্ত = ১৮ (৩) ৫ম অসংখারিক চিত্ত = ২০, (৪) ১ম এবং ২য় সসংখারিক চিত্ত = ২১, (৫) ৩য় এবং ৪র্থ সসংখারিক চিত্ত = ২০, (৬) ৫ম সসংখারিক চিত্ত = ২২, (৭) মোহচিত্ত = ১৫। এ প্রকারে সংখ্যানুসারে ৭ ভাগে বিভক্ত।

৭১। তের অন্য সমান চৈতসিক থেকে ছন্দ, প্রীতি অধিমোক্ষ বাদ দিয়ে।

অহেতুক চিত্তানি

১৯. অহেতুকেসু পন হসনচিত্তে তাব ছন্দ বজ্জিতা
অঞ্ঞসমানা দ্বাদস ধম্মা সংগহং গচ্ছন্তি।
তথা বোত্থপনে ছন্দ-পীতি-বজ্জিতা।
সুখসন্তীরণে ছন্দ-বিরিয-বজ্জিতা।
মনোধাতুত্তিকাহেতুকপটিসন্ধিযুগলে
ছন্দ-পীতি-বিরিয়-বজ্জিতা।
দ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণে পকিণ্ণকবজ্জিতা তে যে' এব
সংগয্হন্তি'-তি সব্বথা'পি অট্ঠারসসু অহেতুকেসু
গণনবসেন চতুধা ব সংগহো হোতী'তি।

২০. দ্বাদসেকাদস দস সত্ত চে'তি চতুব্বিধো
অট্ঠারসাহেতুকেসু চিত্তুপ্পাদেসু সংগহো।
অহেতুকেসু সব্বত্থ সত্ত সেস যথাবহং
ইতি বিত্থারতো বুত্তা তেত্তিংসবিধ সংগহো।
ইত্থং চিত্তাবিযুত্তানং সম্পযোগঞ্চ সংগহং
ঞত্বা ভেদং যথাযোগং চিত্তেন সমুদ্দিসে'তি।

॥ ইতি অভিধম্মত্থসংগহে চেতসিকসংগহবিভাগো নাম দুতিয়ো পরিচ্ছেদো ॥

অহেতুক চিত্তের চৈতসিক সংগ্রহ

২১. (১) অহেতুক চিত্তের মধ্যে হসিতোৎপাদ[৭২] চিত্তে ছন্দ বর্জিত বার অন্যসমান চৈতসিক সংযুক্ত হয় (৭ + ৫ = ১২)।

(২) ব্যবস্থাপন চিত্তে[৭৩] ছন্দ এবং প্রীতি বর্জিত এগার অন্য সমান চৈতসিক যুক্ত হয় (৭ + ৪ = ১১)।

৭২। হসিতোৎপাদ চিত্তে ছন্দ (করার ইচ্ছা) থাকে না। প্রথম পরিচ্ছেদে ১৬ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

৭৩। ব্যবস্থাপন চিত্তই মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত।

(৩) সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্তে[৭৪] ছন্দ এবং বীর্য বর্জিত এগার অন্য সমান চৈতসিক যুক্ত হয় (৭+৪=১১)।

(৪) মনোধাতুত্রয়ে[৭৫] (পঞ্চদ্বারাবর্ত্তন ও সম্প্রতীচ্ছন দ্বয়) এবং অহেতুক প্রতিসন্ধি যুগল[৭৬] নামক উপেক্ষা সন্তীরণ চিত্তদ্বয়ে ছন্দ, প্রীতি, বর্জিত অন্যসমান দশ চৈতসিক যুক্ত থাকে (৭+৩=১০)।

(৫) দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞানে[৭৭] প্রকীর্ণ চৈতসিক বর্জিত কেবল মাত্র সাত সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক যুক্ত থাকে (৭)।

৭৪। যদিও সন্তীরণ অর্থে আলম্বনের পরীক্ষার্থ বা তুলনা বুঝায় তবুও ইহা চিত্তের নিষ্ক্রিয় অপ্রতিরোধী অবস্থা। ইচ্ছা (ছন্দ) এবং প্রচেষ্টা (বীর্য) উভয়ই নিষ্ক্রিয় থাকে।

৭৫। মনোধাতু—সাধারণ অর্থে ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয় (মননমত্তমেব ধাতু)। ইহা পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত এবং দুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত দশ প্রকারের (যথা চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান কুশল ও অকুশল হিসাবে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান বা দশ বিজ্ঞান হয়) ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানকে দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ধাতু বলা হয়। অবশিষ্ট ছিয়াত্তর চিত্তকে মনোবিজ্ঞান ধাতু বলা হয় কারণ তারা অন্য চিত্তগুলিকে (অর্থাৎ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, দুই সম্প্রতীচ্ছন ও সন্তীরণ চিত্তকে জ্ঞান আহরণে অতিক্রম করে যায়।

দুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্তই উপেক্ষা সহগত তাই প্রীতি বর্জিত। সন্তীরণের মত এই দুই চিত্তও বিপাকচিত্ত এবং নিষ্ক্রিয়। তাই বীর্য ও ছন্দ বর্জিত। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের ন্যায় পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত ও বীর্য এবং ছন্দ বর্জিত।

৭৬। উপেক্ষা সহগত কুশল এবং অকুশল সন্তীরণ বিপাক দুই চিত্তকে অহেতুক প্রতিসন্ধিযুগল বলা হয়। অহেতুক অকুশল সন্তীরণ চিত্তদ্বারা নরকে জন্ম হয় এবং কুশল অহেতুক সন্তীরণ চিত্তদ্বারা মনুষ্যলোকে জন্ম হলেও অন্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ রূপে জন্ম গ্রহণ করে। এই উভয় চিত্তই উপেক্ষা সহগত।

৭৭। দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান নিষ্ক্রিয় বিপাক চিত্ত।

আঠার প্রকার অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক সংযোগ পদ্ধতি অনুসারে সংখ্যা প্রয়োগে চার প্রকারে ভাগ করা হয়েছে।

২০. বার, এগার, দশ এবং সাত—এ চার প্রকারে আঠার প্রকার অহেতুক চিত্তকে চৈতসিক সংগ্রহ অনুসারে চার প্রকারে ভাগ করা হয়েছে।

প্রত্যেক অহেতুক চিত্তে সাত সর্ব-চিত্ত-সাধারণ-চৈতসিক সংযুক্ত থাকে ও যথোপযুক্তভাবে প্রকীর্ণ চৈতসিক যুক্ত হয়। বিস্তৃতাকারে এই সংগ্রহ নীতি তেত্রিশ প্রকারে[৭৮] হয়ে থাকে বলা হয়।

এরূপে চৈতসিক সম্প্রয়োগ এবং সংগ্রহ জেনে ব্যক্তি চিত্তের সঙ্গে চৈতসিকের সংযোগ বর্ণনা করতে পারেন।[৭৯]

৭৮। যথা অনুত্তরে ৫, মহদ্গতে ৫, কামাবচরে ১২, অকুশলে ৭, অহেতুকে ৪ = সর্বমোট ৩৩।

৭৯। এ পরিচ্ছেদে কোন কোন চিত্তে কোন চৈতসিক এবং কোন কোন চৈতসিক কোন কোন চিত্তে যুক্ত থাকে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থপ্রণেতা পরিশেষে পাঠকদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তাঁরা যেন কোন চৈতসিক কোন চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তা সঠিক নির্ধারণ করেন যেমন সর্ব-চিত্ত-সাধারণ চৈতসিক ৮৯ চিত্তে সংযুক্ত থাকে—স্পর্শ চৈতসিক পঞ্চান্ন চিত্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে কারণ ইহা পঞ্চান্ন চিত্তে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পকিণ্ণক সংগহ বিভাগো

১. সম্পযুত্তো যথাযোগং—তে পঞ্ঞাস সভাবতো
চিত্তচেতসিকা ধম্মা—তেসং'দানি যথারহং।
বেদনা হেতুতো কিচ্চদ্বারালম্বনবত্থুতো
চিত্তুপ্পাদবসেন' এব—সংগহো নাম নীয়তে।

প্রকীর্ণ সংগ্রহ

১. চিত্ত-চৈতসিকের তিপ্পান্ন স্বভাবসহ তাদের যথাযোগ্য সম্প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে (১)।

এখন চিত্তের উৎপত্তি ভেদে (২) বেদনা, হেতু, কৃত্য, দ্বার, আলম্বন এবং বাস্তু যখন যেটা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে তা বর্ণনা করা হবে।

ব্যাখ্যা—

(১) ৮৯ প্রকার চিত্তকে সামগ্রিকভাবে এক চিত্ত ধরা হয়েছে কারণ সকল চিত্তের লক্ষণ হল—আলম্বন বা বিষয়কে জানা। ৫২ প্রকার চৈতসিককে পৃথকরূপে ধরা হয়েছে কারণ তারা প্রত্যেকে ভিন্ন লক্ষণ বিশিষ্ট (১+৫২=৫৩)।

(২) চিত্তুপ্পাদ (চিত্তোৎপত্তি—সাধারণ অর্থে চিত্তের উৎপত্তিকে বুঝায়। এখানে কিন্তু চিত্তকে বুঝায় (চিত্তং'এব চিত্তুপ্পাদ)। অন্য অর্থে চিত্তসহ চৈতসিক সমষ্টিকে বুঝায় (অঞ্ঞত্থ পন ধম্মসমূহো।

১. বেদনা সংগহো

২. তত্থ বেদনাসংগহে তাব তিবিধ বেদনা—সুখং, দুক্খং, অদুক্খং অসুখং'তি। সুখং, দুক্খং, সোমনস্সং, দোমনস্সং, উপেক্খা'তি চ ভেদেন পন পঞ্চধা হোতি।

৩. তত্থ সুখসহগতং কুসলবিপাকং কাযবিঞ্ঞাণং একং' এব।

৪. তথা দুক্খসহগতং অকুসলবিপাকং কাযবিঞ্ঞাণং।

৫. সোমনস্স-সহগত-চিত্তানি পন লোভমূলানি চত্তারি, দ্বাদস কামাবচরসোভনানি সুখসন্তীরণ-হসনানি চ দ্বে'তি অট্ঠারস কামাবচর চিত্তানি চ'এব. পঠম-দুতিযততিয-চতুত্থজ্ঝান-সংখাতানি-চতুচত্তালীস মহগ্গত-লোকুত্তরচিত্তানি চে'তি দ্বাসট্ঠিবিধানি ভবন্তি।

৬. দোমনস্স-সহগত চিত্তানি পন দ্বে পটিঘচিত্তানি'এব।

৭. সেসানি সব্বানি'পি পঞ্চপঞ্ঞাস উপেক্খা-সহগত চিত্তান' এবা'তি।

৮. সুখং দুক্খং উপেক্খা'তি তিবিধা তত্থ বেদনা।
সোমনস্সং দোমনস্সং ইতি বেদনা পঞ্চধা॥
সুখং এক' অথ দুক্খঞ্চ দোমনস্সং দ্বযে ঠিতং।
দ্বাসট্ঠিসু সোমনস্সং পঞ্চপঞ্ঞাসকেতরা॥

১. চিত্তের বেদনা সংগ্রহ

২. বেদনা সংগ্রহে বেদনা (৩) ত্রিবিধ যথা সুখবেদনা (৪) দুঃখ-বেদনা এবং অদুঃখ-অসুখ বেদনা। আবার কায়িক-মানসিক বেদনা অনুসারে ইহা পাঁচ প্রকার: সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য এবং উপেক্ষা।

৩. তাদের মধ্যে (পূর্বজন্মকৃত) কুশল-বিপাক কায়-বিজ্ঞান একটি সুখসহগত।

৪. অনুরূপভাবে (পূর্বজন্মকৃত) অকুশল-বিপাক কায় বিজ্ঞান একটি দুঃখ সহগত।

৫. সৌমনস্য চিত্তের সংখ্যা বাষট্টি (৫) যথা :—

অ. আঠার প্রকার কামাবচর চিত্ত যথা চার সৌমনস্যসহগত লোভমূলক চিত্ত, বার কামাবচর শোভন চিত্ত, সুখসন্তীরণ বিপাক-চিত্ত (এক) এবং হসিতোৎপাদ ক্রিয়া চিত্ত (এক)

(৪ + ১২ + ১ + ১ = ১৮)

আ. চুয়াল্লিশ চিত্ত (৬) যথা মহদ্গত এবং লোকোত্তর ধ্যান চিত্তগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানের চিত্ত সৌমনস্য সহগত (১২ + ৩২ = ৪৪) = (১৮ + ৪৪ = ৬২)।

৬. দুই প্রকার প্রতিঘসম্প্রযুক্ত চিত্ত কেবলমাত্র দৌর্মনস্য সহগত (৭)।

৭ অবশিষ্ট পঞ্চান্ন চিত্ত উপেক্ষা সহগত (৮)।

৮. সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা বেদনা তিন প্রকার, সৌমনস্য এবং দৌর্মনস্য সহ পাঁচ প্রকার।

সুখ এক চিত্তে, দুঃখ এক চিত্তে, দৌর্মনস্য দুই চিত্তে, সৌমনস্য বাষট্টি চিত্তে এবং উপেক্ষা পঞ্চান্ন চিত্তে বিদ্যমান থাকে.

(১ + ১ + ২ + ৬২ + ৫৫ = ১২১)।

ব্যাখ্যা :—

(৩) বেদনা একটি বিশেষ চৈতসিক যা সকল প্রকার চিত্তের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ইহার লক্ষণ হল—feeling অনুভূতি (বেদযিত লক্‌খন), ইহা স্পর্শ থেকে উৎপন্ন হয়। ইংরেজী শব্দ sensation ইন্দ্রিয়-সংবেদন বেদনার প্রকৃত প্রতিশব্দ নয়।

Feeling-অনুভূতির সংজ্ঞা হল—'ইহা এক প্রকার চেতনা বা ব্যক্তিগত ধারণা যদ্দারা বিষয়ের জ্ঞান বা প্রতিবেদন সূচিত করেন।'[১] sensation বা ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—'ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা যে প্রকারে বিষয়ের উপস্থিতিতে সজ্ঞান ব্যক্তিব পবিবর্তন সাধিত হয়'[২]।

বেদনা চিত্তস্রোতের পরিবর্তন আনয়ন করে এবং জীবনদায়ী এবং জীবন-ক্ষয়ী উভয় শক্তিরূপে কাজ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—আনন্দ জীবনকে উন্নত করে এবং দুঃখ ইহাতে বাধা দান করে। একারণে বেদনা (feeling) মনুষ্য জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বেদনার কৃত্য হল বিষয়ের স্বাদ অনুভব করা (অনুভবন রস)। কোন এক বিষয়কে পছন্দ করা বা না করা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। সাধারণত তা যন্ত্রবৎ কাজ করে।

কোন কোন সময়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিত্ত বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে অনুভূতি প্রণালী নির্দ্ধারণ করে যেমন কোন শত্রুর দর্শনে স্বাভাবিকরূপে অসন্তুষ্টি ভাবের উৎপত্তি হয কিন্তু একজন সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি অপরপক্ষে শত্রুর প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন এবং তাতে আনন্দ অনুভব করেন। সক্রেটিস আনন্দের সঙ্গে এক পাত্র বিষ পান কবে সুখে মৃত্যু বরণ করেন। একদা একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের প্রতি অবিরাম কটু বাক্য বর্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধ সহাস্যে তার প্রতি মৈত্রী বিস্তার করেন। ক্ষান্তিবাদী নামক এক তাপস মদ্যপ রাজা কর্তৃক ভীষণভাবে নির্যাতিত হন কিন্তু তাপস রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

---

১. Dictionary of Philosophy, p 106

২. Ibid p, 289.

একজন ধর্মান্ধ অবৌদ্ধ বুদ্ধ দর্শনে দ্বেষচিত্ত উৎপন্ন করতে পারে। এখানে তার অনুভূতি হবে দৌর্মনস্য সহগত। অনুরূপভাবে একজন ধর্মান্ধ বৌদ্ধের নিকট ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু দর্শনেও একই প্রকার অনুভূতি হতে পারে। যা কারো খাদ্য বা পানীয় তা অন্যের পক্ষে বিষ হতে পারে।

সাধারণ মানুষের নিকট পার্থিব সুখ অতীব আকাঙ্ক্ষার বস্তু হতে পারে। কিন্তু একজন সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন ভিক্ষু তা ত্যাগ করে এবং নিভৃতে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে আনন্দ পান। এরূপ নিভৃত জীবন কামভোগীর নিকট নরক মনে হবে। যা একের নরক তা অন্যের স্বর্গ ইহা আমাদের সৃষ্টি এবং তা সাধারণতঃ মনোজাত।

বুদ্ধ বলেছেন—হে ভিক্ষুগণ! বেদনা দুই প্রকার যথা সুখ এবং দুঃখ। তাহলে যা সুখও নয় এবং দুঃখও নয় এরূপ তৃতীয় একার বেদনা হয় কি করে? অর্থকথায় বলা হয়েছে: যা নির্দোষ উপেক্ষা বেদনা তা সুখের অন্তর্গত এবং যা সদোষ উপেক্ষা তা দুঃখরূপে গণ্য।

বুদ্ধ আবার বলেছেন: এ বিশ্বে যা অনুভূত হয় তা সবই দুঃখ। ইহার কারণ হল—সর্ব কারণ নির্ভর বস্তু বা বিষয় পরিবর্তনশীল।

অন্য দৃষ্টিতে যদি সকল প্রকার বেদনাকে কেবল মানসিকরূপে ধারণা করা হয় তবে তা তিন প্রকারে বিভক্ত হয় যথা সুখ, দুঃখ, অদুঃখ-অসুখ (সুখ-দুঃখহীন)।

অথসালিনীতে তার ব্যাখ্যা এরূপ:—সুখ অর্থে সুখানুভূতি (সুখ-বেদনা), সুখের মূল (সুখ-মূল), সুখের আলম্বন (সুখারম্মণ), সুখের হেতু,(সুখ-হেতু) সুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান (সুখপচ্চযট্‌ঠান), ব্যাপাদহীন (অব্যাপজ্‌ঝা), নির্বাণ ইত্যাদিই বুঝায়।

উক্তরূপ প্রকাশ থেকে 'সুখ বাদ দিয়ে' সুখ অর্থ দাঁড়ায় সুখবেদনা।

উক্তরূপ প্রকাশে: 'সুখ অর্থে এই সংসারের প্রতি অনাসক্তি।' এখানে সুখ অর্থে সুখমূল।

উক্তরূপ প্রকাশে: 'হে মাতলি! রূপই সুখ, রূপ সুখে পতিত

হয় এবং সুখে পর্যবসিত হয়।' এখানে সুখ অর্থে সুখের আলম্বন বা অবলম্বন।

"হে মাতলি! পুণ্য সুখের প্রতিশব্দ"। এখানে সুখ অর্থে সুখের হেতু।

'হে ভিক্ষুগণ! বর্ণনা দ্বারা স্বর্গসুখ উপলব্ধি করা সহজ নহে।' 'যাঁরা নন্দন দেখেনি তারা সুখ কি জানে না'। এখানে সুখ অর্থে সুখ উৎপত্তির কারণ বা স্থান।

'এ অবস্থা এ বিশ্বে সুখ সঞ্চার করে'। এখানে সুখ অর্থে ব্যাপাদহীনতা।

'নির্বাণ পরম সুখ'। এখানে সুখেব অর্থ হল নির্বাণ।

এ উদ্ধৃতি থেকে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করবেন সুখশব্দকে কোন্ কোন্ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাব করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সুখ সুখবেদনা বা সুখানুভূতি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

নির্বাণকে পরম সুখ বলা হয়েছে। সুখ শব্দ ব্যবহার করলেও নির্বাণ-সুখ বলতে সুখানুভূতি বুঝায় না। নির্বাণ হল বিমুক্তিসুখ। দুঃখবিমুক্তিই হল নির্বাণসুখ।

দুঃখ শব্দদ্বারা বুঝায়—দুঃখানুভূতি, দুঃখমূল, দুঃখালম্বন, দুঃখহেতু, দুঃখোৎপত্তির কাবণ বা স্থান ইত্যাদি।

'দুঃখকে বাদ দিলে'—এখানে দুঃখ অর্থে বুঝায়—দুঃখানুভূতি 'জন্মত দুঃখ'—এখানে দুঃখ অর্থে, দুঃখের মূল।

'হে মাতলি! রূপই দুঃখ, রূপ দুঃখে পতিত হয় এবং দুঃখে পর্যবসিত হয়।'—এখানে দুঃখ অর্থে দুঃখের আলম্বন।

'অপুণ্য সঞ্চয় দুঃখ'—এখানে দুঃখ অর্থে, দুঃখের হেতু।

'হে ভিক্ষুগণ! বর্ণনা দ্বারা দুঃখময় অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না'—এখানে দুঃখ অর্থে দুঃখোৎপত্তির কাবণ বা স্থান বুঝায়ে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে দুঃখ শব্দকে দুঃখানুভূতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে বুদ্ধ দুঃখকে আট ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন

যথা—১. জন্ম দুঃখ, ২. জরা দুঃখ, ৩. ব্যাধি দুঃখ, ৪. মরণ দুঃখ, ৫. অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, ৬. প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ৭. ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধই দুঃখ।

এগুলিই দুঃখহেতু।

যখন বুদ্ধ দেবতা এবং মানুষকে সম্বোধন করে ধর্মদেশনা করেন তখন তিনি আট প্রকার দুঃখের কথা বলেন। যখন তিনি কেবলমাত্র মানুষকে ধর্মদেশনা করেন তখন তিনি বার প্রকার দুঃখের কথা বলেন। এক্ষেত্রে তিনি 'ব্যাধি' বাদ দিয়ে শোক, পরিদেব (পরিতাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য (দুর্মনতা), উপায়াস (হাহুতাশ) প্রভৃতিকে দুঃখ বলেছেন। এ পাঁচটির মধ্যে ব্যাধি অন্তর্ভূক্ত, ব্যাধি কায়িক-মানসিক অসুস্থতা।

শোক, দৌর্মনস্য এবং উপায়াস হল মানসিক দুঃখ এবং পরিদেব হল কায়িক দুঃখ।

কার্যতঃ এই দুই বিভাগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অদুক্খ-ম-অসুখ হল যা দুঃখও নয়, সুখও নয়। ইহা উপেক্ষা বেদনা। ইহা অনেকটা সুখে দুঃখে আবেগহীনতা (stolid indifference) এবং উদাসীনতা (stoic indifference) এর উভয়েরই সামিল। পালি শব্দ উপেক্ষা আরও বিস্তৃত অর্থবাহক যা বারবার এ প্রকার উপেক্ষা বেদনা অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অকুশল চিত্তে উপেক্ষা (stolid) আবেগহীনতার ভূমিকা গ্রহণ করে কারণ ইহা অজ্ঞানতা প্রসূত। অহেতুক বিপাক চিত্তে যেমন ইন্দ্রিয় সচেতনতায় (sense-impression) উপেক্ষা অর্থে সাধারণ উপেক্ষা বেদনাকে বুঝায় যার কোন নৈতিক মূল্য নেই। অদুক্খ-ম-অসুখ পুরোপুরি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। উপেক্ষা যখন কামাবচর শোভন চিত্তে সুপ্ত থাকে তখন তার অর্থ এরূপ একটি বুঝায়—সাধারণ আবেগহীনতা (কিন্তু ইহা stolid জাতীয় নয় কারণ সেখানে অজ্ঞানতা নেই), সাধারণ উপেক্ষা বেদনা ঔৎসুক্যহীনতা, পক্ষপাতিত্বহীন বেদনা, (stoic) উদাসীনতা এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা।

ধ্যান চিত্তের উপেক্ষা হল—সমাধি বা ধ্যানজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা

বা মধ্যস্থতা। ইহা নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয়প্রকার (প্রথম পরিচ্ছেদে ৪২নং ব্যাখ্যা দেখুন।

আবও বিস্তৃতার্থে বেদনা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যথা :—

১) সুখ (কায়িক সুখ) ২) সৌমনস্য (মানসিক সুখ) ৩) দুঃখ (কায়িক দুঃখ) ৪) দৌর্মনস্য (মানসিক দুঃখ) ৫) উপেক্ষা (নিরপেক্ষতা, মধ্যস্থতা, নিবপেক্ষ বেদনা)।

পরিণাম দৃষ্টিতে সকল প্রকার বেদনাই মানসিক কারণ বেদনা একটি চৈতসিক। তবে সুখ এবং দুঃখ অনুসারে বেদনাকে ভাগ করা হয়েছে।

৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি চিত্ত সুখ এবং দুঃখের সঙ্গে সম্প্রযুক্ত। তারমধ্যে একটি সুখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে এবং অপরটি দুঃখ-সহগত কায় বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই দুইটি (পূর্বজন্মকৃত) কুশল এবং অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ বিপাকচিত্ত।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—মৃদুস্পর্শ সুখ সঞ্চার করে এবং অপর পক্ষে সূঁচবিদ্ধ হলে দুঃখ অনুভূত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির উক্ত দুই প্রকার চিত্তের (উৎপত্তিব) অনুভূতি হয়।

এখন নূতন প্রশ্ন হতে পারে—কেবলমাত্র সুখ এবং দুঃখ কায়বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত কেন? অন্য ইন্দ্রিয় সংস্পর্শগুলি কায়বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত নয় কেন?

মিষ্টার আউঙ্গ তাঁর অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তার যথার্থ উত্তর প্রদান কবেছেন :—

(কায়)স্পর্শেন্দ্রিয়ই কেবল প্রকৃত সুখ এবং দুঃখ সহগত; অন্য চার ইন্দ্রিয় স্পর্শ উপেক্ষা সহগত। এই একক বৈশিষ্ট স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়েছে কারণ অন্যান্য (চার) ইন্দ্রিয় এবং তাদের বিষয়ের সঙ্গে প্রসাদরূপের যে সংঘর্ষণ হয় তা উভয়ের নিতান্ত দেহের দ্বিতীয় পর্যায়ের গুণ (অর্থাৎ তা সংঘর্ষণাকারে উৎপন্ন হয় না) তাই তা কায়িক সুখ অথবা দুঃখ উৎপাদন করার মত শক্তিসম্পন্ন নয়। কিন্তু (কায়) স্পর্শের ক্ষেত্রে এক বা অন্য বা তিন মহাভূতের সঙ্গে (যথা—

স্থান বা পৃথিবী ধাতু, উষ্ণতা-শীতলতা বা তেজো ধাতু, চাপবেগ বা বায়ুধাতু) যে স্পর্শ হয় তা অনুভববারীর দেহে সেই মহাভূতের প্রতিক্রিয়া সাধনের পক্ষে শক্তিসম্পন্ন। নেহাইএর উপব কার্পাস স্থাপন করলে যেমন নেহাই এব কোন প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু হাতুড়ি দ্বারা নেহাই এর উপরিস্থ কার্পাস আঘাত করলে তাতে কার্পাস নেহাই এর উপর বাধা সৃষ্টি করে (compendium of philosophy p. 14.)

স্পর্শের ক্ষেত্রে সংঘর্ষ অতি প্রবল। মহাভূতত্রয়ের যথা পঠবি (বিস্তৃতি), তেজো (উষ্ণতা-শীতলতা) এবং বায়ো (বায়ু) (আপো বা সংসক্তিকে স্পৃশ্য নয় বলে বাদ দিযে) প্রভৃতির সংঘর্ষ দেহে প্রবলাকারে এবং প্রত্যক্ষরূপে হযে থাকে। ফলে হয়ত সুখ নয়ত দুঃখ অনুভূত হয়। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ গ্রহণ কালে নামমাত্র সংঘর্ষ হয়। তার ফলে যে অনুভূতি হয় তা সুখও নয়, দুঃখও নয়।

যদিও এসকল ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ সুখ, দুঃখ বা উপেক্ষা বেদনা কিন্তু জবন চিত্ত বীথি তৎকরণযুক্ত হলেও তদ্বারা অনুরূপ অনুভূতি উৎপন্ন হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ পাযে পাথর খণ্ডের আঘাত বশতঃ বুদ্ধের দুঃখসহগত কায়বিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে কিন্তু তাঁর চিত্ত-বীথিতে আঘাতের কারণে তাঁব জবন চিত্ত কৃত্য যে প্রতিঘসম্প্রযুক্ত হবে তার কোন কাবণ নেই। দুঃখদ্বাবা অভিভূত না হয়ে তিনি তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা সহগত ছিলেন। তাঁর চিত্ত স্রোতে উপেক্ষা অনুভূতি অন্তর্নিহিত ছিল। অনুরূপভাবে একজন শ্রদ্ধাশীল বিজ্ঞ বৌদ্ধের বুদ্ধ দর্শনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উপেক্ষা সহগত চক্ষু বিজ্ঞান উৎপন্ন হবে কিন্তু তাঁর জবন চিত্ত হবে কুশল সংযুক্ত। তাঁব অন্তর্নিহিত অনুভূতি হবে সৌমনস্য সহগত (প্রসন্নতা, সৌমনতা সংযুক্ত)।

এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

সৌমনস্য (সুমনতা) এবং দৌর্মনস্য (দুর্মনতা) সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার।

এই পাঁচ প্রকার বেদনাকে তিন প্রকার বেদনায়, তিন প্রকার

বেদনাকে দুই প্রকার বেদনায় এবং দুই প্রকার বেদনাকে এক প্রকার বেদনায় পর্যবসিত করা যায় ঃ—

১. সুখ+সোমনস্‌স ; উপেক্‌খা ; দুক্‌খ+দোমনস্‌স

২. সুখ ; উপেক্‌খা ; দুক্‌খ

৩. সুখ দুক্‌খ

৪. দুক্‌খ

(উপেক্ষা দুঃখের অন্তর্ভুক্ত এবং সুখ শেষপর্যন্ত দুঃখের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে)।

(৪) সুখ—কায়িক সুখকে মানসিক সুখ (সোমনস্‌স) থেকে পৃথকরূপে জানতে হবে। সেরূপ দুঃখকে (কায়িক দুঃখকে) মানসিক দুঃখ (দোমনস্‌স) থেকে পৃথকরূপে জানতে হবে। একটি মাত্র চিত্ত সুখ-সহগত। সেরূপ একটিমাত্র চিত্ত দুঃখ-সহগত। উভয়ই কুশল (সু) বা অকুশল (কু) কর্মের ফল।

বুদ্ধ যখন দেবদত্ত থের দ্বারা আহত হলেন তখন তিনি দুঃখ-সহগত কায়বিজ্ঞান অনুভব করেছিলেন। ইহা তাঁর পূর্বজন্মকৃত অকুশল কর্মেব ফল। যখন আমরা কোন কোমল আসনে উপবেশন করি তখন আমরা সুখ-সহগত কায়বিজ্ঞান অনুভব করি। ইহা পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্মের ফল। সকল প্রকাব কায়িক দুঃখ এবং সুখ পূর্বজন্মবৃত কর্মের অনিবার্য ফল।

(৫) পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন যে সুখ-সহগত চিত্ত অন্য সকল প্রকাব চিত্তকে অতিক্রম করে। একারণে ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখের চেয়ে সুখক্ষণ অধিক অনুভূত হয়। এই উক্তি 'জীবন দুঃখময়' এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছেনা। এখানে দুঃখকে দুঃখবেদনা রূপে ব্যবহার করা হয়নি তবে পীড়ন (পীল্লন) অর্থে ব্যবহার কবা হয়েছে। ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রের দুঃখ বর্ণনা পাঠ করলে এবিষয়ে পরিষ্কার ধাবণা হবে।

(৬) যথা চাব প্রকার কুশল ধ্যান, চার প্রকার বিপাক ধ্যান, চাব প্রকার ক্রিয়াধ্যান এবং বত্রিশ লোকোত্তব ধ্যান

(৪+৪+৪+৩২=৪৪)।

(৭) দুই প্রকার প্রতিঘ-সম্প্রযুক্ত চিত্তে সৌমনস্য বিদ্যমান। যখন আমরা রাগান্বিত হই তখন দৌর্মনস্য অনুভব করি।

যেখানে প্রতিঘ সেখানেই কি দৌর্মনস্য বিদ্যমান? হাঁ, তা স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে থাকে (এ সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদের ১০ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(৮) যথা ৬ অকুশল, ১৪ অহেতুক, ১২ শোভন, ৩ রূপধ্যান, ১২ অরূপধ্যান, ৮ লোকোত্তর =৫৫.

২. হেতুসঙ্গহো

৪. হেতুসঙ্গহে হেতূ নাম লোভো দোসো মোহো
অলোভো অদোসো অমোহো চা'তি ছব্বিধা ভবন্তি।
তত্থ পঞ্চদ্বারাবজ্জনদ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণ-
সম্পটিচ্ছন-সন্তীরণ-বোত্থপন-
হসন-বসেন অট্ঠারস অহেতুকচিত্তানি নাম।
সেসানি সব্বানি'পি একসত্ততি চিত্তানি সহেতুকান' এব।
তত্থ'পি দ্বে মোমূহচিত্তানি একহেতুকানি।
সেসানি দস অকুসলচিত্তানি চ'এব ঞাণবিপ্পযুত্তানি
দ্বাদস কামাবচরসোভনানি চা'তি
দ্বাবীসতি দ্বিহেতুকচিত্তানি।
দ্বাদশ ঞাণসম্পযুত্ত-কামাবচর-
সোভনানি চ'এব পঞ্চবিংস মহগ্গত-
লোকুত্তরচিত্তানি চে'তি সত্ত চত্তালীস
তিহেতুকচিত্তানি।

৫. লোভো দোসো চ মোহো চ হেতু অকুসলা তযো।
অলোভাদোসামোহো চ কুসলাব্যাকতা তথা
অহেতুকট্ঠাবস' একহেতুকা দ্বে দ্বুবীসতি
দ্বিহেতুকা মতা সত্তচত্তালীস তিহেতুকা।

২. চিত্তের হেতু সংগ্রহ

৪. চিত্তের হেতু সংগ্রহে (৯) হেতু ছয় প্রকার যথা লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ (দান), অদ্বেষ (মৈত্রী), অমোহ (প্রজ্ঞা)।

তন্মধ্যে আঠার প্রকার চিত্ত অহেতুক (১০) যথা পঞ্চদ্বারাবর্তন, দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছন, সন্তীরণ, ব্যবস্থাপন এবং হসিতোৎপাদ।

অবশিষ্ট একাত্তর (১১) প্রকার চিত্ত অহেতুক। তাদের মধ্যে দুই প্রকার মোহ-মূলক চিত্ত (১২) একহেতুক। অবশিষ্ট দশ প্রকার অকুশল (১৩) এবং বার প্রকার (১৪) জ্ঞানবিপ্রযুক্ত শোভন কামাবচর চিত্ত সর্বমোট বাইশ চিত্ত দ্বিহেতুক।

বার প্রকার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিত্ত (১৫) এবং পঁয়ত্রিশ প্রকার মহদ্গত এবং লোকোত্তব চিত্ত সর্বমোট সাতচল্লিশ চিত্ত ত্রিহেতুক।

৫. লোভ, দ্বেষ, মোহ—এই তিনটি অকুশল হেতু। অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ—এই তিনটি কুশল এবং অব্যাকৃত (১৬)।

ইহা হৃদয়ঙ্গম কবতে হবে যে আঠাব প্রকার চিত্ত অহেতুক। হেতু দুই চিত্ত এক হেতুক, বাইশ চিত্ত দ্বিহেতুক এবং সাতচল্লিশ চিত্ত ত্রিহেতুক।

ব্যাখ্যা—

৯. প্রথম পরিচ্ছেদে ৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন। হেতু সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে হলে 'ধম্মসঙ্গণি'র হেতুগোচ্ছকং Section 1053-1083 ; Buddhist Psychology PP. 274—287 দেখুন।

অথসালিনী অনুসাবে হেতু চার প্রকার ঃ—

ক. হেতু—হেতু, মূল হেতু বা মূল প্রত্যয়। তিন কুশল হেতু, তিন অকুশল হেতু এবং তিন অব্যাকৃত (অব্যক্ত) হেতু বিদ্যমান। এখানে হেতুকে মূল রূপে ধরা হয়েছে।

খ. প্রত্যয়-হেতু, কারণ রূপ প্রত্যয় বা সাহায্যকারী কারণ।

'হে ভিক্ষুগণ! চার মহাভূতই রূপস্কন্ধের উৎপত্তির হেতু এবং প্রত্যয়'। এখানে হেতু অর্থে প্রত্যয়হেতু বুঝায়।

হেতু এবং প্রত্যয়ে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি মূলকে নির্দেশ করে এবং পরেরটি সাহায্যকারী ধর্ম (উপকারক ধম্ম) কে

নির্দেশ করে। হেতুকে বৃক্ষমূলের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং প্রত্যয় হল বৃক্ষের সার, জল, মাটি ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী উপাদান।

এ পার্থক্য বিশেষরূপে জানতে হবে।

ইহাও লক্ষ্য করতে হবে যে কোন কোন সময় হেতু এবং প্রত্যয়কে একার্থ বোধক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. উত্তম-হেতু, মুখ্য কারণ বা প্রত্যয়।

কোন বাঞ্ছনীয় বিষয় কুশল ফল উৎপাদনে উত্তম কারণরূপে কাজ করে এবং অবাঞ্ছনীয় বিষয় অকুশল ফল উৎপাদনে কাজ করে।

এখানে উত্তম-হেতু অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. সাধারণ হেতু, সাধারণ কারণ বা প্রত্যয়।

অবিদ্যা সংস্কারের (স্বেচ্ছাকৃত কর্মের) হেতু এবং প্রত্যয়।

এখানে হেতুকে সাধারণ কারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মাটি এবং জল, মিষ্টিত্ব ও কটুত্ব উভয় গুণ ধারণ করে সেরূপ অবিদ্যা স্বেচ্ছাকৃত কর্মের সাধারণ হেতু।

যদিও পালি সাহিত্যে হেতু বিভিন্ন অথ ধাবণ করে তবে এ বিশেষ ক্ষেত্রে (হেতু) নির্দিষ্ট 'মূল' অর্থবাহক।

১০. সবল অহেতুক চিত্ত সকল প্রকার হেতুবিহীন। সুতরাং তারা কুশলও নয অকুশলও নয় বরঞ্চ অব্যাকৃত (কুশল—অকুশল হিসাবে অব্যক্ত)।

তাদের সাত চিত্ত (পূর্বজন্মকৃত) অকুশলের বিপাক (ফল), আট চিত্ত (পূর্বজন্মকৃত) কুশলের বিপাক এবং অপর তিনটি ক্রিযা চিত্ত মাত্র। (প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬নং ব্যাখ্যা দেখুন।

১১. অর্থাৎ ৮৯—১৮=৭১।

১২. অর্থাৎ বিচিকিৎসা-সম্প্রযুক্তচিত্ত এবং ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত। এই দুই প্রকার চিত্ত একহেতুক অর্থাৎ মোহমূলক। ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত অত্যন্ত দুর্বলহেতু ভবিষ্যৎ জন্ম নির্দ্ধারণে অক্ষম। বিচিকিৎসা এবং ঔদ্ধত্য, এই দুই চিত্তকে বিমুক্তির অন্তরাযরূপে গণ্য

করা হয়। বিচিকিৎসা প্রথম মার্গলাভে এবং ঔদ্ধত্য চতুর্থমার্গ লাভে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

১৩. প্রথম আট প্রকার অকুশল চিত্ত লোভ এবং মোহের সঙ্গে যুক্ত এবং তার পরের দুইটি চিত্ত দ্বেষ এবং মোহের সঙ্গে যুক্ত। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মোহ সর্বপ্রকার অকুশল চিত্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

১৪. বার জ্ঞান বিপ্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিত্ত দ্বিহেতুক অর্থাৎ অলোভ এবং অদ্বেষ সম্প্রযুক্ত। এই দুই হেতু কুশল চিত্তে সংযুক্ত থাকে।

১৫. অবশিষ্ট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর শোভন চিত্ত ত্রিহেতুক অর্থাৎ অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ সংযুক্ত।

অনুরূপভাবে ১৫ রূপাবচর চিত্ত, ১২ অরূপাবচর চিত্ত এবং ৮ লোকোত্তর (১৫+১২+৮=৩৫) সর্বদা ত্রিহেতুক।

রূপলোকে বা অরূপলোকে অকুশল হেতুযুক্ত অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হয় না এমন নয়। এক্ষেত্রে ইহাই জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে উচ্চতর অকুশল হেতু বিদ্যমান থাকতে পারে না।

অন্যান্য কুশল চিত্তের ন্যায় লোকোত্তর চিত্তে যদি তিন কুশল হেতু বিদ্যমান থাকে তবুও তারা পুনর্জন্ম প্রদান শক্তিহীন।

(১৬). অব্যাকত, (অব্যাকৃত) সাধারণত অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিপাক এবং ক্রিয়া উভয়ের প্রতি অব্যাকৃত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। বিপাক নিজেই ফল (বা বিপাক) তাই ফল প্রদানে অসমর্থ। ক্রিয়া কোন ফলই প্রদান করে না। রূপ (জড় পদার্থ) ও অব্যাকৃত কারণ ইহাও কোন কর্মফল প্রদানে অসমর্থ।

অহেতুক—হেতুহীন চিত্ত = ১৮

একহেতুক—এক হেতুযুক্ত চিত্ত = ২

দ্বিহেতুক—দুই হেতুযুক্ত চিত্ত

অকুশল — ১০

কুশল = ১২

ত্রিহেতুক—তিন হেতুযুক্ত চিত্ত

শোভন = ১২

মহদ্গত = ২৭

লোকোত্তর = ৮

সর্বমোট = ৮৯

৩. কিচ্চ সঙ্গহো

১. কিচ্চ-সঙ্গহে কিচ্চানি নাম পটিসন্ধি-
ভবঙ্গাবজ্জন-দস্সন-সবন-ঘায়ন-
সায়ন-ফুসন-সম্পটিচ্ছন — সন্তীরণ-
বোত্থপন-জবন-তদারম্মণ-চুতিবসেন
চুদ্দসবিধানি ভবন্তি।

পটিসন্ধিভবঙ্গাবজ্জনপঞ্চবিঞ্ঞাণট্ঠানাদিবসেন
পন তেসং দসধা ঠানভেদো বেদিতব্বো।

তত্থ দ্বে উপেক্খাসহগত সন্তীরণানি চ' এব অট্ঠ
মহাবিপাকানি চ নব রূপারূপবিপাকানি চ' ইতি
একূনবীসতি চিত্তানি পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতিকিচ্চানি নাম।

আবজ্জনকিচ্চানি পন দ্বে। তথা দস্সন-সবন
ঘায়ন-সায়ন-ফুসন-সম্পটিচ্ছন কিচ্চানি চ।

তীনি সন্তীরণকিচ্চানি।

মনোদ্বারাবজ্জনম্' এব পঞ্চদ্বারে বোত্থপনকিচ্চং সাধেতি।

আবজ্জনদ্বয-বজ্জিতানি কুসলাকুসলক্রিয়াচিত্তানি
পঞ্চপণ্ণাস জবনকিচ্চানি।

অট্ঠমহাবিপাকানি চে’ এব সন্তীরণত্তযংচ’ তি একাদস তদারম্মণ-কিচ্চানি।

তেসু পন দ্বে উপেক্খাসহগতসন্তীরণচিত্তানি পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতি-তদারম্মণ-সন্তীরণ-বসেন পঞ্চ কিচ্চানি নাম।

মহাবিপাকানি অট্ঠ পটিসান্ধ-ভবঙ্গ-চুতি-তদারম্মণ-বসেন চতুকিচ্চানি।

মহগ্গতবিপাকানি নব পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতিবসেন তিকিচ্চানি নাম।

সোমনস্স-সহগতং সন্তীরণ-তদালম্বনবসেন দ্বিকিচ্চং।

তথা বোত্থপনঞ্চ বোত্থপনাবজ্জনবসেন।

সেসা পন সব্বানি’ পি জবন-মনোধাতুত্তিক-পঞ্চ-

বিঞ্ঞাণানি যথাসম্ভবং’ এক কিচ্চানী’তি।

৭. পটিসন্ধাদযো নাম কিচ্চভেদেন চুদ্দস
দসধা ঠানভেদেন চিত্তুপ্পাদা পকাসিতা।
অট্ঠসট্ঠি তথা দ্বে চ নবট্ঠদ্বে যথাক্কমং
একদ্বিতিচতুপঞ্চকিচ্চট্ঠানানি নিদ্দিসে।

৩. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহ

৬. চিত্তের কৃত্য সংগ্রহে (১৭) চিত্তের কৃত্য বা কার্য চৌদ্দ প্রকার যথাঃ—

১. প্রতিসন্ধি (পটিসন্ধি) (১৮),
২. ভবাঙ্গ (ভবঙ্গ) (১৯),
৩. আবর্তন (আবজ্জন) (২০),
৪. দর্শন (দস্সন),
৫. শ্রবণ (সবণ),
৬. ঘ্রাণ (ঘাযন),
৭. আস্বাদন (সাযন),
৮. স্পর্শ (ফুসন) (২১),
৯. সম্প্রতীচ্ছন (সম্পটিচ্ছন)(২২),
১০. সন্তীরণ (সন্তীরণ) (২৩),
১১. ব্যবস্থাপন (বোত্থপন) (২৪),
১২. জবন (জবন) (২৫)
১৩. তদালম্বন (তদারম্মণ) (২৫),
১৪. চ্যুতি (চুতি) (২৭),

চিত্তের চৌদ্দ প্রকার কার্যকে ‘স্থান’ ভেদে ভাগ করলে (২৮) তা দশ প্রকার হয় যথা ১. প্রতিসন্ধি ২. ভবাঙ্গ ৩. আবর্তন ৪. পঞ্চইন্দ্রিয়ই বিজ্ঞান এবং অন্যগুলি।

উনিশ প্রকার চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতিকৃত্য সম্পাদন করে। তা হল :—১. দুই প্রকার উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ চিত্ত (২৯) ২. আট মহাবিপাক চিত্ত (৩০) এবং ৩. নয় রূপ এবং অরূপ বিপাক চিত্ত (৩১)। (২+৮+৯=১৯)।

দুই চিত্ত আবর্তন কৃত্য সম্পাদন করে (৩২)।

সেরূপ দুই চিত্ত (৩৩) দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন ও সম্প্রতীচ্ছন কৃত্য সম্পাদন করে (৩৪)।

তিন চিত্ত সন্তীরণ কৃত্য সম্পাদন করে (৩৫)। মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত একাই পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে (চিত্ত-বীথিতে) ব্যবস্থাপন কৃত্য (অর্থাৎ পঞ্চ-দ্বারিক আলম্বন জবনস্থানে কিরূপে ব্যবহার হবে তার ব্যবস্থা করে, (৩৬) সম্পাদন করে।

দুই আবর্তন চিত্তবর্জিত (৩৭) পঞ্চান্ন প্রকার (৩৮) অকুশল, কুশল ফল এবং ক্রিয়া চিত্ত জবনকৃত্য সম্পাদন করে।

আট মহাবিপাক চিত্ত এবং তিন সন্তীরণ চিত্ত অর্থাৎ ১১ চিত্ত (৩৯) তদালম্বন কৃত্য সম্পাদন করে।

তিন সন্তীরণ চিত্তের মধ্যে দুই উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত পাঁচ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি, তদালম্বন এবং সন্তীরণ।

আট মহাবিপাক চিত্ত চার কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি এবং তদালম্বন।

নয় প্রকার মহদ্গত বিপাক চিত্ত তিন কৃত্য সম্পাদন করতে পারে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, এবং চ্যুতি (৪০)।

সৌমনস্য সহগত সন্তীরণ চিত্ত সন্তীরণ ও তদালম্বন এই দুই কৃত্য সম্পাদন করে।

সেরূপ ব্যবস্থাপন চিত্ত (৪১) দুই কৃত্য সম্পাদন করে যথা ব্যবস্থাপন এবং আবর্তন।

অবশিষ্ট চিত্তগুলি—জবন, তিন মনোধাতু (৪২) এবং দ্বিপঞ্চ-

বিজ্ঞান মাত্র এক একটি কৃত্য প্রত্যেকে উৎপত্তি কালে সম্পাদন করতে পারে।

৭. কৃত্য সংখ্যা চৌদ্দ—প্রতিসন্ধি ইত্যাদি ভেদে এবং স্থানভেদে কৃত্যসংখ্যা দশ প্রকার হয়।

ইহা বর্ণিত হয়েছে—৬৮ চিত্ত এককৃত্য, দুই চিত্ত দুই কৃত্য, নয় চিত্ত তিন কৃত্য, আট চিত্ত চার কৃত্য এবং দুই চিত্ত পাঁচ কৃত্য সম্পাদন করে।

ব্যাখ্যা:—

(১৭) কৃত্য: প্রথম পরিচ্ছেদে জাতি (প্রকৃতি) এবং ভূমি ভেদে চিত্তের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে ৮৯ প্রকার চিত্তের বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক চিত্ত এক নির্দিষ্ট কৃত্য সম্পাদন করে। কোন কোন চিত্ত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন যোগ্যতানুসারে নানা প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে। সকল চিত্ত সর্বমোট চৌদ্দ প্রকার কৃত্য বা কর্ম সম্পাদন করে।

(১৮) পটিসন্ধি (প্রতিসন্ধি) সাধারণ অর্থে পুনর্জন্মকে বুঝায়।

মাতৃগর্ভে উৎপত্তিক্ষণে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় (বা অনুভূত হয়) তাকে প্রতিসন্ধি চিত্ত বলা হয়। ইহাকে এ নামে অভিহিত করার কারণ—ইহা অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সংযোগ করে।

এই প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানও বলা হয়। এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান মৃত্যুক্ষণে প্রবল চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং (মনঃপথে উদিত) সেই চিন্তাকে বর্তমান জন্মের জীবন স্রোত (বা জীবন প্রাপ্তির) উৎসরূপে অভিহিত করা হয়। এক জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একটি প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ভবাঙ্গ নিহিত মনোবৃত্তি এক জীবন প্রবর্তন কালে অসংখ্যবার উৎপন্ন হয় এবং শেষ মৃত্যুক্ষণে মাত্র একবার চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। চ্যুতি চিত্ত এবং প্রতিসন্ধি চিত্ত অভিন্ন।

১৯. ভবাঙ্গ : ভব+অঙ্গ=জীবনের অঙ্গ বা অনিবার্য কারণ বা জীবনের প্রত্যয় ('Condition of existence)।

এক নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তি মাত্র একটি চিত্তক্ষণ অনুভব করে (বা তার নিকট উৎপন্ন হয়)। দুই চিত্তক্ষণ সহ-অবস্থান করেনা।

প্রতিটি চিত্তক্ষণ কোন প্রকার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত (বা জড়িত) থাকে। কায়িক বা মানসিক কোন বিষয় (বা আলম্বনেব) অনুপস্থিতিতে চিত্ত (মন) উৎপন্ন হতে পারে না।

যখন কোন ব্যক্তি গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রামগ্ন থাকে তখন যে চিত্ত অনুভূত হয় তা সক্রিয় নয় বরঞ্চ নিষ্ক্রিয়। এই চিত্তক্ষণ মাতৃগর্ভে প্রবেশ এবং মৃত্যুক্ষণেব চিত্তের অনুরূপ অনুভূতি। এই প্রকার চিত্তকে অভিধর্মে ভবাঙ্গ বলে। অন্যান্য চিত্তের ন্যায় ইহারও তিনটি পর্যায আছে যথা উৎপত্তি (উপ্পাদ), স্থিতি (ঠিতি) এবং ভঙ্গ (ভঙ্গ)। উৎপত্তি এবং প্রতিক্ষণে বিনাশ (ভঙ্গ) রূপে ইহা একটি স্রোতের মত প্রবাহিত হয় এবং কোন সময দুই ক্রম-মুহূর্তে বা ক্ষণে এক প্রকার থাকে না।

যখন কোন বিষয় বা আলম্বন (চিত্ত) স্রোতে প্রবেশ করে তখন ভবাঙ্গ চিত্ত আবর্তিত বা আন্দোলিত হয় এবং অনুভূত বিষয় অনুযায়ী অন্য প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। এরূপে ভবাঙ্গ চিত্তস্রোতের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা অবস্থায় নয় বরঞ্চ আমাদের জাগ্রত অবস্থায়ও অন্যান্য চিত্তের চেয়ে অধিকরূপে আমরা অনুভব করি। সুতরাং ভবাঙ্গ আমাদের জীবনেব এক অনিবার্য অঙ্গ বা কারণ।

মিসেস রাইস ডেবিড্স এবং আউঙ্গসান ভবাঙ্গকে Leibniz (লাইবনিজ) এর 'স্বপ্নহীন নিদ্রায় চিত্তের চেতনাহীন একপ্রকার রহস্যময় অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করেছেন'।

এ অভিমতের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভবাঙ্গও এক প্রকাব চিত্ত এবং রহস্যময় অনুভূতি বলতে এখানে কিছু নেই।

কেহ কেহ ভবাঙ্গকে অবচেতন মনের অভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

দর্শনের অভিধান অনুসারে অবচেতন মনেব অর্থ হল—'চেতন মনের নিচুস্তরে অবস্থিত এক মনঃকক্ষ' ইহাই মনস্তাত্বিক এবং দার্শনিকগণের ব্যাখ্যা। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতানুসারে চেতন মন এবং অবচেতন মন একত্রে সহ-অবস্থান করে। অভিধর্ম অনুসারে কোন দুই মন সহ-অবস্থান করে না। ভবাঙ্গও মনের অনুস্তর নয়।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহেব অনুবাদ গ্রন্থে মিষ্টার আউঙ্গসান ইহার আবও ব্যাখ্যা করেছেন তা এরূপ: 'ভবাঙ্গ অবচেতন মনের ক্রিয়াকে (বা মুহূর্তকে) বুঝায়। এ কারণে চেতন মনের প্রবেশস্থলেব নিম্নস্থিত অবস্থাই অবচেতন মন যদ্বারা আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব অনুভব করি।' এই ব্যাখ্যা F. W. Mayr' এর অব্যক্তচৈতন্য (Subliminal Consciousness)[১] শব্দের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে।

দর্শনের অভিধানের ব্যাখ্যা অনুসারে subliminal [sub, under (নিচে)+limin, the threshold (প্রবেশ পথ)] অর্থাৎ মানসিক অচৈতন্য অনুভূতি যা চেতন মনের প্রবেশ পথের নিচে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে ভবাঙ্গ অব্যক্ত চৈতন্যের অনুরূপও নয়।

একারণে ইহা অনুমিত হয় যে পাশ্চাত্য দর্শনে ভবাঙ্গের কোন স্থান নেই।

ইহাকে ভবাঙ্গ (ভবের বা অস্তিত্বের অঙ্গ) বলা হয একারণে যে ইহা ক্রমাগত ব্যক্তি স্থিতির বা অস্তিত্বের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা কারণ।

যখন মন বাহিরের কোন বিষয় গ্রহণ করে না তখন ব্যক্তি ভবাঙ্গ চিত্তের (অস্তিত্ব) অনুভব করে। চিত্তবীথি উৎপত্তির পরক্ষণেও ভবাঙ্গ চিত্ত[২] উৎপন্ন হয়। তখন তাকে বীথিমুক্ত (চিত্ত) বলা হয। কোন

১. পৃ: ২৬৬.

২. সুষুপ্তি: উপনিষদে উক্ত গভীর নিদ্রা। এ অবস্থায় মন এবং ইন্দ্রিয নিষ্ক্রিয় থাকে। রাধাকৃষ্ণন Indian Philosophy পৃ ২৫৮.

কোন সময় ইহা দুই চিত্তবীথির মাঝখানে ভবাঙ্গ রূপে কাজ করে (অর্থাৎ তখন ভবাঙ্গ বিরাজ করে)।

Life Continuum[৩] ভবাঙ্গ শব্দের নিকটতম ইংরেজী শব্দরূপে ব্যবহার করা যায়।

বিভাবনী টীকা অনুসারে ভবাঙ্গ নিম্ন যুগলের মধ্যিখানে উৎপন্ন হয়ঃ—

১ প্রতিসন্ধি এবং আর্বজন (আবর্তন) ২. জবন এবং আবর্তন। ৩. তদালম্বন এবং আবর্তন ৪. ব্যবস্থাপন এবং আবর্তন, কখনও কখনও ৫. জবন এবং চ্যুতি এবং ৬ তদালম্বন এবং চ্যুতি।

২০. আবজ্জন (আবর্তন), উন্মুক্ত হওয়া বা কিছুর প্রতি আবর্তন যখন কোন বিষয় ভবাঙ্গ চিত্তস্রোতে প্রবেশ করে তখন যে চিত্তক্ষণ পরক্ষণে প্রবাহিত হয় তাকে ভবাঙ্গ-চলন বলা হয়। তার পরক্ষণে অপর চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং তাকে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ বলা হয়। ভবাঙ্গ স্রোতের দ্রুতগতি হতে কোন বহির্বিষয় তৎক্ষণাৎ চিত্তবীথি উৎপন্ন করতে পারে না। মূল ভবাঙ্গ চিত্তবীথির ধ্বংস হয়। তখন ভবাঙ্গ স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়। ভবাঙ্গের প্রকৃত অবস্থান্তরের পূর্বে ইহা এক চিত্তক্ষণের জন্য আবর্তিত হয়। যখন ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ হয় তখন চিত্তকে বিষয়ের প্রতি প্রধাবিত করে এক চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। যদি তা কায়িক বিষয় হয় তবে সেই চিত্তক্ষণকে পঞ্চদ্বারাবজ্জন (পঞ্চদ্বারাবর্তন) বলা হয়। যদি তা মানসিক বিষয় হয় তবে সে চিত্তক্ষণকে মনোদ্বারাবজ্জন (মনোদ্বারাবর্তন) বলা হয়।

---

৩ রাধাকৃষ্ণন বলেন: ভবাঙ্গ হল অবচেতন মনের অস্তিত্ব বা প্রকৃতপক্ষে ইহা মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা বা অস্তিত্ব। ভবাঙ্গকে যখন ব্যক্তিগতরূপে দেখা যায় তখন ইহা অবচেতন মনের অস্তিত্ব বুঝায় এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহাকে নির্বাণ অর্থে বুঝায়। Indian Philosophy পৃঃ ৪০৮ • ইহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ মতবাদ নয়। ভবাঙ্গ জাগ্রত চিত্তেও চিত্তবীথির পরক্ষণে উৎপন্ন হয়। ভবাঙ্গকে কোন সময় নির্বাণরূপে অভিহিত করা হয় নি।

আবর্তনক্ষণের পর ইন্দ্রিয়দ্বার চিত্তবীথিতে পঞ্চ (ইন্দ্রিয) বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(প্রথম পরিচ্ছেদের ২৭ নং ব্যাখ্যা দেখুন)

ভবাঙ্গ এবং পঞ্চবিজ্ঞান এবং ভবাঙ্গ এবং জবনের মাঝখানে আবর্তন উৎপন্ন হয়।

২১. পঞ্চবিজ্ঞান: পঞ্চবিজ্ঞান পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন চিত্তের মাঝখানে উৎপন্ন হয। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শনকে যুক্তভাবে পঞ্চবিজ্ঞান বলা হয়।

২২. সম্পটিচ্ছন: সম্প্রতীচ্ছন: পঞ্চবিজ্ঞান এবং সন্তীরণ চিত্তের মাঝখানে সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

২৩ সন্তীরণ: সম্প্রতীচ্ছন এবং ব্যবস্থাপন চিত্তের মাঝখানে সন্তীরণ চিত্ত উৎপন্ন হয।

২৪. বোথপন: ব্যবস্থাপন=বি+অব+√ঠা, দাঁড়ান, স্থাপন কবা, সম্পূর্ণরূপে স্থির বা স্থাপন করা।

এইক্ষণে বিষযের প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত করা হয়। ইহাই কুশল বা অকুশল উৎপত্তির তোরণ মার্গ। বিচার ন্যায় হোক আয় অন্যায হোক তা এ স্তরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেভাবেই চিত্তবীথি কুশল ও অকুশল রূপ গ্রহণ করে।

ব্যবস্থাপন চিত্ত বলতে কোন বিশেষ শ্রেণীর চিত্তের বিদ্যমানতা নেই। মনোদ্বারাবর্তন (মনোদ্বারাবজ্জন) চিত্তই ব্যবস্থাপন কৃত্য সম্পাদন করে।

সন্তীরণ এবং জবন এবং সন্তীরণ এবং ভবাঙ্গ চিত্তের মাঝখানে ব্যবস্থাপন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

২৫. জবন: জি-ধাতু নিষ্পন্ন, দ্রুতবেগে চলন।

এইটি আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয যার অর্থ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ জবন 'দ্রুত' অর্থে ব্যবহৃত হয়। জবনহংস দ্রুতগামী

হাঁসকে বুঝায় ; জবনপঞ্ঞা বা জবনপ্রজ্ঞা বলতে দ্রুত জ্ঞান লাভকে বুঝায়। অভিধর্মে ইহা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক্ষেত্রে জবন অর্থে বেগবান গতিকে বুঝায়। ইহাকে এরূপ বলার কারণ হল—চিত্তবীথি প্রচলন কালে ইহা একই বা অভিন্ন বিষয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় সাত বা পাঁচ চিত্তক্ষণ পব পর দ্রুত চলতে থাকে। এ সকল চিত্তক্ষণে যে মানসিক অবস্থা বা স্তর উৎপন্ন হয় তা পরস্পর অনুরূপ কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক শক্তি পরস্পর থেকে ভিন্ন।

যখন চিত্ত কোন স্পষ্ট বিষয় গ্রহণ করে তখন এক চিত্তবীথিতে সাধারণতঃ সাত জবনক্ষণ উৎপন্ন হয়, মৃত্যুকালে অথবা বুদ্ধ কর্তৃক যমক প্রাতিহার্য (ঋদ্ধি) প্রদর্শন কালে পাঁচ (জবন) চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। লোকোত্তর জবন বীথিতে এক ক্ষণেব জন্য মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

এই জবন স্তর নৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই মনস্তাত্ত্বিক স্তরে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পাদন করা হয়। চিত্তে মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ বিষয় (নিমিত্ত) উপস্থিত হলেও ব্যক্তি তার জবন-বীথিকে কুশল বা অকুশল রূপে রূপান্তরিত করতে পাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়— যদি কোন শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন মনে সাধারণতঃ দ্বেষভাব জাগ্রত হয়। একজন বিজ্ঞ এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি অপর পক্ষে তাব প্রতি মৈত্রী পোষণের চিন্তা করতে পারেন। একারণে বুদ্ধ ধর্মপদে একথা ব্যক্ত করেছেন :—

নিজেই অকুশল কর্ম করে,
নিজেই নিজকে কলুষিত কবে,
নিজেই অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকে,
নিজেই নিজকে পরিশুদ্ধ করে।

অবস্থা, চরিত্রগত অভ্যাস বা প্রবণতা, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে, একথা সত্য। তখন ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে। সেই বাহ্যিক

শক্তিকে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য দ্বারা দমিত করে কুশল এবং অকুশল চিন্তা উৎপন্ন করার অবকাশও রয়েছে।

বাহ্যিক বিষয় নিমিত্তরূপে আসতে পারে তবে আমরাই আমাদের কর্মের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী।

সাত জবন চিত্তক্ষণের মধ্যে প্রথম জবন (অন্তর্নিহিত শক্তি অনুসারে) দুর্বলতম, কারণ ইহার মধ্যে পূর্বেকার শক্তি ধারণ ক্ষমতা থাকে না। এই চিত্তক্ষণের কর্মফল ইহ জীবনে ফলপ্রসূ হয়। ইহাকে দৃষ্টধর্ম-বেদনীয়-কর্ম[১] (অর্থাৎ ইহ জীবনে ফলপ্রদ) কর্ম বলা হয়। যদি ইহা ফল প্রদান করতে অক্ষম হয় তবে তা অহোসি কর্মে (ফলহীন কর্মে বা ফল প্রদান শক্তি আগে ছিল এখন নেই, সেই কর্মে) পরিণত হয়। শেষ জবনটি দ্বিতীয় দুর্বলতম জবন কারণ শক্তি ধারণ ক্ষমতা (এর মধ্যে) অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। ইহার ফলদান ক্ষমতা পরবর্তী জীবনে কার্যকরী হয়। ইহা উপপদ্য-বেদনীয়-কর্ম (উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম)। ইহা যদি পরবর্তী জীবনে ফল প্রদান না করে তবে অহোসি বা ফলহীন কর্ম পরিণত হয়। অবশিষ্ট পাঁচ জবন পরিনির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে (জীবনে) ফল দান করতে পারে। ইহা অপর-পর্যায়-বেদনীয় কর্ম (অপরাপরিয় বেদনিয় কম্ম)।

ইহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে কুশল এবং অকুশল জবনগুলি জীবনের সক্রিয় অংশকে নির্দেশ করে (কর্মভব-কম্মভব)। ইহা ভবিষ্যৎ উৎপত্তিকে (জন্মকে) প্রভাবিত করে (উৎপত্তিভব-উপপত্তিভব)। তাছাড়াও ফল[২] এবং ক্রিয়া জবন রয়েছে। কেবলমাত্র বুদ্ধ এবং অর্হৎগণের ক্রিয়া জবনের অভিজ্ঞতা হয় (বা উৎপন্ন হয়)। ক্রিয়া চিত্তের স্ব স্ব চেতনা (জন্ম) উৎপত্তি দায়ক কর্মশক্তিহীন।

---

১. দিট্‌ঠধম্ম বেদনীয় কম্ম।

২. ফল: এখানে ফল বিপাক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। লোকোত্তর জবন বীথিতে মার্গ চিত্ত তৎপর মূহুর্তে ফলচিত্তে রূপান্তরিত হয়।

প্রতিশব্দের অভাবে জবনকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা অতীব কঠিন।

কেহ কেহ জবনের ইংরেজী অনুবাদ 'Apperception' করতে প্রস্তাব দেন।

দর্শনের অভিধানে Apperception এর সংজ্ঞা হল ঃ—

'মন দ্বারা মনের অন্তর্নিহিত অবস্থার অনুবোধ বা প্রতিফলন দর্শন'। Leibniz এই সংজ্ঞা প্রবর্তন করেন এবং বলেছেন— Perception (অনুভূতি) হল ঃ বহির্বিষয়ের অন্তর্মনে প্রতিফলন এবং Apperception (অত্যনুভূতি) হল ঃ চিন্তাদ্বাবা অন্তর্মনের অবস্থার অবগতি। Kant-র মতানুসাবে Apperception এর অর্থ হল ঃ 'ব্যবহারিক আত্মা বা পবিত্রাত্মাব আত্মসচেতনতার একত্ব।'

জবন শব্দের সমালোচনা করতে গিযে মিসেস রাইস্ ডেভিডস্ বলেন ঃ জবন শব্দ নিযে আমি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছি। জবনের পূর্ণ অর্থবহ একটি শব্দের খোঁজে apperception কে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই এবং জবনকে অননুবাদিত রাখলে আমাদের ইংরেজী শব্দ Javelin শব্দের ন্যায় উচ্চাবণ করা সহজ। ইহা স্মরণ রাখা উত্তম যে ইহা একটি মানসিক অবস্থা বা স্নায়বিক বীথির একটি সমান্তবাল ক্ষণ যখন কেন্দ্রিয় বৃত্তি কর্তব্য সাধনে বহির্মুখী হয়। সিংহলের আচার্যগণ ইহাকে বেগবান গতির সঙ্গে সংযুক্ত কবেছেন। পাশ্চাত্ত্য মনস্তাত্ত্বিক-গণের নিকট ইহা ধীশক্তির ঘনিষ্ঠ মিলন এবং বৌদ্ধ মনস্তত্ত্বে ইহা ছন্দ বা ইচ্ছা।

Buddhist Psychology p. 249

Iumpulse (আবেগ) Apperception (অত্যনুভূতি) থেকে আরও নিম্ন প্রকারের ভাবান্তর।

তাই মিসেস রাইস ডেভিডস্ প্রস্তাব কবেন—ইহাকে (ইংরেজীতে) অনুবাদ না করে 'জবন' রাখাই উত্তম।

(see Compendium of Philosophy, pp. 42—55, 249.)

বিভাবনী টীকা অনুসারে 'জবন' নিম্ন যুগলের মধ্যে উৎপন্ন হয় :—

১. ব্যবস্থাপন এবং তদারম্মণ (তদালম্বন) ২. ব্যবস্থাপন এবং ভবাঙ্গ ৩. ব্যবস্থাপন এবং চ্যুতি ৪. মনোদ্বারাবর্তন এবং ভবাঙ্গ ৫. মনোদ্বারাবর্তন এবং চ্যুতি।

২৬. তদালম্বন বা তদারম্মণ : সাধারণ অর্থে—'সেই বিষয়'। জবন বীথির তৎপরক্ষণে জবনের অনুরূপ বিষয় গ্রহণের জন্য দুই চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয় বা একটিও উৎপন্ন হয় না। তাই তাদের তদালম্বন বলা হয়। তদালম্বনের পর আবার চিত্তস্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

তদালম্বন এই দুইয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় :—১. জবন এবং ভবাঙ্গ এবং ২. জবন এবং চ্যুতি।

২৭. চুতি : চ্যুতি—√চু ধাতু নিষ্পন্ন, প্রস্থান করা, মুক্ত হওয়া।

প্রতিসন্ধি যেমন জীবনের প্রথম চিত্তক্ষণ, চ্যুতি তেমন জীবনের শেষ চিত্তক্ষণ। ইহারাই একটি জীবনের আগমন এবং নির্গমন সূচিত করে। চ্যুতি এক জীবনের অবসান কৃত্য সম্পাদন করে। এক জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি এক প্রকার : তারা এক বিষয় গ্রহণ করে এবং তাদের সহগত চৈতসিকও অনুরূপ।

চ্যুতি চিত্তের তৎপরবর্তী ক্ষণে মৃত্যু সংঘটিত হয়। যদিও মৃত্যুর সঙ্গে জড়দেহের ধ্বংস হয় এবং চিত্তস্রোত সাময়িক স্তব্ধ হয়, তৎসত্ত্বেও জীবনস্রোত ধ্বংস হয় না কারণ কর্মফল প্রদায়ক শক্তি (কর্মিক শক্তি) যা জীবনকে সম্মুখের দিকে চালায় তা থেকে যায়। মৃত্যু পরজন্মের সূচনা করে।

১. জবন এবং প্রতিসন্ধি ২. তদালম্বন এবং প্রতিসন্ধি এবং ৩. ভবাঙ্গ এবং প্রতিসন্ধির মাঝখানে চ্যুতি সংঘটিত হয়।

২৮. থান : স্থান, অবতরণ স্থান (ষ্টেশন), বা উপলক্ষ্য। যদিও চিত্ত চৌদ্দ প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে তবুও (কৃত্যের) স্থান ভেদে ইহা দশ প্রকার হয়। পঞ্চবিজ্ঞানকে একত্রে এক ধরা হয় কারণ তাদের কৃত্য সম্পাদন প্রক্রিয়া একই প্রকার।

২৯. একটি অকুশল বিপাক এবং অপরটি কুশল বিপাক, উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ (অকুশল বিপাক) চিত্তে তির্যক্, প্রেত, এবং অসুর ভূমিতে প্রতিসন্ধি হয়। সেই জীবনের ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি এই জীবনের প্রতিসন্ধি চিত্তের অনুরূপ।

যে সকল মানুষ ইন্দ্রিয়গতভাবে অন্ধ, বধির, মুক ইত্যাদি তাদের প্রতিসন্ধি চিত্ত হল—কুশল বিপাক উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত। যদিও তাদেব বিকলাঙ্গতা অকুশল কর্ম্মেব ফল তবুও কুশল কর্ম প্রভাবে তারা মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ কবেছে।

৩০. আট কামাবচর ক়ুশল বিপাক, বিকলাঙ্গ ব্যতীত সকল মানুষের এই আট প্রকাবের যে কোনো এক চিত্ত তাদের প্রতিসন্ধি চিত্ত হয়

এই দশ চিত্ত (১+১+৮=১০) কামলোকের সঙ্গে সংযুক্ত।

৩১. পাঁচ রূপাবচব বিপাক এবং চার অরূপাবচর বিপাক।

লোকোত্তর ফল চিত্তকে এখানে ধবা হয়নি কারণ তারা পূনর্জন্ম প্রদান করে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯ প্রকার চিত্ত তিন প্রকার কৃত্য সম্পাদন করে যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি।

৩২. মনোদ্বারাবর্তন এবং পঞ্চদ্বাবাবর্তন আঠার প্রকার চিত্তের সঙ্গে উল্লেখ করা হযেছে।'—মন যখন কোন মানসিক বিষয়কে গ্রহণ (বা অনুভব) করে তখন তাকে মনোদ্বারাবর্তন বলা হয়। আর মন যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয গ্রহণ করে তখন তাকে পঞ্চদ্বারাবর্তন বলা হয়।

৩৩. দশ প্রকার কুশল এবং অকুশল বিপাক পঞ্চ বিজ্ঞান।

৩৪. অহেতুক চিত্তের সঙ্গে উক্ত দুই প্রকার উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত।

৩৫. উপেক্ষা সহগত দুই সন্তীরণ চিত্ত এবং সুখ সহগত এক সন্তীরণ চিত্ত। প্রথম দুইটি প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি কৃত্য সম্পাদন কবে।

প্রতিসন্ধিক্ষণে সন্তীরণ চিত্ত থাকে (বা উৎপন্ন হয়)—এরূপ ধারণা ঠিক নয়। এক চিত্ত এক ক্ষণে মাত্র এক কৃত্য সম্পাদন করে। এই শ্রেণীর চিত্ত প্রতিসন্ধি চিত্তরূপে অতীত জন্মের সঙ্গে বর্তমান জন্মের সংযোগ স্থাপন করে।

সুখ সহগত সন্তীরণ চিত্ত তদালম্বন রূপে উৎপন্ন হয় যখন চিত্তে উপস্থাপিত বিষয় মনোজ্ঞ হয়।

৩৬. ব্যবস্থাপন চিত্ত বলে কোন বিশেষ চিত্ত নেই। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তই পঞ্চদ্বার চিত্তবীথিতে ব্যবস্থাপন কর্ম সম্পাদন করে।

৩৭. অহেতুক ক্রিয়া চিত্তের দুই চিত্ত যথা মনোদ্বারাবর্তন এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন। এরা বিষযের (আলম্বনের) স্বাদ গ্রহণ করে না তাই জবন কৃত্যও সম্পাদন করে না। কিন্তু হসিতোৎপাদ ক্রিয়া চিত্ত জবন কৃত্য সম্পাদন করে।

৩৮. ১২ অকুশল + (৮ + ৫ + ৪ + ৪) ২১ কুশল + ৪ লোকোত্তর ফল + (১ + ৮ + ৫ + ৪) ১৮ ক্রিয়া চিত্ত = ৫৫।

যে বিপাক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা বিপাক অর্থে না করে ফল অর্থে ব্যবহার করা হযেছে। কাম + রূপ + অরূপ লোকের বিপাক জবন রূপে গণ্য হয় না। লোকোত্তর মার্গ এবং ফল সমূহ যা জবন বীথিতে উৎপন্ন হয় তারা এক ক্ষণের জন্য স্থিত হলেও তাদের জবন রূপে গণ্য করা হয়।

৩৯. এই এগারটি বিপাক চিত্ত। যখন তারা তদালম্বন কৃত্য সম্পাদন করে তখন তাদের সন্তীরণ কৃত্য থাকে না।

সুখ সহগত সন্তীরণ চিত্ত সন্তীরণ এবং তদালম্বন কৃত্যদ্বয় সম্পাদন করে।

৪০. তাদের স্ব স্ব ভূমিতে।

৪১. মনোদ্বারাবর্তন।

৪২. মনোধাতু দুই প্রকারের সম্প্রতীচ্ছন চিত্তে এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তে আরোপিত হয়। দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ব্যতীত অবশিষ্ট শ্রেণীর চিত্তগুলিকে মনোবিজ্ঞান ধাতুরূপে অভিহিত করা হয়।

৪. দ্বার সঙ্গহো

৮. দ্বারসঙ্গহে দ্বারানি নাম—চক্খুদ্বারং সোতদ্বারং ঘাণদ্বারং জিব্হাদ্বারং কাযদ্বারং মনোদ্বারঞ্চে'তি ছব্বিধানি ভবন্তি।

তত্থ চক্খুম্ এব চক্খুদ্বারং, তথা সোতাদযো সোতদ্বারাদীনি। মনোদ্বারং পন ভবঙ্গং'তি পবুচ্চতি। তত্থ পঞ্চদ্বারাবজ্জন-চক্খুবিঞ্ঞাণ-সম্পটিচ্ছন-সন্তীরণ-বোত্থপন-কামাবচরজবন-তদারম্মণবসেন ছচত্তালীস চিত্তানি চক্খুদ্বারে যথারহং উপ্পজ্জন্তি। তথা পঞ্চদ্বারাবজ্জন-সোতবিঞ্ঞাণাদিবসেন সোতদ্বারাদীসু'পি ছচত্তালীস এব ভবন্তি। সব্বথা'পি পঞ্চদ্বারে চতুপঞ্ঞাস চিত্তানি কামাবচরান' এবা'তি বেদিতব্বানি।

মনোদ্বারে পন মনোদ্বারাবজ্জন-পঞ্চপঞ্ঞাসজবন-তদালম্বন-বসেন সত্তসট্ঠিচিত্তানি ভবন্তি।

একূনবীসতি পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতিবসেন দ্বারবিমুত্তানি।

তেসু পন দ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণানি চ' এব মহগ্গত-লোকুত্তর-জবনানি চা' তি ছত্তিংস যথারহং একদ্বারিকচিত্তানি নাম।

মনোধাতুত্তিকং পন পঞ্চদ্বারিকং।

সুখসন্তীরণ-বোত্থপন-কামাবচরজবনানি ছদ্বারিকচিত্তানি।

উপেক্খাসহগত-সন্তীরণ-মহাবিপাকানি ছদ্বারিকানি চ'এব দ্বারবিমুত্তানি চ।

মহগ্গতবিপাকানি দ্বারবিমুত্তানি এবা'তি।

৯. একদ্বারিকচিত্তানি পঞ্চদ্বারিকানি চ
ছদ্বারিক-বিমুত্তানি বিমুত্তানি চ সব্বথা।
ছত্তিংসতি তথা তীণি একতিংস যথাক্কমং
দসধা নবধা চা' তি পঞ্চধা পরিদীপযে।

৪. চিত্তের দ্বার সংগ্রহ

৮. চিত্তের দ্বার সংগ্রহে (৪৩) দ্বার ছয় প্রকার যথা চক্ষুদ্বার, (৪৪), শ্রোত্রদ্বার, ঘ্রাণদ্বার, জিহ্বাদ্বার, কায়দ্বার এবং মনোদ্বার (৪৫)।

তন্মধ্যে চক্ষুই চক্ষুদ্বার এবং অন্যগুলিও তদ্রূপ। মনোদ্বারকে ভবাঙ্গ বলা হয়।

তন্মধ্যে ৪৬ প্রকার চিত্ত (৪৬) চক্ষুদ্বারিক (৪৭)—

(ক)	পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত	— ১
(খ)	চক্ষুবিজ্ঞান	— ২
(গ)	সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত	— ২
(ঘ)	সন্তীরণ চিত্ত	— ৩
(ঙ)	ব্যবস্থাপন চিত্ত	— ১
(চ)	কামাবচরজবন চিত্ত	—২৯
(ছ)	তদালম্বন	— ৮
		৪৬

অনুরূপভাবে শ্রোত্রদ্বারে এবং অন্যান্য দ্বারগুলিতেও ৪৬ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা—১। পঞ্চদ্বারাবর্তন ২। চক্ষুবিজ্ঞান ইত্যাদি।

ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে একই প্রকারে পঞ্চদ্বারে ৫৪ প্রকার কামাবচব চিত্ত উংপন্ন হয (৪৮)। [২ শ্রোত্রবিজ্ঞান +২ ঘ্রাণ-বিজ্ঞান+২ জিহ্বাবিজ্ঞান+২ কায়বিজ্ঞান (অর্থাৎ ৮ বিপাক বিজ্ঞান) এর সঙ্গে চক্ষুবিজ্ঞানেব ৪৬ চিত্ত যোগ করলে ৫৪ চিত্ত হয়। এই ৫৪ চিত্ত পঞ্চদ্বারের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হয়—ইহারা কামাবচর চিত্ত।]

মনোদ্বারিক চিত্তে ৬৭ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয় যথা—১ প্রকার মনোদ্বাবাবর্তন; ৫৫ প্রকার জবন চিত্ত (৪৯) এবং ১১ প্রকার তদালম্বন চিত্ত (৫০)=(১+৫৫+১১=৬৭)।

১৯ প্রকার চিত্ত যথা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি দ্বারবিমুক্ত চিত্ত (৫১)। [এই তিন কৃত্য কর্ম বলে বলীয়ান, দ্বার বলে নহে তাই দ্বারবিমুক্ত]।

ঐ দ্বারপথে উৎপন্ন চিত্তগুলির মধ্যে ৩৬ প্রকার চিত্ত (৫২) যথা ১০ প্রকার দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, ১৮ প্রকার মহদ্গত জবন এবং ৮ প্রকার লোকোত্তর জবন (৫৩) যথোচিত রূপে একদ্বারিক।

তিন মনোধাতু (৫৪) যথা ১ প্রকার পঞ্চদ্বারাবর্তন, ২ সম্প্রতীচ্ছন পঞ্চদ্বারিক।

১ প্রকার সুখসহগত সন্তীরণ চিত্ত (৫৫), ১ প্রকার ব্যবস্থাপন চিত্ত (৫৬) এবং ২৯ প্রকার কামাবচর জবন চিত্ত ছয়দ্বারিক।

২ প্রকার উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিত্ত, ৮ প্রকার মহাবিপাক চিত্ত কখনও ছয দ্বাবিক কখনও দ্বারবিমুক্ত (৫৭)।

মহদ্গত বিপাক চিত্তসমূহ সর্বদা দ্বারবিমুক্ত (৫৮) অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ চ্যুতি কৃত্য সম্পাদন করে।

৯. ৩৬ চিত্ত এক-দ্বারিক, ৩ পঞ্চ-দ্বারিক, ৩১ ছয-দ্বারিক, ১০ ছয়-দ্বারিক বা দ্বাববিমুক্ত, এবং ৯ সর্বদা দ্বার-বিমুক্ত। এরূপে দ্বারভেদে চিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত।

ব্যাখ্যা—

(৪৩) দ্বার : দরজা √দ্বু ধাতু, দুই এবং √অব, যাওয়া প্রবেশ করা অর্থাৎ প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ দুইই বুঝায়, চক্ষু, কর্ণ এবং অন্য ইন্দ্রিয়-গুলি বিষয়ের (আলম্বনেব) প্রবেশ দ্বার রূপে কর্ম সম্পাদন করে।

পঞ্চ-ইন্দ্রিয় এবং মন বিষয প্রবেশের ছয় দ্বার রূপে অভিহিত হয়। (Compendium of Philosophy p. 85. n. 4).

(৪৪) চক্ষুদ্বার বলতে চক্ষুর সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে বুঝায়। অন্যান্য দ্বাব সম্বন্ধেও সেরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

(৪৫) মনোদ্বার : মনোদ্বার—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে যখন কোন আলম্বন মনে প্রবেশ করে তখন এক ক্ষণেব জন্য ভবাঙ্গ আবর্তিত হয় বা আন্দোলিত হয এবং তারপর আবর্তনের উপচ্ছেদ বা ছেদ হয়। তারপর আবর্তন চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। জড বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা পঞ্চ বিজ্ঞানের এক বিজ্ঞান। মানসিক বা মন বিষয়ের ক্ষেত্রে ইহা মনো-দ্বাবাবর্তন চিত্ত। মনোদ্বারাবর্তন চিত্তের পূর্বক্ষণে যে ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ চিত্ত উৎপন্ন হয় তাই মনোদ্বার।

অভিধর্মাবতার অনুসারে—

স'আবজ্জন-ভবঙ্গন্ত মনোদ্বারন্তি বুচ্চন্তি। (আবর্তন সহ ভবাঙ্গই মনোদ্বার)।

(৪৬) অর্থকথায় সংক্ষিপ্ত ৪৬ (চিত্ত) হল:—

(ক) ১; (খ) ২ (অকুসল এবং কুসল বিপাক সম্পটিচ্ছন); (গ) ২ (অকুসল এবং কুসল বিপাক সম্পটিচ্ছন); (ঘ) ৩ (অকুসল বিপাক =১, কুসল বিপাক সন্তীরণ=২); (ঙ) ১; (চ) ২৭ (অকুসল=১২+ কুসল ৮+৩ হেতুক ক্রিয়া হসিতুপ্পাদ=১+সোভন ক্রিয়া=৮); (ছ) ৮ সোভন বিপাক—অন্য তিনটি সন্তীরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১+২+২+৩+১+২৯+৮=৪৬.

জড়বস্তুকে আলম্বন (অবলম্বন) করে চক্ষুদ্বারে ৪৬ প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়। সেরূপ অপর চার ইন্দ্রিয় দ্বারকে কেন্দ্র করে সমান সংখ্যক চিত্ত উৎপন্ন হয়।

(৪৭) যথারহং: যথোচিত বা যথোপযুক্ত রূপে—

"অর্থাৎ যথোচিতভাবে বিষয় মনোজ্ঞ কি অমনোজ্ঞ, মনোযোগ ন্যায় কি অন্যায়.ব্যক্তি লোভমুক্ত কি লোভ পরায়ণ" বিভাবনী টীকা। মিষ্টার আউঙ্গ বলেন "লেডি সেয়াদ বিষয়, ভূমি, ব্যক্তি, মনোযোগ ইত্যাদি দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করেন"।

(৪৮) সকল প্রকার কামাবচর চিত্ত এই পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন হয়।

(৪৯) যথা ১২ অকুশল+১ অহেতুক ক্রিয়া+১৬ শোভন কুশল এবং ক্রিয়া+১০ রূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া+৮ অরূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া+লোকোত্তর মার্গ এবং ফল

(১২+১+১৬+১০+৮+৮=৫৫)।

(৫০) যথা ৩ সন্তীরণ এবং ৮ শোভন বিপাক।

(৫১) দ্বার-বিমুক্ত, দ্বার বিমুক্ত।

বিভাবনী টীকা অনুসারে তাদের এ নামে অভিহিত কবাব কারণ হল—১. তারা চক্ষু ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়দ্বাবেউৎপন্ন হয়না ; ২. ভবাঙ্গ নিজেই মনোদ্বাব এবং ৩. তারা (বর্তমান—জীবনের) কোন বহির্বিষয গ্রহণ না করেই স্থিত থাকে।

প্রথম কারণ চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দ্বিতীয় কাবণ ভবাঙ্গোপচ্ছেদ ক্ষেত্রে এবং তৃতীয কারণ সকল ভবাঙ্গ এবং চ্যুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এক জীবনেব প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি একই প্রকার কারণ তাদেব বিষয এবং সহজাত চৈতসিক অভিন্ন যদিও তাদের কৃত্য ভিন্ন।

মৃত্যুক্ষণে এক চিত্তবীথি ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত কবে (বা ভবিষ্যৎ জীবনের কারণ হয়)। এই চিত্তবীথির আলম্বন (নিমিত্ত) এ প্রকার হতে পারে যথা, ১. যে কোন এক কর্ম যা ইহ জীবনে সম্পাদন করা হয়েছে। ব্যক্তি সে কর্ম পুনর্বার করার ন্যায় স্মরণ করে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ইহা ব্যক্তির সেই চিত্তের পুনরুৎপত্তি যা সে কর্ম সম্পাদন কালে তার নিকট উৎপন্ন (বা অনুভূত) হয়েছিল। অথবা এরূপ হতে পারে। ২. যে কোন নিমিত্ত (কর্ম নিমিত্ত) যা সম্পাদন কালে অত্যন্ত প্রকট ছিল। তা এরূপও হতে পারে। ৩. অর্থাৎ যে স্থানে পুনর্জন্ম হতে বাধ্য সেই স্থানের বিশেষ প্রতিচ্ছবি বা নিমিত্ত (গতি-নিমিত্ত)[১]।

---

১ প্রতিসন্ধি চিত্ত সম্বন্ধে বলতে গিযে মিষ্টার আউঙ্গ তাঁর Compendium এ বলেছেন—এগুলি নিমিত্তরূপে উৎপন্ন হয—তা অতীতে কৃত কোন প্রধান সক্রিয কর্ম অথবা অতীত কর্মের নিমিত্ত (কর্ম নিমিত্ত) অথবা অতীত কর্ম দ্বারা নির্দ্ধারিত কোন স্থানে গতিব (গমনেব) চিহ্ন (গতি নিমিত্ত)।

এখানে গতিনিমিত্ত অর্থে গতি প্রকাশক চিহ্ন বা নিমিত্ত যথা আগুন, মাংস, স্বর্গীয বিমান ইত্যাদি।

এ তিন বিষয়ের যে কোন একটি নিমিত্তকে আলম্বন করে ভবিষ্যৎ জন্মের প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়। সেই বিশেষ জীবনের ভবাঙ্গ এবং চ্যুতির আলম্বন (বিষয়) সেই প্রতিসন্ধির অনুরূপ। সে কারণে পূর্বে বলা হয়েছে যে তারা কোন নব আলম্বন গ্রহণ করে না।

(৫২). তারা তাদের প্রতিরূপ দ্বারে উৎপন্ন হয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি।

(৫৩). সকল ২৬ প্রকার মহদ্গত এবং লোকোত্তর জবন মনোদ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

(৫৪). দুই সম্প্রতীচ্ছন এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন কেবলমাত্র পঞ্চ ইন্দ্রিয়-দ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

পাঠকগণ স্মরণ রাখবেন যে কোন কোন সময় এই তিন প্রকার চিত্তকে মনোধাতুত্রয় বলা হয়।

(৫৫). পঞ্চ কায়দ্বারে সুখ-সহগত সন্তীরণ উৎপন্ন হয় যদি স্থাপিত বিষয় (বা আগত নিমিত্ত) মনোজ্ঞ হয়। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে তদালম্বন রূপে উৎপন্ন হয়।

(৫৬). ইহা মনোদ্বারাবর্তন যা কেবলমাত্র মনোদ্বারাবর্তন এবং ব্যবস্থাপন চিত্তরূপে চিত্ত-বীথিতে কৃত্য সম্পাদন করে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন একটির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।

(৫৭). যখন তারা প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি রূপে কৃত্য সম্পাদন করে তখন তারা দ্বারবিমুক্ত।

(৫৮). নয় রূপাবচর এবং অরূপাবচর বিপাক চিত্ত প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তরূপে তাঁদের স্ব স্ব ভূমিতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তারা দ্বারবিমুক্ত।

(৫৯). সেগুলি হল :—

দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান =১০

রূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া=১০

অরূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া=৮

লোকোত্তর মার্গ এবং ফল=৮

৩৬

৫. আলম্বন সঙ্গহো

১০. আলম্বনসঙ্গহে আলম্বনানি নাম রূপারম্মণং সদ্দারম্মণং গন্ধারম্মণং রসারম্মণং ফোট্‌ঠব্বারম্মণং ধম্মারম্মণং চেতি ছব্বিধানি ভবন্তি।

তত্থ রূপমেব রূপারম্মণং। তথা সদ্দাদযো সদ্দারম্মণাদীনি। ধম্মারম্মণং পন পসাদ, সুখুমরূপ, চিত্ত, চেতসিক, নিব্বাণ, পঞ্‌ঞত্তিবসেন ছদ্ধা সংগয্হন্তি।

তত্থ চক্খুদ্বারিকচিত্তানং সব্বেসম্পি রূপম্ এব আরম্মণং। তঞ্চ পচ্চুপ্পন্নম্' এবং তথা সোতদ্বারিকাচিত্তাদীনম্' পি সদ্দাদীনি। তানি চ পচ্চুপ্পন্নানি য' এব। মনোদ্বারিকচিত্তানং পন ছব্বিধম্'পি পচ্চুপ্পন্নম্' অতীতং অনাগতং কালবিমুত্তঞ্‌ চ যথারহম্' আলম্বনং হোতি।

দ্বারবিমুত্তানঞ্‌ চ পন পটিসন্ধি-ভবঙ্গ-চুতি-সংখাতানং ছব্বিধং পি যথাসম্ভবং যেভুয্যেন ভবন্তরে ছদ্বারগহিতং পচ্চুপ্পন্নম্' অতীতং পঞ্‌ঞত্তিভূতং বা কম্মং কম্মনিমিত্তং গতিনিমিত্ত-সম্মতং আলম্বনং হোতি।

তেসু চক্খুবিঞ্‌ঞাণাদীনি যথাক্কমং রূপাদিএকেকালম্বনান্' এব। মনোধাতুত্তিকং পন রূপাদিপঞ্চালম্বনং। সেসানি কামাবচর

বিপাকানি হসনচিত্তঞ্চে'তি সব্বথা' পি কামাবচরালম্বনান্'এব।

অকুসলানি চ'এব ঞাণবিপ্পযুত্তজবনানি চেতি। লোকুত্তর-বজ্জিতসব্বালম্বনানি। ঞাণসম্পযুত্ত-কামাবচর-কুসলানি চ' এব পঞ্চমজ্ঝানসংখাতমভিঞ্ঞাকুসলঞ্চ চেতি অরহত্তমগ্গফলবজ্জিত-সব্বালম্বনানি। ঞাণসম্পযুত্ত-কামাবচর-ক্রিয়া চে'ব ক্রিয়াভিঞ্ঞাবোত্থপনঞ্চে'তি সব্বথা' পি সব্বালম্বনানি।

আরুপ্পেসু দুতিযচতুত্থানি মহগ্গতালম্বনানি। সেসানি মহগ্গত-চিত্তানি পন সব্বানি' পি পঞ্ঞত্তালম্বনানি। লোকুত্তরচিত্তানি নিব্বানালম্বনানী'তি।

১১. পঞ্চবীস পরিত্তম্হি ছ চিত্তানি মহগ্গতে
একবীসতি বোহারে অট্‌ঠ নিব্বানগোচরে
বীসানুত্তরমুত্তম্হি অগ্গমগ্গফলুজ্ঝিতে
পঞ্চ সব্বত্থ ছচ্চেতি সত্তধা তত্থ সঙ্গহো।

৫. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ

১০. চিত্তের আলম্বন সংগ্রহ (৬০) ছয় প্রকার যথা ১ রূপালম্বন (৬১) ২ শব্দালম্বন (৬২) ৩ গন্ধালম্বন (৬৩) ৪. রসালম্বন (৬৪) ৫. স্পৃশ্যালম্বন (৬৫) এবং ৬. ধর্মালম্বন (৬৬)।

তাতে রূপই (বর্ণ) রূপালম্বন, শব্দই শব্দালম্বন, গন্ধই গন্ধালম্বন, রসই রসালম্বন, পদার্থের কঠিনতা-কোমলতা, উষ্ণতা-শীতলতা, গতি-ভারত্ব ইত্যাদি স্পৃশ্যালম্বন। কিন্তু ধর্মালম্বন ছয় প্রকার ১. প্রসাদ-রূপ (৬৭) ২. সূক্ষ্মরূপ (৬৮) ৩ চিত্ত (৬৯) ৪. চৈতসিক (৭০) ৫. নির্বাণ (৭১) এবং ৬. প্রজ্ঞপ্তি (৭২)।

সকল প্রকার চক্ষুদ্বারিক চিত্তের আলম্বন দৃশ্যমান রূপ (৭৩)। শ্রোত্রদ্বারিক চিত্তের আলম্বন শব্দ, ঘ্রাণদ্বারিক চিত্তের আলম্বন গন্ধ, জিহ্বাদ্বারিক চিত্তের আলম্বন রস (বা স্বাদ) এবং কায়দ্বারিক চিত্তের

আলম্বন স্পৃশ্যবিষয়। তারাও বর্তমান কালের উপস্থিত আলম্বন গ্রহণ করে (৭৪)।

কিন্তু মনোদ্বারিক চিত্তের ছয় প্রকার আলম্বন হল—বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ কালীয় এবং কালবিমুক্ত, (৭৫)।

দ্বারবিমুক্ত চিত্ত (৭৬) অর্থাৎ প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি প্রভৃতির আলম্বন অবস্থানুসারে উক্ত ছয় প্রকার। তারা সাধারণতঃ (৭৭) অব্যবহিত পূর্ববর্তী জীবনের ছয় দ্বার গৃহীত আলম্বন এবং বর্তমান বা অতীতকালীয় কিংবা প্রজ্ঞপ্তি, উহাদের সামগ্রীকভাবে 'কর্ম' বা 'কর্ম নিমিত্ত' বা 'পরজন্মের গতিনিমিত্ত' বলা হয়।

তন্মধ্যে চক্ষুবিজ্ঞান প্রভৃতি যথাক্রমে রূপ ইত্যাদি একটি করে আলম্বন গ্রহণ করে। কিন্তু মনোধাতুত্রয় রূপাদি পাঁচ আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট কামাবচর বিপাক সমূহ এবং হসিতোৎপাদ চিত্ত কাম-লোকের সকল (ছয় প্রকার) আলম্বনই গ্রহণ করে।

বার অকুশল চিত্ত এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত কামাবচর জবনগুলি লোকোত্তর আলম্বন (৭৮) ব্যতীত সকল প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে।

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশলচিত্ত এবং পঞ্চমধ্যানিক অভিজ্ঞা কুশলচিত্ত (৭৯) অর্হত্বমার্গ ও ফল ব্যতীত সকল প্রকার আলম্বন গ্রহণ করে।

জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর ক্রিযাচিত্ত, ক্রিয়া অভিজ্ঞা চিত্ত (৮০) এবং ব্যবস্থাপন চিত্ত (৮১) সকল অবস্থায় সকল প্রকার আলম্বন (৮২) গ্রহণ করে।

(৮৩) অরূপাবচর চিত্তের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপধ্যান চিত্ত মহদ্গত আলম্বন গ্রহণ করে। অবশিষ্ট সকল মহ্দগত চিত্তগুলি প্রজ্ঞপ্তি (৮৪) আলম্বন গ্রহণ করে। লোকোত্তর চিত্তসমূহ নির্বাণকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে।

১১. পঁচিশ প্রকার চিত্ত (৮৫) কামাবচর আলম্বন (৮৬) গ্রহণ করে ; ছয় চিত্ত (৮৭) মহ্দগত আলম্বন গ্রহণ করে ; একুশ প্রকার

চিত্ত (৮৮) প্রজ্ঞপ্তি আলম্বন (৮৯) গ্রহণ করে ; এবং আটপ্রকার চিত্ত নির্বাণালম্বন গ্রহণ করে।

বিশ চিত্ত লোকোত্তর আলম্বন ব্যতীত অন্য আলম্বন গ্রহণ করে। পাঁচ চিত্ত (৯১) অর্হত্বমার্গ এবং ফল ব্যতীত অন্য সকল আলম্বন গ্রহণ করে থাকে।

এ প্রকারে আলম্বন সংগ্রহ সাত প্রকারে বিভক্ত।

ব্যাখ্যা :—

(৬০) আরম্মনং বা আলম্বনং—আরম্মনং আ+ √রম্ ধাতু উৎপন্ন, সংযুক্ত করা, লেগে থাকা, রমিত হওয়া।

আলম্বনং আ+ √লম্ব্ ধাতু দ্বারা সংগঠিত ঝুলে থাকা (জড়িয়ে থাকা)। যার উপর কর্তা ঝুলে থাকে, লেগে থাকে বা রমিত হয়। ইহা বিষয়কে (আলম্বনকে) নির্দেশ করে।

অভিধর্মে আলম্বন বা বিষয় ছয় প্রকার, তা আবার কায়িক ও মানসিক রূপে দুই শ্রেণীর।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় বা আলম্বন আছে।

(৬১) রূপ—√রূপ ধাতু নিষ্পন্ন, পরিবর্তন হওয়া, ধ্বংস হওয়া। ইহার মূলগত অর্থ হল যা উষ্ণতা এবং শীতলতা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয় (সীতুণ্হাদিবসেন বণ্ণবিকারমাপজ্জতী'তি রূপং)।

অভিধর্ম ২৮ প্রকার রূপের কথা বলে ' সে সম্বন্ধে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। এখানে রূপ কেবলমাত্র চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে নির্দেশ করে।

বিভাবনী টীকার ব্যাখ্যা হল : 'বর্ণ বিকারপ্রাপ্ত হয়ে যা প্রতিভাত হয় এবং হৃদয়ে প্রবেশ করার অবস্থা প্রকাশ করে—তাই রূপ।' (বণ্ণবিকারং আপজ্জমানা, রূপায়তি হদযঙ্গতভাবং পকাসেতীতি রূপং)।

রূপ হল বর্ণের আবাস, পরিসর, ক্ষেত্র, গোচর অথবা বর্ণের আয়তন (বণ্ণায়তন)। ইহা বর্ণের আধার।

অভিধর্ম অনুসারে বুঝতে হবে যে রূপের উৎস চার যথা কর্ম(কম্ম), মন (চিত্ত), ঋতু এবং আহার।

(৬২) সদ্দ—শব্দ পৃথিবী ধাতুর (পঠবি ধাতু) সংঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। জড় ধাতু (ভূত রূপ) চার প্রকার যথা:বিস্তৃতি (পঠবি ধাতু), সংসক্তি (আপ ধাতু), উষ্ণতা (তেজ ধাতু) গতি (বায়ু ধাতু)। এই চারটি হল জড় ধাতুর মৌলিক উপাদান। তারা সর্বদা পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এক ধাতু অপর ধাতুর উপর আধিপত্য করে যেমন মাটীতে (পঠবি ধাতু) বিস্তৃতি আধিপত্য করে, জলে সংসক্তি আধিপত্য করে, অগ্নিতে তেজ আধিপত্য করে এবং বায়ুতে গতি বা বেগ আধিপত্য করে।

যখন পৃথিবী ধাতুর সঙ্গে অনুকূল ধাতুর সংঘর্ষণ হয় তখন শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহা মন (চিত্ত) এবং ঋতু উভয় থেকে উৎপন্ন হয়।

শব্দ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত রূপে দুই প্রকার।

(৬৩) গন্ধ (ঘ্রাণ)— √গন্ধ ধাতু নিষ্পন্ন, প্রকাশ বা সূচনা করা (সূচনে)। ইহা চার ধাতু থেকেই উৎপন্ন হয়।

(৬৪) রস (স্বাদ)—চার ধাতু থেকেই রস উৎসারিত হয়। তাদের মধ্যে আস্বাদনযোগ্য যে স্বাদ থাকে তাকেই রস বলা হয়।

(৬৫) ফোট্ঠব্বারম্মণ—স্পৃশ্যালম্বন বা স্প্রষ্টব্যালম্বন : স্পর্শনীয় বা স্পৃশ্য বিষয়। ইহা কেবলমাত্র স্পর্শ নয়। সংসক্তি ব্যতীত অপর তিন ধাতু স্পর্শযোগ্য। সংসক্তি দেহদ্বারা স্পর্শযোগ্য নয়।

যখন এই তিন ধাতু মিশ্রিত স্পর্শযোগ্য বিষয় সংজ্ঞাবহ দেহের (প্রসাদরূপের) উপরিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষণ হয় তখন বিষয়ের মনোজ্ঞতা বা অমনোজ্ঞতা অনুসারে সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে উপেক্ষা বেদনা উৎপন্ন হয়।

(৬৬) ধম্মারম্মণ—ধর্মালম্বন বলতে সকল প্রকার চিত্তগ্রাহ্য বিষয়কে বুঝায়। ধর্ম বলতে মানসিক এবং কায়িক ঘটনা প্রবাহকে বুঝায়।

(৬৭) দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগকে 'প্রসাদ' বলা হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বার সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ একাবিশেষ স্থানে অবস্থিত কিন্তু দেহের সংজ্ঞাবহ উপরিভাগ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়েই পাঁচ প্রসাদরূপ বর্তমান।

(৬৮) সুখুমরূপ—সূক্ষ্মরূপ ঃ

২৮ প্রকার রূপের মধ্যে ১৬ প্রকার রূপকে সুখুম বা সূক্ষ্মরূপ এবং অবশিষ্ট ১২ প্রকার রূপকে ওদারিক বা স্থূল রূপ রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসএবং আপধাতু ব্যতীত পৃথিবী ধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতু নামক স্পৃশ্য (এই সপ্ত বিষয়) এবং পাঁচ প্রসাদরূপ স্থূল রূপ নামে অভিহিত।

১৬ প্রকার রূপ বিষয় পরবর্তী রূপ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে, তারাই সুখুমরূপের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সূক্ষ্ম বলা হয় একারণে যে তারা কারো সঙ্গে ঘর্ষণ সম্পর্কে আসে না।

(৬৯) যথা ৮৯ প্রকার চিত্ত। এ সকল প্রত্যেক চিত্তের অভিন্ন লক্ষণ হল—'জানা বা জ্ঞাত হওয়া' তাই তাদের একত্রে এক বিষয়রূপে ধরা হয়।

(৭০) যথা ৫২ প্রকার চৈতসিক।

(৭১) ইহা লোকোত্তর বিষয় যা ৮ প্রকার লোকোত্তর চিত্ত দ্বারা অনুভূত হয় (জানা যায়)।

(৭২) পঞ্ঞত্তি—প্রজ্ঞপ্তি হল যা নিজকে প্রকাশিত করে। ইহা দুই প্রকার যথা নাম প্রজ্ঞপ্তি এবং অর্থ প্রজ্ঞপ্তি। পূর্বটি নাম বা শব্দ যেমন চেয়ার টেবিল ইত্যাদি এবং পরবর্তীটি দ্বারা বিষয়ের অর্থ প্রকাশ করে।

(৭৩) কাল কি ? প্রকৃতরূপে বলতে গেলে ইহা একটি প্রজ্ঞপ্তি মাত্র যার নিশ্চিত কোন বিদ্যমানতা নেই। অপরপক্ষে জড় পদার্থের পক্ষে যেমন শূন্যতা, চিত্তের পক্ষে সেরূপ কাল।

ব্যবহারিকরূপে আমরা বলে থাকি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ।

অতীতের সংজ্ঞা হল : যা তার নিজের অবস্থা অতিক্রম করেছে অথবা উৎপত্তিক্ষণ স্থিতি এবং বিনাশ বা ভঙ্গ অতিক্রম করেছে বা অতীত হয়েছে (অত্তনো সভাবং উপ্পাদাদিক্খণং বা অতীতা অতিক্কন্তা অতীতা)।

বর্তমান হল : যা এই বা সেই কারণে উৎপত্তিক্ষণের পূর্বে প্রবেশ করে যায়, স্থিত হয় ইত্যাদি (তং তং কারণং পটিচ্চ উপ্পাদাদিক্খণং উদ্ধং পন্না, গতা, পবত্তা=পচ্চুপ্পন্না)।

ভবিষ্যৎ হল : যা উক্ত দুই অবস্থায় বা পর্যায়ে পৌছয়নি (তদুভয়ংপি ন আগতা সম্পত্তা)।

অভিধর্ম অনুসারে প্রত্যেক চিত্তের তিন পর্যায় উপ্পাদ (উৎপত্তি), স্থিতি এবং ভঙ্গ। কোন কোন অর্থকথাচার্যের মতানুসারে মধ্যিখানে স্থিতি বলতে কিছু নেই, কেবলমাত্র আছে উৎপত্তি এবং ভঙ্গ। প্রত্যেক চিত্তক্ষণকে পরবর্তী চিত্তক্ষণ অনুসরণ করে। কাল তাই মানসিক অবস্থার ক্রম পৃথক চলন পর্যায় চিহ্ন। কালের মৌলিক একক সংখ্যা হল : এক চিত্তক্ষণ স্থিতি সময়। অর্থকথাচার্যগণ বলেন চিত্তক্ষণের গতি এত দ্রুত যে এক অল্পকাল স্থায়ী বিদ্যুৎ প্রকাশের সময় কোটি কোটি চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পারে।

নিযত পরিবর্তনশীল রূপ (জড় পদার্থ) মাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জন্য চিত্ত-বীথিতে স্থিত হয়। ইহাই রূপের স্থিতিকাল।

অতীত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ এখনও আসেনি। আমরা এক চিত্তক্ষণের জন্য বেঁচে থাকি এবং তা চিরদিনের জন্য অতীত হয়ে যায়। এক অর্থে কেবল 'অনন্ত বর্তমান' বিদ্যমান। অন্য অর্থে বর্তমান হল ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে অতীত অবস্থায় পরিবর্তনের এক স্তর বা ধাপ।

দর্শনের অভিধানে কালের এরূপ ব্যাখ্যা আছে : "যাব মধ্যে

পরম্পরাক্রমে সকল ঘটনা সংঘটিত হয় বা সংঘটিত হচ্ছে মনে হয় তারই সাধারণ মাধ্যম হল কাল।”

অথসালিনীতে কালের ব্যাখ্যা হল : “এই বা সেই ঘটনা সংঘটনের বিজ্ঞপ্তিই কাল। কালের সত্যিকার কোন স্থিতি নেই, ইহা একপ্রকার বিজ্ঞপ্তি মাত্র (তং তং উপাদায পঞ্ঞত্তো কালো নাম। সো পন' এস সভাবতো অবিজ্জমানত্তা পঞ্ঞত্তি-মত্তকো এব)।

(৭৪) সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বর্তমানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

(৭৫) যথারহং = যথোচিত ভাবে অর্থাৎ কামাবচর জবন, অভিজ্ঞা (অভিঞ্ঞা) জবন এবং অন্যান্য মহদ্গত জবনের ক্ষেত্রে।

হসিতোৎপাদ চিত্ত ব্যতীত কামাবচর জবনের ছয় বিষয় হল— অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ।

দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ বর্ধন ইত্যাদি অভিজ্ঞা জবনের আলম্বন হল : অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং কালবিমুক্ত

মহদ্গত জবনের বিষয় কিন্তু অতীত এবং কালবিমুক্ত।

নির্বাণ কালাতীত তাই ইহা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধহীন ইহা অকালিক বা কালস্রোতের ঊর্ধ্বে। প্রজ্ঞপ্তিও কালবিমুক্ত।

(৭৬) এই দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণে কখনও কখনও তাঁর ইহজীবনে কৃত কুশল বা অকুশল কর্মের কথা স্মরণ পথে উদিত হয়। এই বিশেষ মুহূর্তে যে কুশল বা অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, সামগ্রিকভাবে তাকে কর্ম রূপে অভিহিত করা হয়।

এই চিন্তা ধম্মারম্মণ বা ধর্মালম্বন। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে অতীত বিষয়ে গৃহীত হয়।

পরবর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি শ্রেণীর চিত্তগুলির আলম্বন এই ধর্মালম্বন।

কোন কোন সময় এ নিমিত্ত কুশল বা অকুশল কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকে। ইহা ষড়্ ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন এক দ্বারে দৃষ্ট অতীত

বা বর্তমানের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের যে কোন এক বিষয় হতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় : এক ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে ধর্ম শ্রবণ করছেন। এক্ষেত্রে বর্তমানে কর্ণ মাধ্যমে শ্রুত শব্দ নিমিত্ত রূপে উপস্থিত হয়। সুতরাং পররর্তী জীবনের উক্ত তিন শ্রেণীব চিহ্ন-বিষয় কর্মনিমিত্ত রূপে অনুস্মৃত হয়।

আবার আমরা এ ভাবে বিষয়টিকে চিন্তা করতে পারি—একজন মরণাপন্ন ডাক্তার মনশ্চক্ষে রোগীগণকে চিকিৎসা করছেন রূপে দেখছেন। এখন ইহা তাঁর চিত্তদ্বার মাধ্যমে দৃষ্ট অতীত রূপালম্বন।

অথবা আবার, আমরা বিষযটিকে এভাবে চিন্তা করি—একজন মরণোন্মুখ পশুঘাতক তার দ্বারা হত পশুর আর্তনাদ শুনছে। এখানে অতীতে শ্রুত শব্দ সেই ব্যক্তিব চিত্তদ্বারে নিমিত্তরূপে (বা বিষয়রূপে) প্রতিভাত হয়েছে।

কর্মনিমিত্ত : কর্মনিমিত্ত তাহলে ষড-ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক ইন্দ্রিয় দ্বার মাধ্যমে দৃষ্ট অতীত ও বর্তমান বিষয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে মরণাপন্ন ব্যক্তি পরবর্তী জন্মস্থানের নিমিত্ত দর্শন করে যথা অগ্নি, মাংস, স্বর্গ-বিমান ইত্যাদি। ইহা মনোদ্বার মাধ্যমে গৃহীত বর্তমান আলম্বন (নিমিত্ত)।

গতি-নিমিত্ত তাহলে মনোদ্বার মাধ্যমে দৃষ্ট বর্তমান কালের চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়।

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে কামাবচর প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তক্ষণগুলির বিষয় ইতি-পূর্ব জীবনের ষড্-ইন্দ্রিযের যে কোন এক ইন্দ্রিয় মাধ্যমে অনুভূত কর্ম, কর্মনিমিত্ত বা গতিনিমিত্ত।

সকলপ্রকার রূপাবচর প্রতিসন্ধি ইত্যাদির বিষয় সর্বদা অতীত কর্মনিমিত্ত যা একমাত্র প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ মনোদ্বার মাধ্যমে অনুভূত কৃৎস্ন নিমিত্ত।

প্রথম এবং তৃতীয় অরূপধ্যান প্রতিসন্ধি বিষয় (নিমিত্ত) ইত্যাদিও

অতীত প্রজ্ঞপ্তি যথা প্রথম অরূপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে অনন্ত আকাশ এবং তৃতীয় অরূপধ্যান প্রতিসন্ধির ক্ষেত্রে 'নত্থি কিঞ্চি' কিছুই নেই বা আকিঞ্চনায়তন। এই দুই প্রজ্ঞপ্তিকে মনোদ্বার মাধ্যমে অনুভূত (বা দৃষ্ট) কর্মনিমিত্ত রূপে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপধ্যান প্রতিসন্ধি ইত্যাদির বিষয় অতীত মানসিক বিষয় কর্মনিমিত্ত রূপে মনোদ্বার মাধ্যমে অনুভূত হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম অরূপধ্যানচিত্তকে নিমিত্ত-রূপে গ্রহণ করে দ্বিতীয় অরূপধ্যানচিত্ত বর্ধন করা হয় এবং তৃতীয় অরূপধ্যানচিত্তকে নিমিত্তরূপে গ্রহণ করে চতুর্থ অরূপধ্যানচিত্ত বর্ধন করা হয়।

(৭৭) যেভুয্যেন—'যথোপযুক্তভাবে'। এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অসংজ্ঞ (অসঞ্ঞ) ভূমিতে উৎপত্তিকে নির্দেশ করে যেখানে কোন চিত্ত নেই। অর্থকথা এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করে বলে কর্মপ্রভাবে কোন নিমিত্ত যেমন কর্মনিমিত্ত প্রতিসন্ধি চিত্তে নিজেকে উপস্থাপিত করে।

(৭৮) বৌদ্ধধর্মে সাধারণ মানুষকে পৃথগ্‌জন (পুথুজ্জন, যারা বার বার জন্মগ্রহণ করবে) বলা হয়। যাঁরা বিমুক্তির তিন সোপানে উন্নীত হয়েছেন তাঁদের বলা হয় সেখ (শিক্ষার্থী, এখনও এঁদের শিক্ষণীয় আছে)। যাঁরা অর্হত্ত্ব লাভে চতুর্থ বা পরিশেষ সোপান লাভ করেছেন তাঁদের অসেখ (সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত) বলা হয়। অর্হতের আর কিছু শিক্ষণীয় নেই।

সেখ বা শিক্ষার্থীরা অর্হত্ত্ব মার্গ এবং ফলচিত্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না কারণ তাঁরা সেই উচ্চতম সোপানে উন্নীত হননি তবে তাঁরা অর্হতের লৌকিক চিত্ত সম্বন্ধে জানতে পারেন।

অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষ (পৃথগ্‌জন) সেখ আর্যগণের লোকোত্তর চিত্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

(৭৯) অভিঞ্ঞা: অভিজ্ঞা পাঁচ প্রকার উন্নততর জ্ঞান। তা হল—দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন (জ্ঞান) এবং ঋদ্ধিবিদ্যা। এই পঞ্চ অভিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে হলে ব্যক্তিকে

নিশ্চিতরূপে পঞ্চমধ্যান লাভী হতে হয়। এরূপ মহদ্গত চিত্ত বৃদ্ধি করলেও কোন পৃথগ্জন অথবা সেখ (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী প্রভৃতি শিক্ষার্থীগণ) অর্হতের মার্গ ও ফলচিত্ত হৃদযঙ্গম করতে পারে না।

একমাত্র অর্হতই অর্হতের মার্গ এবং ফলচিত্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

অভিজ্ঞা সম্বন্ধে পরবর্তী এক পবিচ্ছেদে বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

(৮০) এই দুই শ্রেণীর চিত্ত কেবলমাত্র অর্হতগণের অভিজ্ঞতার বিষয়।

(৮১) ইহা মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত যা প্রত্যেক জবনবীথির পূর্বে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই চিত্তের বাইরে (কর্মের) আর কোন সুযোগ নেই।

(৮২) যথা কামাবচর, আলম্বন, রূপাবচর-অরূপাবচর (মহদ্গত) আলম্বন, লোকোত্তর আলম্বন এবং প্রজ্ঞপ্তি।

(৮৩) দ্বিতীয় অরূপধ্যান চিত্তের আলম্বন হল প্রথম অরূপধ্যান চিত্ত এবং চতুর্থ অরূপধ্যানের আলম্বন হল তৃতীয় অরূপধ্যান চিত্ত।

(৮৪) যেমন প্রথম অরূপধ্যান চিত্তের আলম্বন 'অনন্ত আকাশ' প্রজ্ঞপ্তি এবং তৃতীয় অরূপধ্যানচিত্তের আলম্বন 'কিছুই নেই' প্রজ্ঞপ্তি।

এ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সকল প্রকার রূপধ্যানের প্রজ্ঞপ্তি হল—কসিন বা কৃৎস্ন আলম্বন।

(৮০) যথা ২৩ প্রকার কামাবচর বিপাক+১ প্রকার মনোদ্বারা-বর্তন+১ হসিতোৎপাদ=২৫।

(৮৬) পরিত্ত, পরি+√দা ধাতু নিষ্পন্ন, ভেঙ্গে ফেলা, কম করা, অর্থ হল নিচু বা নিকৃষ্ট। ইহা কামাবচর বিষয়কে নির্দেশ করে।

(৮৭) যথা দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অরূপধ্যান চিত্তের কুশল, বিপাক এবং ক্রিয়া (বিজ্ঞানানন্তাযতন এবং নসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন)।

(৮৮) যথা ১৫ রূপধ্যান চিত্ত এবং প্রথম এবং তৃতীয় অরূপ কুশল বিপাক এবং ক্রিয়াচিত্ত (আকাশ-অনন্ত-আয়তন এবং আকিঞ্চনায়তন)।

(৮৯) বোহার, এখানে কসিন বা কৃৎস্ন প্রজ্ঞপ্তিকে নির্দেশ করে।

(৯০) যথা ১২ অকুশল এবং জ্ঞানবিপ্রযুক্ত ৮ প্রকার কুশল এবং ক্রিয়া চিত্ত।

(৯১) তারা ৪ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল এবং পঞ্চম কুশল রূপধ্যান (অভিজ্ঞা কুশল চিত্ত)।

(৯২) তারা ৪ কামাবচব ক্রিয়া, পঞ্চম রূপধ্যান ক্রিয়া এবং মনোদ্বারাবর্তন।

৬. বথ্থু সঙ্গহো

১২. বথ্থুসংগহে বথ্থূনি নাম চক্‌খু-সোত-ঘাণ-জিব্‌হা-কায়-হদয়-বথ্থু চে'তি ছব্‌বিধানি ভবন্তি।

তানি কামলোকে সব্‌বানি' পি লব্‌ভন্তি রূপলোকে পন ঘাণাদিত্তযং নত্থি। অরূপলোকে পন সব্‌বানি' পি ন সংবিজ্‌জন্তি।

তত্থ পঞ্চবিঞ্ঞাণধাতুযো যথাক্‌কমং একন্তেন পঞ্চপ্‌পসাদবথ্থূনি নিস্‌সায়' এব পবত্তন্তি, পঞ্চদ্বারাবজ্‌জন-সম্‌পটিচ্ছন-সঙ্‌খাতা পন মনোধাতু চ হদযং নিস্‌সিতা' এব পবত্তন্তি। তথা অবসেসা পন মনোবিঞ্ঞাণধাতু-সঙ্‌খাতা চ সন্তীরণ-মহাবিপাক-পটিঘদ্বয়-পঠমমগ্‌গ-হসনরূপাবচরবসেন হদযং নিস্‌সায' এব পবত্তন্তি।

অবসেসা কুসলাকুসলক্রিযানুত্তরবসেন পন নিস্‌সায বা অনিস্‌সায বা। আরূপ্‌পবিপাকবসেন হদযং অনিস্‌সায এবাতি।

১৩. ছবথ্থুং নিস্‌সিতা কামে সত্ত রূপে চতুব্‌বিধা
তিবথ্থুং নিস্‌সিতা রূপ্‌পে ধাত্বেকানিস্‌সিতা মতা॥
তেচত্তাল্লীস নিস্‌সায দ্বে চত্তাল্লীস জায়রে।
নিস্‌সায় চ অনিস্‌সায় পাকা' রূপ্‌পা অনিস্‌সিতা' তি॥

ইতি অভিধম্মথসংগহে পকিণ্ণকসংগহবিভাগো নাম
ততিয়ো পরিচ্ছেদো।

৬. চিত্তের বাস্তু সংগ্রহ

১২. চিত্তের বাস্তু সংগ্রহে (৯৩) বাস্তু ছয় প্রকার যথা চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা, কায় এবং হৃদয়।

এ সকলও (৯৪) কামাবচর ভূমিতে লাভ হয়। রূপাবচর ভূমিতে নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় বাস্তুর বিদ্যমানতা নেই, অরূপাবচর ভূমিতে কোন বাস্তুরই (৯৬ বিদ্যমানতা নেই।

পঞ্চ-বিজ্ঞান-ধাতু যথাক্রমে পাঁচ প্রসাদ বাস্তুকে (৯৭) আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মনোধাতু যথা পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং সম্প্রতীচ্ছন (দুই প্রকার) (৯৮) হৃদয়কে আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অবশিষ্ট মনোবিজ্ঞান ধাতুর (৯৯) অন্তর্গত সন্তীরণ (১০০) চিত্ত মহা-মহাবিপাকচিত্ত, দুই প্রতিঘ (১০১), চিত্ত স্রোতাপত্তি মার্গ চিত্ত (১০২), হসিতোৎপাদ চিত্ত (১০৩), এবং রূপাবচর চিত্তগুলি (১০৪), হৃদয় বাস্তুকে (১০৫) আশ্রয় করে প্রবর্তিত হয়।

(১০+৩+৩+৮+২+১+১+১৫=৪৩)।

অবশিষ্ট চিত্তগুলি (১০৬) যথা কুশল, অকুশল, ক্রিয়া বা লোকোত্তর চিত্ত হৃদয়বাস্তুর আশ্রয়ে বা অনাশ্রয়ে প্রবর্তিত হয়। অরূপ বিপাক চিত্ত হৃদয়বাস্তুর আশ্রয় ব্যতীত প্রবর্তিত হয়।

১৩. কামাবচর ভূমিতে (কাম-ভবে) ছয় বাস্তুর আশ্রয়ে সাত বিজ্ঞান ধাতু (১০৭) প্রবর্তিত হয়। রূপ ভূমিতে তিন বাস্তুর আশ্রয়ে (১০৮) চার বিজ্ঞান ধাতু (১০৯) প্রবর্তিত হয় কিন্তু অরূপাবচর ভূমিতে এক (১১০) মানস বিজ্ঞান ধাতু কোন বাস্তুর উপর আশ্রিত না হয়ে প্রবর্তিত হয়।

তেতাল্লিশ চিত্ত বাস্তু আশ্রিত। বিয়াল্লিশ চিত্ত বাস্তুর আশ্রিত বা অনাশ্রিত। অরূপাবচর বিপাক সদা বাস্তু অনাশ্রিত।

এখানেই অভিধর্মার্থ সংগ্রহে প্রকীর্ণ সংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হল।

ব্যাখ্যা:

(৯৩) বত্থু (বাস্তু) বস্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন, বাস করা। মৌলিক অর্থে ইহা উদ্যান, ক্ষেত্র বা প্রশস্ত পথ। সাধারণ অর্থে ইহা কারণ বা

প্রত্যয়। বাস্তু বলতে স্থিত বিষয়কে বুঝায় যথা বস্তু বিষয় বা কোন পদার্থ। তিন পূজ্য বিষয়কে নির্দেশ করে বুদ্ধ বলেন: 'উদ্‌দেসিকং তি অবথুকং'। এখানে অবাস্তুক বলতে কোন বস্তু বা বিষয়ের অবিদ্যমানতাকে বুঝায়।

বাস্তু হল: ইন্দ্রিয়াসন।

ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বাস্তু বিদ্যমান। এ সম্বন্ধে রূপ পরিচ্ছেদে বিস্তৃত বর্ণিত হবে।

(৯৪). এ সকল অপ্রকাশিত বিষয় ও পালি সাহিত্যে জন্মান্ধ, বধির, মূক প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য।

(৯৫): এ সকল উন্নততর ভূমিতে নাসিকা, জিহ্বা, কায় বিদ্যমান থাকে তবে তা অনুভূতি গ্রহণ যোগ্য ইন্দ্রিয় নহে কারণ এ স্তরে কামরাগ (কামস্পৃহা) সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত থাকে, তাঁদের চক্ষু এবং কর্ণ বিদ্যমান থাকে যাতে তাঁরা তাদের সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন। তাঁদের হৃদয়ও বিদ্যমান থাকে কারণ ইহা চিত্তের বাস্তু বা আসন।

(৯৬). সকল প্রকার রূপ বর্জিত হয়ে কেবলমাত্র হৃদয় বা মনবাস্তু-হীন মন ধ্যানশক্তি দ্বারা বিদ্যমান থাকে।

(৯৭). দৃষ্টান্ত: চক্ষুবিজ্ঞান চক্ষুর প্রসাদরূপের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় কিন্তু কায়িক অঙ্গ 'মাংস চক্ষুর' উপর নির্ভর করে নয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানও তাদের স্ব স্ব প্রসাদরূপের উপর নির্ভরশীল হয়ে উৎপন্ন হয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রসাদরূপকে এ দৃষ্টিতে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে:—

'চক্ষু' অর্থে দর্শনশক্তি দর্শনেন্দ্রিয় এবং চক্ষুকে বুঝায়। 'চক্ষু'কে এই বর্তমান পুস্তকের বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র দর্শন-সম্বন্ধীয় বিষয় রূপে বুঝতে হবে—ইহাকে কায়িকচক্ষু বা মাংসচক্ষু রূপে ধারণা করা উচিত হবেনা। অর্থকথায় চক্ষু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণকে নিম্নে সংক্ষেপাকারে দেওয়া গেল: প্রথম সসম্ভার চক্ষু:

এটা একটি গর্তের মধ্যে স্থিত মাংসপিণ্ড যার নিচের দিকে চোখের গর্তহাড়, উপরের দিকে ভ্রূ-হাড়, দুই পার্শ্বে দুই চক্ষুকোণ, ভিতর দিকে মস্তিষ্ক এবং বহির্দিকে চোখের পাতা। ইহা চৌদ্দ উপাদানে গঠিত : চার ধাতু যা ছয় গুণ সম্পন্ন যথা বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, জীবন্ রস, সণ্ঠানং বা আকার এবং সম্ভাবো বা স্থাপন (বা বিন্যাস) জীবনীশক্তি, লিঙ্গ, কায-প্রসাদ (দেহানুভূতি) এবং দর্শনেন্দ্রিয় (বা চক্ষুপ্রসাদ)। শেষোক্ত চারটি উৎপন্ন হয় কর্ম প্রভাবে। যখন মানুষ কোন বিস্তৃত শ্বেতবস্তু দেখে আকৃষ্ট হয় তখন ইহা চক্ষুকে স্পর্শ করে অর্থাৎ ইহা কেবলমাত্র চক্ষুবাস্তুকে স্পর্শ করে। এবং এই গোলাকার মাংসপিণ্ড সাদা, কাল এবং লাল শিরাগুচ্ছ দ্বারা মস্তিষ্কের সঙ্গে আবদ্ধ; সেগুলি ঘন, তরল, চঞ্চল এবং গ্যাসীয় রূপ ধারণ করে। ইহা শ্লেষ্মাধিক্যে সাদা, পিত্তাধিক্যে কাল, রক্তাধিক্যে লাল, ঘনত্বের আধিক্যে কঠিন, তরলাধিক্যে নির্গলনমুখী, চাঞ্চল্যাধিক্যে স্ফীত, গ্যাসাধিক্য হেতু কম্পনযুক্ত। কিন্তু সেই আবদ্ধ প্রসাদ (যা সেখানে রয়েছে) তা সহজাত এবং চার মহাভূতোৎপন্ন—ইহাই প্রসাদ-চক্ষু। সমস্ত চক্ষুর মধ্যস্থিত এবং গোলাকৃতি কাল চক্রের সম্মুখে শ্বেত চক্রটি বেষ্টন করে আছে (লক্ষ্য করুন এখানে অক্ষিতারাকে হয়তঃ প্রভেদ করছেনা বা ইহা নিজেই অক্ষিতারা তাও বলছেনা) এবং দর্শন চক্রের যে স্থানে নিকটবর্তী বিষয়গুলি প্রতিভাত হয় সেখানে ইহা সপ্ত তৈলসিক্ত কার্পাস্ সলিতার ন্যায় সপ্ত চাক্ষুষ ঝিল্লী প্রবেশ করে গেছে। তাহলে ইহা এরূপ দাঁড়ায় : ইহা চার মহাভূত দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত, পরিচারিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, গতিপ্রাপ্ত (সমুদীরণং) যেরূপ শিশু রাজপুত্র চার সেবিকা দ্বারা খাওয়ানো, স্নান করানো, কাপড় পরানো এবং ব্যজন করানো হয় : সেরূপ কায়িক-মানসিক জীবনীশক্তি রক্ষিত, জীবনায়ু দ্বারা পালিত এবং বর্ণ-গন্ধ-রস ইত্যাদি সংযুক্ত, আয়তনে ইহা উকুন-শির সদৃশ চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারের আসন রূপে স্থিত। তাই ধর্মসেনাপতি সারিপুত্র দ্বারা এরূপ কথিত হয়েছে।

চক্ষু প্রসাদ দ্বারা যে রূপ দর্শন করা হয় তা—অতি ক্ষুদ্র এবং তা উকুনের শিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

সোতপ্‌পসাদ—শ্রোত্র-প্রসাদ :—

ইহা সসম্ভার কর্ণের গহ্বরে অবস্থিত এবং সূক্ষ্ম সুবিন্যস্ত রক্তাভ লোমযুক্ত। ইহার আকার কনিষ্ঠ অঙ্গুলের বেষ্টনীর মত। (অঙ্গুলি-বেঠন)। (অথসালিনী—৩১০)।

ঘাণপ্‌পসাদ—ঘ্রাণ-প্রসাদ :—ইহা সসম্ভার নাসিকার গহ্বরে অবস্থিত। ইহা দেখতে ছাগলের খুরের মত। (ঐ—৩১০)।

জিহ্বাপ্‌পসাদ—জিহ্বা-প্রসাদ :—ইহা সসম্ভার জিহ্বার মধ্যস্থলের উপরে অবস্থিত। ইহা দেখতে পদ্মপত্রের উপরি ভাগের মত। (ঐ—৩১০)

কায়প্‌পসাদ—কায়-প্রসাদ :—কায়পরিধি অর্থকথানুসারে (ঐ—৩১১) তৈলসিক্ত কার্পাস কম্বলের মত ইহা সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত। **Buddhist Psychology pp. 173—181**)।

৯৮. হদয়বত্থু—হৃদযবাস্তু :—অর্থকথাকারগণের মতানুসারে হৃদয়বাস্তু হল চিত্ত বা মনের বাস্তু বা আসন। প্রচলিত মতানুসারে হৃদয়ের মধ্যে এক গহ্বরে কিছু রক্ত থাকে যাকে নির্ভর করে চিত্ত-সোপন অবস্থিত। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে এরূপ অনুমান বুদ্ধের সময়েও প্রচলিত ছিল। এমত উপনিষদ দ্বারাও সমর্থিত।

বুদ্ধ এই সর্বজন—আদৃত মতবাদ গ্রহণ করতে পারেন তবে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করেন নি।

মিষ্টার আউঙ্গ তাঁর অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুবাদ গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বুদ্ধ এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। চিত্ত-সোপন বা আসন হৃদয় কি মস্তিষ্ক বুদ্ধ নিশ্চিতরূপে কিছু বলেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি ধর্মসঙ্গণিতে হৃদয়-বাস্তু শব্দ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেননি। পট্‌ঠান গ্রন্থে চিত্তের বাস্তু যে হৃদয় একথা ব্যক্ত না করে বুদ্ধ সাধারণভাবে বলেছেন—'যং রূপং নিস্‌সায' অর্থাৎ সেই

ৰূপকে নির্ভর কবে'। মিষ্টাব আউঙ্গ-এর অভিমত হল বুদ্ধ সর্বজন আদৃত মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে চাননি। আবার তিনি কোন নূতন মতবাদেব অবতারণাও করেননি যে মস্তিষ্কই চিত্তের আসন যা বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরা সমর্থন কবেন।

(Buddhist Psychology Introduction, XXVII Compendium of Philosophy pp. 277—272.)

৯৯. ধাতু ঃ √ধব ধাতু নিষ্পন্ন, ধারণ কবা, বহন কবা। বা স্বীয় লক্ষণ বহন কবে তা ধাতু। তাদেব এৰূপ বলাৰ কাবণ হল তাবা সত্বহীন বা জীবনহীন (নিস্‌সত্ত নিজ্‌জীব)।

সুবিধার্থে এখানে সাধাবণ্যে গৃহীত তিন শব্দ ব্যবহাব করা হল। তা পঞ্চবিজ্ঞানধাতু, মনোধাতু, মনোবিজ্ঞানধাতু।

পঞ্চবিজ্ঞানধাতু দশ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মনোধাতু বলতে-দুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত এবং পঞ্চ দ্বাবাবর্তন চিত্তকে বুঝায়।

মনোবিজ্ঞান ধাতু বলতে—অবশিষ্ট সকল প্রকার চিত্তকে বুঝায়।

১০০. তিন সন্তীবণ চিত্ত এবং আট মহাবিপাক চিত্ত অৰূপ ভূমিতে উৎপন্ন হয় না। কারণ সে সকল ভূমিতে কোন দ্বাবেব বিদ্য-মানতা নেই বলে কোন কৃত্যও নেই।

১০১. যাঁবা ৰূপ এবং অৰূপ ভূমিতে উৎপন্ন হন তাঁবা প্রতিঘ (দ্বেষ) সাময়িকভাবে বিনাশ কবেন। তাই প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত দুই চিত্ত সে ভূমিতে উৎপন্ন হয না।

১০২. স্রোতাপত্তিৰূপ প্রথম বিমুক্তি মার্গ লাভীকে অন্যের থেকে শব্দ ঘোষণা শ্রবণ কবতে হয (পবতো ঘোসপ্‌পচ্‌চয)।

১০৩. হসিত বা হসিতোৎপাদ চিত্ত দেহ ভিন্ন উৎপন্ন হতে পাবে না। বুদ্ধ এবং প্রত্যেক বুদ্ধগণ যাঁদেব নিকট এ শ্রেণীব চিত্ত উৎপন্ন হয় তাঁবা মনুষ্যভূমি ব্যতীত (শেষজন্মে) অন্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন না।

১০৪. অরূপ ভূমিতে রূপ ধ্যানচিত্ত উৎপন্ন হয় না কারণ যাঁরা অরূপভূমিতে উৎপন্ন হন সাময়িকভাবে তাঁদের রূপবাসনা স্তিমিত থাকে।

১০৫. পূর্ববর্ণিত ৪৩ প্রকার সকল চিত্তই হৃদয়বাস্তুকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়। (১০+৩+৩+৮+২+১+১+১৫=৪৩)

১০৬. সেগুলি হল ৮ শোভন কুশল, ৪ রূপ কুশল, ১০ অকুশল, ১ মনোদ্বারাবর্তন ৮ শোভন ক্রিয়া ৪ অরূপ ক্রিয়া ৭ লোকোত্তর =৪২।

এগুলি পঞ্চস্কন্ধযুক্ত বা চার স্কন্ধযুক্ত ভূমিতে (অরূপলোকে) উৎপন্ন হয়।

১০৭. অর্থাৎ ৫ পঞ্চবিজ্ঞান ধাতু+১ মনোধাতু+১ মনোবিজ্ঞান-ধাতু=৭।

১০৮. অর্থাৎ ১ চক্ষুবিজ্ঞান, ১ শ্রোত্রবিজ্ঞান, ১ মনোধাতু, ১ মনোবিজ্ঞানধাতু=৪।

১০৯. যথা চক্ষু, শ্রোত্র এবং হৃদয়বাস্তু।

১১০. ধাতু+এক=ধাত্বেক। ইহা মনোবিজ্ঞানধাতুকে বুঝাচ্ছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বীথি-সঙ্গহ-বিভাগো

১. চিত্তুপ্পাদানমিচ্চে' এবং কত্বা সঙ্গহং উত্তরং
ভূমিপুগ্গলভেদেন পুব্বাপরনিযামিতং
পবত্তিসংগহং নাম পটিসন্ধিপ্প-বত্তিযং
পবক্খাম সমাসেন যথাসম্ভবতো কথং।

২. ছ বত্থূনি, ছ দ্বারানি, ছ আলম্বনানি, ছ বিঞ্ঞাণানি, ছ বীথিযো, ছধা বিসযপ্পবত্তি চ'াতি বীথিসঙ্গহে ছছক্কানি বেদিতব্বানি।

বীথিমুত্তানং পন কম্ম—কম্মনিমিত্ত-গতিনিমিত্ত-বসেন তিবিধা হোতি বিসযপ্পবত্তি।

তত্থ বত্থুদ্বারালম্বনানি পুব্বে বুত্তনযেন' এব।

চক্খুবিঞ্ঞাণং, সোতবিঞ্ঞাণং, ঘাণবিঞ্ঞাণং, জিব্হা-বিঞ্ঞাণং, কাযবিঞ্ঞাণং, মনোবিঞ্ঞাণং চ'াতি ছ বিঞ্ঞাণানি।

বীথিযো পন চক্খুদ্বারবীথি, সোতদ্বারবীথি, ঘাণদ্বারবীথি, জিব্হাদ্বারবীথি, কাযদ্বারবীথি, মনোদ্বারবীথি চ'াতি দ্বারবসেন বা চক্খুবিঞ্ঞাণবীথি, সোতবিঞ্ঞাণবীথি, ঘাণবিঞ্ঞাণবীথি, জিব্হাবিঞ্ঞাণবীথি, কাযবিঞ্ঞাণবীথি, মনোবিঞ্ঞাণবীথি চ'াতি বিঞ্ঞাণবসেন বা দ্বারপ্পবত্তা চিত্তপ্পবত্তিযো যোজেতব্বা।

৩. অতিমহন্তং, মহন্তং, পরিত্তং, অতিপরিত্তং চ'াতি পঞ্চদ্বারে, মনোদ্বারে বিভূতং অবিভূতং চ'াতি ছধা বিসযপ্পবত্তি বেদিতব্বা।

কথং ? উপ্পাদট্‌ঠিতিভঙ্গবসেন খণত্তযং একচিত্তক্‌খণং নাম, তানি পন সত্তবসচিত্তক্‌খণানি রূপধম্মানং আয়ু। একচিত্তক্‌খণাতীতানি বা, বহুচিত্তক্‌খণাতীতানি বা ঠিতিপ্পত্তান' এব পঞ্চালম্বনানি পঞ্চদ্বারে আপাথং আগচ্ছন্তি। তস্মা যদি একচিত্তক্‌খণাতিতকং রূপবম্মণং চক্‌খুস্স ' আপাথং আগচ্ছতি, ততো দ্বিক্‌খত্তুং ভবঙ্গে চলিতে ভবঙ্গসোতং বোচ্ছিন্দিত্বা তমেব রূপাবম্মণং আবজ্‌জেন্তং পঞ্চদ্বারাবজ্‌জনচিত্তং উপ্পজ্‌জিত্বা নিরুজ্‌ঝতি। ততো তস্স' আনন্তরং তমেব রূপং পস্সন্তং চক্‌খুবিঞ্ঞাণং, সম্পটিচ্ছন্তং সম্পটিচ্ছনচিত্তং, সন্তীরযমানং সন্তীরণচিত্তং, ববত্থপেন্তং বোত্থপনচিত্তং চ'াতি যথাক্কমং উপ্পজ্‌জিত্বা নিরুজ্‌ঝন্তি। ততো পরং এক' উনতিংস-কামাবচরজবনেসু যং কিঞ্চি লদ্ধপচ্চযং যেভুয্যেন সত্তক্‌খত্তুং জবতি। জবনানুবন্ধানি চ দ্বে তদারম্মণপাকানি যথারহং পবত্তন্তি। ততো পরং ভবঙ্গপাতো।

এত্তাবতা চুদ্দসচিত্তুপ্পাদা দ্বে ভবঙ্গ-চলনানি পুব্বেব্যতীতক-মেকচিত্তক্‌খণন্তি কত্বা সত্তবস চিত্তক্‌খণানি পরিপূরেন্তি। ততো পরং নিরুজ্‌ঝন্তি আলম্বনম' এতং অতিমহন্তং নাম গোচরং।

যাব তদালম্বন' উপ্পাদা পন অপ্পহোন্তাতীতকং আপাথং আগতং আলম্বনং মহন্তং নাম। তত্থ জবনাবসানে ভবঙ্গপাতো'ব হোতি। নত্থি তদালম্বনুপ্পাদো।

যাব জবনুপ্পাদা' পি অপ্পহোন্তাতীতকামাপাথং আগতং আলম্বনং পরিত্তং নাম।

তত্থ জবনং পি অনুপ্পজ্‌জিত্বা দ্বত্তিক্‌খত্তুং বোত্থপনম' এব পবত্ততি। ততো পরং ভবঙ্গপাতো'ব হোতি।

যাব্‌বোত্থপনুপ্পাদা চপন অপ্পহোন্তাতীতকং আপাথং আগতং নিরোধাসন্নমালম্বনং অতিপরিত্তং নাম। তত্থ ভবঙ্গচলনম' এব হোতি। নত্থি বীথিচিত্তুপ্পাদো।

ইচ্চে' এবং চক্‌খুদ্বারে, তথা সোতদ্বারাদীসু চেতি সব্‌বথা'

পি পঞ্চদ্বারে তদালম্বন-জবন-বোত্থপন-মোঘবার-সংখাতানং চতুন্নং বারানং যথাক্কমং আলম্বনভূতা বিসযপ্পবত্তি চতুধা বেদিতব্বা।

৪. বীথিচিত্তানি সত্ত' এব চিত্তুপ্পাদা চতুদ্দস
চতুপঞ্ঞাস বিত্থারা পঞ্চদ্বারে যথারহং।

অযং' এত্থ পঞ্চদ্বারে বীথিচিত্তপ্পবত্তিনযো।

কামাবচর বীথি সংগ্রহ

পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারবীথি

সূচনা

১. চিত্ত, চৈতসিক (বেদনাদি) বর্ণনা করার পর, এবার আমি সংক্ষেপে চিত্তবীথি, পূর্বচিত্ত ও পরচিত্ত ক্রমে (১). প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তন দুই কালেও ভূমি ও পুদ্গল ভেদে প্রকাশ করব।

ব্যাখ্যা—

(ক) পূর্ব পরিচ্ছেদে চিত্ত-চৈতসিককে বেদনা এবং হেতু ইত্যাদি সংগ্রহ পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার চিত্ত ও অন্য পঞ্চ-ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যখন যেভাবে চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় তা ব্যক্তি ও ভূমিভেদে প্রদর্শন করেছেন।

পালি শব্দ 'পুব্বাপরনিযামিতং, এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অর্থকথায় ইহার এরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—এই চিত্ত অনেক চিত্তোৎপত্তির পর উৎপন্ন হয় এবং এই চিত্তকে অনেকগুলি চিত্ত অনুসরণ করে (ইদং চিত্তকেহি পরং, ইমস্স অনন্তরং, এত্তকানি চিত্তানি)।

প্রতিসন্ধি বলতে এখানে প্রথম চিত্তবীথিকে বুঝাচ্ছে যা নবজীবনের প্রতিসন্ধি বা গর্ভে স্থান গ্রহণকালে উৎপন্ন হয়। পবত্তি

(প্রবর্তন) বলতে যাবজ্জীবন বা এক জীবনকালে যে সকল চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় তাদের নির্দেশ করে।

এই দুই গাথার অনুবাদ **Compendium of Philosophy**তে এরূপ করা হয়েছে ঃ—

চিত্তোৎপত্তি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা শেষ করার পর এখন আমি সংক্ষেপে প্রতিসন্ধি এবং জীবন প্রবর্তন কালের চিত্তবীথি পূর্বাপর যথাক্রমে ব্যক্তি এবং ভূমিভেদে যখন যা উৎপন্ন হয় তা সংগ্রহ রূপে বর্ণনা করব। (p. 124)

চিত্তবীথি

২. চিত্তবীথি সংগ্রহে ছয় শ্রেণী এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ছয়টি করে উপশ্রেণী আছে। তা এরূপ ঃ ১. ছয় বাস্তু ২. ছয় দ্বার ৩. ছয় আলম্বন[১] ৪. ছয় বিজ্ঞান ৫. ছয় বীথি (২), ৬. ছয় আকারে বিষয় বা আলম্বনের উপস্থিতি (৩)।

বীথি-মুক্ত চিত্তে[২] বিষয় উপস্থিতি তিন প্রকারে হয় যথা ১: কর্ম ২. কর্মনিমিত্ত ৩. গতিনিমিত্ত (আকারে)।

বাস্তু, দ্বার এবং আলম্বন বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তা তদনুসারে বুঝতে হবে।

ছয় প্রকার বিজ্ঞান হল ঃ ১: চক্ষুবিজ্ঞান ২: শ্রোত্রবিজ্ঞান ৩. ঘ্রাণবিজ্ঞান ৪. জিহ্বা বিজ্ঞান ৫. কায়বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান।

দ্বার অনুসারে চিত্তবীথি হল ঃ ১. চক্ষুদ্বারবীথি ২. শ্রোত্রদ্বারবীথি ৩. ঘ্রাণদ্বারবীথি ৪. জিহ্বাদ্বারবীথি ৫. কায়দ্বারবীথি এবং

১। বাস্তু, দ্বারা, আলম্বন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তবে শ্রেণী ভাগ করায় এখানে পুনরুক্তি হল।

২। প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, চ্যুতি।

৬. মনোদ্বারবীথি এবং অথবা 'বিজ্ঞান' অনুসারে বলা যেতে পারে: ১. চক্ষুবিজ্ঞানবীথি ২. শ্রোত্রবিজ্ঞান-বীথি ৩. ঘ্রাণবিজ্ঞান-বীথি ৪. জিহ্বাবিজ্ঞানবীথি ৫. কায়বিজ্ঞানবীথি এবং ৬. মনোবিজ্ঞানবীথি। এরূপে দ্বারোৎপন্নবীথি এবং বিজ্ঞানোৎপন্ন-বীথি সম্বন্ধযুক্ত।

৩. ছয় আকারে বিষয়ের উৎপত্তি বা উপস্থিতি স্পষ্টতা অনুসারে এরূপ বুঝতে হবে:—

অ. পঞ্চ-ইন্দ্রিয় দ্বারে—১. অতিবৃহৎ ২. বৃহৎ, ৩. পরিত্ত (ক্ষুদ্র, তুচ্ছ) ৪. অতিপরিত্ত (অতি ক্ষুদ্র)।

আ. মনোদ্বারে:—৫. বিভূত (পরিষ্কার, স্বচ্ছ) ৬. অবিভূত (অপরিষ্কার, অস্বচ্ছ)।

কিপ্রকারে আলম্বনের তীব্রতা বুঝতে হয়?

চিত্তের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ভঙ্গক্ষণ, এই তিন ক্ষণে এক চিত্তক্ষণ হয়। রূপালম্বন এরূপ সতের চিত্তক্ষণ ব্যাপিয়া এক (পঞ্চদ্বারিক) চিত্তবীথিতে বিদ্যমান থাকে। (ইহা রূপালম্বনের আয়ু)।

এক বা একাধিক চিত্তক্ষণ বিগত হওয়ার পর স্থিতি অবস্থা প্রাপ্ত হলেই পঞ্চালম্বনের যে কোন এক আলম্বন, পঞ্চদ্বারের যথোচিত দ্বারে উপস্থিত হয়। সুতরাং চিত্তবীথি (৪) পর্যটন প্রণালী এরূপে প্রবাহিত হয়:—

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাক্: এক দৃশ্যমান আলম্বন এক চিত্তক্ষণের (১) জন্য প্রবাহিত হয়ে চক্ষুদ্বারে উপস্থিত হয়। তখন একচিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ চলনে (২) এবং একচিত্তক্ষণ ভবাঙ্গ উপচ্ছেদে (৩) অতিবাহিত হয়। তৎপর পঞ্চদ্বারাবর্তনচিত্ত (এখানে চক্ষুদ্বারাবর্তন চিত্ত) আবর্তিত হয়ে উৎপন্ন হয় (৪) এবং সেই রূপালম্বনকে দেখতে পেয়ে অন্তর্হিত হয়।

তারপর নিম্ন চিত্তক্ষণ ক্রমপর্যায়ে উৎপন্ন হয় ও বিনাশ হয়:—

(৫) রূপালম্বনকে দেখে চক্ষুবিজ্ঞান, (৬) প্রতিগ্রহণ করে সম্প্রতীচ্ছন্ন চিত্ত, (৭) পরীক্ষা করে সন্তীরণ চিত্ত, (৮) ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপন চিত্ত (উৎপন্ন হয় এবং বিনাশ হয়)। তারপর ২৯ কামাবচর জবন চিত্তের মধ্যে যেইটি সুবিধা পায় সেইটি সাধারণতঃ সাত চিত্তক্ষণ জবিত হয় (৯—১৫)। জবন চিত্তের আশু বিপাক স্বরূপ 'তদালম্বন-বিপাক-চিত্ত' প্রবাহিত হতে থাকে (১৬—১৭) এবং ভবাঙ্গে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত সতের চিত্তক্ষণ বর্ণিত হল ঃ—যথা—

বীথি-চিত্তোৎপত্তিতে	১৪ চিত্তক্ষণ
ভবাঙ্গ চলনে	২ চিত্তক্ষণ
অতীত ভবাঙ্গে	১ চিত্তক্ষণ
	১৭ ....

এরূপ আলম্বনকে অতি-মহদালম্বন (অতি বৃহৎ) বলা হয়।

দুই বা তিন চিত্তক্ষণ অতীত হবার পর যে আলম্বন চক্ষু বা মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, তবে এই বিলম্ব হেতু জবন স্থানেই ভবাঙ্গে পতিত হয় ; তদালম্বন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে না. এরূপ আলম্বনকে মহাদালম্বন (বৃহৎ) বলা হয়।

চার থেকে আট বা নয় চিত্তক্ষণ অতীত হবার পর যে আলম্বন চক্ষু বা মনোদ্বারে উপস্থিত হয়, জবন-চিত্ত উৎপন্ন হবার অবকাশ হয় না, কেবল ব্যবস্থাপন-স্থানে চিত্ত দুই বা তিন চিত্তক্ষণ পুনঃ পুনঃ (প্রবর্তিত) হয় ইহা পরিত্ত (ক্ষুদ্র) আলম্বন।

দশ থেকে চৌদ্দ বা পনর চিত্তক্ষণ অতীত হবার পর যে (নিরুদ্ধোন্মুখ) আলম্বন চক্ষু বা মনোদ্বারে উপস্থিত হয় এবং ব্যবস্থাপন স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই ভবাঙ্গে পতিত হয় তাকে অতি-পরিত্ত (অতি-ক্ষুদ্র) আলম্বন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ভবাঙ্গ প্রবাহে কম্পন উত্থিত হয় মাত্র, বীথিচিত্ত উৎপন্ন হয় না।

চক্ষুদ্বারে যে প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয় সে প্রকারে শ্রোত্র-ঘ্রাণ জিহ্বা-কায়দ্বারেও একই প্রকারে আলম্বন উপস্থিত হয়। তা এরূপেই জ্ঞাতব্য।

পঞ্চদ্বারে যথাক্রমে চার প্রকারে যে আলম্বন উপস্থিত হয় তা এরূপে জানা প্রয়োজন :—

১. তদালম্বন স্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,

২. জবনস্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,

৩. ব্যবস্থাপন স্থানে বীথিচিত্ত শেষ হয়,

৪. নিষ্ফল বীথি।

৪: পঞ্চদ্বার বীথিচিত্তে সাত প্রকার কৃত্য[৩] সম্পাদিত হয়। চিত্তোৎপত্তি অনুসারে ইহা চৌদ্দক্ষণ স্থিত হয়। পঞ্চদ্বারে সর্বমোট চুয়ান্ন[৪] প্রকার চিত্ত উৎপন্ন হয়।

এ পর্যন্ত বীথি-চিত্তোৎপত্তি বিষয় বর্ণিত হল।

ব্যাখ্যা :—

(২) বীথি, বি+ই ধাতু নিষ্পন্ন; গমন করা। এ শব্দের অর্থ হল পথ বা সড়ক কিন্তু এখানে 'পরম্পরা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক চিত্তবীথি কয়েক চিত্তক্ষণ দ্বারা গঠিত এবং এক চিত্তক্ষণকে কখনও চিত্তবীথি বলা হয় না।

(৩) বিসয়প্পবত্তী—অর্থকথার ব্যাখ্যা হল—'ইন্দ্রিয়দ্বারে আলম্বন উপস্থাপন বা আলম্বন উপস্থাপনে চিত্তোৎপত্তি।' 'বিসয়ং দ্বারেসু, বিসয়েসু চ চিত্তানং পবত্তেতি)।

৩। যথা ১. আবর্তন ২. পঞ্চবিজ্ঞান ৩. সম্প্রতীচ্ছন ৪. সন্তীরণ ৫. জবন (৭ চিত্তক্ষণ) এবং ৭. তদালম্বন। জবন ৭+তদালম্বন ২+১+১+১+১+১=১৪।

৪। পঞ্চদ্বারে উৎপন্ন সকল কামাবচর চিত্ত যথা ১২ অকুশল +১৮ অহেতুক+২৪মহাকুশল-বিপাক-ক্রিয়াচিত্ত (১২+১৮+২৪=৫৪)।

গ্রন্থকার প্রথম ব্যাখ্যাই সমর্থন করেন।

(৪) *চিত্তবীথি :* অভিধর্ম অনুসারে এমন কোন ক্ষণ নেই যে সময় আমরা কায়িক বা মানসিক আলম্বন বা বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন না কোন প্রকার চিত্তোৎপত্তি অনুভব করি না। এ প্রকার চিত্তোৎপত্তির সময়সীমা এক চিত্তক্ষণ। মনুষ্য জ্ঞান-সীমা দ্বারা এরূপ চিত্তক্ষণের পরম্পরাক্রম (উৎপত্তি) দ্রুততা হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। পালি সাহিত্য বলে—এক বিদ্যুৎ প্রবাহের স্থিতিকালে বা একবার চোখের পলক ফেলা কালে কোটি-কোটি চিত্তক্ষণের উৎপত্তি ও বিনাশ হতে পারে।

প্রত্যেক চিত্তক্ষণ তিন অনুক্ষণ দ্বারা গঠিত। তা হল :—উপ্পাদ -(উৎপত্তি), ঠিতি (স্থিতি বা বৃদ্ধি), এবং ভঙ্গ (অন্তর্ধান বা বিনাশ)।

জন্ম, জরা এবং মৃত্যু উক্ত তিন অবস্থাকে সূচিত করে। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যকালীন সময়কে জরা বলা হয়।

এক চিত্তক্ষণের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরবর্তী চিত্তক্ষণের উৎপত্তি-স্তর সূচনা করে। এরূপে প্রতিটি চিত্তের সকল সুপ্ত ফলদায়ক শক্তি একই সময়ে পরবর্তী চিত্তে প্রেরিত হয়। সুতরাং প্রচলিত চিত্তস্রোত নদীর স্রোতের ন্যায় কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়ে নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে।

যখন কোন রূপালম্বন পঞ্চদ্বারের কোন এক দ্বারমাধ্যমে চিত্তে উপস্থাপিত হয় তখন একটির থেকে অপরটির প্রতি যথাক্রমে একরূপ নিয়মে পরিচালিত বহু পৃথক চিত্তক্ষণ শ্রেণী উৎপত্তিকে চিত্তক্ষণ চিত্তবীথি বলা হয়। এই একরূপ পরিচালিত নিয়মকে চিত্ত নিয়ম বলা হয়। নিয়মানুসারে যে কোন ইন্দ্রিয়দ্বার মাধ্যমে একটি রূপালম্বনের পূর্ণ অনুভূতির জন্য এরূপ ১৭ চিত্তক্ষণ অতিবাহিত হয়। একারণে চিত্তে রূপালম্বনের স্থিতিক্ষণ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ১৭ চিত্তক্ষণ মাত্র। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এক রূপালম্বন অন্য চিত্তক্ষণ

উৎপাদন করে নিজে ধ্বংস হয়। এক্ষেত্রে প্রথম ক্ষণকে উপ্‌পাদ (উৎপত্তি), অন্ত্যক্ষণকে ভঙ্গ (ধ্বংস) এবং মধ্যস্থ ১৫ ক্ষণকে জবা বা বৃদ্ধি (জবা বা স্থিতি বলা হয়।

নিয়মানুসারে যখন কোন এক দ্বার মাধ্যমে কোন আলম্বন চিত্তে উপস্থিত হয় তখন জীবন প্রবাহের (ভবাঙ্গের) এক চিত্তক্ষণ অতিক্রম হয়। ইহাকে অতীত ভবাঙ্গ বলা হয়। তারপর পরবর্তী চিত্তবীথি বাধাহীন ভাবে ১৬ চিত্তক্ষণের জন্য প্রবাহিত হয়। এরূপে উপস্থাপিত আলম্বনকে 'অতি-বৃহদালম্বন' বলা হয়।

যদি চিত্তবীথি জবন স্থানে প্রবর্তিত হওয়ার পর ধ্বংস হয় এবং দুই তদালম্বন চিত্তক্ষণ পর্যবসিত হতে পারে না তখন সে রূপালম্বনকে 'বৃহদালম্বন' বলা হয়।

কোন কোন সময় চিত্তবীথি ৭ চিত্তক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ব্যবস্থাপন স্থানে ধ্বংস হয় এবং জবন উৎপন্ন করতে পারে না তখন সেই রূপ আলম্বনকে 'ক্ষুদ্র' বলা হয়।

যখন কোন আলম্বন চিত্তে প্রবেশ করে কেবলমাত্র ভবাঙ্গে আবর্তন সৃষ্টি করে, সেরূপ রূপালম্বনকে 'অতি ক্ষুদ্র' বলা হয়।

যখন অতিবৃহদালম্বন এবং বৃহদালম্বন পঞ্চদ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তী সময়ে মনোদ্বারে প্রতিভাত হয় অথবা যখন এক চিত্তবীথি মনোদ্বার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে তদালম্বন স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে তখন সেই আলম্বনকে বিভূত (স্বচ্ছ বা পরিষ্কার) আলম্বন বলা হয়।

যখন এক চিত্তবীথি মনোদ্বারে উৎপন্ন হয়ে জবন স্থানে ভঙ্গ হয় তখন সেই আলম্বনকে অবিভূত (অস্বচ্ছ-অপরিষ্কার) বলা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাক ঃ—এক ব্যক্তি রাত্রিকালে নির্মেঘ আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ দেখল এবং একই সময়ে চারদিকের তারকারাশির ক্ষীণ দৃশ্যও তার চোখে পড়ল। সে তার মনোযোগ চাঁদের দিকেই নিক্ষেপ

করেছিল কিন্তু সে চারদিকের তারার দৃশ্য অবহেলা করতে পারেনি। এক্ষেত্রে চন্দ্র দর্শনই 'অতিবৃহদালম্বন' এবং তারার দৃশ্য দর্শন 'ক্ষুদ্রালম্বন'। এখানে চাঁদ এবং তারা পৃথক পৃথক ক্ষণে দর্শন করা হয়েছে। অভিধর্ম অনুসারে ইহা বলা সত্য নয় যে তারাকে অবচেতন মন দ্বারা দর্শন করা হয়েছে এবং চাঁদকে চেতন মন দ্বারা দর্শন করা হয়েছে।

মনোদ্বারে বীথি-চিত্তপ্পবত্তিনযো

৫. মনোদ্বারে পন যদি বিভূতমালম্বনং আপাথং আগচ্ছতি, ততো পরং ভবঙ্গ-চলন-মনোদ্বারাবজ্জন-জবনাবসানে তদারম্মণপাকানি পবত্তন্তি। ততো পরং ভবঙ্গপাতো।

অভিভূতে পনালম্বনে জবনাবসানে ভবঙ্গপাতো' ব হোতি। নত্থি তদালম্বনুপ্পাদো'তি।

৬. বীথিচিত্তানি তীন' এব চিত্তুপ্পাদা দসেরিতা
বিত্থারেন পন' ত্থে'কচত্তাল্লীস বিভাবযে।
অয়ং'এত্থ পরিত্ত-জবনবারো।

কামাবচর মনোদ্বার-বীথি

৫. মনোদ্বারে বিভূত (স্পষ্ট) আলম্বন উপস্থিত হলে ভবাঙ্গ স্রোতে কম্পন আরম্ভ হয়। তারপর মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত, জবন চিত্ত এবং তদালম্বন চিত্ত উৎপন্ন হয়ে চিত্ত পুনঃ ভবাঙ্গ স্রোতে পতিত হয়। যদি আলম্বন অবিভূত (অস্পষ্ট) হয় তবে জবন স্থানের পরই চিত্ত ভবাঙ্গ স্রোতে পতিত হয়; তদালম্বন বিপাক উৎপন্ন হয় না।

৬. মনোদ্বারবীথি চিত্তের তিন কৃত্য এবং চিত্তোৎপত্তি অনুসারে তা দশ[৫] চিত্তক্ষণ ধারণ করে রূপে বর্ণিত হয়েছে।

৫। যথা ১. মনোদ্বারাবর্তন, জবন এবং তদালম্বন। যখন ৭ জবন এবং ২ তদালম্বনকে পৃথক করে ধরা হয় তখন সর্বমোট চিত্তক্ষণ দাঁড়ায় দশ।

এবার ৪১[৬] প্রকার মনোদ্বারিক চিত্তের বিষয় আলোচনা করা হবে।

অপ্পনা—বীথিচিত্তপ্পবত্তিনযো

৭. অপ্পনাজবনবারে পন বিভূতাবিভূতভেদো নত্থি। তথা তদালম্বনুপ্পাদো চ।

তত্থ হি ঞাণসম্পযুত্ত কামাবচরজবনানং অট্ঠন্নং অঞ্ঞতরস্মিং পরিকম্মুপচারানুলোমগোত্রভূনামেন চতুক্খত্তুং তিক্খত্তুং' এব যথাক্কমং উপ্পজ্জিত্বা নিরুদ্ধে তদালম্বনং' এব যথারহং চতুত্থং পঞ্চমং বা ছব্বীসতি মহগ্গতলোকুত্তরজবনেসু যথাভিনীহারবসেন যং কিঞ্চি জবনং অপ্পনাবীথিমোতরতি। ততো পরং অপ্পনাবসানে ভবঙ্গপাতো'ব হোতি।

তত্থ সোমনস্সহগত জবনান' অন্তরং অপ্পনা' পি সোমনস্সসহগতা' ব পাটিকঙ্খিতব্বা। উপেক্খাসহগত জবনানন্তরং উপেক্খাসহগতা'ব। তথা'পি কুসলজবনানন্তরং কুসলজবনং চ' এব হেট্ঠিমঞ্চ ফলত্তযমপ্পেতি। ক্রিযাজবনানন্তরং ক্রিয়াজবনং অরহত্তফলং চ অপ্পেতি।

৮. দ্বত্তিংস সুখপুঞ্ঞম্হা দ্বাদসোপেক্খকা পরং
সুখিত-ক্রিয়তো অট্ঠ ছ সম্ভোন্তি উপেকখকা।
পুথুজ্জনান সেক্খানং কামপুঞ্ঞাতিহেতুতো
তিহেতুকামক্রিয়তো বীতরাগানং অপ্পনা।

অয়ং' এত্থ মনোদ্বারে বীথিচিত্তপ্পবত্তিনযো।

অর্পণা-জবন চিত্তবীথি

৯: অর্পণা৫ জবন চিত্তে বিভূত (স্পষ্ট) এবং অবিভূত (অস্পষ্ট) আলম্বন ভেদ নেই। (বিভূত আলম্বনেই কেবল অর্পণা উৎপন্ন হয়)

৬। পূর্বোক্ত ৫৪ – ১৩ (দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান ১৭+ সম্পটিচ্ছন ২ এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন ১) = ৪১

তাই এই অর্পণা চিত্তবীথি সমূহে তদালম্বনও উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে আট প্রকাব জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর জবনেব যে কোন একটি তিন বা চার চিত্তক্ষণেব জন্য অর্থাৎ যথাক্রমে পবিকর্ম, উপচার, অনুলোম এবং গোত্রভূ রূপে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। তাদের নিরুদ্ধ হওযার অব্যবহিত পব অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম চিত্তক্ষণে সেই চতুর্থ এবং পঞ্চম ক্ষণেই ২৬ প্রকাব মহদ্গত ও লোকোত্তর জবন-চিত্তেব মধ্যে যে কোন একটি যথাগৃহীত নিমিত্তানুসাবে অর্পণাবীথিতে অবতবণ করে। তারপর অর্থাৎ ৪র্থ ও ৫ম চিত্তক্ষণের পব অর্পণাব অবসানে চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। (তখন তদালম্বন উৎপত্তিব অবসব থাকে না)।

এখানে সৌমনস্য সহগত জবনেব অনন্তরে সৌমনস্য অর্পণাই প্রত্যাশা করা যায় এবং উপেক্ষা সহগত জবনের অনন্তরে উপেক্ষা সহগত অর্পণাই প্রত্যাশিত।

এখানেও কুশল জবনেব ফল স্বরূপ কুশল জবন এবং চাব ফলের মধ্যে (অর্হত্ত্ব ব্যতীত) অপব ফলত্রয (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামীত্ব ফল) আশা করা যায়। ক্রিয়া জবনের অনন্তবে ক্রিয়াজবন এবং অর্হত্ত্বফল আশা কবা যায়।

৮. (ত্রিহেতুক) (৬) সুখ-পুণ্যচিত্তের পর (৭) বত্রিশ প্রকার অর্পণা জবন, (ত্রিহেতুক) উপেক্ষা সহগত পুণ্যচিত্তের পর বার প্রকার অর্পণা জবন (৯), (ত্রিহেতুক) সুখ ক্রিয়া চিত্তেব পর আট প্রকার অর্পণা জবন (১০) এবং (ত্রিহেতুক) সুখ ক্রিয়া চিত্তের পর ছয় প্রকার অর্পণা (১১) উৎপন্ন হয়।

শৈক্ষ্য ও পৃথগ্‌জনের নিকট ত্রিহেতুক কামাবচব পুণ্য চিত্তের পর অর্পণা উৎপন্ন হয় কিন্তু অর্হত্তের নিকট ত্রিহেতুক কামাবচর ক্রিয়া চিত্তের পর অর্পণা জাগ্রত হয়।

এ পর্যন্ত মনোদ্বারিক চিত্তবীথির উৎপত্তি নিয়ম বর্ণিত হল।

ব্যাখ্যা ঃ—

(৫). অপ্পনা—অর্পণা, √রি ধাতু নিষ্পন্ন, গমন করা। ইহা অভিধর্মের একটি বিরল পালি শব্দ।

ভদন্ত বুদ্ধঘোষ 'অপ্পনার' এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : একাগ্র চিত্ত আলম্বনে (আরম্মণে) স্থাপন করা (একগ্গং চিত্তং আরম্মণে অপ্পেন্তি)।

অপ্পনা একটি ধ্যানাঙ্গ যা বিতর্কের (বিতক্ক) বা প্রাথমিক চিত্ত নিবেশের অতি-বর্ধিত অবস্থা।

যোগী তাঁর চরিত্রানুযায়ী একটি ধ্যেয় বিষয় (কর্মস্থান) গ্রহণ করে ধ্যান বর্ধন করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত উপায়ে ধ্যান কালে তিনি প্রথম ধ্যান স্তর লাভ করতে সমর্থ হন।

তখন চিত্তবীথি এরূপে প্রবাহিত হয়—

মনোদ্বারাবর্তন	পরিকর্ম	উপচার	অনুলোম	গোত্রভূ
×	×	×	×	×

অর্পনা
×

আলম্বন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত জবন স্তরের পূর্বে আবর্তিত হয়ে চিত্ত পাপে প্রবেশ করে। অর্পণা জবনবীথির প্রথম বিতর্ক চিত্তক্ষণকে পরিকর্ম বলা হয় কারণ ইহা মহদ্গত বা লোকোত্তর প্রভৃতি উচ্চতর চিত্তোৎপত্তির প্রস্তুতি স্থান। ইহার পরবর্তী চিত্তক্ষণকে উপচার বলা হয়। ইহাকে উপচার বলার কারণ হল ইহা (উক্ত) উচ্চতর চিত্তের অতি সমীপবর্তী। সাধারণতঃ এই দুই চিত্তক্ষণ অর্পণা জবন বীথির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয় কিন্তু যদি যোগী উন্নত পুণ্যবান ব্যক্তি হন তখন তাঁর নিকট পরিকর্মক্ষণ ব্যতীত উপচারক্ষণ উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় চিত্তক্ষণকে অনুলোম বলা হয় কারণ ইহা পূর্ববর্তী চিত্তক্ষণের সঙ্গে এবং পরবর্তী গোত্রভূ চিত্তক্ষণের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখে উৎপন্ন

হয়। গোত্রভূ অর্থে সাধারণত কামাবচব গোত্র অতিক্রম করা বুঝায় অথবা মহদ্গত গোত্রে উন্নয়নকে বুঝায়। গোত্রভু চিত্তক্ষণের অব্যবহিত পব অর্পণা ধ্যান চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। নিবিড় একাগ্রতা (অর্পণা) এই উন্নত মানসিক স্তরে লাভ হয়।

প্রাথমিক চিত্তক্ষণগুলিতে যে অপূর্ণ ধ্যান লাভ হয তাকে উপচার সমাধি (পূর্ণ একাগ্রতার সমীপবর্ত্তী) বলা হয।

পৃথগ্‌জন বা শৈক্ষেব নিকট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চার কামাবচর কুশল জবনের কোন এক জবন প্রাথমিক অর্পণা চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়। যাঁবা অসেখ (অর্হৎ) তাঁদের নিকট জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চাব কামাবচর ক্রিয়া জবনের এক জবন উৎপন্ন হয।

লোকোত্তব অর্পণা জবনবীথি এরূপে উৎপন্ন হয়—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পরিকর্ম	উপচাব	অনুলোম	গোত্রভূ	মার্গ	ফল	ফল
×	×	×	×	×	×	×

এই চিত্তবীথিতে পরিকর্ম উৎপন্ন হতেও পারে, নাও হতে পারে। পূর্বে বলা হয়েছে ইহা ব্যক্তির পুণ্য শক্তির উপর নির্ভর করে। এখানে গোত্রভূ অর্থে পৃথগ্‌জন গোত্র থেকে লোকোত্তর গোত্রে উন্নয়নকে বুঝাচ্ছে।

চার জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কামাবচর কুশল জবনের এক জবন এ সকল প্রাথমিক স্তরে উৎপন্ন হয়। প্রথম তিন চিত্তক্ষণের আলম্বন লোকীয় বা লৌকিক কিন্তু গোত্রভূর আলম্বন লোকোত্তর নির্বাণ। তৎসত্ত্বেও এই উন্নত চিত্তক্ষণ সকল প্রকার আবিলতা ধ্বংস কবতে অসমর্থ। তদনন্তর যে মার্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় তাতে কেবল নির্বাণ দর্শন হয় না, সে সঙ্গে সকল আবিলতারও ধ্বংস হয়। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে মার্গ চিত্ত কেবল একবার মাত্র উৎপন্ন হয। মার্গ চিত্ত উৎপত্তির তৎপরক্ষণে তুই ফল-চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয অবশ্য যদি পূর্বে পরিকর্ম উৎপন্ন হয়ে থাকে। তা' না হলে তিন ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিমুক্তিস্তরে—চতুর্থ চিত্তক্ষণকে 'বোদান' বলা হয় (তা গোত্রভূ নয়)। 'বোদান' অর্থে নির্মলতাসাধন বুঝায়। যদি পরিকর্ম চিত্তক্ষণ পূর্বে উৎপন্ন হয়ে 'বোদান' চিত্তক্ষণ চতুর্থ চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয় অন্যথায় তৃতীয় চিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়।

চার লোকোত্তর মার্গের প্রত্যেকটি জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একবার করে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যোগী ফলচিত্ত অবিচ্ছিন্নভাবে একদিন ব্যাপিয়াও অনুভব করতে পারেন।

ক্রমোন্নত তিন ফলস্তর যথা স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী ও অনাগামী ফল চিত্তের পূর্বে একবার কুশল জবন উৎপন্ন হয়। যখন কোন ব্যক্তি অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী জবন হবে—ক্রিয়া জবন, কারণ অর্হৎগণ অসেখ (অশৈক্ষ্য) তাই তাঁরা কুশল জবন অনুভব করেন না (বা তাঁদের নিকট উৎপন্ন হয় না)

(৬) তিহেতুক-ত্রিহেতুক, তিন হেতুদ্বারা প্রভাবিত, যথা অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ (প্রজ্ঞা)।

(৭) দুই প্রকার সৌমনস্য সহগত জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কামাবচর চিত্ত।

(৮) যথা ৪ রূপ ধ্যান এবং ২৮ (৭ × ৪) লোকোত্তর ধ্যান। এখানে অর্হত্ব ফল এবং ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৯) এক পঞ্চম রূপধ্যান + চার অরূপ ধ্যান + সাত লোকোত্তর পঞ্চম ধ্যান।

(১০) যথা প্রথম চার রূপধ্যান + প্রথম চার অর্হত্ব ফল ধ্যান।

(১১) এক পঞ্চম রূপধ্যান + চার অরূপধ্যান + এক পঞ্চম অর্হত্বফল ধ্যান।

তদারম্মণনিযমো

৯. সব্বত্থাপি পন এত্থ অনিট্ঠে আরম্মণে অকুসলবিপাকান' এব পঞ্চবিঞ্ঞাণসম্পটিচ্ছনসন্তীরণতদারম্মণানি, ইট্ঠে

কুসলবিপাকানি, অতি' ইট্‌ঠে পন সোমনস্‌সসহগতান্' এব সন্তীরণতদারম্‌মণানি।

তত্থ' পি সোমনস্‌সসহগতক্রিয়াজবনাবসানে সোমনস্‌সহগতান্' এব তদারম্‌মণানি ভবন্তি। উপেক্‌খাসহগতক্রিয়াজবনাবসানে চ উপেক্‌খাসহগতান্' এব হোন্তি।

দোমনস্‌সসহগতজবনাবসানে চ পন তদারন্‌মণানি চ' এব ভবঙ্গানি চ উপেক্‌খাসহগতং এব ভবন্তি। তস্মা যদি সোমনস্‌স-পটিসন্ধিকস্‌স দোমনস্‌সসহগতজবনাবসানে তদাবম্‌মণসম্ভবো নত্থি, তদা অঞ্‌ঞং কিঞ্চি পরিচিতপুব্‌বং পরিত্তারম্‌মণমারব্‌ভ উপেক্‌খাসহগত-সন্তীরণং উপ্‌পজ্জতি। তমনন্তরিত্বা ভবঙ্গপাতো' ব হোতী' তিপি বদন্তি আচরিয়া। তথা কামাবচরজবনাবসানে কামাবচরসত্তানং কামাবচর-ধম্মেস্ব' এব আরম্‌মণভূতেসু তদারম্‌মণং ইচ্‌ছতী'তি।

১০. কামে জবনসত্তারম্‌মণানং নিযমে সতি
বিভূতে' তি মহন্তে চ তদাবম্‌মণমীরিতং।
অয়ং এত্থ তদারম্‌মণনিযমো।

তদালম্বন-নিয়ম

৯. যদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দ্বার এবং মনোদ্বারের কোন আলম্বন (১২) অমনোজ্ঞ (অমনোরম) হয় তবে তা অতীত অকুশল কর্মের বিপাক— পঞ্চ বিজ্ঞানে, সম্প্রতীচ্ছে, সন্তীরণে, তদালম্বনে ফল প্রদান করে, এবং যদি তা মনোজ্ঞ (মনোরম) হয় তবে তা অতীত কুশল কর্মের বিপাক, যদি আলম্বন অত্যন্ত মনোরম হয তবে সন্তীরণ এবং তদালম্বন সৌমনস্য সহগত হয়। এরূপ বিপাকে সৌমনস্য সহগত ক্রিয়া জবনের অবসানে তদালম্বনও সৌমনস্য সহগত হয অথবা ক্রিয়া জবন যদি উপেক্ষা সহগত হয় তবে তৎপরবর্তী তদালম্বন ক্ষণও উপেক্ষা সহগত হয়ে থাকে। অথবা জবন যদি দৌর্মনস্য সহগত হয় তবে তদালম্বন চিত্তক্ষণ এবং ভবাঙ্গ সমূহ উভয়ই উপেক্ষা সহগত হয়ে থাকে।

সে কারণে যার প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্য সহগত তার দৌর্মনস্য সহগত জবনাবসানে যখন তদালম্বন উৎপন্ন হয় না তখন তৎস্থানে

পূর্বসঞ্চিত পরিত্তালম্বন (৫৪ প্রকার কামাবচব চিত্তও ২৮ রূপ) অবলম্বন করে উপেক্ষা সহগত- সন্তীরণ চিত্ত উৎপন্ন হয। আচার্যগণ বলেনতৎপরক্ষণেই চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয। অনুরূপভাবে তাঁবা আরও বলেন কেবল কামাবচর জবনাবসানে (পরিত্ত জবন) কামলোকের সত্ত্বগণের জন্য কামাবচর আলম্বনেই তদালম্বন আশা কবা যায়।

১০ তাঁরা বলেন : কামলোকচিত্তে এবং কামজবনাবসানে আলম্বন যদি বিভূত এবং অতি মহৎ হয তখন ইহা নিশ্চিত যে তদালম্বন উৎপন্ন হবেই।

তদালম্বন নিযম এ পর্যন্ত বর্ণিত হল।

ব্যাখ্যা :—

(১২) আরম্মণ—বিষয (আলম্বন) : আলম্বন মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ হওয়া ব্যক্তিগত মানসিকতাব উপর নির্ভব করে না, কিন্তু ইহা নির্ভব করে আলম্বনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির উপর। বিপাক চিত্ত আলম্বন প্রভাবে যে রূপে প্রভাবিত হয় তাকেই ব্যক্তির কুশল বা অকুশল কর্মের ফল বলা হয়।

বুদ্ধদর্শন একজন অন্য ধর্মাবলম্বীর নিকট অমনোজ্ঞ বা বিরক্তিকর হতে পারে। তার জবন চিত্ত স্বাভাবিকভাবে অকুশল হবে। কিন্তু তাব উপেক্ষা সহগত কুশল চক্ষুবিজ্ঞান বিপাক পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত বলে. তা কুশল বিপাক। এই বিপাক ব্যক্তির ইচ্ছা দ্বাবা প্রভাবিত হযনি, ইহা কিন্তু অনিবার্য বিপাক বা ফল। অপরপক্ষে জবনবীথি ব্যক্তিব ইচ্ছা দ্বাবা প্রভাবিত হয।

দৃষ্টান্ত : পুরীষ (মল) দর্শনে সাধাবণ কুকুরেব আনন্দ হয। এই আলম্বন সাধাবণত: অমনোজ্ঞ এবং অকুশল বিপাক কিন্তু তৎপ্রভাবে জবনবীথি কুকুবেব পক্ষে কুশল হবে। তৎসহগত বেদনাও সুখদায়ক হবে।

অমনোজ্ঞ আলম্বন দর্শনে যদিও অকুশল বিপাক উৎপন্ন হয, তাঁব জবনবীথি কুশলাকুশল বর্জিত হয়। তৎসহগত বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয়।

এখন যদি কোন অমনোজ্ঞ আলম্বন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়দ্বার বা মনোদ্বার মাধ্যমে উপস্থিত হয় তখন ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ, তদালম্বন যা তাদের স্বস্ব চিত্তবীথিতে উৎপন্ন হয় তার সবগুলিই অকুশল বিপাক। তৎসহগত বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয়, কেবল কায়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা দুঃখ বেদনা হয়। এই চিত্তক্ষণগুলি কিন্তু পূর্বজন্মকৃত অকুশল কর্মের অনিবার্য বিপাক।

যদি উপস্থিত (পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনোদ্বার মাধ্যমে আগত) আলম্বন মনোজ্ঞ হয় তবে পূর্বোল্লেখিত চিত্তক্ষণগুলিও কুশল বিপাক। এখানেও তৎসহগত বেদনা উপেক্ষা বেদনা হয় কেবল কায়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা সুখ বেদনা হয়। এ সকল চিত্তক্ষণগুলি পূর্বজন্মকৃত কুশল কর্মের অনিবার্য বিপাক।

যখন আলম্বন অতি-মনোজ্ঞ হয় তখন সন্তীরণ ক্ষণের বেদনা ভিন্ন হয়। ইহা উপেক্ষা বেদনা না হয়ে সৌমনস্য হয়।

সৌমনস্য সহগত কামাবচর ক্রিয়া জবন যখন তদালম্বনে পর্যবসিত হয় তখন তাও সৌমনস্য বেদনা সহগত হয়। অনুরূপভাবে উপেক্ষা জবন উপেক্ষা তদালম্বনে পর্যবসিত হয়।

নিয়মানুসারে পূর্ববর্তী জবনের পরবর্তী তদালম্বন একই প্রকার হয়। সৌমনস্য সৌমনস্যকে অনুসরণ করে এবং উপেক্ষা উপেক্ষাকে অনুসরণ করে।

দৌর্মনস্য তদালম্বন যখন নেই, তখন দৌর্মনস্য সহগত জবনের কি অবস্থা হয়?

যদি এক ব্যক্তির প্রতিসন্ধি চিত্ত সৌমনস্য সহগত হয় এবং যদি জবনগুলি দৌর্মনস্য সহগত হয় এবং যদি তদালম্বন উৎপন্ন হয় তা উপেক্ষা সহগত হবে কিন্তু যদি তদালম্বন উৎপন্ন না হয় তখন কৃত্য-বিহীন কোন সুবিধাজনক উপেক্ষা সন্তীরণ এক চিত্তক্ষণের জন্য, (মধ্যস্থরূপে) উৎপন্ন হবে। এই সুবিধাজনকরূপে উৎপন্ন চিত্তক্ষণকে সাধারণতঃ আগন্তুক ভবাঙ্গ (আগন্তুক ভবঙ্গ) বলা হয়। এক্ষেত্রে জবন-আলম্বন এবং তদালম্বন-আলম্বন একই প্রকার হয়। কিন্তু এই

বিশেষ ক্ষেত্রে আলম্বন ভিন্ন হয়। এই সন্তীরণের আলম্বন অন্য এক কামাবচর বিষয় যার সঙ্গে ব্যক্তি ইহজীবনে পূর্বপরিচিত। এই বিষয়কে পরিত্ত (ক্ষুদ্র) বলা হয় কারণ ইহা রূপ-অরূপ-লোকোত্তর আলম্বনের তুলনায় নিম্ন স্তরের।

যদি প্রতিসন্ধিচিত্ত সৌমনস্য সহগত না হয় তখন তদালম্বন চিত্ত উপেক্ষা সহগত হয় এবং পরবর্তী ভবাঙ্গ চিত্তও তাই হয়।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে তদালম্বন কেবলমাত্র কামাবচর সত্ত্বগণের নিকট কামাবচর-জবনের শেষে কামাবচর অতি-তীব্র এবং স্বচ্ছ আলম্বনকে কেন্দ্র করে উৎপন্ন হয়।

জবননিযমো

১১. জবনেসু চ পরিত্তজবনবীথিযং কামাবচর জবনানি সত্তক্খত্তুং ছক্খত্তুং'এব বা জবান্তি।

মন্দপ্পবত্তিযং পন মরণকালাদীসু পঞ্চবারং' এব।

ভগবতো পন যমকপাটিহারিযকালাদীসু লহুকপ্পবত্তিযং চত্তারি পঞ্চ বা পচ্চবেক্খণচিত্তানি ভবন্তী'তি পি বদন্তি।

আদিকম্মিকস্স পন পঠমকপ্পনাযং মহগ্গতজবনানি, অভিঞ্ঞাজবনানি চ সব্বদা পি একবারং এব জবন্তি। ততো পরং ভবঙ্গপাতো।

চত্তারো পন মগ্গুপ্পাদা একচিত্তক্খণিকা। ততো পরং দ্বে তীণি ফলচিত্তানি যথারহং উপ্পজ্জন্তি। ততো পরং ভবঙ্গ-পাতো।

নিরোধসমাপত্তিকালে দ্বিক্খত্তুং চতুত্থারুপ্পজবনং জবতি। ততো পরং নিরোধং ফুসতি। বুট্ঠানকালে চ অনাগামিফলং বা অরহত্তফলং বা যথারহং একবারং উপ্পজ্জিত্বা নিরোধে ভবঙ্গপাতো'ব হোতি।

সব্বত্থা'পি সমাপত্তিবীথিযং পন ভবঙ্গসোতো বিয বীথিনিযমো নত্থী'তি কত্বা বহূনি পি লব্ভান্তী'তি বেদিতব্বং।

১২. সত্তক্খত্তুং পবিত্তানি মগ্গাভিঞ্ঞা সকিং মতা,
অবসেসানি লভন্তি জবনানি বহূনি'পি।
অযং এত্থ জবন-নিযমো।

জবন নিয়ম (১৩)

১১. জবন চিত্ত সমুহের মধ্যে পবিত্ত জবনবীথিতে কামাবচর জবন সাত বা ছয় বার জবিত হয়।

দুর্বল জবনবীথি এবং মৃত্যুর সময় ইত্যাদিতে পাঁচ বার জবিত হয়।

আচার্যগণ বলেন : ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক যুগ্মঋদ্ধি প্রদর্শন কালে এবং অনুরূপ কারণে যখন জবন প্রচলন দ্রুত হয় তখন চার বা পাঁচ বার মাত্র জবন চিত্ত জবিত হয়।

আদি-কর্ম্মিগণের চিত্ত প্রথম ধ্যান কালে (অর্পণায), মহদ্গত জবনে এবং অভিজ্ঞা জবনে এক চিত্তক্ষণ মাত্র জবিত হয়ে ভবাঙ্গে পতিত হয়।

চার মার্গ চিত্তের উৎপত্তি এক এক চিত্তক্ষণেই হয়ে থাকে। তৎপর দুই বা তিন চিত্তক্ষণ ফলচিত্তক্ষণ রূপে উৎপন্ন হয়। তারপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান কালে (১৪) চতুর্থ অরূপ চিত্তের জবন দুইবার মাত্র জবিত হয়ে নিরোধে পতিত হয়। নিরোধ-সমাপত্তি থেকে উত্থান কালে অনাগামী ফলচিত্ত বা অর্হত্ত্ব ফলচিত্ত ব্যক্তি-বিশেষে একবার মাত্র উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয় এবং তৎপর ভবাঙ্গে পতিত হয়।

প্রত্যেক সমাপত্তি বীথিতে [পাঁচ ধ্যান সমাপত্তি ও মার্গের চার ফলসমাপত্তি (সম্যকরূপে প্রাপ্তিকালে)] ভবাঙ্গ স্রোতের ন্যায় চিত্তবীথি নিযম নেই। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে মহদ্গত এবং লোকাত্তর জবন বহুবার (৭ বারের অধিক) উৎপন্ন হতে পারে।

১২. ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, আলম্বন ক্ষুদ্র হলে সাতবার চিত্তক্ষণ জবিত হয়, মার্গ উৎপত্তি ও অভিজ্ঞা থেকে উত্থানকালে

একবার চিত্তক্ষণ জবিত হয় এবং মহদ্গত সমাপত্তি ও লোকোত্তর ফলসমাপত্তি বীথিতে বহু বার জবন চিত্ত উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা :—

(১৩) জবন—জবন শব্দের ইংরেজী বা (বাংলা) অনুবাদ করা কঠিন তাই পালি শব্দই রাখা হল।

মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে জবন-চিত্তক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কুশল এবং অকুশল এস্তবেই নির্দ্ধারিত হয়। কখনও কখনও এক চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয় কখন সর্বোর্ধ্ব সাত চিত্তক্ষণ স্থায়ী হয়।

কামাবচর জবন সমূহ নিযমানুসারে ছয় বা সাত ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। যখন কোন ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয় বা মরণোন্মুখ হয় তখন তার জবনচিত্ত পাঁচ ক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয়।

যখন বুদ্ধ নিজ দেহ থেকে অগ্নি ও জল বাহির করে ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন তখন চার বা পাঁচ চিত্তক্ষণের জন্য জবনচিত্ত উৎপন্ন হয়ে ধ্যানাঙ্গে প্রতিফলিত হয়। ইহা যুগ্মঋদ্ধি প্রদর্শনের অনিবার্য পূর্ব-বিষয়।

যোগী যখন প্রথম বার প্রথম ধ্যান উৎপন্ন করেন তখন জবনচিত্ত এক ক্ষণকাল স্থায়ী হয়। যিনি পঞ্চ-অভিজ্ঞা যথা ১. ঋদ্ধিবিদ্যা ২. দিব্যশ্রবণ ৩. দিব্যচক্ষু ৪. পরচিত্তজ্ঞান এবং ৫. পূর্বনিবাস স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন করেন তখন জবনচিত্ত এক ক্ষণের জন্য স্থায়ী হয়। চার প্রকার মার্গচিত্ত উৎপত্তির সময়ও জবনচিত্ত এক ক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয়। এই মহামুহূর্তে নির্বাণ উপলব্ধি হয়।

(১৪) নিরোধ-সমাপত্তি—অনাগামী এবং অর্হৎ যাঁরা রূপ এবং অরূপ ধ্যান বর্ধন করেছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই চিত্তের সাধারণ স্রোতকে চিত্তশক্তি দ্বারা সাতদিন পর্যন্ত উপচ্ছেদ করে রাখতে পারেন। যখন যোগী এ স্তর লাভ করেন তখন তাঁর সকল প্রকার মানসিক কর্ম নিরুদ্ধ হয়। যদিও তখন তাঁর দেহের উষ্ণতা ও জীবন-প্রবাহ অটুট থাকে তবে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে যায়। মৃতব্যক্তি এবং নিরোধ সমাপত্তিমগ্ন ব্যক্তির তফাৎ হল—প্রথম ব্যক্তির জীবন প্রবাহ নেই, বরঞ্চ শেষোক্ত ব্যক্তির জীবন প্রবাহ চলতে

থাকে। পালি সাহিত্য অনুসারে এসময় তাঁর দেহের কোন প্রকার ক্ষতি করা যায় না। এ ধ্যানস্তরে উন্নীত অবস্থাকে নিরোধসমাপত্তি বলা হয়। নিরোধ অর্থে 'নিবৃত্তি' এবং সমাপত্তি 'প্রাপ্তি' বুঝায়।

নিরোধসমাপত্তিতে নিমগ্ন হওয়ার পূর্বক্ষণে দুই চিত্তক্ষণের জন্য চতুর্থ অরূপ ধ্যানে (নৈবসংজ্ঞা-নঅসংজ্ঞা) নিমজ্জিত হন। পূর্ব অধিষ্ঠান অনুযায়ী সে ধ্যান থেকে পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চিত্তস্রোত নিরুদ্ধ থাকে, এ অবস্থায় তিনি সপ্তাহ কাল অবস্থান করতে বা সমাধি মগ্ন থাকতে পারেন। পালি সাহিত্যে প্রত্যেকবুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি এরূপ সমাধি-মগ্ন থাকা কালে তাঁর দেহে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর দেহ দগ্ধ হয় নি।

যখন তিনি নিরোধসমাপত্তি (সমাধি) থেকে উত্থান করেন তখন অনাগামীর নিকট অনাগামী ফলচিত্তক্ষণ এবং অর্হতের নিকট অর্হৎফল-চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। তারপর চিত্তস্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়।

পুগ্গল-ভেদো

১৩. দুহেতুকানং অহেতুকানঞ্চ পন'এত্থ ক্রিয়াজবনানি চ' এব অপ্পনাজবনানি চ ন লব্ভন্তি। তথা ঞাণসম্পযুত্তবিপাকানি চ সুগতিযং, দুগ্গতিযং পন ঞাণবিপ্পযুত্তানি চ মহাবিপাকানি ন লব্ভন্তি।

তিহেতুকেসু চ খীণাসবা'নং কুসল'কুসলজবনানি চ ন লব্ভন্তী'তি। তথা সেক্খপুথুজ্জনানং ক্রিয়াজবনানি, দিট্ঠিগতসম্পযুত্ত-বিচিকিচ্ছাজবনানি চ সেক্খানং। অনাগামিপুগ্গলানং পন পটিঘজবনানি চ ন লব্ভন্তি। লোকুত্তরজবনানি চ যথাসকমরিযানং এব সমুপ্পজ্জন্তী'তি।

১৪. অসেক্খানং চতুচত্ত'লীসসেক্খানং উদ্দিসে
ছপঞ্ঞাসাবসেসানং চতুপঞ্ঞাসসম্ভবা।
অযং এত্থ পুগ্গল-ভেদো।

পুদ্গলভেদে বীথিচিত্ত

১৩. যাদের প্রতিসন্ধি চিত্ত দ্বিহেতুক[৭] বা অহেতুক তাদের ক্রিয়া জবন বা অর্পণা জবন[৮] উৎপন্ন হয় না। ইহারা কামসুগতিতে জন্ম গ্রহণ করলেও জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশল কর্মের বিপাক ভোগ করতে পারে না।[৯] দুর্গতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেও জ্ঞানবিপ্রযুক্ত মহাবিপাক-রাশি লাভ করেন।

ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধিকগণের মধ্যে ক্ষীণাসবগণের কুশল-অকুশল জবন উৎপন্ন হয় না। অনুরূপভাবে শৈক্ষ্য (স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ মার্গস্থ) এবং পৃথগ্‌জনের ক্রিয়াজবন উৎপন্ন হয় না। শৈক্ষ্যগণ[১০] দৃষ্টি বা বিচিকিৎসাসম্প্রযুক্ত জবন লাভ করেন না। অনাগামী পুরুষের প্রতিঘ[১১] সম্প্রযুক্ত জবন লাভ হয় না। আর্যগণের[১২] নিকট লোকোত্তর জবন স্ব স্ব মার্গ ও ফলানুসারে উৎপন্ন হয়।

১৪. উৎপত্তি অনুসারে অর্হতের ৪৪[১৩], শৈক্ষের ৫৬[১৪] এবং অন্যান্য পুদ্গলের ৫৪[১৫] চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়।

৭। অলোভ এবং অদ্বেষ।

৮। ত্রিহেতুক ভিন্ন ধ্যান এবং মার্গ লাভ হয় না।

৯। অনুন্নত প্রতিসন্ধি চিত্ত হেতু, ত্রিহেতুক তদালম্বন উৎপন্ন হয় না।

১০। কারণ তাঁরা মিথ্যাদৃষ্টি ও বিচিকিৎসা ধ্বংস করেছেন।

১১। কারণ অনাগামীর কামরাগ এবং প্রতিঘ ধ্বংস হয়েছে।

১২। চার মার্গ ও ফললাভীকে আর্য বলা হয় কারণ তাঁদের তৃষ্ণা ধ্বংস হয়েছে।

১৩। ১৮ অহেতুক + ১৬ শোভন ক্রিয়া এবং বিপাক + ৯ রূপ এবং অরূপ ক্রিয়া + ১ অরহত্ত্ব ফল।

১৪। ৭ অকুশল + ২১ (৮+৫+৪) কুশল + ২৩ কামাবচর বিপাক + ২ আবজ্জন + ৩ ফল।

১৫। পৃথগ্‌জনের ৫৪ যেমন, ১২ অকুশল + ১৭ অহেতুক + ১৬ শোভন কুশল এবং বিপাক + ৯ রূপ এবং অরূপ কুশল।

ভূমি-ভেদো

১৫. কামাবচরভূমিযং পন' এতানি সব্বানি'পি বীথিচিত্তানি যথারহং উপলব্ভন্তি, রূপাবচরভূমিযং পটিঘজবনতদালম্বন-বজ্জিতানি।

অরূপাবচরভূমিযং পঠমমগ্গরূপাবচরহসনহেট্ঠিমারুপ্পবজ্জিতানি চ লব্ভন্তি।

সব্বত্থা'পি চ তং পসাদরহিতানং তং তং দ্বারিকবীথিচিত্তানি ন লব্ভন্তি' এব।

অসঞ্ঞসত্তানং পন সব্বত্থা'পি চিত্তপ্পবত্তি নত্থে' বা'তি।

১৬. অসীতিবীথিচিত্তানি কামে রূপে যথারহং
চতুসট্ঠি তথারুপ্পে দ্বেচত্তালীসা লব্ভরে।
অযং' এত্থ ভূমিবিভাগো।

১৭. ইচ্চেবংছদ্বারিক চিত্তপ্পবত্তি যথাসম্ভবং ভবঙ্গন্তরিতা যাবতাযুকমব্ভোচ্ছিন্না পবত্ততী'তি।

ইতি অভিধম্মত্থ-সঙ্গহে বীথি-সঙ্গহবিভাগো নাম চতুত্থো-পরিচ্ছেদো।

ভূমিভেদে বীথিচিত্ত

১৫. কামাবচর ভূমিতে পূর্বোক্ত সকল প্রকার বীথিচিত্ত যথোচিত রূপে (ভূমি ও পুদ্গল ভেদে) উপলব্ধ হয়।

রূপভূমিতে প্রতিঘ-জবন-বীথি এবং তদালম্বনবর্জিত অন্য সকল প্রকার জবন উপলব্ধ হয়।

অরূপভূমিতে প্রথম মার্গ চিত্ত-বীথি, রূপাবচব চিত্তবীথি, হসনচিত্ত বীথি এবং নিম্নের অরূপচিত্ত বর্জিত অন্য সকল প্রকার জবন উপলব্ধ হয়।

সকল ভূমিতে যাদের যে ইন্দ্রিয় নেই তাদের প্রসাদরূপের অবিদ্যমানতায় সেই সেই দ্বারের চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় নাং। অসংজ্ঞ-সত্ত্বগণেব কোন চিত্তই উৎপন্ন হয় না।

১৬. কামাবচরে ৮০[16], রূপাবচরে ৬৪[17] এবং অরূপাবচরে ৪২[18] চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়।

ভূমি বিভাগ এখানে সমাপ্ত।

১৭. এ প্রকারে ছয় দ্বারে উৎপন্ন চিত্তবীথি যথাসম্ভূত ভবাঙ্গ মুক্ত হয়ে বিচ্ছেদহীন ভাবে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বীথি-সংগ্রহনামক-চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নক্সা ১১.

চিত্তবীথি

তখন কোন চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় মনোদ্বার মাধ্যমে চিত্তে প্রবেশ করে, তখন চিত্তবীথি এরূপে প্রবর্তিত হয়ঃ

পঞ্চদ্বার চিত্তবীথি—অতি মহৎ

অতীত ভবাঙ্গ	ভবাঙ্গচলন	ভবাঙ্গোপচ্ছেদ	পঞ্চদ্বারাবর্তন
×	×	×	×
১	২	৩	৪
চক্ষুবিজ্ঞান	সম্পটিচ্ছন	সন্তীরণ	বোত্থপন
×	×	×	×
৫	৬	৭	৮

১৬। যথা ৫৪ কামাবচর +১৮ রূপ এবং অরূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া +৮ লোকোত্তর =৮০।

১৭। যথা ১০ অকুশল (২ প্রতিঘ বর্জিত) +৯ অহেতুক বিপাক (কায়, ঘ্রাণ, জিহ্বা বিজ্ঞান বর্জিত) +৩ অহেতুক ক্রিয়া +১৬ কামবচর কুশল এবং ক্রিয়া +১০ রূপ কুশল এবং ক্রিয়া +৮ অরূপ কুশল এবং ক্রিয়া +৮ লোকোত্তর =৬৪।

১৮। যথা ১০ অকুশল +১ মনোদ্বারাবর্তন +১৬ কামাবচর কুশল এবং ক্রিয়া +৮ অরূপাবচর কুশল এবং ক্রিয়া +৭ লোকোত্তর (স্রোতাপত্তি মার্গ ব্যতীত)=৪২

জবন

× × × × × × ×

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

তদালম্বন

× ×

১৬ ১৭

পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্তবীথির পরক্ষণে চিত্তস্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়। তখন সেখানে মনোদ্বারাবর্তন চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় এবং উক্ত চক্ষুগ্রাহ্য বিষয় মন-মাধ্যমে অনুভূত হয়:—

মনোদ্বারিক বীথি

মনোদ্বারাবর্তন জবন

× × ×

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

তদালম্বন

× ⊥

৯ ১০

তারপর আবার চিত্তস্রোত ভবাঙ্গে পতিত হয়। আলম্বন কে জানার পূর্বে আরও অনুরূপ দুই চিত্তবীথি উৎপন্ন হয়।

——

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বীথিমুত্ত-সঙ্গহ-বিভাগো

১. ভূমি—চতুক্ক

১. 'বীথিচিত্তবসেন' এবং পবত্তিযং উদীবিতো পবত্তিসংগহো নাম সন্ধিযং' দানি বুচ্চতি।

২. চতস্সো ভূমিযো, চতুব্বিধা পটিসন্ধি, চত্তারি কম্মানি, চতুদ্ধা মরণুপ্পত্তি চ' তি বীথিমুত্তসঙ্গহে চত্তারি চতুক্কানি বেদিতব্বানি।

তত্থ অপাযভূমি, কামসুগতিভূমি, রূপাবচরভূমি, অরূপাবচরভূমি চে'তি চতস্সো ভূমিযো নাম।

তাসু নিরযো, তিরচ্ছানযোনি, পেত্তিবিসযো, অসুরকাযো চে'তি অপাযভূমি চতুব্বিধা হোতি।

মনুস্সা, চতুম্মহারাজিকা, তাবতিংসা, যামা, তুসিতা, নিম্মাণরতি, পরনিম্মিতবসবত্তী চে'তি কামসুগতিভূমি সত্তবিধা হোতি।

সা পনাযং একাদসবিধা'পি কামাবচরভূমি চে'ব সংখং গচ্ছতি।
ব্রহ্মপারিসজ্জা, ব্রহ্মপুরোহিতা, মহাব্রহ্মা, চে'তি পঠমজ্ঝানভূমি।

পরিত্তাভা, অপ্পমাণাভা, আভস্সরা চা'তি দুতিযজ্ঝানভূমি।

পরিত্তসুভা, অপ্পমাণসুভা, সুভকিণ্ণা চা'তি ততিযজ্ঝানভূমি।

বেহপ্ফলা, অসঞ্ঞসত্তা, সুদ্ধাবাসা চা'তি চতুত্থজ্ঝানভূমী'তি রূপাবচরভূমি সোলসবিধা হোতি।

অবিহা, অতপ্পা, সুদস্সী, সুদসসা, অকনিট্ঠা চা'তি সুদ্ধাবাসভূমি পঞ্চবিধা হোতি।

আকাসানঞ্চায়তনভূমি, বিঞ্ঞাণঞ্চায়তনভূমি, আকিঞ্চঞ্ঞায়-তনভূমি নে'বসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তনভূমি চেতি অরূপভূমিচতুব্বিধা হোতি।

৩. পুথুজ্জনা ন লব্ভন্তি সুদ্ধাবাসেসু সব্বথা
সোতাপন্না চ সকদাগামিনো চা'পি পুগ্গলা।
অরিযা নোপলব্ভন্তি অসঞ্ঞাপায়ভূমিসু
সেসট্ঠানেসু লব্ভন্তি অরিযা' নরিযা পি চ।
ইদমেত্থ ভূমি-চতুক্কং।

বীথিমুক্ত চিত্তসংগ্রহ

প্রতিসন্ধি নিয়ম

১. চিত্তবীথির উৎপত্তি পরিপ্রেক্ষিতে যে জীবন প্রবাহ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রবর্তিত হয় তা আলোচিত হয়েছে। এখন প্রতিসন্ধি নিয়ম সম্বন্ধে আলোচিত হবে।

২. বীথিমুক্ত চিত্ত-সংগ্রহের আলোচ্য বিষয় চার প্রকার। তাদের প্রত্যেকের আবার চার শ্রেণী আছে যথা—১. চার প্রকার ভূমি (১) ২. চার প্রকার প্রতিসন্ধি, ৩. চার প্রকার কর্ম এবং ৪. চার প্রকার মরণোৎপত্তি।

১. চার প্রকার ভূমি

তাদের মধ্যে চার প্রকার জীব ভূমি হল:—১. অপায় ভূমি (২) ২. কামাবচর সুগতিভূমি (৩) ৩. রূপাবচর ভূমি (৪) এবং ৪. অরূপাবচর ভূমি (৫)।

এগুলির মধ্যে অপায় ভূমি চার প্রকার ১. নিরয় (বা নরক) লোক (৬) ২. তির্যগ্যোনি (৭) ৩. প্রেতবিষয় (৮) ৪. অসুর-কায় (৯)।

কামসুগতি ভূমির সাত স্তর যথাঃ—১. মনুষ্যলোক (১০) ২. চতুর্মহারাজিক দেবলোক (১১) ৩. ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক ৪. যাম দেবলোক (১৩) ৫. তুষিত দেবলোক (১৪) ৬. নির্মাণরতি দেবলোক (১৫) ৭. পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোক (১৬)।

চার অপায়ভূমি ও সাত কামসুগতি ভূমি সহ এগার প্রকার ভূমি কামাবচর ভূমি রূপে পরিচিত।

ষোল রূপাবচর ভূমি (স্তর)

১. প্রথম ধ্যান ভূমিঃ—১. ব্রহ্মপারিষদ ২. ব্রহ্মপুরোহিত ৩. মহাব্রহ্মা (১৭)।

২. দ্বিতীয় ধ্যান ভূমিঃ—৪. পরিত্তাভ ৫ অপ্রমাণাভ ৬. আভস্বর।

৩. তৃতীয় ধ্যান ভূমিঃ—৭. পরিত্তশুভ ৮. অপ্রমাণশুভ ৯. শুভকীর্ণ।

৪. চতুর্থ ধ্যান ভূমিঃ—১০. বৃহৎফল ১১. অসংজ্ঞসত্ত্ব (১৮) এবং শুদ্ধাবাস ভূমির (১৯) ১২. অবৃহাঃ ১৩. অতপ্ত ১৪. সুদর্শন ১৫ সুদর্শী ১৬. অকনিষ্ঠ।

চার অরূপাবচর ভূমি (২০) (স্তর)

১. আকাশানন্তায়তন ২. বিজ্ঞানানন্তাযতন ৩. আকিঞ্চনাযতন ৪. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞাযতন।

৩. শুদ্ধাবাস ভূমিতে পৃথগ্‌জন, স্রোতাপন্ন[১] এবং সকৃদাগামী[২] কোন প্রকারেই উৎপন্ন হতে পারেন না। আর্যগণ অসংজ্ঞসত্ত্ব এবং অপায়ভূমিতে উৎপন্ন হন না। অন্যান্য ভূমিতে আর্য[৩] এবং অনার্য বা পৃথগ্‌জন জন্ম গ্রহণ করেন।

এ পর্যন্ত চার ভূমি বিষয়।

ব্যাখ্যা ঃ—

(১) ভূমি—√ভূ-ধাতু উৎপন্ন, হওয়া (উৎপন্ন হওয়া), সাধারণ অর্থে যে স্তরে জীবগণ অবস্থান করে।

১। প্রথম পরিচ্ছেদে ৫৪ নং ব্যাখ্যা দেখুন—নির্বাণ দর্শন।

২। ঐ

৩। স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎগণকে আর্য বলা হয়। অবশিষ্টগণ পৃথগ্‌জন।

রৌদ্ধধর্ম অনুসারে এই পৃথিবী অনন্ত-অসীম বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র পিণ্ড স্বরূপ এবং ইহা একমাত্র জীবের আবাস ভূমি নয় এবং মানুষই কেবল জীবন্ত জীব নয়। গর্ভাশয় একমাত্র জন্মকেন্দ্র নয। বুদ্ধ বলেন ঃ পবিক্রমা দ্বাবা অনন্ত বিশ্বের শেষ সীমায় পৌঁছান যায় না।

(২) অপায়—অপ+অয়। যা সুখবিহীন তা অপায়। ইহা মানসিক অবস্থা এবং স্থান দুইই বুঝায়।

(৩) যে স্থানে কামসুখ বিদ্যমান (প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ৫ দেখুন)।

(৪)+(৫)—প্রথম পবিচ্ছেদে ব্যাখ্যা নং ৬ দেখুন।

(৬) নি+বয়, সুখহীন। বৌদ্ধধর্ম অনুসাবে নিবয়েব অনেক প্রকাব স্তব আছে যেখানে জীবগণ তাদেব দুষ্কৃত (অকুশল) কর্মেব ফল ভোগ কবে। নিবয় চিবকাল বা অনন্তকাল দুঃখ ভোগেব স্থান নয়। অকুশল কর্মেব ফলভোগ স্তিমিত হলে পূর্ব কর্ম (কুশল প্রভাবে সেই জীবগণেব সুগতি ভূমিতে ও জন্মগ্রহণেব সম্ভাবনা আছে।

(৭) তিবচ্ছান—(তির্যগ-স্থান)—তিবো অর্থে সোজা অবস্থায়, অচ্ছান—যাওয়া। এখানে জন্তুকে নির্দেশ কবা হয়েছে কাবণ চতুস্পদ জন্তু সোজাসুজি অগ্রসব হয়। বৌদ্ধ বিশ্বাস হল—অকুশল কর্ম প্রভাবে জীবগণ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ কবে। জন্তুগণেব মনুষ্যরূপেও জন্মগ্রহণেব সম্ভাবনা আছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে জন্তুব মনুষ্যরূপে আবির্ভাবেব যেমন সম্ভাবনা আছে সেরূপ বিপবীত সম্ভাবনাও আছে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহ ধাবাবাহিক ভাবে আলো বিকিবণ কবে, উষ্ণতা প্রদান কবে এবং গতিশক্তিও দান কবে—ইহা এরূপ নয় যে একটি অপবটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জন্তুব পূর্ব কুশল প্রভাবে সুগতি (স্বর্গ) ভূমিতেও জন্ম হতে পাবে। কোন কোন সময় দেখা যায এমন কুকুব-বড়ালও আছে যাবা মানুষেব চেযে সুখে জীবন যাপন কবে। ইহাও তাদেব পূর্ব পুণ্য কর্মেব ফল।

কর্মই ব্যক্তিব রূপকাযেব (দেহেব) প্রকৃতি নির্দ্ধাবণ কবে। তাও নির্ভব কবে ব্যক্তিব কুশল ও অকুশল কর্মেব উপব। ব্যক্তিব সত্যজ্ঞান উন্মেষেব প্রভাব ইহাব মধ্যে থাকবেই।

(৮) পেত=প+ইত; সাধাবণত মৃত বা কালগত জীবগণকে বুঝায়। তাবা সর্বতোভাবে সুখহীন জীব। তাবা দেহহীন প্রেত বা ভূত নয়। যদিও তাবা রূপকায় ধাবণ কবে তবে তা সাধাবণ চক্ষে দেখা যায় না। তাদেব কোন পৃথক ভূমি নেই। তাবা অবণ্যে, দুর্গন্ধপূর্ণ ময়লাযুক্ত স্থান ইত্যাদিতে বাস করে।

(৯) অসুব—যাবা কোন প্রকাব ক্রীড়া কবে না বা কোন প্রকাবে উজ্জ্বল নয়। এ অসুবগণকে অপব এক স্তবেব (ত্রয়স্ত্রিংশ বাসী) দেব অবি অসুবগণ থেকে পৃথকরূপে দেখতে হবে (পববর্তী ১২ নং ব্যাখ্যা দেখুন)।

(১০) মনুস্স—(মনুষ্য) যাদেব সাধাবণত উন্নত বা বর্ধিত মন আছে (মনো উস্সন্নং ত্রতেসং)।

মনুষ্যভূমি সুখদুঃখ মিশ্রিত। বোধিসত্ত্বগণ মনুষ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ কবাকে উত্তম মনে কবেন কাবণ এখানে তাঁবা বিশ্বজনেব সেবা কবতে পাবেন এবং বোধিসত্ত্ব চর্যারূপ পাবমিতাগুলিব পবিপক্কতা সাধন কবতে পাবেন। বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব লাভেব জন্য মনুষ্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ কবেন।

(১১) চতুম্মহাবাজিকা (চতুমহাবাজক) ইহা সুগতি ভূমিব নিম্নতব স্তব যেখানে চাব লোকপাল মহাবাজা তাঁদেব অনুগামী সহ বাস কবেন।

(১২) তাবতিংস (ত্রযস্ত্রিংশ)-দেববাজ শক্র এই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবভূমিতে বাস কবেন। ইহাব উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত আছে তা হল—৩৩ জন মগধবাজ নিঃস্বার্থ দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন কবে এই দেবলোকে উৎপন্ন হযেছেন।

(১৩) যাম—√যম্ ধাতু নিষ্পন্ন, ধ্বংস কবা, যা দুঃখ ধ্বংস কবে তাই যাম।

(১৪) তুসিত—তুষ্টচিত্তে বাসকাবী। সর্বসম্মত বিশ্বাস হল বোধি-সত্ত্বগণ বুদ্ধত্ব লাভেব জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণেব পূর্বে এই দেবভূমিতে অপেক্ষা কবেন।

(১৫) নিম্মাণবতি—যাঁবা নিজ দেব বিমানে ভোগসম্পত্তিতে বতি উৎপন্ন কবে বাস কবেন।

(১৬) পরনিৰ্ম্মিত বসবৰ্ত্তী—পরনির্মিত ভোগসম্পত্তিকে আত্ম-বশবর্তী রূপে যাঁরা উপভোগ করেন।

স্বর্গীয় স্তর ছয়টি। তথায় দেবগণ সামযিক সুখময় বিহার করেন। তাঁরা সেখানে উচ্চতর কামসুখ ভোগ করেন। এ সকল কামভূমির সুখের চেয়ে রূপভূমির ব্রহ্মস্তর সুখ আরও উন্নততর। সেখানে ব্রহ্মগণ কামসুখ বর্জিত ধ্যানসুখে বিহার করেন।

(১৭) প্রথম ধ্যানলাভী ব্রহ্মভূমির তিন স্তর—এ তিন স্তরের নিম্নতম প্রথম ব্রহ্মভূমি হল—ব্রহ্মপারিষদ। তারা মহাব্রহ্মার পরিষদ। দ্বিতীয় ব্রহ্মভূমি হল—ব্রহ্মা পুরোহিত বা মহাব্রহ্মার মন্ত্রীগণ। তৃতীয় সর্বোচ্চ স্তর হল—মহাব্রহ্মা। এ নামে অভিহিত করার কারণ হল, তাঁরা অধিকতর মানসিক উন্নতি সাধন হেতু অন্যদের চেয়ে তাঁরা সুখী, সুন্দর এবং দীর্ঘায়ুলাভী।

যাঁরা প্রথম ধ্যান সাধারণ ভাবে বর্ধন করেছেন তাঁরা প্রথম স্তরে উৎপন্ন হন এবং যাঁরা উত্তম রূপে প্রথম ধ্যান বর্ধন করেছেন তাঁরা তৃতীয় স্তরে উৎপন্ন হন। অন্য তিন ধ্যান বিভাগেও এরূপ তিন স্তর বিদ্যমান।

(১৮) অসঞ্ঞসত্ত (অসংজ্ঞসত্ত্ব)-এ স্তরে সত্ত্বগণ চিত্ত ব্যতিরেকে উৎপন্ন হন। এখানে সত্ত্বগণের কেবলমাত্র রূপ (জড) দেহ বিদ্যমান। সাধারণতঃ মন এবং রূপদেহ পৃথকযোগ্য নয। সাধনা প্রভাবে কেবলমাত্র এক্ষেত্রে রূপ থেকে মনকে পৃথক করা যায়। যখন অর্হৎগণ নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হন তখনও তাঁদের চিত্ত বা মন (রূপ থেকে) সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ হয়। এ অবস্থা সাধারণতঃ আমাদের ধারণাতীত। কিন্তু এ প্রকার বহু ধারণাতীত বিষয় রয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সত্য।

(১৯) শুদ্ধাবাস-কেবলমাত্র অনাগামী এবং অর্হৎগণ এ স্তরে অবস্থান করেন। যাঁরা অন্য ভূমিতে অনাগামীত্ব লাভ করেন তাঁরা শুদ্ধাবাসের বিভিন্ন স্তরে উৎপন্ন হন। পরবর্তীকালে যখন তাঁরা তাঁদের স্তরে অর্হত্ব লাভ করেন তখন তাঁরা জীবনাবসান পর্যন্ত সে স্তরে বেঁচে থাকেন।

(২০) (প্রথম পবিচ্ছেদে ৭৫ নং ব্যাখ্যা দেখুন)। এ চাবটি অশবীবী ভূমি। এখানে মন্তব্য কবা প্রযোজন যে এ সকল ভূমিব বর্ণনা কবতে গিযে বুদ্ধ কোন প্রকাব উৎপত্তি তত্ত্ব পবিবেশন কবেন নি।

বুদ্ধেব ধর্মদেশনা এ সকল ভূমি স্তবেব অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বেব উপব নির্ভব কবে না। কাউকে এ সকল বিষয বিশ্বাস কবাব জন্য বাধ্য কবা যায না যদি না তাঁব মনেব কষ্টিপাথবে বিচাব-বিবেচনা দ্বাবা তা গ্রহণযোগ্য না হয। ইহা কোন ব্যক্তিব জ্ঞান পবিধিব বাইবেব বিষয বলেও প্রত্যাখ্যান কবা উচিত নয।

২. পটিসন্ধি চতুক্কং

৪. অপাযপটিসন্ধি, কামসুগতিপটিসন্ধি, রূপাবচবপটিসন্ধি, অরূপাবচবপটিসন্ধি চা'তি চতুব্বিধা হোতি পটিসন্ধি নাম।

তত্থ অকুসলবিপাকোপেক্খা-সহগত-সন্তীবণং অপাযভূমিযং ওক্কন্তিক্খণে পটিসন্ধি হুত্বা ততো পবং ভবঙ্গং পবিযোসানে চবনং হুত্বা বোচ্ছিজ্জতি। অযং একাপাযপটিসন্ধি নাম।

কুসলবিপাকোপেক্খাসহগতসন্তীবণং পন কামসুগতিযং মনুস্সানং জচ্চন্ধাদি হীনসত্তানং চ' এব ভুম্মনিস্সিতানং'চ বিনিপাতিকাসুবানং চ পটিসন্ধি ভবঙ্গচুতিবসেন পবত্ততি। মহাবিপাকানি পন অটঠ সব্বত্থা'পি কামসুগতিযং পটিসন্ধিভবঙ্গচুতিবসেন পবত্তন্তি।

ইমা নব কামসুগতিপটিসন্ধিযো নাম।

সা পনা'যং দসবিধা'পি কামাবচবপটিসন্ধিচ্চে' এব সংখং গচ্ছতি।

তেসু চতুন্নং আপাযানং মনুস্সানং বিনিপাতিকাসুবানং চ আযুপ্পমাণগণনায নিযমো নত্থি।

চাতুম্মহাবাজিকানং পন দেবানং দিব্বানি পঞ্চ বস্সসতানি আযুপ্পমাণং। মনুস্সগণনায নবুতি বস্সসতসহস্সপ্পমাণং হোতি।

ততো চতুগ্গুণং তাবতিংসানং, ততো চতুগ্গুণং যামানং, ততো চতুগ্গুণং তুসিতানং, ততো চতুগ্গুণং নিম্মাণবতিনং, ততো চতুগ্গুণং পবনিম্মিতবসবত্তীনং দেবানং আযুপ্পমাণং।

নব সতং চ' একবীসবস্সানং কোটিযো তথা

৫. পঠমজ্ঝানবিপাকং পঠমজ্ঝানভূমিযং পটিসন্ধিভবঙ্গচুতিবসেন পবত্ততি।

তথা দুতিযজ্ঝানবিপাকং ততিযজ্ঝানবিপাকং চ দুতিয়জ্ঝানভূমিযং। চতুত্থজ্ঝানবিপাকং ততিযজ্ঝানভূমিযং। পঞ্চমজ্ঝানবিপাকং চতুত্থজ্ঝানভূমিযং। অসঞ্ঞসত্তানং রূপং এব পটিসন্ধি হোতি। তথা ততো পরং পবত্তিযং চবনকালে চ রূপং এব পবত্তিত্বা নিরুজ্ঝতি। ইমা ছ রূপাবচরপটিসন্ধিযো নাম।

তেসু ব্রহ্মপারিসজ্জানং দেবানং কপ্পস্স ততিযো ভাগো আয়ুপ্পমাণং। ব্রহ্মপুরোহিতানংউপড্ঢকপ্পো,মহাব্রহ্মানং একো কপ্পো -পরিত্তাভানং দ্বে কপ্পানি। অপ্পমাণাভানং চত্তারি কপ্পানি, আভস্সরানং অট্ঠ কপ্পানি। পরিত্তসুভানং সোল্লস কপ্পানি। অপ্পমাণসুভানং দ্বত্তিংস কপ্পানি। সুভকিণ্হানং চতুসট্ঠি কপ্পানি। বেহপ্ফলানং অসঞ্ঞসত্তানং চ পঞ্চকপ্পসতানি। অবিহানং কপ্পসহস্সানি। অতপ্পানং দ্বে কপ্পসহস্সানি। সুদস্সানং চত্তারি কপ্পসহস্সানি। সুদস্সীনং অট্ঠকপ্পসহস্সানি। অকনিট্ঠানং সোল্লস কপ্প সহস্সানি আয়ুপ্পমাণং।

পঠমারুপ্পাদিবিপাকানি পঠমারুপ্পাদিভূমীসু যথাক্কমং পটিসন্ধিভবঙ্গচুতিবসেন পবত্তন্তি।

ইমা চতস্সো আরুপ্পপটিসন্ধিযো নাম।

তেসু পন আকাসানঞ্চায়তনূপগানং দেবানং বীসতি কপ্পসহস্সানি আয়ুপ্পমাণং। বিঞ্ঞাণঞ্চাযতনূপগানং দেবানং চত্তালীস কপ্পসহস্সানি, আকিঞ্চঞ্ঞায়তনূপগানং দেবানং সট্ঠিকপ্পসহস্সানি, নে'বসঞ্ঞানাসঞ্ঞাযতনূপগানং দেবানং চতুরাসীতিকপ্পসহস্সানি আয়ুপ্পমাণং।

৬. পটিসন্ধি ভবঙ্গঞ্চ তথা চবনমানসং
একং এব তথা বে' একবিসযং চ' একজাতিযং।
ইদং' এত্থ পটিসন্ধি চতুক্কং।

২. চার প্রকার প্রতিসন্ধি

প্রতিসন্ধি চার প্রকার—১. অপায় প্রতিসন্ধি ২. কামসুগতি

প্রতিসন্ধি ৩ রূপাবচর প্রতিসন্ধি ৪ অরূপাবচর প্রতিসন্ধি।

তন্মধ্যে উপেক্ষা সহগত (২১) সন্তীরণ অতীতের অকুশল বিপাক অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধিক্ষণে. চিত্তরূপে উৎপন্ন হয়। তৎপর ভবাঙ্গে পতিত হয় এবং পরিশেষে চ্যুতি-চিত্ত হয়ে ছিন্ন হয়। ইহা এক প্রকার অপায় প্রতিসন্ধি।

উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ অতীতের কুশল বিপাক, কামভূমিতে জন্মান্ধাদি (২২) মনুষ্যগণের এবং ভূম্যাশ্রিত অসুরগণের (২৩)প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তরূপে প্রবর্তিত হয়।

আট প্রকার মহাবিপাক (২২) সর্বাবস্থায় কামসুগতি ভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তরূপে প্রবর্তিত হয়।

পূর্বোক্ত অপায়-প্রতিসন্ধি সহ, এই নয় প্রকার কামসুগতি প্রতিসন্ধিকে দশ প্রকার কামাবচর প্রতিসন্ধি বলা হয়।

কমাবচর সত্ত্বের আয়ুষ্কাল

চার অপায় ভূমির, মনুষ্যের এবং বিনিপাতিক অসুরের (২৫) কোন নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নেই।

চতুর্মহারাজিক দেবভূমির আয়ুষ্কাল ৫০০ স্বর্গীয় বৎসর (২৬)। তা মনুষ্যলোকের গণনায় ৯০০০, ০০০ বৎসর দাঁড়ায়। উহার চতুর্গুণ ত্রয়স্ত্রিংশের, তাহার চতুর্গুণ যামের, তাহার চতুর্গুণ তুষিতের, তাহার চতুর্গুণ নির্মাণরতির, তাহার চতুর্গুণ পরনির্মিত বশবর্তীর আয়ুষ্কাল।

পরনির্মিত বশবর্তী দেবভূমির আয়ুষ্কাল মানুষের গণনায় দাঁড়ার—৯ শত ২০ কোটি ৬ নিযুত বৎসর।

রূপাবচর প্রতিসন্ধি

৫. প্রথম ধ্যানের বিপাক প্রথম ধ্যান ভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি রূপে প্রবর্তিত হয়। তদনুরূপ দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানের বিপাক দ্বিতীয় ধ্যান ভূমিতে, চতুর্থ ধ্যানের বিপাক তৃতীয় ধ্যান ভূমিতে এবং পঞ্চম ধ্যানের বিপাক চতুর্থ ধ্যান ভূমিতে প্রতিসন্ধি ভবাঙ্গ চ্যুতি রূপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু অসংজ্ঞসত্ত্বগণের কেবল রূপের (শরীরের) প্রতিসন্ধি হয়।

সেই জীবন প্রবর্তনকালে এবং চ্যুতি কালে তাঁদেব কেবলমাত্র রূপই প্রবর্তন করে এবং নিরুদ্ধ হয়।

ইহাই রূপাবচরেব ছয় প্রকাব প্রতিসন্ধি।

রূপাবচর ভূমির সত্ত্বের আয়ুষ্কাল

ব্রহ্মপারিষদ ব্রহ্মভূমিব আয়ুষ্কাল এক তৃতীয়াংশ কল্প (২৭), ব্রহ্মপুরোহিতের অর্ধকল্প এবং মহাব্রহ্মাব এক কল্প, পরিত্তাভেব দুই কল্প (২৮), অপ্রমাণাভেব চাব কল্প, আভস্বরেব আট কল্প, পরিত্তাভেব ষোল কল্প, অপ্রমাণশুভেব বত্রিশ কল্প, শুভকীর্ণেব চৌষট্টি কল্প, বৃহৎফল এবং অসংজ্ঞসত্ত্বেব পাঁচ শত কল্প, অবৃহাঃ ব্রহ্মভূমিব আয়ুষ্কাল এক হাজাব কল্প, অতপ্তেব দুই হাজার কল্প, সুদর্শনেব চাব হাজাব কল্প, সুদর্শীব আট হাজাব কল্প এবং অকনিষ্ঠেব ষোল হাজাব কল্প।

অরূপভূমির প্রতিসন্ধি

প্রথম অরূপধ্যানেব বিপাক প্রথম অরূপভূমিতে এবং পববর্তী দ্বিতীয, তৃতীয, চতুর্থ অরূপধ্যানেব বিপাক তৎতৎ অরূপভূমিতে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্তাকারে প্রবর্তন হয। ইহাই চাব প্রকাব অরূপ প্রতিসন্ধি।

অরূপভূমির সত্ত্বের আয়ুষ্কাল

ইহাদেব মধ্যে আকাশানন্তায়তন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব আযুষ্কাল বিশ কল্প হাজার কল্প, বিজ্ঞানানন্তায়তন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব চল্লিশ হাজাব কল্প, আকিঞ্চনাযতন-ধ্যানপ্রাপ্ত দেবগণেব ষাট হাজাব কল্প এবং নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন দেবগণেব আযুষ্কাল চুবাশী হাজাব কল্প।[৪]

৬. প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ, এবং চ্যুতি চিত্ত ভূমি, জাতি, [৫]সম্প্রযুক্ত ধর্ম, সংস্কাব এবং আলম্বন একভূমিতে সর্বদা একাকাব।

এ পর্যন্ত চাব প্রকাব প্রতিসন্ধি বর্ণিত হল।

ব্যাখ্যা—

(২১) অকুশল—বিপাক।

(২২) যদিও ইন্দ্রিয়গত ভাবে তারা অন্ধ, বধিব এবং মূক ইত্যাদি তারা কিন্তু মনুষ্যলোকে পূর্ব সুকর্ম প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে।

৪। নক্সা নং ১০ দেখুন।

৫। এখানে এক বলতে এক প্রকার বুঝায়না।

(২৩) অর্থাৎ তারা সুখবর্জিত।

(২৪) আট প্রকার শোভন বিপাক চিত্ত (প্রথম পরিচ্ছেদে ৮ প্রকার বিপাক চিত্ত দেখুন)।

(২৫) অপায় ভূমিতে জীবগণ তাদের কর্মানুসারে দুঃখ ভোগ করে। অকুশল কর্মের গুরুত্ব অনুসারে তাদের আয়ুষ্কাল ভিন্ন হয়। কেহ কেহ অল্পকাল, কেহ কেহ দীর্ঘকাল সেখানে জীবন ধারণ করে। প্রসেনজিৎ কোশলের প্রধান মহিষী সাতদিন অপায়ে দুঃখভোগ করেন। অপরপক্ষে দেবদত্তের নরকবাসের আয়ুষ্কাল এক লক্ষ বৎসর।

কখনও ভূমিস্থিত অসুরগণের আয়ুষ্কাল সাত দিন মাত্র হয়।

(২৬) পালি সাহিত্য অনুসারে মনুষ্যলোকের ৫০ বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবলোকের মাত্র একদিন। এরূপ ৩০ দিনে তাঁদের এক মাস এবং ১২ মাসে এক বৎসর হয়।

(২৭) কপ্প-কল্প, সর্ষের বীজ এবং পর্বতের দৃষ্টান্তে কল্প গণনা করা হয়েছে (কপ্পীযতি সাসপপব্বতোপমাহি'তি কপ্পো)।

কল্প তিন প্রকার যথা অন্তর কল্প, অসংখেয্য কল্প এবং মহাকল্প। যে অন্তর্বর্তী সময়ে মানুষের আয়ুসীমা দশ বৎসর থেকে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং আবার দশ বৎসরে পর্যবসিত হয়-তাকে 'অন্তর কল্প বলে। এরূপ কুড়ি অন্তর কল্পে এক অসংখেয্য কল্প হয় অর্থাৎ গণনাতীত কাল বা কল্প। চার অসংখেয্য কল্প এক মহাকল্পের সমান। এক যোজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ এবং এক যোজন উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বত প্রমাণ সর্ষে যদি শত বৎসর অন্তর একটি করে অন্যত্র নিক্ষেপ করা হয় তবে তা শেষ হয়ে যায় তবুও মহাকল্পের শেষ হয় না।

(২৮) এক্ষেত্রে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কল্পকে মহাকল্প রূপে ধারণ করতে হবে।

৩. কম্ম চতুক্ক

৭. ১. জনকং উপত্থম্ভকং উপপীলকং উপঘাতকং চা'তি কিচ্চবসেন।

২ গরুকং আসন্নং আচিণ্ণং কটত্তাকম্মংচা'তি পাকদান-পরিয়ায়েন।

৩ দিট্ঠধম্মবেদনীযং উপপজ্জবেদনীযং অপরাপরিয-বেদনীয়ং অহোসিকম্মংচ'াতি পাককালবসেন চত্তারি কম্মানি নাম।

৪ তথা অকুসলং, কামাবচরকুসলং, রূপাবচরকুসলং, অরূপাব-চরকুসলং, চ'াতি পাকট্ঠানবসেন।

তত্থ অকুসলং কাযকম্মং,বচীকম্মং,মনোকম্মং চ'াতি কম্মদ্বার-বসেন তিবিধং হোতি।

কথং ?

পাণাতিপাতো, অদিন্নাদানং, কামেসু মিচ্ছাচারো চ কাযবিঞ্ঞত্তি-সংখাতে কাযদ্বারে বাহুল্লবুত্তিতো কাযকম্মং নাম।

মুসাবাদো পিসুণবাচা, ফরুসবাচা সম্ফপ্পলাপো চ'াতি বচীবিঞ্-ঞত্তি সংখাতে বচীদ্বারে বাহুল্লবুত্তিতো বচীকম্মং নাম।

অভিজ্ঝা, ব্যাপাদো, মিচ্ছাদিট্ঠি চ'াতি অঞ্ঞত্রা পি বিঞ্-ঞত্তিয়া মনস্মিং য এব বাহুল্লবুত্তিতো মনোকম্মং নাম।

তেসু পাণাতিপাতো ফরুসবাচা ব্যাপাদো চ দোসমূলেন জাযন্তি। কামেসু মিচ্ছাচারো অভিজ্ঝা মিচ্ছাদিট্ঠি লোভমূলেন। সেসানি চত্তারি দ্বীহি মূলেহি সম্ভবন্তি। চিত্তুপ্পাদবসেন পন' এতং অকুসলং সব্বথা'পি দ্বাদসবিধং হোতি।

কামাবচরকুসলং পি চ কাযদ্বারে পবত্তং কাযকম্মং বচীদ্বারে পবত্তং বচীকম্মং মনোদ্বারে পবত্তং মনোকম্মং চ'াতি কম্মদ্বারবসেন তিবিধং হোতি।

তথা দান - সীল—ভাবনা—বসেন চিত্তুপ্পাদ বসেন পন' এতং অট্ঠবিধং পি।

দান—সীল—ভাবনাপচায়ণ— বেয্যাবচ্চ—পত্তিদান—পত্তা-নুমোদন-ধম্মসবন—ধম্মদেসনা-দিট্ঠিজ্জুকম্মবসেন দসবিধংহোতি।

তং পন' এতং বীসতিবিধং পি কামাবচরকম্মং ইচ্চে' এব সংখং গচ্ছতি।

রূপাবচরকুসলং পন মনোকম্মং এব। তঞ্চ ভাবনাময়ং অপ্পনাপ্পত্তং ঝানঙ্গভেদেন পঞ্চবিধং হোতি।

তথা অরূপাবচরকুসলঞ্চ মনোকম্মং। তম্'পি ভাবনাময়ং অপ্পনাপ্পত্তং আলম্বনভেদেন চতুব্বিধং হোতি।

এত্থ অকুসলকম্মং উদ্ধচ্চরহিতং অপায়ভূমিং পটিসন্ধিং জনেতি। পবত্তিয়ং পন সব্বং পি দ্বাদসবিধং সত্তাকুসলপাকানি সব্বত্থা' পি কামলোকে রূপলোকে চ যথারহং বিপচ্চন্তি।

কামাবচরকুসলং পি চ কামসুগতিয়ং এব পটিসন্ধিং জনেতি। তথা পবত্তিযঞ্চ মহাবিপাকানি। অহেতুকবিপাকানি পন অট্ঠ'পি সব্বত্থা'পি কামলোকে রূপলোকে চ যথারহং বিপচ্চন্তি।

তত্থ'াপি তিহেতুকং উক্কট্ঠং কুসলং তিহেতুকং পটিসন্ধিং দত্বা পবত্তে সোল্লসবিপাকানি বিপচ্চতি।

তিহেতুকং ওমকং দ্বিহেতুকং উক্কট্ঠঞ্চ কুসলং, দ্বিহেতুকং পটিসন্ধিং দত্বা পবত্তে তিহেতুকরহিতানি দ্বাদস বিপাকানি বিপচ্চতি দ্বিহেতুকং ওমকং পন কুসলং অহেতুকং এব পটিসন্ধিং দেতি। পবত্তে চ অহেতুকবিপাকান' এব বিপচ্চতি।

৮. অসংখারং সসংখার-বিপাকানি ন পচ্চতি
সসংখারং অসংখার-বিপাকানী'তি কেচন।
তেসং দ্বাদসপাকানি দসট্ঠ চ যথাক্কমং,
যথাবুত্তানুসারেন যথাসম্ভবম' উদ্দিসে।

৯ রূপাবচরকুসলং পন পঠমজ্ঝানং পরিত্তং ভাবেত্বা ব্রহ্মপারিসজ্জেসু উপপজ্জতি। তদ্ এব মজ্ঝিমং ভাবেত্বা ব্রহ্মপুরোহিতেসু, পণীতং ভাবেত্বা মহাব্রহ্মেসু।

তথা দুতিযজ্ঝানং ততিযজ্ঝানঞ্চ পরিত্তং ভাবেত্বা পরিত্তাভেসু। মজ্ঝিমং ভাবেত্বা অপ্পমাণাভেসু, পণীতং ভাবেত্বা আভস্সরেসু। চতুত্থজ্ঝানং পরিত্তং ভাবেত্বা পরিত্তসুভেসু, মজ্ঝিমং ভাবেত্বা অপ্পমাণসুভেসু, পণীতং ভাবেত্বা সুভকিণ্হেসু। পঞ্চমজ্ঝানং ভাবেত্বা বেহপ্ফলেসু।

তং এব সঞ্ঞাবিরাগং ভাবেত্বা অসঞ্ঞসত্তেসু।

অনাগামিনো পন সুদ্ধাবাসেসু উপ্‌পজ্‌জন্তি।

অরূপাবচরকুসলঞ্চ যথাক্কমং ভাবেত্বা আরূপ্পেসু উপ্‌পজ্‌জন্তি।

১০. ইত্থং মহগ্‌গতং পুঞ্‌ঞং যথাভূমিববত্থিতং
জনেতি সদিসং পাকং পটিসন্ধিপ্‌পবত্তিযং।
ইদং এত্থ কম্মচতুক্কং।

৩. চার প্রকার কর্ম (২৯)

৭. (ক) কৃত্য অনুসারে কর্ম চার প্রকার যথা—১. জনক কর্ম (৩০) ২. উপস্তম্ভক কর্ম (৩১) ৩. উপপীড়ক কর্ম (৩২) এবং ৪. উপঘাতক কর্ম (৩৩)।

খ) প্রতিসন্ধিক্ষণে ফল-প্রদান পর্যায় অনুসারে কর্ম চার প্রকার যথা—

১. গুরুকর্ম (৩৪) ২. মরণাসন্ন কর্ম (৩৫) ৩. আচরিত (অভ্যস্ত) কর্ম (৩৬) এবং ৪. কৃতত্ব (সঞ্চিত) কর্ম (৩৭)।

গ) ইহজীবনে কর্মের ফল প্রদানের কাল অনুসারে কর্ম চার প্রকার যথা—১. দৃষ্ট-ধর্ম—বেদনীয় কর্ম (৩৮) (ইহজীবনে ফলপ্রদ কর্ম) ২. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম (পরবর্তী জীবনে ফলপ্রদ কর্ম) ৩. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম (পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম থেকে যে কোন জন্মে ফলপ্রদ কর্ম) এবং ৪ ভূতপূর্ব কর্ম (যে কর্মের ফল প্রদান শক্তি ছিল এখন শক্তিহীন বা ক্ষীণবীজ)।

ঘ) ভূমি বা স্থান অনুসারে ফলপ্রদ কর্ম চার প্রকার যথা ১. অকুশল ২. কামাবচর ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম ৩. রূপাবচর ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম এবং ৪. অরূপাবচর ভূমিতে ফলপ্রদ কুশল কর্ম।

পূর্বোক্ত অকুশল কর্ম কর্মদ্বার অনুসারে তিন প্রকার যথা ১. কায়কর্ম ২. বাক্‌কর্ম এবং ৩. মনঃকর্ম।

তার প্রভেদ কি?

প্রাণিহত্যা, চুরি এবং মিথ্যা, কামাচার [৬] প্রভৃতি সাধারণতঃ

৬। সুরাপানও এর অন্তর্ভুক্ত। টীকায় উক্ত আছে—সুরাপানং পি এত্থেব সঙ্গহং হতী'তি। রসসঙ্খাতেসু কামেসু মিচ্ছাচার-ভাবতো'তি বুত্তং

(৩৯) কায়দ্বার মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাই তা কায়কর্ম (কায়কর্ম দ্বারা অভিব্যক্ত কায়বিজ্ঞপ্তি (৪০)।

মিথ্যা, পিশুন, কর্কশ (পরুষ) এবং অর্থহীন (সম্প্রলাপ) বাক্যদ্বার মাধ্যমে সাধারণতঃ প্রয়োগ বা প্রকাশিত করা হয় (বাক্যকর্ম দ্বারা অভিব্যক্ত) তাই তা বাক্‌কর্ম (বাক্য বিজ্ঞপ্তি) (৪১)।

অভিধ্যা কায় বাক্ দ্বারে (পরশ্রীকাতরতা), ব্যাপাদ (দ্বেষ) এবং মিথ্যাদৃষ্টি (৪২) সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশিত হলেও [৭] মনেই বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাই তা মনঃকর্ম।

তাদের মধ্যে প্রাণিহত্যা, পিশুনবাক্য এবং ব্যাপাদ—দ্বেষমূলক, মিথ্যা কামাচার, অভিধ্যা এবং মিথ্যাদৃষ্টি লোভমূলক, অপর চারটি লোভ-দ্বেষ মূল হতেও উৎপন্ন হয় (এখানে মোহ মূলও অন্তর্ভুক্ত)।

চিত্তের শ্রেণী অনুসারে অকুশল কর্ম বার প্রকার।

কামাবচর কুশল কর্ম

কামাবচর কুশল কর্ম দ্বার অনুসারে তিন প্রকার যথা কায়দ্বারে উৎপন্ন হলে কায়কর্ম, বাক্যদ্বারে উৎপন্ন হলে বাক্‌কর্ম এবং মনোদ্বারে উৎপন্ন হলে মনঃকর্ম।

অনুরূপভাবে ইহা ত্রিবিধ যথা দান, শীল এবং ভাবনা। চিত্তের শ্রেণী অনুসারে কুশল কর্ম আট প্রকার।

কুশল কর্ম আবার দশ [৮] প্রকারও হয় যথা ১. দান ২. শীল ৩. ভাবনা ৪. অপচায়ন (সম্মান প্রদর্শন) ৫. বৈয়াবৃত্ত (সেবা) ৬ পুণ্যদান ৭. পুণ্যানুমোদন ৮. ধর্মশ্রবণ ৯ ধর্মদেশনা ১০. দৃষ্টিঋজু কর্ম (৪৩)।

বার অকুশল এবং আট কুশল কর্মকে কামাবচর কর্ম বলা হয়।

রূপাবচর কুশল কর্ম

রূপাবচর কুশল কর্ম মানসিক বা মনঃকর্ম। ইহা ভাবনা মাধ্যমে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন এবং অর্পণা জবন সংযুক্ত। ইহা পাঁচ প্রকার ধ্যানাঙ্গ।

৭। হলেও অর্থে বুঝায়—তা মনে উৎপন্ন হলেও কায় বাক্যে অভিব্যক্ত হয়।

৮। এই দশটির মধ্যে ৬ এবং ৭ দানের অন্তর্ভুক্ত, ৪ এবং ৫ শীলের অন্তর্ভুক্ত এবং ৮, ৯ এবং ১০ ভাবনার অন্তর্ভুক্ত।

অরূপাবচর কুশল কর্ম

অরূপাবচর কুশল কর্মও মনঃকর্ম। ইহা অরূপ ভাবনা মাধ্যমে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন এবং (পঞ্চম ধ্যানের) অর্পণা জবন সংযুক্ত। আলম্বন অনুসারে ইহা চার প্রকার[৯]।

অপায় প্রতিসন্ধি ও অকুশল বিপাক

ঔদ্ধত্য[১০] সম্প্রযুক্ত অকুশল কর্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল (এগার) অকুশল কর্ম অপায় ভূমিতে প্রতিসন্ধি (জন্ম) ঘটায়। কিন্তু জীবন প্রবর্তন কালে বার প্রকারের সকল অকুশলই (৪৪) সাত প্রকার অকুশল বিপাকের আকারে কামলোকের (সুগতি ও দুর্গতি) ভূমির সর্বত্র এবং রূপলোকে অবস্থানুসারে (বাস্তু-দ্বারানুসারে) উৎপন্ন হয়।

কামাবচর কুশল প্রতিসন্ধি

কামাবচর কুশল কর্ম (৪৫) কাম-সুগতি ভূমিতে প্রতিসন্ধি ঘটায়। অনুরূপভাবে আট মহাবিপাক কাম-সুগতি ভূমিতে প্রবর্তন কালে মহাবিপাকরাশি উৎপন্ন করে। আট প্রকার (কুশল) অহেতুক বিপাক কামলোকে বা রূপলোকে অবস্থানুসারে উৎপন্ন হয়।

কামলোকের কুশলের মধ্যে ত্রিহেতুক সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম, (৪৬) ত্রিহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায়। জীবন প্রবর্তন কালে ইহা ষোল প্রকার বিপাক[১১] উৎপন্ন করে।

ত্রিহেতুক নিকৃষ্ট (৪৭) এবং দ্বিহেতুক উৎকৃষ্ট কুশল দ্বিহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায় এবং সেই জীবন প্রবর্তন কালে ত্রিহেতুক বর্জিত বার প্রকার বিপাক (৮ অহেতুক + ৪ প্রকার দ্বিহেতুক) উৎপন্ন করে।

দ্বিহেতুক নিকৃষ্ট কুশল অহেতুক প্রতিসন্ধি ঘটায় এবং সেই জীবন প্রবর্তন কালে (৮ প্রকার) অহেতুক বিপাক উৎপন্ন করে।

অসাংস্কারিক কুশল চিত্ত সসাংস্কারিক বিপাক উৎপন্ন করে না। কেহ কেহ বলেন—সসাংস্কারিক কুশল চিত্ত অসাংস্কারিক বিপাক উৎপন্ন করে না।

৯। প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।

১০। ঔদ্ধত্য দুর্বলহেতু পুনর্জন্ম প্রদানে অসমর্থ।

১১। ৮ অহেতুক শোভন বিপাক এবং ৮ অহেতুক বিপাক।

৮. কোন কোন আচার্য বলেন : অসাংস্কারিক চিত্ত সসাংস্কারিক বিপাক (৪৮) উৎপন্ন করে না এবং সসাংস্কারিক চিত্ত অসাংস্কারিক বিপাক উৎপন্ন করে না। তাঁদের মতানুসারে উপরোক্ত বিপাকোৎপত্তি যথাক্রমে ১২, ১০ এবং ৮ (৪৯) হয়।

রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশল প্রতিসন্ধি

৯. প্রথম ধ্যানরূপ রূপাবচর কুশল অল্প পরিমাণে বর্ধন করলে ব্রহ্মপারিষদ ভূমিতে,মধ্যম পরিমাণে বর্ধন করলে ব্রহ্মপুরোহিত ভূমিতে এবং উত্তম পরিমাণে বর্ধন করলে মহাব্রহ্মা ভূমিতে উৎপন্ন হন।[১২]

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ধ্যান এবং তৃতীয় ধ্যানরূপ রূপাবচর কুশল অল্প—মধ্যম এবং উত্তম পরিমাণে বর্ধন করলে যথাক্রমে পরিত্তাভ, অপ্রমাণাভ এবং আভস্বর ব্রহ্ম ভূমিতে উৎপন্ন হন।

চতুর্থ ধ্যান অল্প—মধ্যম এবং উত্তম পরিমাণে বর্ধন করলে যথাক্রমে পরিত্তশুভ, অপ্রমাণশুভ এবং শুভকীর্ণ ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন।

পঞ্চম ধ্যান বর্ধন দ্বারা বৃহৎফল ব্রহ্মভূমিতে এবং সংজ্ঞার প্রতি বিরাগ উৎপত্তি দ্বারা পঞ্চম ধ্যানলাভী 'অসংজ্ঞসত্ত্ব' ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন।

অনাগামিগণ কেবলমাত্র শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন (৫০)।

অরূপাবচর কুশলধ্যানী যথাক্রমে চার অরূপ ভাবনা বর্ধন করে তদনুসারে চার প্রকার অরূপ ভূমিতে উৎপন্ন হন।

১০ যে ভূমির মহদ্গত পুণ্য কৃত হয়, প্রবর্তন কালে ও প্রতিসন্ধিক্ষণে সেই বিপাক প্রতিফলিত হয়।

এ পর্যন্ত চার প্রকার কর্ম (বিবরণ)।

ব্যাখ্যা—

(২৯) কম্ম—সংস্কৃতে কর্ম, সাধারণ অর্থে বুঝায় কাজ বা কর্ম। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কর্ম অর্থে ভালমন্দ চেতনাকে বুঝায় 'চিন্তা, বাক্য, কর্ম' প্রভৃতির মধ্যে কর্মের অর্থ অন্তর্ভুক্ত। ইহা নৈতিক কারণ বিধি। অন্য অর্থে—ইহা কর্ম এবং তার নৈতিক

১২। ব্রহ্মগণকে দেবতাও বলা হয়।

প্রতিক্রিয়া। পাশ্চাত্যবাসীরা বলে—কর্মের প্রভাব। ইহা অদৃষ্ট বা পূর্বনির্দ্ধারিত নিয়তি বা বিধি নয়। ইহা ব্যক্তির কর্ম সম্পাদন এবং ফলভোগ।

বুদ্ধ এবং অর্হৎ ব্যতীত অন্যজনের সকল প্রকার ইচ্ছাকৃত কাজই কর্ম। বুদ্ধ এবং অর্হৎগণ কর্ম সঞ্চয় করেন না কারণ তাঁরা অবিদ্যা এবং তৃষ্ণারূপ কর্মমূল ছেদন করেছেন।

কর্ম হল কার্য এবং বিপাক হল ফল বা কর্মের প্রতিক্রিয়া। ইহা কারণ এবং ফল উভয়ই। কর্ম বীজতুল্য এবং বিপাক বৃক্ষজাত ফলতুল্য আমরা যে কর্ম করি তার ফল কোন সময়ে,কোন এক জায়গায়, ইহ জীবনে বা ভবিষ্যৎ জীবনে পেতে হবে। যা বর্তমানে আমরা ভোগ করছি তা ইহ জীবনের বা অতীত জীবনের কর্মফল।

কর্ম নিজেই একটি বিশেষ নিয়ম। ইহা অন্য কোন স্বাধীন কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় কর্ম সম্পাদন করেনা। ইহা নিজ পরিধির মধ্যে নিজ শক্তিতেই কাজ করে।

কর্মেই তার অন্তর্নিহিত ফল প্রদান শক্তি বিদ্যমান। কারণ (কর্ম) ফল উৎপন্ন করে : ফল কর্মকে বিশ্লেষণ করে। বীজ ফল উৎপন্ন করে, ফল বীজকে ব্যাখ্যা করে। তাদের সম্পর্কই একরূপ। কর্ম এবং ইহার ফলও সেরূপ 'কারণের মধ্যেই ফল বিকশিত'।

অভিধর্ম অনুসারে কর্ম বলতে : বার অকুশল চিত্ত, আট কামাবচর কুশল চিত্ত, পাঁচ রূপাবচর কুশল চিত্ত এবং চার অরূপাবচর কুশল চিত্তকে বুঝায় অর্থাৎ এ সকল চিত্ত কর্ম সংগঠন করে।

আট প্রকার লোকোত্তর চিত্তকে কর্ম এবং বিপাক রূপে পরিগণিত করা হয় না কারণ সে চিত্তগুলি পুনর্জন্মের মূল উৎপাটন করে। লোকোত্তর চিত্তে 'প্রজ্ঞাই' প্রধান. অপর পক্ষে, সাধারণ চিত্তে 'চেতনাই' আধিপত্য করে।

উনত্রিশ প্রকার চিত্ত (ক্রিয়া) কে কর্ম বলা হয় কারণ ফল প্রদায়ক শক্তি তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। ছায়া যেমন প্রত্যেক বিষয়ের পশ্চাৎগমন করে; সেরূপ প্রত্যেক চেতনাময় কর্ম (ইচ্ছাকৃত কর্ম) ও ফল সহগত থাকে।

এ প্রকারের চিত্তের যে অনিবার্য ফল কুশল এবং অকুশল রূপে চিত্তে অনুভূত হয় তাকে বিপাক চিত্ত বলা হয়। তেইশ প্রকার (৭+৮+৮) কামাবচব বিপাক চিত্ত, পাঁচ প্রকার রূপাবচর বিপাক চিত্ত এবং চাব প্রকার অরূপাবচর বিপাক চিত্তকে বিপাক বা কর্মফল বলা হয়।[০]

(৩০) প্রত্যেক জন্ম পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত বা মৃত্যুক্ষণে আধিপত্য করে যে কর্ম ভবিষ্যৎ জন্ম নিরূপণ করে (বা প্রভাবিত কবে) তাকে জনক কর্ম বলা হয়।

ব্যক্তির মৃত্যু কেবল মাত্র—'সাময়িক ঘটনাব সাময়িক বিরতি।' যদিও বর্তমান রূপ (দেহ) ধ্বংস হয় তবে অন্য একটি রূপ (দেহ) সে স্থান গ্রহণ কবে যা পূর্বেবটিও নয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটিও নয়। মৃত্যুক্ষণে চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায়ক কম্পন সৃষ্টি হয় তা'ই জীবন-প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখে এবং পরবর্তী জন্ম সৃষ্টি করে। ইহা সর্বশেষ চিত্ত যাকে সাধাবণতঃ 'জনক কর্ম' বলা হয়। তা'ই পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্বেব অবস্থায রূপান্তরিত হয়। তা কুশল বা অকুশল কর্ম হতে পারে।

জনক কর্ম ঃ অর্থকথা অনুসারে জনক কর্ম হল যা গর্ভধাবণক্ষণে (বা গর্ভে প্রবেশ ক্ষণে) চিত্তস্কন্ধ এবং রূপস্কন্ধ উৎপত্তি করে। প্রথম যে চিত্তোৎপত্তি হয তাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বা চিত্ত বলা হয়; তা জনক কর্ম দ্বাবা প্রভাবিত হয়। প্রতিসন্ধি বা পুনর্জন্মের প্রথম চিত্তোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কায়দশক, ভাবদশক এবং বাস্তুদশক উৎপন্ন হয়।

কায়দশক উৎপত্তির উপকরণ হল—চার ধাতু যথা পৃথিবী ধাতু (বিস্তৃতি), আপধাতু (সংসক্তি), তেজোধাতু (উষ্ণতা) এবং বায়ুধাতু (বেগ, চাপ), তাদেব চাব উপাদারূপ যথা বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ; জীবিতেন্দ্রিয় এবং কায় (দেহ)।

০. এ প্রসঙ্গে Life of the Buddha and his teachings p.p 333—391 and Manual & Buddhism pp. 79—88 দেখুন।

বাস্তুদশক ও ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণ হল—উক্ত প্রথম নয়টি+ভাব (স্ত্রী বা পুংভাব) এবং বাস্তু বা চিত্তস্থান।

এখানে ইহা পরিষ্কার বুঝা গেল 'ভাব' গর্ভধারণের সঙ্গে সঙ্গেই নির্দ্ধারিত হয। ইহা কর্ম প্রভাবিত ; আকস্মিক পিতৃবীর্য বা মাতৃ ডিম্বকোষ সংযুক্তিতে উৎপন্ন নয়। সুখ এবং দুঃখ যা জীবন প্রবর্তন কালে অনুভূত হয তা জনককর্মের অপরিহার্য ফল।

(৩১) উপথম্ভক: উপাস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মের অতি নিকটবর্তী এবং তাকে প্রতিপোষণ করে। ইহা কুশলও হতে পারে বা অকুশলও হতে পারে তবে জীবন প্রবর্তন কালে ইহা জনক কর্মকে সাহায্য করে বা রক্ষা করে। গর্ভধারণের পরক্ষণ থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত এই কর্ম (উপস্তম্ভক) অগ্রণী হয়ে জনক কর্মকে সমর্থন করে যায়। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম স্বাস্থ্য, ধন, সুখ ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিকে সাহায্য করে। অকুশল উপস্তম্ভক কর্ম অপরপক্ষে অকুশল জনক কর্ম প্রভাবে জন্মলাভী ব্যক্তিকে বেদনা, দুঃখ ইত্যাদি দিয়ে ভারবাহী পশুর পর্যাযে ফেলে দেয়।

(৩২) উপপীডক কর্ম হল বাধাদানকারী বা উৎপীড়নকারী কর্ম। ইহা পূর্বোক্ত কর্মের ন্যায় নয়। ইহা জনককর্মকে দুর্বল করার চেষ্টা করে, বাধা দেয় এবং ফল প্রদানে ব্যতিক্রম ঘটায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়: এক ব্যক্তি কুশল জনবকর্ম প্রভাবে জন্মগ্রহণ করলেও উপপীড়ক কর্ম প্রভাবে তাকে নানা দুঃখ, পীড়া ইত্যাদি দ্বারা উত্যক্ত হতে হয ; এভাবে তাকে তার কুশল জনককর্মের সুখময় সুফল ভোগে বাধা জন্মায়। অপরপক্ষে একটি পশু অকুশল জনককর্ম প্রভাবে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়েও ভাল খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি পায। এখানে উপপীড়ক কর্ম অকুশল জনককর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান করে।

(৩৩) উপঘাতক কর্ম: কর্ম নিয়ম অনুসারে জনককর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্বজন্মকৃত আরও শক্তিশালী বিরুদ্ধ কর্ম নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। ইহা সুবিধানুসারে নেহাৎ অতর্কিতে কর্ম সম্পাদন

করে যেমন কোন বলবান প্রতিরোধক শক্তি এক উড়ন্ত তীরকে গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে ভূপাতিত করে, এরূপ কর্মকে উপঘাতক বলা হয়। ইহা উপস্তম্ভক এবং উপপীড়ক কর্মের চেয়েও নিখুঁত ফল-প্রদানকারী। ইহা কেবল বাধা প্রদান করে ক্ষান্ত হয় না, বিপক্ষ শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। এই উপঘাতক কর্ম কুশল ফলপ্রদ বা অকুশল ফলপ্রদ উভয় প্রকারের হতে পাবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে দেবদত্তের কথা উল্লেখ করা যায়। দেবদত্তের ক্ষেত্রে উক্ত চার কর্মই ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি বুদ্ধকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সঙ্ঘভেদ করেছিলেন। তাঁর কুশল জনককর্ম তাঁকে রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করায়। সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ তাঁর উপস্তম্ভক কর্মের প্রভাব। সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার এবং অপমান সহ্য করা উপপীডক কর্মের প্রত্যক্ষ ফল। অবশেষে উপঘাতক কর্ম তাঁর জীবনাবসান করে তাঁকে অনন্ত দুঃখে নিপাতিত করে।

(৩৪) গরুক—গুরুকর্ম, ইহা গুরুতর বা শক্তিশালী কর্ম। ইহা কুশল কর্মও হতে পারে আবার অকুশল কর্মও হতে পারে। ইহা যদি কুশল হয় তবে ইহা ধ্যানক্ষেত্রে মানসিক কুশল। অপরপক্ষে ইহা কায়িক এবং বাচনিক অকুশল। গুরুত্ব অনুসারে গুরুকর্ম পাঁচ প্রকার: যথা ১. সঙ্ঘভেদ ২. বুদ্ধের প্রতি আঘাত ৩. অর্হৎ হত্যা ৪. মাতৃহত্যা এবং ৫. পিতৃহত্যা। ইহাকে আনন্তরিয কর্মও বলা হয় কারণ এ সকল কর্মের ফল অনিবার্যরূপে পরজন্মে পেতেই হবে। নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকেও গুরুকর্ম বলা হয়।

দৃষ্টান্ত: যদি কোন ব্যক্তি ধ্যান উৎপন্ন করেও উক্ত যে কোন একটি নিকৃষ্ট কর্ম সম্পাদন করেন তবে তাঁর সেই কুশল কর্ম এই অকুশল কর্ম প্রভাবে বিমোচিত হবে। ধ্যান লাভ করা সত্ত্বেও পরবর্তী জন্ম অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবে। দেবদত্ত তাঁর ঋদ্ধি হারিয়েছিলেন এবং নরকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি বুদ্ধকে আঘাত করে আহত করেছিলেন এবং সঙ্ঘভেদ করেছিলেন।

রাজা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা না করলে স্রোতাপত্তি স্তরে উন্নীত

হতে পারতেন। এক্ষেত্রে তাঁর শক্তিশালী নিকৃষ্ট অকুশল কর্ম ফলপ্রদ হওয়াতে তিনি স্রোতাপন্ন হতে পারেন নি।

(৩৫) আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্মঃ যে কর্ম কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তীক্ষণে সম্পন্ন করেন বা পুণ্যকর্ম কথা স্মরণ করেন। পরবর্তী জীবনকে সুখময় রূপে নির্দিষ্ট করার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দেশ সমূহে এখনও পর্যন্ত মরণাসন্ন ব্যক্তিকে তাঁর পূর্বকৃত পুণ্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দেন এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁর দ্বারা কুশল কর্ম করান হয়।

কোন কোন সময় অকুশল পরায়ণ ব্যক্তিরও সুখমৃত্যু হয় এবং তাতে সুখময় জন্ম লাভ হয়, যদি সৌভাগ্যক্রমে তিনি মৃত্যুক্ষণে পূর্বকৃত পুণ্যকর্মের কথা স্মরণ করেন বা মৃত্যুশয্যায় কোন কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। এরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ একদা এক জল্লাদ শারীপুত্রকে ভিক্ষান্ন দান করেছিলেন এবং সেই ব্যক্তি মৃত্যুক্ষণে সেই পুণ্যকর্ম কথা স্মরণ করে তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন। একথার অর্থ এই নয় যে ঐ ব্যক্তি সারাজীবনের অকুশল কর্ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। যে সকল অকুশল কর্ম যথাসময়ে ফল দান করবে, এমনও হতে পারে কোন এক ধার্মিক ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণে হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে পূর্বকৃত অকুশল কর্মের কথা স্মরণ হল বা চিত্তে কোন অকুশল বিষয় উদিত হল—তাতে দুঃখবহ মৃত্যু হতে পারে। কোশল-রাজ প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষী রাণী মল্লিকা দেবী ধর্ম জীবনযাপন করতেন কিন্তু মৃত্যুক্ষণে তিনি যে এক মিথ্যাকথা বলেছিলেন তাই এক সময় তার সে সময় স্মরণে উদিত হল। সে কারণে এক সপ্তাহ অপায় দুর্গতি ভোগ করেন।

এগুলি ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্তঃ এরূপ বিবর্তন মূলক জন্মান্তর গ্রহণের ঘটনায় ধার্মিক শিশু অধার্মিক এবং অধার্মিক শিশু ধার্মিক পিতামাতার নিকটও জন্মগ্রহণ করতে পারে।

কর্ম নিয়ম হলঃ জীবনের শেষ চিত্তবীথি ব্যক্তির সাধারণ চরিত্রানুযায়ী প্রভাবিত হয়।

(৩৬) আচিণ্ণকম্ম্ঃ আচরিত কর্ম হল সে কর্ম, যে কর্মের প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাস বশতঃ তা পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করে, স্মরণ করে।

অভ্যাস কুশল হোক আর অকুশল হোক তা ব্যক্তির দ্বিতীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। অবসর সময়ে আমাদের অভ্যাস গত চিন্তায় বা কর্মে আমরা নিয়োজিত থাকি। অনুরূপভাবে মৃত্যুক্ষণে যদি অন্য পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া না যায়, নিয়ম অনুসারে, সেই কর্ম বিষয় এবং চিন্তা স্বতঃই আমাদের চিত্তপথে উদিত হয়।

শূকরঘাতক চুন্দ বুদ্ধের আবাসের নিকটেই বাস করত। মৃত্যু কালে সে শূকরের মত আর্তনাদ করেছিল।

শ্রীলঙ্কার রাজা দুট্ঠগামনি ভিক্ষুগণকে ভিক্ষান্ন দান না করে আহার গ্রহণ করতেন না। ইহা তাঁর আচরিত কর্ম। মৃত্যুকালে এ কর্ম স্মরণ করে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং দেহত্যাগের পর তিনি তুষিত স্বর্গে উৎপন্ন হন।

(৩৭) কটত্তাঃ কৃতত্বকর্ম অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম। সাধারণতঃ যে কর্ম অতীত জীবন পরম্পরা করা হয়েছে তাকেই বুঝায়। যে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়েছে এখন আর স্মৃতিপথে আসেনা—তা এপর্যায়-ভুক্ত। ইহা ব্যক্তির অতীত কর্ম যা ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে।

(৩৮) দিট্ঠধম্ম বেদনীয় কম্ম্ঃ দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম হলঃ ইহজীবনে কৃত যে কর্মের ফল ইহজীবনে বেদনীয় বা অনুভূত হয়। দৃষ্টধর্ম অর্থ বর্তমান জীবনকে বুঝায়।

অভিধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তি সপ্ত চিত্তক্ষণ স্থায়ী জবন চলা কালে কুশল বা অকুশল কর্ম সম্পাদন করে। প্রথম জবন চিত্তক্ষণ দুর্বলতম তাই সেই চিত্তক্ষণের কর্ম ইহজীবনে ফলপ্রদ হয়। ইহাই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম। যদি তা এজীবনে ফলপ্রসূ না হয় তবে তা অহোসি বা ভূতপূর্ব (পূর্বে ছিল এখন নেই) কর্মে পরিণত হয়।

উপপজ্জ বেদনীয কর্মঃ পরবর্তী দুর্বলতম কর্ম হল সপ্তম জবন চিত্তক্ষণ। ইহার অকুশল ফল পরবর্তীকালে ফলপ্রদ হয়। পরবর্তী

বা দ্বিতীয় জীবনে যদি এই কর্মফল প্রদানের অবকাশ না পায় তা অহোসি বা ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়।

অপব-পর্যায় বেদনীয় কর্ম : মধ্যবর্তী বা দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ জবন চিত্তক্ষণের কর্ম নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল প্রদান করে। এরূপ কর্মকে অপর-পর্যায় বেদনীয় কর্ম বলা হয়। এমন কি বুদ্ধ এবং অর্হৎগণেরও জীবন প্রবর্তনকালে এরূপ কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কেহ এ কর্ম থেকে রেহাই পায় না।

অহোসি কর্ম : এ কর্মের কোন বিশেষ শ্রেণী নেই। যে কর্ম ইহজীবনে বা পরজীবনে ফল প্রদানে অক্ষম তাই অহোসি বা ভূতপূর্ব কর্ম।

(৩৯) বাহুল্লোবুত্তিতো : এ কর্মগুলি অন্যান্য দ্বার মাধ্যমেও সম্পন্ন করা যায়, তাই এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪০) কায়বিঞ্ঞত্তি : কায়বিজ্ঞপ্তি—ইহা দেহ সঞ্চালনে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়া।

(৪১) বচীবিঞ্ঞত্তি : বাক্য বিজ্ঞপ্তি—ইহা বাক্য দ্বারা ব্যক্তির ইচ্ছা প্রকাশ।

(৪২) এ তিন দৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়—১. প্রত্যেক বিষয় কোন কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় (অহেতুক দৃষ্টি) ২. কুশল-অকুশল কর্মের ফল নেই (অক্রিয়া দৃষ্টি) এবং ৩. পবজন্ম বলতে কিছু নেই (নাস্তিক দৃষ্টি)।

(৪৩) অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি—'দান করা উত্তম' ইত্যাদি।

(৪৪) বার প্রকার অকুশল চিত্তের অকুশল ফলই হল সাত প্রকার (অকুশল) বিপাক চিত্ত। সে কর্ম ইহজীবনেও ফলপ্রদ হতে পারে।

(৪৫) কুশল কর্মের কুশল ফল হল : আট প্রকার অহেতুক (কুশল) বিপাক চিত্ত এবং আট প্রকার শোভন মহাবিপাক চিত্ত। আট প্রকার কুশল চিত্তের ফল কেবলমাত্র প্রতিসন্ধি গ্রহণ করান নয়

তবে তা জীবন প্রবর্তন কালে বিভিন্ন প্রকারের বিপাক চিত্তও উৎপন্ন করে।

(৪৬) উক্‌কট্‌ঠা: উ অর্থে উন্নত √কস্‌ অর্থে উত্তোলন। সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম হল কোন কর্ম করার পূর্বে ও পরে কুশল কারণে শ্রদ্ধা উৎপত্তিতে তা সম্পন্ন করা। দৃষ্টান্ত: সম্যক জীবিকা দ্বারা অর্জিত অর্থে কোন প্রকার অনুশোচনা ব্যতিরেকে দান ক্রিয়া সম্পাদন করাই সর্বোৎকৃষ্ট কুশল কর্ম।

(৪৭) ওমক: নিকৃষ্ট: দান কর্ম সম্পাদন কালে কোন ব্যক্তি ত্রিহেতুক কুশল চিত্ত উৎপন্ন করতে পারেন। যদি সেই ব্যক্তি অসদুপায়ে অর্জিত অর্থে ক্রীত বস্তু কোন অসৎ পুরুষকে দান করেন এবং পরবর্তীকালে অনুশোচনা করেন—সে দান নিকৃষ্ট দান।

(৪৮) তাঁবা হলেন শ্রীলঙ্কার মোরবপি বিহাবের মহাধর্মরক্ষিত থের সম্প্রদায়ের আচার্যগণ।

(৪৯) বার—যথা ৮ অহেতুক বিপাক এবং ৪ সসাংস্কারিক বিপাক বা ৪ অসাংস্কারিক বিপাক।

দশ—যথা ৮ অহেতুক বিপাক এবং ২ সসাংস্কারিক বা ২ অসাংস্কারিক জ্ঞানবিপ্রযুক্ত বিপাক।

আট—অহেতুক।

(৫০) স্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী যাঁরা পঞ্চম ধ্যান বর্ধন করেছেন তাঁরা বৃহৎফল ভূমিতে উৎপন্ন হন। কিন্তু যে সকল স্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী রূপোৎপত্তির প্রতি অনীহাবশতঃ (অরূপ ধ্যান বর্ধন করেন) তাঁরা অরূপভূমিতে উৎপন্ন হন।

যে অনাগামী পঞ্চম ধ্যান বর্ধন করেছেন এবং সমপরিমাণে পঞ্চইন্দ্রিয়ে বলীয়ান (যথা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা) তাঁরা বৃহৎফল ভূমিতে উৎপন্ন হন, যাঁরা শ্রদ্ধাকে অতিক্রম করেছেন তাঁরা অবৃহা ভূমিতে, যাঁরা বীর্যকে অতিক্রম করেছেন তাঁরা অতপ্ত ভূমিতে, যাঁরা সমাধিকে অতিক্রম করেছেন তাঁরা সুদর্শী ভূমিতে এবং যাঁরা প্রজ্ঞাকে অতিক্রম করেছেন তাঁরা অকনিষ্ঠ ভূমিতে উৎপন্ন হন।

অনাগামীরা অন্য কোন ভূমিতে উৎপন্ন হবেন না এমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। (তে পন অঞ্ঞত্থ ন নিব্বত্তন্তীতি নিয়মো নত্থি—অর্থকথা)।

সূক্ষ্ম বিদর্শক অনাগামী যিনি ধ্যানচর্যা দ্বারা মৃত্যুর পূর্বে ধ্যান উৎপন্ন করেন তিনি পরবর্তী জীবনে শুদ্ধাবাস ভূমিতে উৎপন্ন হন।

৪. চুতিপটিসন্ধিক্কমো

১১. আয়ুক্খযেন কম্মক্খযেন উভযক্খযেন উপচ্ছেদককম্মুনা চা'তি চতুধা মরণুপ্পত্তি নাম। তথা চ মরন্তানং পন মরণকালে যথারহং অভিমুখীভূতং ভবন্তরে পটিসন্ধিজনকং কম্মং বা তং কম্ম-করণকালে রূপাদিকমুপলদ্ধপুব্বমুপকরণভূতঞ্চ কম্মনিমিত্তং বা অনন্তরমুপ্পজ্জ-মানভবে উপলভিতব্বং উপভোগভূতঞ্চ গতিনিমিত্তং বা কম্মবলেন ছন্নং দ্বারানং অঞ্ঞতরস্মিং পচ্চুপট্ঠাতি। ততোপরং তমেব তথো'পট্ঠিতং আলম্বনং আরব্ভ বিপচ্চমানককম্মানুরূপং পরিসুদ্ধং উপকিলিট্ঠং বা উপলভিতব্বভবানুরূপং তত্থ' ওনতং বা চিত্তসন্তানং অভিণ্হং পবত্ততি বাহুল্লেন। তমেব বা পন জনকভূতং কম্মং অভিনবকরণবসেন দ্বারপ্পত্তং হোতি।

১২. পচ্চাসন্নমরণস্স তস্স বীথিচিত্তাবসানে ভবঙ্গক্খযে বা চবনবসেন পচ্চুপ্পন্নভব-পরিযোসানভূতং চুতিচিত্তং উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্ঝতি। তস্মিং নিরুদ্ধাবসানে তস্স' আনন্তরং এব তথা গহিতং আলম্বনং আরব্ভ সবত্থুকং অবত্থুকং এব বা যথারহং অবিজ্জানু-সযপরিক্খিত্তেন তণ্হানুসযমূলকেন সংখারেন জনীযমানং সম্পযুত্তেহি পরিগ্গয্হমানং হজাতানং অধিট্ঠানভাবেন পুব্বঙ্গমাভূতং ভবন্তরপটি-সন্ধানবসেন পটিসন্ধিসংখাতং মানসং উপ্পজ্জমানং এব পতিট্ঠাতি ভবন্তরে।

১৩. মরণাসন্নবীথিযং পন এত্থ মন্দপ্পবত্তানি পঞ্চে'ব জবনানি পটিকংখিতব্বানি। তস্মা যদি পচ্চুপ্পন্নালম্বনেসু আপাথমাগতেসু ধরন্তেস্ব' এব মরণং হোতি। তদা পটিসন্ধিভবঙ্গানং'পি পচ্চুপ্পন্না-

লম্বনতা লব্ভন্তী' তি কত্বা কামাবচরপটিসন্ধিযা ছদ্বারগহিতং কম্মনিমিত্তং গতিনিমিত্তঞ্চ পচ্চুপ্পন্নানং অতীতমালম্বনং বা উপলব্ভতি। কম্মং পন অতীতং এব। তঞ্চ মনোদ্বারগহিতং। তানি পন সব্বানি পি পরিত্তধম্মভূতা নে'বালম্বনানী' তি বেদিতব্বং।

রূপাবচরপটিসন্ধিয়া পন পঞ্ঞত্তিভূতং কম্মনিমিত্ত' এবালম্বনং হোতি। তথা আরূপ্পপটিসন্ধিযা চ মহগ্গতভূতং পঞ্ঞত্তিভূতঞ্চ কম্মনিমিত্তং এব যথারহং আলম্বনং হোতি।

অসঞ্ঞসত্তানং পন জীবিতনবকং এব পটিসন্ধিভাবেন পতিট্ঠাতি। তস্মা তে রূপপটিসন্ধিকা নাম। আরূপ্পা আরুপ্পপটিসন্ধিকা। সেসা রূপারূপপটিসন্ধিকা।

১৪. আরুপ্পচুতিযা হোন্তি হেট্ঠিমারুপ্পবজ্জিতা
পরমারুপ্পসন্ধি চ তথা কামে তিহেতুকা।
রূপাবচরচুতিবা অহেতুরহিতা সিযুং
সব্বা কামতিহেতুমহা কামেস্বে'ব এব পনেতরা।
'অযং' এত্থ চুতিপটিসন্ধিক্কমো॥

৪. চ্যুতি এবং প্রতিসন্ধি নিয়ম ক্রম

১১. মৃত্যু চার প্রকার (৫১) যথা ১. আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু (৫২) ২. (জনক) কর্মক্ষযে মৃত্যু (৫৩) আয়ু ও কর্ম উভযক্ষয়ে মৃত্যু (৫৪) এবং ৪. উপচ্ছেদক বা উপঘাতক কর্ম (৫৫)।

যাঁরা মৃত্যুশয্যায় শাযিত কর্মবলে, মৃত্যুক্ষণে তাদের নিম্নোক্ত যে কোন এক নিমিত্ত অবস্থানুসারে ছয ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে উপস্থিত হয—

১. পরবর্তী জীবনের উন্মেষকারী (বা প্রতিসন্ধিজনক) যে কোন একটি কর্ম (তিনি তখন তা সম্পাদন করছেন মনে করেন) চিত্তদ্বারে অনুরূপ পরিস্থিতিতে উৎপন্ন হয বা প্রবেশ করে (৫৬)।

২. একটি আলম্বন তা রূপ, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি বা অনুরূপ বিষয় যা পূর্বে কর্ম সম্পাদনকালীন অনুভূত বা উপকরণ রূপে ছিল এমন একটি বিষয় (কর্ম নিমিত্ত) উপস্থিত হয় (৫৭)।

৩. এমন একটি নিমিত্ত (উপলব্ধনীয় দুর্গতি উপভোগ্য সুগতি) (গতি নিমিত্ত) (৫৮) যা পরবর্তী জন্মে লাভ হবে বা অনুভূত হবে তা প্রতিভাত হয়।

তারপর সেই আসন্ন চিত্তস্থিত আলম্বনকে (৫৯) নির্ভর করে, অবিচ্ছিন্ন চিত্তসন্ততি, তা পরিশুদ্ধ হোক বা ক্লেশযুক্ত হোক, ফলনোন্মুখ কর্মের আকারে এবং গন্তব্য ভব বা ভূমির অনুকূলে, সেই ভবাভিমুখে প্রবর্তিত হয়। কেবলমাত্র পুনর্জন্ম উৎপাদনক্ষম কর্ম নিজকে আবার উৎপন্ন করবার জন্য (নিমিত্তের আকারে), ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারের কোন এক দ্বারে উপস্থিত হয়।

১২. মরণাসন্ন ব্যক্তির চিত্তস্রোতের পরিসমাপ্তিতে বা ভবাঙ্গক্ষয়ে এ জীবনের পরিশেষ রূপ চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং নিরুদ্ধ হয়ে (মৃত্যুরূপে পর্যবসিত হয়)।

চ্যুতিচিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ার পরক্ষণে প্রতিসন্ধিচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং সেই নিমিত্ত প্রতিগ্রহণকে নির্ভর করে হৃদয়বাস্তুযুক্ত ব্যতিরেকে (৬০) উপযুক্ত পরিস্থিতিতে অন্তর্নিহিত অবিদ্যা এবং সুপ্ত তৃষ্ণামূলক সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে পুনর্জন্ম (বা প্রতিসন্ধি) চিত্ত বলার কারণ হল: ইহা দুই ধারাবাহিক জীবনকে পরস্পর সংযোজন করে এবং (স্পর্শ, বেদনাদি) সম্প্রযুক্ত চৈতসিক দ্বারা পরিপ্রেক্ষিত হয় এবং সহজাত নামরূপের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র রূপে অধিনায়কত্ব করে।

১৩. মরণাসন্ন বীথিতে জবনচিত্ত দুর্বল তাই জবনচিত্ত পাঁচ চিত্তক্ষণ মাত্র আশা করা যায়।

সুতরাং মৃত্যুকালে যখন বর্তমান আলম্বন ইন্দ্রিয়দ্বারে (অর্থাৎ কর্ম নিমিত্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোন এক দ্বারে এবং গতিনিমিত্ত মনোদ্বারে)

উৎপন্ন হয়, তখন প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গ চিত্ত বর্তমান আলম্বন গ্রহণ করে।

এরূপে কামাবচর ভূমিতে পুনর্জন্মকালে ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন দ্বারের সাহায্যে অতীত বা বর্তমান আলম্বন রূপে গতিনিমিত্ত এবং কর্মনিমিত্ত গৃহীত হয়।

কর্ম কিন্তু অতীত আলম্বনাকারে মনোদ্বারে গৃহীত হয়। উক্ত আলম্বনগুলি কামাবচর আলম্বন।

রূপাবচর ভূমিতে প্রতিসন্ধিকালীন কর্মনিমিত্তরূপে প্রতিভাত হয়—ধ্যান প্রজ্ঞপ্তি যথা পঠবি বা পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদি।

অরূপাবচর ভূমিতে উৎপত্তিকালীন মহদ্‌গতের আকারে বা প্রজ্ঞপ্তি আকারে কর্মনিমিত্ত (আকাশ-অনন্ত-আয়তন ইত্যাদি) প্রতিসন্ধি-চিত্তানুরূপ যথাযোগ্য আলম্বন গ্রহণ করে।

অসংজ্ঞসত্ত্বভূমিতে উৎপত্তিকালে জীবিত নবক (যথা—পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু=চতুর্ভূত বা ধাতু, বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ= মহাভূতোৎপন্ন রূপ এবং জীবিতেন্দ্রিয়) প্রতিসন্ধির আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে তাঁদের রূপ-সন্ধিক বলা হয়।

অরূপলোকে যাঁদের প্রতিসন্ধি হয় তাঁদের অরূপ বা মনোময় প্রতিসন্ধিক বলা হয়। অন্যগুলি রূপারূপ (রূপময় এবং মনোময়) প্রতিসন্ধিক।

১৪. যখন কেহ অরূপভূমি থেকে চ্যুত হন তখন তিনি অনুরূপ অরূপ ভূমিতেই উৎপন্ন হন, তবে তিনি নিচু অরূপভূমিতে উৎপন্ন হন না অথবা তিনি ত্রিহেতুক কামাবচর ভূমিতে উৎপন্ন হন।

যখন কেহ রূপভূমি থেকে চ্যুত হন তখন তিনি ত্রিহেতুক না হয়ে জন্মগ্রহণ করেন না। ত্রিহেতুক হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর তিনি যে কোন ভূমিতে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। অবশিষ্ট দ্বিহেতুক এবং অহেতুকগণ কামভূমিতে জন্মগ্রহণ করে।

এ পর্যন্ত প্রতিসন্ধি ও চ্যুতি নিয়ম।

ব্যাখ্যা—

(৫১) 'মৃত্যু হল সাময়িক ঘটনার সাময়িক বিরতি।' মৃত্যু বলতে—এক জীবন প্রবর্তনকালে সেই ব্যক্তির জীবিতেন্দ্রিয়, তেজোধাতু (উষ্ণতা) এবং চিত্ত (বা বিজ্ঞানের) অবসান বুঝায়। মৃত্যু সত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ নয়। একস্থানে মৃত্যু অর্থে অন্যস্থানে জন্ম নির্দেশ করে যেমন সূর্য একস্থানে উদিত হয় এবং অপর স্থানে অস্তমিত হয়।

(৫২) বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হলে সাধারণতঃ আয়ুক্ষয়ে মৃত্যু হয়েছে রূপে ধারণা করা হয়।

প্রত্যেক জীব বা সত্বভূমির বয়ঃসীমা নির্দ্ধারিত যদিও জনককর্মের কর্মশক্তির প্রভাব তখনও থেকে যায়। সেই সর্বোচ্চ বয়ঃসীমায় পৌঁছলে ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। দেবতাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য যে যদি তাঁদের জনককর্ম অতিশয় শক্তিশালী হয় তবে তাঁদের সেই কর্মশক্তি সেই স্তরে বা উচ্চস্তরে আবার উৎপত্তি ঘটায়।

(৫৩) কর্ম নিয়ম অনুসারে চিন্তা, কামনা বা বাসনা যা জীবন প্রবর্তনকালে অতিশয় শক্তিশালী (বা প্রবল) থাকে তা'ই মৃত্যুকালে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতঃ পরবর্তী জীবন প্রবর্তনে প্রভাবিত করে। যখন জনককর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি হ্রাস পায় তখন দেহস্থ জীবনী-শক্তিপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া বৃদ্ধবয়সের পূর্বেই ক্ষয় হয়ে যায়। ইহাই কর্মক্ষয়ে মৃত্যু।

(৫৪) মনে করুন মানুষের বয়ঃসীমা আশি বৎসর। কোন ব্যক্তি তাঁর জনককর্মের ক্ষয় হেতু যদি আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তাকে আয়ু এবং কর্মক্ষয়ে মৃত্যু হয়েছে বলা হয়।

(৫৫) এমন শক্তিশালী কর্ম (উপঘাতককর্ম) আছে যা বয়ঃসীমা অতিক্রমের পূর্বেই জনককর্মের শক্তিকে উপচ্ছেদ করে। একটি প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি যেমন এক গতিশীল তীরের গতি রুদ্ধ করে মাটিতে পতন ঘটাতে পারে—ইহাও তদ্রূপ। অনুরূপভাবে অতীতের কোন প্রবল কর্মশক্তি মৃত্যুকালীন জনক-চিত্তক্ষণের (কর্মের) অন্তর্নিহিত শক্তিকে

ধ্বংস করবার ক্ষমতা ধারণ করে এবং তখন সত্ত্বের জীবন নাশ করে। দেবদত্তের জীবন প্রবর্তনকালের উপচ্ছেদ (উপঘাতক) কর্মই মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

প্রথম তিন প্রকারের মৃত্যুকে কালমরণ (সময়োচিত মৃত্যু) এবং শেষ প্রকারের মৃত্যুকে অকালমরণ (অসময়োচিত মৃত্যু) বলা হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়ঃ একটি তৈলপ্রদীপ এ প্রকার যে কোন চার কারণে নিভে যেতে পারে যথা—সলিতা নিঃশেষ হলে, তৈল ফুরিয়ে গেলে, তৈল এবং সলিতার যুগপৎ অবসানে এবং অন্য বিশেষ কারণে যেমন বাত্যাহত হলে। কোন ব্যক্তির মৃত্যুও পূর্বোক্ত চার কারণে হতে পারে।

(৫৬) যখন কোন ব্যক্তি মরণোন্মুখ তখন তার পূর্বকৃত কুশল বা অকুশল কর্মের কথা মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হতে পারে। তা গুরুকর্ম যেমন ধ্যানের বিষয় বা পিতৃহত্যার বিষয় ইত্যাদি কুশল বা অকুশল বিষয় হতে পারে। এগুলি এত শক্তিশালী কর্ম যা অন্য প্রকার কর্মগুলিকে নিস্প্রভ করে দেয় এবং তা মনশ্চক্ষে নির্মলরূপে উপস্থিত হয়। যদি কোন গুরুকর্ম না থাকে তবে তিনি মৃত্যুপূর্বে কৃত কোন কর্ম (মরণাসন্ন কর্ম নিমিত্তরূপে গ্রহণ বা স্মরণ করতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে যে কুশল বা অকুশল কর্ম পূর্বে সম্পাদন কালে যেরূপ অনুভূত বা চিন্তা করা হয়েছিল ঠিক সেরূপভাবেই মৃত্যুক্ষণে পুনরাবির্ভাব হয়।

(৫৭) কম্মনিমিত্ত—কর্মনিমিত্ত হল যে কোন দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, চিন্তা যা কোন না কোন কর্ম সম্পাদনকালে বিদ্যমান ছিল যেমন ঘাতকের পক্ষে অস্ত্র, ডাক্তারের পক্ষে রোগী, শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির নিকট পুষ্প ইত্যাদি।

(৫৮) গতিনিমিত্ত হলঃ যে স্থানে জন্মগ্রহণ করা হবে সে স্থানের প্রতীক বা চিহ্ন দর্শন। মরণাসন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা অনিবার্যরূপে উৎপন্ন হয়। ভবিষ্যৎ জন্মের এরূপ নিমিত্ত যদি অকুশল প্রকাশক হয় তবে তাকে কুশলে পরিণত করা যায়। মরণাসন্ন ব্যক্তির চিন্তাকে

কুশল প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত করতে পারলে তখন মরণাসন্ন কর্মরূপে পরিণত হয় এবং যে জনককর্ম ভবিষ্যতে ফলপ্রদ হত তাকে নিবারিত করা যায়।

ভবিষ্যৎ জন্মের গতিসূচক এ নিমিত্তগুলি হল : নরকের আগুন, অরণ্য, পার্বত্য অঞ্চল, মাতৃগর্ভ, দেব-বিমান ইত্যাদি।

মনোদ্বারে কর্ম উপস্থাপন হয়। পরিস্থিতি অনুসারে কর্মনিমিত্ত ছয় ইন্দ্রিয়দ্বারের যে কোন এক দ্বারে স্থাপিত হয়। গতিনিমিত্ত সর্বদাই কায়িক দৃশ্যরূপে স্বপ্নের মত চিত্তদ্বারে প্রতিভাত হয়।

(৫৯) আকস্মিক মৃত্যু হলেও পূর্বোক্ত নিমিত্তের যে কোন একটি এক চিত্তক্ষণের জন্য চিত্তস্রোতে প্রবাহিত হয়। কথিত হয় : একটি মাছি নেহাই এর উপর হাতুড়ির আঘাতে মৃত্যু বরণ করলেও, সে মৃত্যুক্ষণে এরূপ চিত্তস্রোত অনুভব করে।

ইহা আমরা ধারণা করতে পারি : মরণোন্মুখ ব্যক্তির কুশল নিমিত্ত উপস্থিতির কারণে মনুষ্য ভূমিতে জন্ম হয়।

যে ব্যক্তির ভবাঙ্গ চিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য আবর্তিত হয়ে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং নিরুদ্ধ হয়, তারপর মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাও নিরুদ্ধ হয়। তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক জবন-চলন—এখানে (জবন) অত্যন্ত দুর্বলহেতু পাঁচ চিত্তক্ষণের জন্য (সাধারণ অবস্থায় সাত চিত্তক্ষণের জন্য) প্রবাহিত হয় একারণে ইহা সকল প্রকার জনকশক্তিহীন ; ইহার একমাত্র কৃত্য হল নূতন অস্তিত্ব বা পুনর্জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করা (অভিনবকরণ)। এক্ষেত্রে যথাবাস্থিত নিমিত্ত উপস্থিত হওয়ায় মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে কুশল চিত্ত অনুভব করে (বা উপস্থিত হয) তা সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত অসাংস্কারিক বা সসাংস্কারিক চিত্ত। তদালম্বন চিত্ত জবন চিত্তক্ষণে গৃহীত আলম্বন দুই চিত্তক্ষণের জন্য পুনরালোচনা বা সনাক্ত কৃত্য করতেও পারে, নাও করতে পারে। এর পর চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। ইহা ইহজীবনের অনুভূত শেষ চিত্তক্ষণ (১১ নং নক্সা দেখুন)।

অনেকের এরূপ মিথ্যা ধারণা আছে যে পরবর্তী জন্ম চ্যুতি চিত্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। চ্যুতি চিত্ত প্রকৃতপক্ষে পুনর্জন্ম প্রভাবিত করে না। ইহার নিজের কোন কৃত্য নেই। জবন চিত্তে যা অনুভূত হয় তা'ই পুনর্জন্ম প্রভাবিত করে।

চ্যুতি চিত্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু সংঘটিত হয়। তখন চিত্তজ এবং আহারজ রূপ উৎপন্ন হয় না। তখন কেবলমাত্র ঋতুজ রূপগুণাবলী মৃতদেহ সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত স্থিত থাকে।

চ্যুতি চিত্ত নিরুদ্ধ হওয়ার পরমুহূর্তে পরবর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি চিত্ত বা বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান উৎপত্তির পর ভবাঙ্গ চিত্ত ১৬ চিত্তক্ষণের জন্য প্রবাহিত হয়। তারপর মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত উৎপন্ন হয়। মনোদ্বারাবর্তনের পর সাত জবন চিত্তক্ষণ প্রবাহিত হয় বা পরবর্তী অস্তিত্ব বা জীবনের প্রতি লোলুপযুক্ত হয় (ভবনিকন্তি জবন)। তৎপর ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং ধ্বংস হয় এবং চিত্তস্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয় (১২ নং নক্সা দেখুন)।

(৬০) অরূপ ভূমিতে হৃদযবাস্তুর অস্তিত্ব নেই।

৫· চিত্ত সন্ততি

(১৫) ইচ্চে' এবং গহিতপটিসন্ধিকানং পন পটিসন্ধি-নিরোধানন্তর-তোপ্পভুতি তং এবালম্বনমারব্ভ তদ'এব চিত্তং যাব চুতিচিত্তুপ্পাদা অসতিবীথিচিত্তুপ্পাদে ভবস্সঙ্গভাবেন ভবঙ্গসন্ততিসঙ্খাতং মানসং অব্বোচ্ছিন্নং নদীসোতো বিয পবত্ততি। পরিযোসানে চ চবনবসেন চুতিচিত্তং হুত্বা নিরুজ্ঝতি। ততো পরঞ্চ পটিসন্ধিযো রথচক্কং ইব যথাক্কমং এব পরিবত্তন্তা পবত্তন্তি।

১৬. পটিসন্ধিভবঙ্গবীথিযো চুতি চে'হ তথা ভবন্তরে
পুন পটিসন্ধিভবঙ্গং ইচ্চযং পরিবত্ততি চিত্তসন্ততি
পটিসঙ্খায পন' এতমদ্ধুবং অধিগন্ত্বা পদমচ্চুতং বুধা
সুসমুচ্ছিন্নসিনেহবন্ধনা সমমেস্সন্তি চিরায সুব্বতা।

ইতি অভিধম্মত্থসঙ্গহে বীথিমুত্তসঙ্গহবিভাগো নাম পঞ্চমো পরিচ্ছেদো।

৫. চিত্ত-সন্ততি (ভবাঙ্গ-স্রোত)

১৫. যাঁরা এভাবে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সেই প্রতিসন্ধি চিত্ত, সে সময়েব গৃহীত আলম্বন রক্ষা করে, প্রতিসন্ধিক্ষণের পরক্ষণ থেকে (৬১) অবিচ্ছিন্ন মানসাকারে, বীথিচিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতিতে (বা বীথিচিত্তোৎপতি ব্যত্তিরেকে), নদীর স্রোতের ন্যায় (৬২), চ্যুতিচিত্ত উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত (৬৩) প্রবাহিত হতে থাকে। ইহা জীবনের (ভবের) অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা কারণ—তাই ইহাকে ভবাঙ্গ বলা হয়। জীবনেব পরিশেষকালে মৃত্যুমুহূর্তে ইহা (ভবাঙ্গ চিত্ত) চ্যুতি চিত্তরূপে উৎপন্ন হযে নিরুদ্ধ হয়। তৎপব প্রতিসন্ধি চিত্ত (৬৪) এবং অন্য চিত্তগুলি রথচক্রের ন্যায় যথাক্রমে আবর্তিত থেকে প্রতিসন্ধি হতে থাকে।

১৬. অনুরূপভাবে পরবর্তী জীবনে আবার প্রতিসন্ধি চিত্ত, ভবাঙ্গ চিত্ত, চিত্তবীথি এবং চ্যুতি চিত্ত উৎপন্ন হয়। পুনরায় প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গের সঙ্গে চিত্তস্রোত (চিত্তসন্ততি) অনুক্ষণ প্রবাহিত হয়।

বিজ্ঞগণ জীবনের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে চিরতরে সুব্রত হন এবং তাতে তৃষ্ণার সকল বন্ধন ছিন্ন করে পরম শান্তিময় অচ্যুত-পদ (নির্বাণ) লাভ কবেন।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের বীথিমুক্ত সংগ্রহেব পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা :—

(৬১) এক জীবনের প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ এবং চ্যুতি চিত্ত একই প্রকাব, কারণ তাদের আলম্বনও এক। এ তিনেব মানসিক স্তব (সংস্কাব-) ও এক প্রকার তারা কেবলমাত্র নাম এবং কৃত্য ভেদে ভিন্ন। প্রতিসন্ধি চিত্তের অব্যবহিত পর ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপন্ন হয়। জীবন প্রবর্তনকালে যখন কোন চিত্তবীথি উৎপন্ন হয় না তখন ভবাঙ্গ চিত্ত বর্তমান থাকে। এক জীবন প্রবর্তনকালে এক ব্যক্তির অসংখ্য ভবাঙ্গ চিত্তক্ষণ উপলব্ধি হয়।

(৬২) নদীর স্রোতের ন্যায় বাক্যটি প্রমাণযোগ্য।

(৬৩) যে চ্যুতি চিত্ত মৃত্যুক্ষণে অনুভূত হয় তা সেই প্রবর্তিত জীবনের প্রতিসন্ধি এবং ভবাঙ্গ চিত্তের সামিল (বা একই প্রকার)।

(৬৪) চ্যুতিচিত্তের পরক্ষণে গর্ভধারণক্ষণে প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপন্ন হয়।

নক্সা নং ১০	একত্রিশ জীব (লোক) ভূমি (স্তর)		আয়ুষ্কাল
চার অরূপ ভূমি বা অরূপ লোক		৪. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন	৮৪০০০ মহাকল্প
		৩ আকিঞ্চনায়তন	৬০'০০০ ...
		২. বিজ্ঞানানন্তায়তন	৪০'০০০ ...
		১. আকাশানন্তাযতন	২০'০০০ ...
ষোল রূপ ভূমি বা রূপ লোক	চতুর্থ ধ্যানভূমি — শুদ্ধাবাস ভূমি	অকনিষ্ঠ	১৬'০০০ ...
		সুদর্শী	৮'০০০ ...
		সুদর্শন	৪'০০০ ...
		অতপ্ত	২'০০০ ...
		অবৃহাঃ	১'০০০ ...
		অসংজ্ঞসত্ত্ব	৫০০ ...
		বৃহৎফল	৫০০ ...
	তৃতীয় ধ্যান ভূমি	শুভকীর্ণ	৬৪ ...
		অপ্রমাণ শুভ	৩২ ...
		পরিত্ত শুভ	১৬ ...
	দ্বিতীয় ধ্যানভূমি	আভস্বর	৮ ...
		অপ্রমাণাভ	৪ ...
		পরিত্তাভ	২ ...
	প্রথম ধ্যানভূমি	মহাব্রহ্ম	১ অসংখ্যকল্প
		ব্রহ্মপুরোহিত	১/২ ...
		ব্রহ্ম পারিষদ	১/৩ ...
এগাব কামলোক	সাত সুগতি ভূমি — ছয় দেবলোক বা ভূমি	পরনির্মিতবশবর্তী	১০.০০০ দেববর্ষ
		নির্মাণবতি	৮.০০০ ...
		তুষিত	৪.০০০ ...
		যাম	২ ০০০ ...
		ত্রয়স্ত্রিংশ	১'০০০ ...
		চাতুর্মহারাজিক	৫০০ ...

নক্সা নং ১০ একত্রিশ জীব (লোক) ভূমি (স্তর) আয়ুষ্কাল

মনুষ্যভূমি আয়ুষ্কাল অনির্দিষ্ট

চার	অসুর যোনি	
দুর্গতি	প্রেত যোনি	আয়ুষ্কাল
ভূমি	তির্যক যোনি	অনির্দিষ্ট
(অপায়)	নরক	

নক্সা নং ১১

চ্যুতি চিত্তবীথি

অতীত ভবাঙ্গ	*
ভবাঙ্গ-আবর্তন	*
ভবাঙ্গ-উপচ্ছেদ	*
মনোদ্বারাবর্তন	*
জবন	* * * * *
তদালম্বন	* *
চ্যুতি	*
প্রতিসন্ধি চিত্ত	*

(পরবর্তী জন্মে)

১. কখনও কখনও তদালম্বন এবং চ্যুতির মধ্যিখানে ভবাঙ্গ পাত হয়। কখনও কখনও জবনের পরমূহূর্তে তদালম্বন ব্যতীত চ্যুতি (সংঘটিত হয়।

নক্সা নং ১২

প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি

প্রতিসন্ধি চিত্ত	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
ভবাঙ্গ	*	১৬
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
	*	
মনোদ্বারাবর্ত	*	
	*	
	*	
	*	
জবন	*	৭
	*	
	*	
	*	

প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি

*
*
*
*
*
* ১৩
*
*
*
*
*
*
*

ভবাঙ্গ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রূপ সংগ্রহ বিভাগ

ভূমিকা

অভিধর্মার্থ সংগ্রহের প্রথম পাঁচ পরিচ্ছেদে, ৮৯ এবং ১২১ প্রকার চিত্তসহ ৫২ প্রকার চৈতসিক, প্রতিসন্ধি এবং এক জীবন প্রবর্তন কালে অসংখ্য চিত্তবীথি, ৩১ প্রকার জীব (সত্ত্ব) ভূমি এবং কর্মের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। এগুলিই একটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে রূপ, নির্বাণ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, পট্‌ঠাননয় (প্রধান কারণ), কুশল-অকুশল শ্রেণী সমুহ, মানসিক উৎকর্ষতা (ভাবনা), বিশুদ্ধি-মার্গ মহাসম্প্রাপ্তি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ কেবলমাত্র রূপ এবং নির্বাণের মধ্যে নিবদ্ধ রাখা হয়েছে।

২৮ প্রকার রূপের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাহা কি, কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, ধ্বংস হয় তার বর্ণনা করা হয়েছে। অভিধর্মে বর্ণিত রূপ তৃতীয় পরমার্থ এবং সত্ত্বের (জীবের) বা সত্ত্ব সংগঠনের দুই উপাদানের একটি, অপরটি হল—নাম (মন)। এই নাম-রূপকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু রূপের যুক্তিসঙ্গত সংজ্ঞা ত্রিপিটক বা অর্থকথায় পাওয়া যায় না।

রূপ √রূপ ধাতু নিষ্পন্ন, ভগ্ন হওয়া, ধ্বংস হওয়া (নাশ)।

বিভাবনী টীকা অনুসারে যার পরিবর্তন হয় অথবা যা প্রতিকূল পরিস্থিতি সংযোগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে তাই রূপ। (সীতুণ্‌হাদি বিরোধিপ্‌পচ্চযেহি বিরূপং আপজ্জতি)।

বৌদ্ধ দৃষ্টিতে রূপের কেবল পরিবর্তন হয় না, তার ধ্বংসও হয় (খয়, বয়)। রূপ কেবলমাত্র ১৭ চিত্তক্ষণের জন্য স্থিত থাকে। রূপের পরিবর্তন এত দ্রুত গতিতে হয় যে, কেহ রূপের একস্থানে দুইবার আঘাত করতে পারে না।

রূপ নিজকে প্রকাশিত করে—এ অর্থেও রূপের ব্যাখ্যা করা হয়েছে (√রূপ্‌—পকাসনে)।

পণ্ডিতগণ রূপ শব্দকে বিভিন্নভাবে অনুবাদ করেছেন যেমন form—আকার, body—কায়, matter—পদার্থ, corporeality—দৈহিকতা ইত্যাদি। রূপের অর্থ পরিস্থিতি অনুসারে ভিন্ন হয়। কোন একটি অর্থ সার্বিকভাবে প্রযোগ কবা যায় না।

দার্শনিক অর্থে পদার্থ (matter) রূপের নিকটতম সমার্থক শব্দ, যদিও বিজ্ঞানীরাও পদার্থের প্রকৃত সংজ্ঞা প্রদান দুঃসাধ্য মনে করেন।

ইহা প্রণিধানযোগ্য যে বুদ্ধের সমকালেও পরমাণু তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। অতীতের পরমাণু বর্তমানের atom (এটম)। অতীত বিশ্বাস অনুসারে এক রথরেণুর ৩৬টি তজ্জারি দ্বারা গঠিত, এক তজ্জারি ৩৬ অণু দ্বারা গঠিত, এক অণু ৩৬ পরমাণু দ্বারা গঠিত। যে ক্ষুদ্রতম ধুলিকণা সূর্য কিরণে নৃত্য করতে দেখা যায় তাই হল রথরেণু। একটি পরমাণু একটি রথরেণুর $\frac{১}{৪৬,৬৫৬}$ ভাগের একভাগ। এই পরমাণুকে অবিভাজ্য রূপে বিবেচনা করা হত।

বুদ্ধ তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা প্রভাবে পরমাণুকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যে ইহা পরমার্থ সংগঠিত। ইহার মৌলিক অস্তিত্ব আর বিভাজ্য নয়।

পরমার্থ হল পঠবি, আপো, তেজো এবং বায়ো। এগুলিকে মাটি, জল, অগ্নি, এবং বায়ু রূপে ধারণা করা ঠিক হবে না যেমন কোন কোন গ্রীক দর্শনিকগণ অতীতে সেরূপ ধারণা করতেন।

পঠবি অর্থে বিস্তৃতিধাতু বা রূপের ভিত্তিকে বুঝায় ইহা ব্যতীত কোন পদার্থ স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা এবং কোমলতা রূপ গুণ এই বিশেষ ধাতুর দুই কারণ। ইহা নির্বিঘ্নে বলা যায় যে, এই ধাতু মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়ুতেও বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—উপরিস্থ জল নিম্নস্থ জল দ্বারা প্রতিপালিত বা প্রতিরক্ষিত। এই পঠবি (বিস্তৃতি) ধাতু বায়ুধাতুর সঙ্গে মিলিত

হয়ে উপরের দিকে চাপ সৃষ্টি করে। উষ্ণতা বা শৈত্য হল তেজোধাতু এবং সংসক্তি হল আপধাতু।

আপো হল সংসক্তি ধাতু। পৃথিবী ধাতুর ন্যায় ইহা স্পর্শযোগ্য নয়। ইহা এমন একটি ধাতু যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কণাকে সংযোজন করে 'দেহ' ধারণা এনে দেয়। যখন কঠিন পদার্থকে গলান হয় তখন এই ধাতুর পরিণাম রূপে তরলতা প্রকাশিত হয়। যখন কঠিন পদার্থকে ধুলায় পরিণত করা হয় তখন ক্ষুদ্র কণার মধ্যেও এই ধাতু বিদ্যমান থাকে। পঠবি ধাতু এবং সংসক্তি এমন ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত যে যখন সংসক্তি নিরুদ্ধ হয় তখন বিস্তৃতিও অদৃশ্য হয়।

তেজো হল, উষ্ণতাধাতু। শৈত্য ও তেজধাতুর অঙ্গ। উষ্ণতা এবং শৈত্য উভয়ই তেজধাতুর অন্তর্গত কারণ তারা পদার্থকে পরিপক্ক করার শক্তি ধারণ করে। অন্য অর্থে তেজোধাতু জীবনীশক্তি প্রদায়ক। প্রতিরক্ষণ এবং অবক্ষয় (জরতা) এ ধাতুব কারণেই হযে থাকে। অন্য তিন অত্যাবশ্যক ধাতুর চেয়েও এই ধাতু পদার্থের জীবন উৎপাদনে ক্ষমতা ধারণ করে।

বাযোধাতুর সঙ্গে তেজধাতুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। গতিশীলতা এ ধাতুর ধর্ম। গতিকে শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। ইহা উষ্ণতা উৎপাদকও বটে। বস্তুজগতের গতিশীলতা এবং উষ্ণতা মনোজগতের চিত্ত ও কর্মের অনুরূপ।

এই চার ধাতু পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং অবিচ্ছেদ্য কিন্তু এক ধাতু অপর ধাতুর উপর আধিপত্য করে যেমন পঠবি মাটিতে, আপো জলে, তেজো অগ্নিতে এবং বাযো বায়ুতে।

তাদের মহাভূত বলা হয় কারণ তারা ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র সর্বপ্রকার জীবদেহকোষ থেকে অতি বৃহৎ পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান।

এই চার মহাভূতের উপর চার সহকারী পদার্থগুণ নির্ভরশীল যথা বর্ণ, গন্ধ, রস এবং (জীবনীশক্তি) ওজ। এই আট সহযোগী শক্তি এবং গুণ এক গুচ্ছ উৎপন্ন করে, তাকে বলা হয় শুদ্ধাষ্টক রূপকলাপ।

অবশিষ্ট বিশ প্রকার রূপও সমপরিমাণে প্রয়োজনীয়।

ইহা বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় এবং ভাব (স্ত্রী বা পুংভাব) কর্মজ (বা কর্ম প্রভাবিত)। অজৈব রূপের জীবন থেকে জৈব সত্ত্বের জীবনকে পৃথকরূপে ধারণা করতে হবে।

রূপ চার প্রকারে উৎপন্ন হয় যথা কর্ম, চিত্ত, প্রাকৃতিক ঘটনা এবং খাদ্য থেকে। ইহা বর্তমান কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট এক 'অভিনব বিষয়' মনে হবে। এ চার (রূপ) উৎসকে ব্যক্তি সবশে আনতে সক্ষম হয়।

মোটের উপর আমাদের রূপ-সমুত্থানের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী তা মনোজ্ঞ হোক অমনোজ্ঞ হোক।

পূর্বপুরুষানুক্রমে মাতৃ-পিতৃ মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিম্বকোষের চেয়ে দৈহিক লক্ষণ গঠনে পূর্বজন্মকৃত কর্মসংস্কারই অধিক আধিপত্য করে।

বুদ্ধ অন্যান্য মানুষের মত উৎপাদনশীল ডিম্ব ও কোষ উত্তরাধিকার সূত্রে পিতামাতার নিকট পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁব শাবীরিক লক্ষণ-গুলি তাঁর সম্মানিত পূর্বপুরুষদের কারো নিকট ছিল না। বুদ্ধের নিজেব কথায়—তিনি রাজবংশের বংশধর ছিলেন না, তিনি ছিলেন পূর্ব বুদ্ধগণেব বংশধর। তিনি নিশ্চিতই একজন অতিমানব; তিনি তাঁর কর্মসৃষ্ট এক অসাধারণ ব্যক্তি।

লক্ষণসূত্র অনুসারে (দীর্ঘ নিকাবের ৩০নং সূত্র) বুদ্ধ তাঁর অর্জিত কর্ম প্রভাবে ৩২ প্রকার বিশিষ্ট মহাপুরুষ-লক্ষণ মণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শারীবিক লক্ষণ লাভের নৈতিক কারণ সে সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চতুর্থ পরমার্থ নির্বাণ (বৌদ্ধদেব মূল লক্ষ্য) সম্বন্ধে মাত্র কয়েক পঙক্তি লিখিত হয়েছে। কিন্তু নির্বাণ মার্গ সম্বন্ধে নবম পরিচ্ছেদে বিশদরূপে বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে নৈতিক স্তরগুলি এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন গুচ্ছাকারে সংগ্রহ-স্বরূপ পরিবেশন করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের দুই সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব—প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং চব্বিশ প্রকার পট্‌ঠান বা প্রধান কারণ বা বিষয় অষ্টম পরিচ্ছেদে প্রস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব চিত্তাকর্ষক। এ পরিচ্ছেদে বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধ নির্যাস যথা ভাবনা এবং বিমুক্তি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

অভিধর্মের জটিলতা অনুধাবন করার জন্য ব্যক্তিকে বিচার-বিচক্ষণতার সঙ্গে অভিধর্মার্থ সংগ্রহ অতিশয় ধৈর্য-সহকার পাঠ করতে হবে, বারবার পাঠ করতে হবে এবং একই সময়ে চিন্তার মাধ্যমে বিচার করে অভিধর্মে নিহিত সুগভীর শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

যিনি অভিধর্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবেন তিনিই কেবল বুদ্ধবাণী অনুধাবনে সক্ষম হবেন এবং অন্তিম লক্ষ্য (নির্বাণ)ও উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

রূপ-সঙ্গহবিভাগো

১. এত্তাবতা বিভত্তা হি সপ্পভেদপ্পবত্তিকা
চিত্তচেতসিকা ধম্মা রূপন্দানি পবুচ্চতি।
সমুদ্দেসা বিভাগা চ সমুট্‌ঠানা কলাপতো
পবত্তিক্কমতো চা'তি পঞ্চধা তত্থ সঙ্গহো।

২. চত্তারি মহাভূতানি, চতুন্নঞ্চ মহাভূতানং
উপাদায রূপন্তি দ্বিধম্পেতং রূপং একাদস-
বিধেন সঙ্গহং গচ্ছতি।

কথং ?

ক. পঠবীধাতু, আপোধাতু, তেজোধাতু ; বাযোধাতু
ভূতরূপং নাম।

খ. চক্খু, সোতং, ঘাণং, জিব্‌হা, কাযো, পসাদরূপং নাম।

গ. রূপং, সদ্দো, গন্ধো, রসো, আপধাতুবজ্জিতং
ভূতত্তযসঙ্খাতং ফোট্‌ঠব্বঞ্চ গোচররূপং নাম।

ঘ ইত্থত্তং, পুরিসত্তং ভাবরূপং নাম।

ঙ. হদযবত্থু, হদযরূপং নাম।

চ. জীবিতিন্দ্রিযং জীবিতরূপং নাম।

ছ. কবলীকারো আহারো আহাররূপং নাম।

ইতি চ অট্ঠারসবিধম্পেতং সভাবরূপং, সলক্খণরূপং নিপ্ফন্নরূপং, রূপরূপং, সম্মসনরূপন্তি চ সঙ্গহং গচ্ছন্তি।

জ. আকাসধাতু, পরিচ্ছেদরূপং নাম।

ঝ. কাযবিঞ্ঞত্তি বচীবিঞ্ঞত্তি বিঞ্ঞত্তিরূপং নাম।

ঞ রূপস্স লহুতা মুদুতা কম্মঞ্ঞতা বিঞ্ঞত্তিদ্বযং বিকাররূপং নাম।

ট. রূপস্স উপচযো সন্ততি জরতা অনিচ্চতা লক্খণ-রূপং নাম।

জাতিরূপং এব পন' এত্থ উপচযসন্ততিনামেন পবুচ্চতী'তি, একাদসবিধম্পেতং রূপং অট্ঠবীসতিবিধং হোতি সরূপবসেন।

কথং?

ভূতপ্পসাদবিসযা ভাবো-হদযং ইচ্চ'পি
জীবিতাহাররূপেহি অট্ঠারসবিধং তথা।
পরিচ্ছেদো চ বিঞ্ঞত্তি বিকারো লক্খণন্তি চ
অনিপ্ফন্না দস চা'তি অট্ঠবীসবিধং ভবে।

অযমেত্থ রূপসমুদ্দেসো ॥

রূপ সংগ্রহ

১. এ পর্যন্ত চিত্ত এবং চৈতসিক, তাদের প্রকার ভেদ (১) এবং বীথি (২) ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। এবার রূপ সম্বন্ধে আলোচিত হবে। রূপের বিশেষ প্রকার ভেদ বিবরণ (৩), বিভাগ (৪), উৎস বা মূল (৫), কলাপ (৬), উৎপত্তি ক্রম (৭) ইত্যাদি সংগ্রহাকারে পাঁচ-প্রকার।

রূপের প্রকার ভেদ (রূপ সমুদ্দেশ)

২. রূপ বা জড়-শক্তি দুই প্রকার যথা ১. চার মহাভূতরূপ (৮) এবং ২. চার মহাভূতোৎপন্নরূপ (৯)। এই চার প্রকার রূপ আবার এগার প্রকারে বিভক্ত।

কিরূপে এগার প্রকার হয় ?

ক. মহাভূতরূপ—পৃথিবীধাতু, (১০), আপধাতু (১১), তেজধাতু (১২), বায়ুধাতু (১৩)।

খ. প্রসাদরূপ—চক্ষু, শ্রোত্র (কর্ণ), নাসিকা, জিহ্বা, কায।

গ. গোচররূপ (১৫)—রূপ (১৬) শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পৃশ্য (১৭)। এখানে কিন্তু স্পৃশ্য বলতে চার মহাভূতের মধ্যে আপধাতুকে বাদ দিয়ে অন্য তিন মহাভূতের স্পৃশ্যকে বুঝায়।

ঘ. ভাবরূপ (১৮)—স্ত্রীভাব, পুংভাব।

ঙ হৃদয়রূপ (১৯)—হৃদয-বাস্তু।

চ. জীবিতরূপ (২০)—জীবিতেন্দ্রিয।

ছ. আহাররূপ (২১)—কবলীকৃত আহার।

এই আঠাব (২২) প্রকার রূপকে অন্য প্রকারেও বিভাগ করা যায়ঃ— ক. তাদের স্ব স্ব বিশিষ্ট স্বভাব অনুসারে (২৩) খ. মুখ্য লক্ষণ অনুসারে (২৪), গ. কর্ম এবং চিত্ত প্রভাব অনুসারে (২৫), ঘ. পরিবর্তনশীলতা অনুসারে (২৬), ঙ. বিদর্শন ভাবনার আলম্বন অনুসারে (২৭)।

জ. পরিচ্ছেদরূপ—আকাশধাতু (২৮)।

ঝ. বিজ্ঞপ্তিরূপ—কাযবিজ্ঞপ্তি, বাক্যবিজ্ঞপ্তি (২৯)।

ঞ. বিকাররূপ (৩০)—লঘুতা (৩১), মৃদুতা (৩২), কর্মণ্যতা (৩৩) এবং দুই প্রকার বিজ্ঞপ্তি।

ট. লক্ষণরূপ (৩৪)—উপচয (রূপের উৎপত্তি), সন্ততি (প্রবর্তন), জরতা, অনিত্যতা। এখানে উপচয় এবং সন্ততি বলতে রূপের জন্মকে বুঝাচ্ছে।

এই এগার প্রকার রূপ স্বকীয় গুণানুসারে আটাশ প্রকার হয।

কি প্রকারে (আটাশ) হয় ?

চার মহাভূত, প্রসাদ, বিষয় (গোচর), ভাব, হৃদয়, জীবিতেন্দ্রিয এবং আহার প্রভৃতি মিলে রূপ আটাশ প্রকার হয়।

আকাশ ধাতু (পরিচ্ছেদ), বিজ্ঞপ্তি, পরিবর্তনশীলতা এবং লক্ষণ—এ দশটি কর্ম—প্রভাবিত রূপ নয়। এরূপে রূপ সর্বমোট আটাশ প্রকার।

এ পর্যন্ত রূপ সংগ্রহ।

ব্যাখ্যা ঃ—

১. প্রথম তিন পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্ত এবং চৈতসিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে এবং বিস্তৃতাকারে বর্ণিত হয়েছে।

২. চতুর্থ পবিচ্ছেদে প্রবর্তন কালের সাত চিত্তবীথি এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে নানা প্রকার জীবভূমি এবং প্রতিসন্ধি চিত্তবীথি সম্বন্ধে আলোচিত হযেছে।

৩. সমুদ্দেস অর্থাৎ রূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৪. বিভাগ—রূপ বিশ্লেষণ।

৫. সমুত্থান ঃ রূপের বিভিন্ন প্রকার উৎপত্তি যথা চক্ষুদশক ইত্যাদি, কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার প্রভাবে উৎপন্ন হয়।

৬. কলাপ—রূপগুচ্ছ যথা কাযদশক, ভাবদশক ইত্যাদি।

৭. পবত্তিকৃকম—প্রবর্তন ক্রম ঃ ভূমি, সময় এবং সত্ত্বের শ্রেণী অনুসারে রূপের প্রবর্তন ক্রম।

৮. মহাভূতানি—যাহা বৃহৎ রূপে উৎপন্ন হয়েছে। চার মহাভূত-রূপই রূপধাতুর ভিত্তি এবং তা পরস্পব অবিচ্ছেদ্য। অতি ক্ষুদ্র কণা থেকে বৃহৎ জড় পদার্থ চার ধাতু দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকেই বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত।

৯. উপাদায়-রূপানি—যে সকল রূপ মহাভূতোৎপন্ন তাই উপাদারূপ। মহাভূতগুলি পৃথিবীর সামিল এবং ভূতোৎপন্নরূপ

তৎজাত বৃক্ষের ন্যায়। অবশিষ্ট ২৪ প্রকার রূপকে উপাদা বা উৎপন্ন রূপ বলা হয় (অর্থাৎ ৪ মহাভূত থেকে উৎপন্ন হয়)।

১০. পঠবিধাতু—পালি শব্দ ধাতু অর্থে, নিজস্ব চারিত্রিক লক্ষণ ধারণকে বুঝায়। ধাতুব নিকটতম অর্থবহ শব্দ হল মৌলিক উপাদান (element)। পঠতি ধাতু অর্থে বুঝায় পৃথিবী (বা মাটির) মৌলিক উপাদান। ইহাকে ধাতু অর্থে প্রকাশ করার অর্থ হল, ইহা পৃথিবীর মত অন্যান্য সহ-অবস্থিত রূপের মূল ভিত্তি। পঠবি (সংস্কৃত পৃথিবী) ও পথবি, পুথবি, পুথুবি √পুথ ধাতু হতে উৎপন্ন; অর্থ-বিস্তার করা, প্রসারিত করা। যদিও এ পর্যন্ত পঠবি ধাতুর অর্থ সন্তোষজনক নয় তবে তার নিকটতম প্রতিশব্দ হল—বিস্তৃতধাতু। ইহা ব্যতীত রূপ বা বিষয় স্থান অধিকার করতে পারে না। কঠিনতা এবং কোমলতা এ ধাতুর দুই বিশেষ লক্ষণ।

১১. আপোধাতু : তরল-ধাতু। আপো √অপ্ ধাতু নিষ্পন্ন, উপস্থিত হওয়া বা আ+√পায়, উৎপন্ন হওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া। ইহা সংসক্তি ধাতু। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এই ধাতু বিভিন্ন জড় কণাকে একত্রে সন্নিহিত করে এবং বিভক্ত হওয়াকে বাধা দেয়। তরলতা এবং সংকোচন এই ধাতুর প্রধান ধর্ম। শীতলতা এ ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়।

১২. তেজোধাতু—তেজধাতু+তাপ বা উষ্ণতা ধাতুরূপে বর্ণিত হয়। তেজো √তিজ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন, উত্তপ্ত করা, পরিপক্ক করা। সজীবতা এবং পরিপক্কতা এ ধাতুর উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়ই তেজধাতুর ধর্ম। তীব্র তেজই উষ্ণতা এবং মৃদু তেজ শীতলতা। এরূপ ধারণা ঠিক হবে না যে শীতলতা, আপোর লক্ষণ এবং উষ্ণতার লক্ষণ তেজ, তাই যদি হয় তবে উষ্ণতা এবং শীতলতাকে তেজো এবং আপো রূপে সংমিশ্রিত মনে হবে।

১৩. বাযোধাতু : বায়ুধাতুকে গতিধাতু রূপে বর্ণিত হয়। বায়ো √বায ধাতু নিষ্পন্ন, গমন করা, স্পন্দিত করা। গমন, স্পন্দন, দোলন এবং চাপ (দান) এ ধাতুর লক্ষণ বা এ ধাতুর কারণে তা হয়।

১৪. পসাদরূপ—প্রসাদরূপ : তা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীল অংশকে যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং কায়। তারা একত্র সন্নিহিত রূপধর্ম প্রকাশিত করে। স্পর্শযোগ্য কায়িক চক্ষুই সসম্ভার চক্ষু (যৌগিক চক্ষু) যার মধ্যে চার মহাভূত, চার উপাদারূপ (বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ) এবং জীবিতেন্দ্রিয় রয়েছে। যে সংবেদনশীল অংশ অক্ষিপটের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং যার সাহায্যে ব্যক্তি বস্তু দর্শন করে তা'ই চক্ষুপ্রসাদ। ইহাই চক্ষুবিজ্ঞানের বুনিয়াদ (ভিত্তি) এবং চক্ষুদ্বারবীথির সহায়ক। দেখার ইচ্ছা হলেই দর্শন চেতনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু দশ জড়গুণ দ্বারা গঠিত, তাদের একটি হল প্রসাদ।

অন্যান্য (ইন্দ্রিয়ের) প্রসাদরূপকেও অনুরূপভাবে বুঝতে হবে। কর্ণ, নাসিকা এবং জিহ্বার প্রসাদরূপগুলিও তাদের মধ্যস্থিত; কায়-প্রসাদরূপ কেশ, নখাগ্র এবং শুষ্কত্বক ব্যতীত দেহের সর্বত্র বিদ্যমান।

১৫. গোচররূপ : ইন্দ্রিয়-আয়তনগুলি ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপত্তির সহায়ক।

১৬. রূপ : বর্ণ এবং আকারকেই রূপ বলা হয়।

১৭. ফোট্‌ঠব্ব স্পৃষ্টব্য বা স্পৃশ্য : সূক্ষ্মতা হেতু সংসক্তি ধাতু স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয় না। অন্য তিন মহাভূত কেবল স্পর্শ করা যায় (স্পর্শযোগ্য)। জলের শৈত্য হল তেজ, কোমলতা হল পঠবি এবং চাপ বা বেগ হল বায়ু। আপ্‌কে কেহ স্পর্শ করতে পারে না কারণ ইহার গুণ হল সংসক্তি। (See Compendium P. 155, N. 6)।

১৮. ইত্থত্তং, পুরিসত্তং : স্ত্রী বা পুরুষ ভাবকে যুক্তভাবে 'ভাবরূপ' বলা হয়, যদ্দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গকে পার্থক্য করা হয়।

১৯. হদয়বত্থু-হৃদয়বস্তু : ইহা চিত্তের আসন। ধম্মসঙ্গণি এই রূপ সম্বন্ধে নীরব। অত্থসালিনীতে হৃদয়বস্তুকে চিত্তের বস্তু (চিত্তস্‌স বত্থু) বা চিত্তের ভিত্ বলা হয়েছে।

ইহা পরিষ্কার যে বুদ্ধ নিশ্চয়ই চিত্তের কোন নির্দিষ্ট আসন প্রজ্ঞপ্তি করেন নি যেমন তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে করেছেন। ইহা হৃৎপিণ্ড তত্ত্ব [যে তত্ত্বে হৃদয়কে চিত্ত বা বিজ্ঞানের আসন (উৎস)]

মনে করা হয়। এ মত বুদ্ধকালীন সময়ে প্রচলিত ছিল এবং তা উপনিষদও সমর্থন করত। বুদ্ধ এই সর্বসম্মত অভিমত গ্রহণ করতে পারেন তবে তিনি তা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করেননি। পট্ঠান গ্রন্থে বুদ্ধ চিত্তের ভিত্তি সম্বন্ধে পরোক্ষে এরূপ বলেছেন 'অয়ং রূপং নিস্সায়' 'সেই রূপকে নির্ভর করে' তবে সেই হৃদযবাস্তু বা মস্তিষ্ক তা প্রকট করে কিছু বলেন নি। অর্থকথাচার্য বুদ্ধঘোষ এবং অনুরুদ্ধ প্রভৃতি ভদন্তগণের অভিমত অনুসারে 'হৃদয়ই' হল চিত্ত বা চিত্তোৎপত্তির আসন। ইহা অনুধাবনযোগ্য যে বুদ্ধ তৎকালীন প্রচলিত হৃৎপিণ্ড তত্ত্বকে গ্রহণও করেন নি, বর্জনও করেন নি।

Compendium 156, N. 1 and P. 277.

২০. জীবিতিন্দ্রিয়ঃ জীবিতেন্দ্রিয় চিত্তের এবং দেহের জীবনীশক্তি। জীবিতেন্দ্রিয় ৫২ চৈতসিকের একটি এবং জীবিতরূপ ২৮ রূপের একটি যা সত্ত্বগণের জীবনের প্রয়োজনীয় লক্ষণ। জীবিতেন্দ্রিয সাত সর্বচিত্তসাধারণের একটি এবং জীবিতরূপ প্রাণহীন রূপ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার রূপ গুচ্ছের প্রত্যেক রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ। প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জীবিতেন্দ্রিয়ও প্রাথমিক রূপগুচ্ছ বা কলাপের সহ একত্রে উৎপন্ন হয়। জীবিতকেও ইন্দ্রিয় বলা হয কারণ ইহা অন্যান্য সহজাত রূপের সজীবতা রক্ষায় আধিপত্য করে।

২১. কবলীকারো আহারোঃ স্থূল খাদ্য কবলীকৃত আকারে বা গ্রাস তৈরী করে আহার করা হয বলে তাকে কবলীকৃত আহার বলা হয। এখানে আহার বলতে পুষ্টিসাধক সার (ওজ) যা শরীর রক্ষায় প্রযোজন তাকেই বুঝায় যখন বলা হয 'সব্বে সত্তা আহারট্-ঠিতিকা'—সকল জীব আহারে স্থিত; এখানে আহার অর্থে সাহায্যকারী প্রত্যয (কারণ) বুঝায।

২২. আঠার: ৪+৫+৪ (স্পর্শ ব্যতীত), ২+১+১+১=১৮।

২৩. সভাবরূপঃ তাদের স্বভাবগত বিশিষ্টতা অনুসারে কঠিনতা, কোমলতা ইত্যাদি।

২৪. সলক্খণর‍ূপ : স্বলক্ষণর‍ূপ—এর‍ূপ বলার কারণ হল তাদের অন্তর্নিহিত মুখ্য লক্ষণ অনুসারে তারা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম।

২৫. নিপ্ফন্নর‍ূপ : নিষ্পন্নর‍ূপ—কর্ম চিত্ত ইত্যাদি দ্বারা উৎপন্ন।

২৬. র‍ূপর‍ূপ : এখানে প্রথম শব্দর‍ূপকে শব্দবিজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন পালিতে ব্যবহার করা হয়—দুঃখদুঃখ।

২৭. সম্মসনর‍ূপ : সংমর্শনর‍ূপ—কারণ ইহা ব্যক্তির ভাবনা বা বিদর্শন ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযুক্ত।

২৮. আকাশধাতু—সিংহলবাসী—অর্থকথাচার্যেরা বলেন এ শব্দের উৎপত্তি আ + √কাস্ ধাতু থেকে, চাষ করা। মাটিতে চাষ করা যায় কিন্তু আকাশ ধাতুতে চাষ করা যায় না, তাই মুক্ত স্থানকে আকাশ বলা হয়। সংস্কৃত অনুসারে আকাশে শব্দের উৎপত্তি আ + √কাস্ ধাতু থেকে যথা দৃষ্টিপাত করা, চেনা। লেডি সেয়াদ বলেন ইহা আ + √কাস্ ধাতু নিষ্পন্ন, আলোকিত করা, প্রতিভাত হওয়া। আকাশ হল মুক্তস্থান (বা শূন্যতা) যা নিজে কিছুই নয়। সুতরাং ইহা চিরন্তন। নির্জীব অর্থে আকাশও ধাতু তা অন্য চার-মহাভূতের ন্যায় স্থিত নয়। আটাশ প্রকার র‍ূপের মধ্যে আকাশ একটি তবে ইহা র‍ূপকলাপকে সীমিত বা পৃথককারী পরমাণুর আভ্যন্তরিক শূন্যতার বহিঃস্থানের শূন্যকে বুঝায় না। সুতরাং অভিধর্মে ইহাকে পরিচ্ছেদ রূপ বা সীমাব্যঞ্জক গুণ বলা হয়। যদিও আকাশ বস্তুগত সত্য নয় প্রত্যেক একক জড়-পদার্থের সঙ্গে চার প্রকারে সংযুক্ত। অভিধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে ইহা কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার প্রভৃতি চার কারণে (র‍ূপ) উৎপন্ন হয়। সম্প্রতিবদ্ধ- (বা কারণভিত্তিক) র‍ূপের উৎপত্তি ও বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আকাশর‍ূপও উৎপন্ন এবং বিনাশ হয়।

২৯. বিঞ্ঞত্তি—বিজ্ঞপ্তি হল ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা ব্যক্তির প্রকাশ, যে ভাব অন্যরাও হৃদয়ঙ্গম করে। ইহা কর্ম এবং বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয়—কায়বিজ্ঞপ্তি : বাক্ বিজ্ঞপ্তি। পূর্বটি চিত্তজ বায়ুধাতু দ্বারা এবং শেষটি চিত্তজ পঠবি ধাতু দ্বারা সংঘটিত হয়। বিজ্ঞপ্তির স্থিতিকাল এক চিত্তক্ষণ মাত্র।

(৩০) বিকাররূপ—রূপের পরিবর্তনশীলতা।

(৩১) লহুতা—লঘুতা রূপের প্লবনশীলতা বা হাল্কাভাব। ইহা সারাদিন অগ্নিতপ্ত লৌহখণ্ডের ন্যায়।

(৩২) মুদুতা—ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালনশীলতা। ইহা মসৃণ চামড়ার সঙ্গে তুলনীয়।

(৩৩) কম্মঞ্ঞতা—কর্মণ্যতা—শারীরিক ক্রিয়ার অনুকুল কর্মোপযোগিতা। ইহা দেহের কঠিনত্বের বিপরীত এবং মজবুত রূপে হাতুড়িপৃষ্ঠ স্বর্ণের সঙ্গে তুলনীয়।

(৩৪) লক্ষণরূপ—এ নাম ধারণের কারণ হল তারা উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ রূপ বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। উপচয—প্রথম সন্নিবেশ বা উৎপত্তিকে বুঝায়। এখানে 'উপ' শব্দের অর্থ হল প্রথম। গর্ভধারণ কালে প্রথম তিন দশক (কায়-ভাব-বাস্তু) উৎপন্ন হয—তাকেই উপচয বলা হয। প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিতি অবস্থা থেকে যে তিন দশক উৎপন্ন হয়ে যাবজ্জীবন (অন্য দশকসহ) প্রবাহিত হতে থাকে তার নামই সন্ততি। উপচয এবং (উপচয়ের) সন্ততি জাতি বা জন্মরূপে নির্দ্ধারিত হয। তখন ২৮ রূপ ২৭ রূপে পরিণত হয।

সম্প্রতিবদ্ধ বা কারণভিত্তিক রূপের জীবন সীমা (স্থায়ীক্ষণ) ১৭ চিত্তক্ষণ অথবা ৫১ চিত্ত-অনুক্ষণ[১] (এক চিত্তক্ষণের উৎপত্তি-স্থিতি-ভঙ্গ অনুসারে)। প্রথম চিত্তক্ষণ উপচয-স্বরূপ, শেষ চিত্তক্ষণ জরতা-স্বরূপ। অনিত্যতা হল রূপের বিনাশ।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তিন লক্ষণ রূপই বিদ্যমান যথা জন্ম (উৎপত্তি), বৃদ্ধি-জরতা এবং মৃত্যু। অনিত্যতা মৃত্যুর সমার্থক শব্দ। জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ই হল—বৃদ্ধি-জরতা।

১। অর্থকথাচার্যগণের মতানুসারে এক্ ঝলক বিদ্যুৎ প্রকাশের সময়ের মধ্যে কোটি কোটি চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পারে।

পাঁচ রূপ যথা দুই বিজ্ঞপ্তি, জাতি, জরা (জরতা) এবং অনিত্যতা ব্যতীত অবশিষ্ট ২৩ রূপের স্থিতিকাল (প্রত্যেকের) ১৯ চিত্তক্ষণমাত্র।

রূপবিভাগো।

৩. সব্বঞ্চ পনে' এতং অহেতুকং, সপ্পচ্চযং, সাসবং, সঙ্খতং, লোকিয়ং কামাবচরং, অনারম্মণং, অপ্পহাতব্বং' এবা' তি একবিধং পি অজ্ঝত্তিকবাহিরাদিবসেন বহুধা ভেদং গচ্ছতি।

কথং?

পসাদসঙ্খাতং পঞ্চবিধং পি অজ্ঝত্তিকরূপং নাম. ইতরং বাহিররূপং।

পসাদহদযসঙ্খাতং ছব্বিধং পি বত্থুরূপং নাম: ইতরং অবত্থুরূপং।

পসাদবিঞ্ঞত্তিসঙ্খাতং সত্তবিধং পি দ্বাররূপং নাম: ইতরং অদ্বাররূপং।

পসাদভাবজীবিতসঙ্খাতং অট্ঠবিধং পি ইন্দ্রিয়রূপং নাম; ইতরং অনিন্দ্রিয়রূপং।

পসাদবিসযসঙ্খাতং দ্বাদসবিধং পি ওলারিকরূপং, সন্তিকে রূপং, সপ্পটিঘরূপং চ; ইতরং সুখুমরূপং, দূরেরূপং, অপ্পটিঘরূপং।

কম্মজং উপাদিন্নরূপং; ইতরং অনুপাদিন্নরূপং।

রূপাযতনং সনিদস্সনরূপং; ইতরং অনিদস্সনরূপং।

চক্খাদিদ্বযং অসম্পত্তবসেন, ঘাণাদিত্তযং সম্পত্তবসেনা' তি পঞ্চবিধং পি গোচরগ্গাহিকরূপং; ইতরং অগোচরগ্গাহিকরূপং।

বণ্ণো গন্ধো, রসো, ওজা, ভূতচতুক্কঞ্চে'তি অট্ঠবিধং পি অবিনিব্ভোগরূপং; ইতরং বিনিব্ভোগরূপং।

ইচ্চে' এবং অট্ঠবীসতি বিধং পি চ বিচক্খণা
অজ্ঝত্তিকাদি ভেদেন বিভজন্তি যথারহং।

অযং এত্থ রূপবিভাগো।

রূপ-বিভাগ

রূপ নিম্ন প্রকারে নিজেদের বিভক্ত করে :—

১. অহেতুক (৩৫) ২. সপ্রত্যয় (৩৬) ৩. সাসব (৩৭) ৪. সংস্কৃত (৩৮) ৫. লোকীয় (৩৯) ৬. কামাবচর (৪০) ৭. অনালম্বন ৪১) ৮. অপ্রহাতব্য (৪২)।

এরূপে রূপ এক প্রকার। রূপকে যখন আধ্যাত্মিক (দেহস্থ) বা বাহ্যিক ভেদে ধারণা করা হয় তখন রূপকে অনেক প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

তা কি প্রকারে (বিভক্ত) হয় ?

১. পাঁচ প্রকার প্রসাদরূপ আধ্যাত্মিক (৪৩)—বাকী সকল বাহ্যিক।

২. পাঁচ প্রসাদরূপ এবং হৃদয়রূপ (৪৪), এ ছয়টি বাস্তুরূপ—বাকী সকল অবাস্তুরূপ।

৩. পাঁচ প্রসাদরূপ এবং দুই বিজ্ঞপ্তিরূপ,এ সাতটি দ্বাররূপ (৪৫)—বাকী সকল অদ্বাররূপ।

৪. পাঁচ প্রসাদরূপ, দুই ভাবরূপ এবং জীবিতেন্দ্রিয়, এ আটটি ইন্দ্রিয়রূপ (৪৬)—বাকী সকল অনিন্দ্রিয়রূপ।

৫. পাঁচ প্রসাদরূপ ও সাত বিষয়[১], এ বারটি স্থূলরূপ (৪৭), সন্তিকরূপ (নিকট রূপ) এবং সপ্রতিঘরূপ (ঘর্ষণাকারে উৎপন্ন রূপ) —অন্য সকল সূক্ষ্মরূপ, দূররূপ, অপ্রতিঘরূপ (ঘর্ষণাকারে অনুৎপন্ন রূপ)।

৬. কর্মজরূপ গৃহীত (উপাদিন্ন) রূপ (৪৮)—অন্য সকল অগৃহীত (অনুপাদিন্নরূপ)।

৭. বর্ণায়তন দৃশ্যমানরূপ ,—অন্যসকল অদৃশ্যমানরূপ।

৮ চক্ষু এবং কর্ণ বিষয়ের নিকট পৌছায় না, তা অসম্পৃক্তরূপ, নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় বিষয়ের নিকট পৌছায়, তা সম্পৃক্তরূপ। এ পাঁচটি গোচরগ্রাহীরূপ অন্য সকল গোচর অগ্রাহীরূপ।

৯ বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ (৫০) এবং চার মহাভুতরূপ, এ আটটি (৫১) অবিনিভাজ্যরূপ (একক করণীয় রূপ), অন্য সকল বিনিভাজ্য-রূপ।

বিজ্ঞগণ দেহস্থ বা বাহ্যিক রূপকে ২৮ প্রকারে বিভাগ করে থাকেন।

এ পর্যন্ত রূপ বিভাগ।

ব্যাখ্যা ঃ

(৩৫) অহেতুক—কারণ তারা লোভ, দেষ, মোহ-সংযুক্ত নয়।

(৩৬) সপ্পচ্চযং—সপ্রত্যয় ঃ তারা কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার রূপ কারণ সংযুক্ত।

(৩৭) সাসবং—সাস্রব বা তৃষ্ণাযুক্ত ঃ তারা আসব বা তৃষ্ণার বিষয় রূপে কাজ করে।

(৩৮) সঙ্খতং—সংস্কৃত (প্রত্যয় সমবায়ে কৃত) ঃ কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার দ্বারা প্রভাবিত।

(৩৯) লোকিযং—লোকীয় ঃ পঞ্চস্কন্ধের সঙ্গে তারা সংযুক্ত। লোকাত্তর রূপ বলতে কিছু নেই।

(৪০) কামাবচরং—কামাবচর ঃ কারণ তারা কামাবচর ভূমির অন্তর্গত।

(৪১) অনারম্মণং—কারণ তারা নিজেরা কোন আলম্বন অনুভব করে না। মনই ইন্দ্রিয় মাধ্যমে আলম্বন অনুভব করে (জানে)। সকল প্রকার রূপ ইন্দ্রিয়ের আলম্বন।

(৪২) অপ্পহাতব্বং—অপ্রহাতব্য ঃ পঞ্চ-নীবরণকে যেরূপে প্রহান (ত্যাগ) করা যায় সেরূপ রূপকে ত্যাগ করা যায় না। ইহা দ্বারা রূপের অবিনশ্বরত্ব প্রকাশিত হয় না।

(৪৩) অজ্ঝত্তিকং—আধ্যাত্মিক ঃ রূপ-প্রসাদরূপ আধ্যাত্মিক। তারা পঞ্চস্কন্ধের উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় এবং কাজ করে।

রূপেন্দ্রিয় জীবিত সত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। তা ব্যতীত তারা প্রাণ-হীন কাষ্ঠ। তারা চিত্তের দ্বার রূপে গণ্য।

(৪৪) তারা চিত্তের আসন বা ভিত্তি রূপে কাজ করে।

(৪৫) তারা কুশল এবং অকুশল কর্মের দ্বার স্বরূপ, চিত্ত এবং চৈতসিক, কায়কর্ম এবং বাক্‌কর্মের দ্বারস্বরূপ।

(৪৬) তাদের এরূপ বলার কারণ হল তাদের নিজস্ব পরিধিতে প্রত্যেকের নিয়ন্ত্রণ বা আধিপত্য করার ক্ষমতা আছে। কায়িক চক্ষু দশ রূপগুণ দ্বারা সংগঠিত কিন্তু চক্ষু প্রসাদরূপ অপর নয় গুণের উপর ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। অবশিষ্ট প্রসাদরূপগুলিকেও সেরূপভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ভাবরূপ স্ত্রীভাব এবং পুংভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(৪৭) ওলারিকং–স্থূলরূপ – আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক রূপ হিসেবে ইহারা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রহণগুণ বিশিষ্ট বলে তাদের সন্তিকে (নিকটের) রূপ বলে গণ্য করা হয়। স্থূলতা এবং নিকটতার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলম্বন উভয়ই পরস্পরকে আঘাত বা ঘর্ষণ করে। তাই তাদের সপ্রতিঘ (পরস্পরকে আঘাতকারী) বলা হয়।

See Compendium p. 159 n 4।

(৪৮) উপাদিন্নং : প্রথম ১৮ প্রকার রূপ তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান দ্বারা গৃহীত হয়।

(৪৯) গোচরগ্‌গাহিকরূপং– গোচরগ্রাহী রূপ : তাদের এরূপ বলার কারণ হল—তারা বাহ্যিক আলম্বনকে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে) গোচারণ ভূমির মত ব্যবহার করে (বা তাতে বিচরণ করে)। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ অনুসারে দৃশ্য এবং শব্দ হল চক্ষু ও কর্ণের আলম্বন। কায়িক স্পর্শ ইত্যাদির ন্যায় চক্ষু এবং কর্ণ তাদের গ্রাহ্য বিষয়কে স্পর্শ করেনা। চক্ষু এবং কর্ণ দূরস্থ আলম্বনকে সোজাসুজি নিকটে উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করেনা বা জানেনা। অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়ের

আলম্বনের সঙ্গে সোজাসুজি মিলন বা স্পর্শ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় স্বাদ জিহ্বার সঙ্গে বিষয়ের স্পর্শেই উৎপন্ন হয। সেরূপ অন্য বিষয় দু'টিও (যথা গন্ধ এবং কায়িক স্পর্শ)। এ কারণেই বোধ হয গ্রন্থকার রূপকে গোচরগ্রাহী এবং অগোচরগ্রাহী রূপে পৃথকভাবে প্রদর্শন করেছেন।

See Compendium p. 160.

(৫০) ওজা – ওজঃ—সে নিজেই রূপ কিন্তু তার মধ্যে রূপ-উৎপাদন শক্তি বিদ্যমান।

(৫১) নিয়ম অনুসারে আট রূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। চার মহাভূতরূপ এবং চার ভূতোৎপন্ন (উপাদা) রূপ অবিভাজ্য। তাই তাদের শুদ্ধাষ্টক (শুদ্ধ-আট) এবং ওজাষ্টক (ওজঃকে অষ্টমরূপে ধরে) বলা হয়। প্রাণহীন রূপের বৃদ্ধির কারণও এই সার্বিক ওজঃশক্তির উপস্থিতি।

রূপসমুট্‌ঠান-নয়

৪· কম্মং, চিত্তং, উতু, আহারো চে'তি চত্তারি রূপসমুট্‌ঠানানি নাম।

তত্থ কামাবচরং রূপাবচরং চা'তি পঞ্চবীসতিবিধং পি কুসলাকুসলকম্মং অভিসঙ্খতং অজ্ঝত্তিক-সন্তানে কম্মসমুট্‌ঠানরূপং পটিসন্ধিং উপাদায় খণে খণে সমুট্‌ঠাপেতি।

অরূপবিপাকদ্বিপঞ্চবিঞ্ঞাণবজ্জিতং পঞ্চসত্ততিবিধং পি চিত্তং চিত্তসমুট্‌ঠানরূপং পঠমভবঙ্গং উপাদায জাযন্তং এব সমুট্‌ঠাপেতি।

তত্থ অপ্পনাজবনং ইরিযাপথং পি সন্নামেতি।

বোত্থপনকামাবচরজবনাভিঞ্ঞা পন বিঞ্ঞত্তিং পি সমুট্‌ঠাপেন্তি।

সোমনস্স-জবনানি পন' এত্থ হসনং পি জনেতি।

সীতুণ্হোতু-সমঞ্ঞাতা তেজো-ধাতু-ঠিতিপ্পত্তা' ব উতুসমুট্‌ঠানরূপং অজ্ঝত্তং চ বহিদ্ধা চ যথারহং সমুট্‌ঠাপেতি।

ওজা-সঙ্খাতো আহারো আহারসমুট্ঠানরূপং অজ্ঝোহরণকালে ঠানপ্পত্তো'ব সমুট্ঠাপেতি।

তত্থ হদয-ইন্দ্রিযরূপানি কম্মজান'এব, বিঞ্ঞত্তিদ্বয়ং চিত্তজং এব, সদ্দো চিত্তোতুজো, লহুতাদিত্তয়ং উতুচিত্তাহারেহি সম্ভোতি।

অবিনিব্ভোগরূপানি চ' এব আকাসধাতু চ চতূহি সম্ভূতানি। লক্খণরূপানি ন কুতোচি জাযন্তি।

অট্ঠারস পণ্ণরস তেরস দ্বাদসাতি চ
কম্মচিত্তোতুকাহারজানি হোন্তি যথাক্কমং।
জাযমানাদিরূপানং সভাবত্তা হি কেবলং
লক্খণানি ন জাযন্তি কেহিচী'তি পকাসিতং।

অযং' এত্থ রূপসমুট্ঠাননযো।

রূপ-সমুত্থান (৫২)

৪. চার বিষয় দ্বারা রূপ সমুত্থান (অবস্থান্তর) হয়—যথা ১. কর্ম ২. চিত্ত ৩. ঋতু ৪. আহার।

১. কর্মসমুত্থান-রূপ (৫৩)—পঁচিশ প্রকার কামাবচর এবং রূপাবচর কুশল এবং অকুশল কর্ম প্রতিসন্ধিক্ষণ হতে জীবন প্রবর্তনকালে প্রতিক্ষণে কর্মজরূপ উৎপন্ন করে।

২. চিত্তসমুত্থান-রূপ (৫৪)—পঁচাত্তর প্রকার চিত্ত (অর্থাৎ অরূপাবচর বিপাক এবং দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান চিত্ত বর্জিত) প্রথম ভবাঙ্গের প্রথম চিত্তক্ষণ হতে, উৎপত্তির ক্ষণে ক্ষণে চিত্তজ রূপ উৎপন্ন করে।

তন্মধ্যে অর্পণা জবন কায়িক ঈর্যাপথকে সুদৃঢ় করে। ব্যবস্থাপন চিত্ত, কামাবচর জবন এবং অভিজ্ঞা চিত্ত কায় ও বাক্য বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন করে। তের প্রকার সৌমনস্য জবন হসনচিত্ত উৎপন্ন করে।

৩. ঋতুসমুত্থান-রূপ (৫৫)—তেজধাতু বলতে শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়কে বুঝায়। তেজধাতু যখন স্থিতিপ্রাপ্ত হয় তখন অবস্থানুসারে দেহস্থ বা বাহ্যিক ঋতুসমুত্থান-রূপ উৎপন্ন করে।

৪. আহার সমুত্থান-রূপ (৫৬)—আহারের অন্য নাম ওজঃ।

আহার পরিপক্ক হয়ে দেহের অঙ্গীভূত হয়ে স্থিতিপ্রাপ্ত হলে আহার সমুত্থান-রূপ উৎপন্ন হয়।

তাদের মধ্যে হৃদয়বাস্তু-রূপ এবং আট ইন্দ্রিয়রূপ কর্মজ। দুই বিজ্ঞপ্তিরূপ চিত্তজ। শব্দ—চিত্তজ এবং ঋতুজ।

লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা ঋতু-চিত্ত-আহারজ। অবিনিভাজ্য-রূপ এবং আকাশধাতু চার কারণেই উৎপন্ন হয়। চার লক্ষণ-রূপ (যথা উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা) চার কারণের কোন কারণেই উৎপন্ন হয় না।

আঠার, পনর, তের এবং বার প্রকার রূপ ইত্যাদি যথাক্রমে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার থেকে উৎপন্ন হয়।

চার লক্ষণরূপ কোন কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না বলে বিজ্ঞগণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বভাবত-উৎপন্ন রূপে প্রকাশ করেন।

ব্যাখ্যা :—

(৫২) রূপসমুত্থান–রূপোৎপত্তিঃ বৌদ্ধধর্ম রূপের মৌলিক উৎপত্তি বিষয় ব্যাখ্যা করেনা। ইহা রূপের স্থায়িত্ব স্বীকার করে এবং রূপের কি প্রকারে সমুত্থান হয় তা ব্যাখ্যা করে।

(৫৩) কম্মজ-কর্মজ : প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কর্ম বলতে অতীত কুশল এবং অকুশল শ্রেণীর চিত্তকে বুঝায়। ইহা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর কামাবচর এবং রূপাবচর ভূমির চিত্ত যা রূপ উৎপন্ন করে। ইহারা ১২ প্রকার অকুশল চিত্ত, ৮ প্রকার কুশল চিত্ত এবং ৫ প্রকার রূপাবচর কুশল চিত্ত। কেবল কুশল অথবা অকুশল জনককর্ম ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরবর্তী জীবনের প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রভাবিত করে। প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে রূপ অতীত কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তির মৃত্যুক্ষণ থেকে প্রদীপের শিখার মত ১৭ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে উৎপন্ন হয়।

গর্ভধারণ মুহূর্তে জনককর্ম প্রভাবে তিন দশক যথা, কায়-ভাব-হৃদয়বাস্তু উৎপন্ন হয়। কায়দশক—চার মহাভূত, চারভূতোৎপন্ন রূপ,

জীবিতরূপ এবং কায়প্রসাদ-রূপ দ্বারা গঠিত। ভাবদশক এবং বাস্তুদশকও সেরূপভাবে গঠিত।

(৫৮) চিত্তজ : অদৃশ্যমন কিন্তু প্রবল শক্তিমান এবং সত্ত্বজীবনের প্রধান সাংগঠনিক অঙ্গ। মন রূপ উৎপন্ন করারও শক্তি ধারণ করে। অন্য অর্থে কুশল এবং অকুশল চিন্তা মনোজ্ঞ এবং অমনোজ্ঞ রূপও উৎপাদন করে। ব্যক্তির চিত্তজাত শারীরিক পরিবর্তন থেকেই তা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। অভিধর্ম অনুসারে প্রথম ভবাঙ্গ চিত্ত উৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণ অর্থাৎ প্রতিসন্ধি চিত্ত উৎপত্তির পর থেকে চিত্তজ রূপ উৎপন্ন হতে আরম্ভ করে। প্রতিসন্ধি-চিত্ত চিত্তজরূপ উৎপন্ন করেনা কারণ পরবর্তী জন্মে নবাগত কর্মই তার সেই কৃত্য সম্পাদন করে। চিত্তের স্থিতি এবং চিত্তক্ষণে চিত্তজরূপ উৎপন্ন হয় না কারণ তখন তারা দুর্বল। দ্বিপঞ্চবিজ্ঞানও উৎপাদনে শক্তিহীন, চার অরূপ ধ্যান-বিপাকও রূপ উৎপন্ন করতে পারে না কারণ অরূপধ্যানী রূপের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ধ্যান বর্ধন করেন।

ইহা কথিত হয় যে ধ্যানাঙ্গ চিত্তজ-রূপ উৎপাদনে অতীব প্রয়োজন। যিনি ধ্যানলাভী তিনি শক্তিশালী রূপ উৎপন্ন করতে পারেন, সে কারণে তিনি আহার গ্রহণ না করেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। মানসিক সতর্কতা সম্পন্ন ব্যক্তির জীবিত-রূপের ক্ষয় হয় না। নির্বাণ সুখভোগী ব্যক্তিও আহার ব্যতিরেকে কিছুদিন বেঁচে থাকেন। যেমন বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পর ৪৯ দিন উপবাসী ছিলেন।

৭৫ প্রকার চিত্তের ২৬ জবন (১০রূপ কুশল এবং ক্রিয়া, ৮ অরূপ কুশল এবং ৮ লোকোত্তর) অস্বাভাবিক শারীরিক গতি উৎপাদন করতে পারে যথা আকাশ পথে উড়ে যাওয়া, মাটির মধ্যে ডুব দেওয়া, জলের উপর দিয়ে গমন করা ইত্যাদি। ব্যবস্থাপন চিত্তই মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত। ২৯ কামজবন চিত্তগুলি হল—১২ অকুশল, ১ হসিতোৎপাদ বা হসন চিত্ত এবং ১৬ শোভন কুশল এবং ক্রিয়া, এবং

অভিজ্ঞাচিত্তগুলি হল— উপেক্ষাসহগত এবং জ্ঞান সম্প্রযুক্ত ৫ ধ্যান কুশল এবং ৫ ধ্যান ক্রিয়া।

১৩ সৌমনস্য জবন চিত্ত হল—৪ (সৌমনস্য সহগত লোভ চিত্ত অকুশল এবং ৪ মহাকুশল + ৪ মহাক্রিয়া এবং ১ হসন চিত্ত। চিত্ত।

পৃথগ্‌জন উচ্চহাস্য বা মৃদুহাস্য কালে ৪ অকুশল এবং ৪ শোভন চিত্ত অনুবোধ করেন। শৈক্ষ্যগণ মিথ্যাদৃষ্টিসহগত দুই অকুশল চিত্ত ব্যতীত উক্ত চিত্তগুলি এবং অর্হৎগণ চার ক্রিয়া এবং এক হসিত চিত্ত অনুবোধ করেন। বুদ্ধগণ কেবল ৪ শোভন ক্রিয়া চিত্তে মৃদুহাস্য করেন।

(৫৫) উতুজ : ঋতুজ পূর্বে বলা হয়েছে কর্ম প্রতিসন্ধিক্ষণে তিন দশক উৎপন্ন করে যথা কায-ভাব-বাস্তু দশক। এ তিন দশকের আভ্যন্তরীণ তেজধাতু বাহ্যিক তেজধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিসন্ধি চিত্তের স্থিত অবস্থায় ঋতুর কারণে ঋতুজ রূপ উৎপন্ন করে উৎপত্তি ক্ষণে (বা স্তরে) কর্মজ তেজধাতু চিত্তজ তেজধাতুর স্থান গ্রহণ করে।

ইহা পরিষ্কার যে ঋতু শব্দ তেজ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তেজ বলতে উষ্ণতা এবং শীতলতা উভয়কেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক তেজধাতু রূপ উৎপন্ন করে। প্রাকৃতিক কারণে যে রূপ উৎপন্ন হয় তাও ঋতুজ রূপের অন্তর্গত।

(৫৬) আহারজ : কবলীকৃত আহারের মধ্যে যে পুষ্টিকর পদার্থ এবং কর্ম-চিত্ত-ঋতুজরূপ কলাপের মধ্যে যে ওজঃ থাকে তাদের আহার বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ওজঃ বাহ্যিক পুষ্টিকর পদার্থের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে স্থিত অবস্থায় যে রূপ উৎপন্ন হয় তা ৪৯ অনুচিত্তক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ওজঃ যখন দেহে ছড়িয়ে পড়ে তখন রূপ উৎপন্ন হয়। আভ্যন্তরীণ ওজঃ বাহ্যিক পুষ্টিকর পদার্থের সাহায্য ব্যতীত রূপ উৎপন্ন করতে সক্ষম নয়।

হৃদয় বা হৃদয় এবং ৮ ইন্দ্রিয় রূপ (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায, পুংভাব,

স্ত্রীভাব এবং জীবিত রূপ কর্মজ। জীবিতেন্দ্রিয় বা জীবনীশক্তি যা সপ্রাণ সজীব মানুষ এবং পশুর মধ্যে বিদ্যমান তাকে নির্জীব উদ্ভিদ-জীবন এবং অজৈব পদার্থ থেকে পৃথক রূপে দেখতে হবে কারণ তারা অপরিহার্য কর্মফল দ্বারা সৃষ্ট হয়।

তবে তাদের মানুষ এবং পশুর চেয়ে ভিন্ন প্রকারের জীবন রয়েছে।

আকাশ—ইহা এক বিচিত্র বিষয় যে অনুমধ্যস্থিত শূন্যতা (বা আকাশ) চার কারণেই উৎপন্ন হয়।

সদ্দ: শব্দ—স্পষ্ট উচ্চারণ যুক্ত শব্দ চিত্ত দ্বারাই প্রভাবিত হয়, অস্পষ্ট শব্দ ঋতু দ্বারা সংঘটিত হয়। বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ যে শব্দ উৎপন্ন করে তা মন-প্রভাবিত (চিত্তজ) এবং ঋতু সমর্থিত (ঋতুজ)।

কম্মজ: কর্মজ = ১৮: তারা ৯ অবিনিভাজ্য রূপ + ১ আকাশ + ১ হৃদয় + ৮ ইন্দ্রিয়রূপ।

চিত্তজ = ১৫: তারা ৫ বিকাররূপ + ১ শব্দ + ৮ অবিনিভাজ্যরূপ + ১ আকাশ।

উতুজ: ঋতুজ = ১৩: তারা ১ শব্দ + ৩ লঘুতা ইত্যাদি + ৮ অবিনিভাজ্যরূপ + ১ আকাশ।

আহারজ = ১২: তারা ৩ লঘুতা ইত্যাদি + ৮ অবিনিভাজ্যরূপ ১ আকাশ। লক্ষণরূপ সকল প্রকার রূপে বিদ্যমান কারণ কোন রূপই উৎপত্তি, স্থিতি, ভঙ্গের বাইরে নয়।

কলাপ-যোজনা

৫. একুপ্পাদা একনিরোধা একনিস্সয়া সহবুত্তিনো একবীসতি রূপ-কলাপা নাম।

তত্থ জীবিতং অবিনিব্ভোগরূপঞ্চ চক্খুনা সহ চক্খুদসকং'তি পবুচ্চতি। তথা সোতাদীহি সদ্ধিং সোত-দসকং, ঘাণ-দসকং, জিব্হা দসকং, কায-দসকং, ইত্থিভাব-দসকং, পুম্ভাব-দসকং, বত্থুদসকঞ্চ'াতি যথাক্কমং যোজেতব্বং। অবিনিব্ভোগরূপং এব জীবিতেন সহ জীবিতনবকং'তি পবুচ্চতি। ইমে নব কম্মসমুট্ঠান-কলাপা।

অভিনিব্ভোগং রূপং পন সুদ্ধট্ঠকং। তদেব কায়বিঞ্ঞ্-ঞত্তিয়া সহ কায়বিঞ্ঞত্তিনবকং বচী-বিঞ্ঞত্তি সদ্দেহি সহ বচী-বিঞ্ঞত্তি-দসকং লহুতাদীহি সদ্ধিং লহুতাদি-একাদসকং কাযবিঞ্ঞত্তিলহুতাদি-দ্বাদসকং বচী-বিঞ্ঞত্তি-সদ্দলহুতাদি-তের-সকঞ্চাতি ছ চিত্তসমুট্ঠানকলাপা।

সুদ্ধট্ঠকং, সদ্দনবকং, লহুতাদি-একাদদকং, সদ্দ-লহুতাদি দ্বাদসকঞ্চা'তি চত্তারো উতুসমুট্ঠান-কলাপা।

সুদ্ধট্ঠকং, লহুতদেকাদসকং চে'তি দ্বে আহারসমুট্ঠান-কলাপা।

তত্থ সুদ্ধট্ঠকং সদ্দনবকং চে'তি উতুসমুট্ঠানকলাপা বহিদ্ধা পি লব্ভন্তি। অবসেসা পন সব্বে পি অজ্ঝত্তিকং এব।

কম্মচিত্তোতুকাহার-সমুট্ঠানা যথাক্কমং
নব ছ চতুরো দ্বে'তি কলাপা একবীসতি।
কলাপানং পরিচ্ছেদলক্খণত্তা বিচক্খণা
ন কলাপঙ্গং ইচ্চাহু আকাসং লক্খণানি চ।

অয়ম' এত্থ কলাপযোজনা।

রূপ-কলাপ সংযোজন (৫৭)

৫. রূপ কলাপ একুশ প্রকার, তারা একসঙ্গে উৎপন্ন হয়, একসঙ্গে নিরুদ্ধ হয়, এক নিশ্রয় গ্রহণ করে এবং একসঙ্গে বিদ্যমান থাকে। তাদের সমবায়ের নাম এক কলাপ বা এক গুচ্ছ। এরূপ গুণানুসারে একুশ প্রকার রূপ-কলাপ হয়।

নয় প্রকার কর্মসমুত্থান কলাপ

১. তাদের মধ্যে ১. জীবিতেন্দ্রিয় রূপ, ৮ অবিভাজ্য রূপ এবং চক্ষুসহ চক্ষুদশক। (জী=জীবিতেন্দ্রিয়রূপ, অ=অবিনিভাজ্য রূপ)

২. জী, ৮ অ এবং শ্রোত্র সহ = শ্রোত্র-দশক।
৩. জী, ৮ অ এবং ঘ্রাণ সহ = ঘ্রাণ-দশক।
৪. জী, ৮ অ এবং জিহ্বাসহ = জিহ্বা-দশক।
৫. জী, ৮ অ এবং কায় সহ = কায-দশক।
৬. জী, ৮ অ এবং স্ত্রীভাব সহ = স্ত্রী-দশক।
৭. জী, ৮ অ এবং পুংভাব সহ = পুংভাব দশক।
৮. জী, ৮ অ এবং হৃদয়বাস্তু সহ = হৃদযবাস্তু-দশক।
৯. জী, ৮ অ .... = জীবিত নবক।

ছয় প্রকার চিত্ত সমুত্থান কলাপ—

১. আট অবিনিভাজ্য রূপই = শুদ্ধাষ্টক।
২ শুদ্ধাষ্টক কায-বিজ্ঞপ্তি সহ = কাযবিজ্ঞপ্তি নবক।
৩. শুদ্ধাষ্টক, শব্দ, বাক্‌বিজ্ঞপ্তি সহ = বাক্‌বিজ্ঞপ্তি দশক।
৪ শুদ্ধাষ্টক, লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতাসহ = লঘুতাদি একাদশক।
৫. কাযবিজ্ঞপ্তি, লঘুতাদি একাদশকসহ = কাযবিজ্ঞপ্তি-লঘুতাদি একাদশক।
৬. বাক্‌-বিজ্ঞপ্তি, শব্দ, লঘুতাদি একাদশকসহ = ত্রযোদশক।

চার প্রকার ঋতু সমুত্থান কলাপ —

১. শুদ্ধাষ্টক ২. শুদ্ধাষ্টক শব্দসহ = শব্দ নবক।
৩. শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক = লঘুতাদি একাদশক।
৪ শুদ্ধাষ্টক, শব্দসহ লঘুতাদি দ্বাদশক = শব্দ-লঘুতাদি দ্বাদশক।

দুই প্রকার আহার সমুত্থান কলাপ—

১. শুদ্ধাষ্টক ২. শুদ্ধাষ্টক সহ লঘুতাদি একাদশক।

উক্ত রূপ-কলাপ সমূহের মধ্যে শুদ্ধাষ্টক এবং শব্দ নবক দুই প্রকার ঋতু সমুত্থান রূপ বাইরেও উৎপন্ন হয়। অবশিষ্ট কলাপগুলি আধ্যাত্মিক, কেবলমাত্র জীবদেহেই উৎপন্ন হয়।

সর্বমোট ২১ প্রকার রূপকলাপ (রূপগুচ্ছ) যথা ৯+৬+৪+২ যথাক্রমে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহারোৎপন্ন।

বিজ্ঞগণ বলেন ঃ আকাশ (পরিচ্ছেদ বা সীমা) ও চার লক্ষণরূপ (উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা) রূপ কলাপের অঙ্গ নয়।

এ পর্যন্ত রূপকলাপ সংযোজন।

রূপপবত্তিক্‌কমো

৬. সব্‌বানি পন' এতানি রূপানি কামলোকে যথারহং অনূনানি পবত্তিযং উপলব্‌ভন্তি। পটিসন্ধিযং পন সংসেদজানঞ্চে'ব ওপপাতিকানঞ্চ চক্‌খু-সোত-ঘাণ-জিব্‌হা-কায়-ভাব-বত্থু-দসকসঙ্‌খা-তানি সত্ত-দসকানি পাতুভবন্তি উক্‌কট্‌ঠবসেন। ওমকবসেন পন চক্‌খু-সোত-ঘাণ-ভাব-দসকানি কদাচি পি ন লব্‌ভন্তি। তস্মা তেসং বসেন কলাপহানি বেদিতব্‌বা।

গব্‌ভসেয্যক-সত্তানং পন কায়-ভাব-বত্থুদসকসঙ্‌খাতানি তীণি দসকানি পাতুভবন্তি। তথা' পি ভাবদসকং কদাচি ন লব্‌ভতি। ততো পরং পবত্তিকালে কমেন চক্‌খুদসকাদীনি চ পাতুভবন্তি।

ইচ্‌চে'বং পটিসন্ধিং উপাদায় কম্মসমুট্‌ঠানা, দুতিযচিত্তং উপাদায় চিত্ত-সমুট্‌ঠানা, ঠিতিকালং উপাদায উতুসমুট্‌ঠানা, ওজাফরণং উপাদায় আহারসমুট্‌ঠানা চে'তি চতুসমুট্‌ঠানরূপ-কলাপ-সন্ততি কামলোকে দীপজালা বিয় নদীসোতো বিয চ যাবতাযুকং অব্‌ভোচ্‌ছিন্নং পবত্ততি।

মরণকালে পন চুতি-চিত্তোপরি সত্তরসমচিত্তস্‌স ঠিতিকালং উপাদায় কম্মজরূপানি ন উপ্‌পজ্‌জন্তি। পুরেতরং উপ্‌পন্নানি চ কম্মজ-রূপানি চুতিচিত্তসমকালং এব পবত্তিত্বা নিরুজ্‌ঝন্তি। ততো পরং চিত্তজাহারজরূপঞ্চ বোচ্‌ছিজ্‌জতি। ততো পরং উতুসমুট্‌ঠান-রূপপরম্পরা যাব মত-কলেবর-সঙ্‌খাতা পবত্তন্তি।

ইচ্‌চে'বং মতসত্তানং পুনদে'ব ভবন্তরে
পটিসন্ধিং উপাদায় তথা রূপং পবত্ততি।

রূপলোকে পন ঘাণ-জিব্হা-কায-ভাব-দসকানি চ আহারজ-কলাপানি চ ন লব্ভন্তি। তস্মা তেসং পটিসন্ধিকালে চক্খু-সোত-বত্থু্বসেন তীণি দসকানি, জীবিত-নবকানি চে'তি চত্তারো কম্মসমুট্ঠানকলাপা, পবত্তিযং চিত্তোতুসমুট্ঠানা চ লব্ভন্তি।

অসঞ্ঞ-সত্তানং পন চক্খু-সোত-বত্থু-সদ্দানি পি ন লব্ভন্তি। তথা সব্বানি পি চিত্তজরূপানি। তস্মা তেসং পটিসন্ধিকালে জীবিতনবকং এব। পবত্তিযঞ্চ সদ্দবজ্জিতং উতুসমুট্ঠানরূপং অতিরিচ্চতি।

ইচ্চেবং কামরূপাসঞ্ঞিসঙ্খাতেসু তীসু ঠানেসু পটিসন্ধি-পবত্তি-বসেন দুবিধা রূপপ্পবত্তি বেদিতব্বা।

> অট্ঠবীসতি কামেসু হোন্তি তেবীস রূপিসু
> সত্তরস' এব' অসঞ্ঞীনং অরূপে নত্থি কিঞ্চিপি।
> সদ্দো বিকারো জরতা মরণঞ্চ ওপপত্তিযং।
> ন লব্ভন্তি পবত্তে তু ন কিঞ্চি পি ন লব্ভতি।
> অযং' এত্থ রূপ-পবত্তিক্কমো।

নিব্বানং

৭. নিব্বানং পন লোকুত্তরসঙ্খাতং চতুমগ্গঞাণেন সচ্ছিকাতব্বং মগ্গ-ফলানং আলম্বনভূতং বান-সঙ্খাতায তণ্হায নিক্খন্তত্তা নিব্বানন্তি পবুচ্চতি।

তদ্'এতং সভাবতো একবিধং পি। সউপাদিসেস-নিব্বানধাতু অনুপাদিসেস-নিব্বানধাতু চে'তি দুবিধং হোতি কারণপরিযাযেন। তথা সুঞ্ঞতং অনিমিত্তং অপ্পণিহিতং চে'তি তিবিধং হোতি আকারভেদেন।

> পদমচ্চুতমচ্চন্তং অসঙ্খতমনুত্তরং।
> নিব্বানমিতি ভাসন্তি বানমুত্তা মহেসযো।
> ইতি চিত্তং চেতসিকং রূপং নিব্বানং ইচ্চপি
> পরমত্থং পকাসেন্তি চতুধা ব তথাগতা।

ইতি অভিধম্মত্থসঙ্গহে রূপ-সঙ্গহবিভাগো নাম ছট্ঠো পরিচ্ছেদো।

রূপের উৎপত্তিক্রম (৫৮) কামলোকে

৬: কামলোকেব সত্ত্বগণ জীবন প্রবর্তনকালে অনুরূপ পবিস্থিতিতে পবিপূর্ণভাবে সকল রূপ প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু স্বেদজ এবং উপপাদিক (স্বযং উৎপত্তিশীল) সত্ত্বগণেব নিকট প্রতিসন্ধিক্ষণে অধিক পক্ষে চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কায, ভাব এবং বাস্তু, এই সপ্ত দশক উৎপন্ন হয় এবং কম পক্ষে তিন দশক উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কখনও চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ এবং ভাব, এই চাব দশক উৎপন্ন হয় না। সেই হেতু তাদেব কলাপ উৎপত্তি অপূর্ণ থাকে।

জরায়ুজ বা গর্ভাশয়জ সত্ত্বগণের তিন দশক যথা, কায়, ভাব এবং বাস্তু উৎপন্ন হয়। কখনও ভাবদশক উৎপন্ন হয় না। গর্ভ ধাবণ সময় থেকে জীবন প্রবর্তন কালে ক্রমান্বয়ে চক্ষু ইত্যাদি দশক উৎপন্ন হয।

এ প্রকাবে রূপকলাপ সন্ততি (ধাবাবাহিকতা) চাব প্রকাবে উৎপন্ন হয় ১.কর্মসমুত্থানরূপ গর্ভধারণ ক্ষণ থেকে ২.চিত্ত সমুত্থানরূপ দ্বিতীয় চিত্তক্ষণ থেকে ৩.ঋতু সমুত্থানরূপ স্থিত অবস্থা থেকে ৪.আহাবসমুত্থানরূপ ওজশক্তি দেহে বিস্তৃত হওযা থেকে —এরূপে কামাবচব ভূমিতে জীবন প্রবর্তনকালে দীপশিখাব ন্যায বা নদীব স্রোতের মত বাধাহীন ভাবে আমৃত্যু প্রবাহিত হয়।

মৃত্যুকালে রূপেব ক্রিয়া

মৃত্যুকালে অর্থাৎ চ্যুতিচিত্তের ১৭ চিত্তক্ষণ পূর্বে-স্থিতিক্ষণ হতে আব কর্মজ রূপকলাপ উৎপন্ন হয না। কর্মজরূপ যা পূর্বে উৎপন্ন হযেছিল তা চ্যুতি চিত্তক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত হযে নিরুদ্ধ হয। তারপব চিত্তজ এবং আহারজ রূপকলাপ নিরুদ্ধ হয। সর্বশেষে ঋতুজ রূপকলাপ মৃত দেহেব স্থায়ীকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

অনুরূপভাবে মৃতব্যক্তিব পুনরায প্রতিসন্ধিক্ষণ থেকে রূপকলাপ প্রবর্তিত হতে থাকে।

রূপলোক

রূপলোকে ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, ভাব দশক এবং আহারজ রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং সে ভূমিতে উৎপত্তি কালে চক্ষু-শ্রোত্রবাস্তু দশকত্রয় এবং জীবিত নবক—এ চার কর্মসমুত্থিত রূপকলাপ উৎপন্ন হয়। প্রবর্তনকালে চিত্ত ও ঋতু সমুত্থিত রূপকলাপ উৎপন্ন হয়।

অসংজ্ঞ সত্ত্বগণের নিকট চক্ষু, শ্রোত্র, হৃদয় এবং শব্দ কলাপ উৎপন্ন হয় না। তাদের চিত্ত-সমুত্থিত রূপকলাপও উৎপন্ন হয় না। সুতরাং প্রতিসন্ধির সময় তাদের কেবল জীবিত নবক উৎপন্ন হয়। তারা জীবন প্রবর্তন কালে শব্দ ব্যতীত ঋতুজ রূপকলাপ প্রাপ্ত হয়।

এভাবে কাম, রূপ, এবং অসংজ্ঞ এই তিন লোকে প্রতিসন্ধি এবং প্রবর্তন কাল অনুসারে দুই প্রকার রূপ উৎপন্ন হয় বুঝতে হবে।

কামভূমিতে ২৮ প্রকার রূপ, রূপভূমিতে ২৩ প্রকার রূপ, এবং অসংজ্ঞ রূপ ভূমিতে ১৭ প্রকার রূপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অরূপভূমিতে কোন প্রকার রূপ উৎপন্ন হয় না বুঝতে হবে।

প্রতিসন্ধি এবং চ্যুতিকালে শব্দ, বিকার, জরতা অনুভূত হয় না। তবে জীবন প্রবর্তন কালে সবগুলিই অনুভূত হয়।

এ পর্যন্ত রূপের উৎপত্তি ক্রম।

নির্বাণ (৫৯)

৭. নির্বাণকে লোকোত্তর রূপে গণ্য করা হয় এবং নির্বাণ চার মার্গজ্ঞান দ্বারা দর্শন করা যায়। ইহা চার মার্গ এবং চার ফলের আলম্বন এবং 'বান' নামক তৃষ্ণারূপ বন্ধনের পূর্ণ অবসান—তাই তাকে বলে নির্বাণ।

স্বভাব অনুসারে নির্বাণ একবিধ। কারণ পর্যায় অনুসারে নির্বাণ দুই প্রকার—সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণ-

ধাতু। আকার ভেদ অনুসারে নির্বাণ তিন প্রকাব—শূন্য (৬০), অনিমিত্ত (৬১), অপ্রণিহিত (৬২)।

বিগততৃষ্ণ মহর্ষিরা বলেন: নির্বাণ পরম অচ্যুত-অনন্তপদ (৬৩), অকৃত (৬৪) এবং অনুত্তর (লোকাতীত)। বুদ্ধগণ চাব প্রকারে পরমার্থ প্রকাশিত করেছেন যেমন—চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহেব রূপ-সংগ্রহ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা:—

(৫৭) রূপ একা উৎপন্ন হয় না। ইহা গুচ্ছরূপে উৎপন্ন হয়। সেই গুচ্ছ ২১ প্রকাব রূপকলাপ।

সকল চৈতসিক যেমন চাব প্রকার সাধারণ লক্ষণ বিশিষ্ট তেমন পূর্বোক্ত রূপকলাপগুলিও চার বিশেষ স্বভাব লক্ষণযুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় চক্ষু-দশকের মধ্যে দশ প্রকার সংযুক্ত রূপ একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং একসঙ্গে নিরোধ প্রাপ্ত হয় (একুপ্পাদ-একনিরোধ)। পৃথিবীধাতু যা দশ রূপের একটি তা অন্য নয় রূপের ভিত্তিরূপে কাজ করে (একনিস্সায়)। এই দশ রূপ সহ-অবস্থানশীল (সহবুত্তি)। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে চক্ষু-দশকের পৃথিবীধাতু শ্রোত্র-দশকের সংযুক্ত দশরূপের ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে না। এ চার লক্ষণ প্রত্যেক রূপকলাপের সংযুক্ত রূপের প্রতি প্রযোজ্য।

(৫৮) এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—জীবন প্রবর্তন কালে, প্রতিসন্ধিক্ষণে এবং বিভিন্ন প্রকার জন্ম অবস্থায় কি প্রকারে রূপ-কলাপ উৎপন্ন হয়।

বৌদ্ধধর্ম অনুসাবে জন্ম চার প্রকার যথা অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ এবং উপপাদিক (স্বয়ং উৎপত্তিশীল)।

কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি অতি নিচু জাতীয় প্রাণীর ভ্রূণ দুর্গন্ধময় জলে, মৃতদেহে বা তদ্রূপ স্থানে বৃদ্ধি পায়—এরূপ জন্ম সংস্বেদজ।

কোন কোন সংস্বেদজ প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় থাকে না, এমন কি ভাব (স্ত্রী বা পুং ভাব) থাকে না। তাদের সকলের কিন্তু চিত্ত থাকবেই কারণ চিত্তের ভিত্তিরূপ হৃদয়বাস্তু তাদের বিদ্যমান। উপপাদিক সত্ত্বগণ সাধারণতঃ চক্ষুগ্রাহ্য নয়। পূর্বকর্ম প্রভাবে ভ্রূণ মাধ্যম ব্যতিরেকে তারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত হয়ে স্বয়ং উৎপন্ন হয়। প্রেত, দেব এবং ব্রহ্মাগণ এই শ্রেণীর জীব।

কামলোকের কিছু উপপাদিক সত্ত্ব লিঙ্গহীন (স্ত্রী বা পুংভাব রহিত)। রূপলোকের সত্ত্বগণ কেবল লিঙ্গহীন নন, তাঁদের নাসিকা, জিহ্বা এবং কায় বিদ্যমান থাকলেও তা সংবেদনশীল নয়। এ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রসাদরূপ নেই কারণ এ সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মাদের কোন কাজে আসে না।

অণ্ডজ সত্ত্বগণ জরায়ূজ সত্ত্বগণের অন্তর্ভুক্ত, প্রতিসন্ধিক্ষণে তারা সকলে তিন দশক যথা কায়, ভাব এবং হৃদয়বাস্তু লাভ করে। কোন সময় তাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ বিহীন হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় অণ্ডও চিত্তযুক্ত।

(৫৯) নিব্বান: নির্বাণ—সংস্কৃত = নির্বাণ, নি এবং বান সংগঠিত নি + বান = নিবান = নিব্বান। নি (অব্যয় পদ) অর্থে না বোধক। বান অর্থে বুঝায় বয়ন, বা তৃষ্ণা-এই তৃষ্ণারজ্জু ব্যক্তিকে সংসার সংসরণ কালে জন্ম-জন্মান্তরের ঘুর্ণিপাকে আবদ্ধ করে রাখে।

যতকাল ব্যক্তি তৃষ্ণাবদ্ধ থাকে ততকাল নূতন কর্মশক্তি আহরিত হয় যা প্রতিফলিত হয়ে যে কোন রূপ জন্মে অনন্তকাল জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়। যখন সকল প্রকার তৃষ্ণার অবসান হয় তখন কর্মশক্তির প্রভাবও নিরোধ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থাকেই আমরা বলি জন্মমৃত্যুচক্র বিমুক্ত অবস্থা বা নির্বাণ। বৌদ্ধদৃষ্টিতে বিমুক্তি

১। বিস্তৃতাকারে জানবার জন্য—The Buddha and his teachings p.p. 490—511 দেখুন।

জন্মমৃত্যুচক্র থেকে মুক্তিলাভ, তা কেবল মাত্র 'পাপ আব নরক' থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয়।

শব্দবিজ্ঞান অনুসারে নিব্বান শব্দ নী + √ বু ধাতু নিষ্পন্ন, বয়ন কবা অর্থে, অনাসক্তি বা অনাকৃষ্টতা বা বিগততৃষ্ণতা। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ হল সেই ধর্ম, যা সকল প্রকার তৃষ্ণাব পরিপূর্ণ অবসান

নিব্বান নী + √ বা ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছেও বলা যায়, নিভে যাওয়া। সে অর্থে নিব্বান হল নিভে যাওয়া, নির্বাপিত হওয়া বা লোভ, দ্বেষ এবং মোহের (অবিদ্যার) সম্পূর্ণ বিনাশ হওয়া। নিব্বান কেবল ক্লেশের ক্ষয় নয় রূপে জানতে হবে। (খযমত্তং এব ন নিব্বানন্তি বত্তব্বং)। ইহা কেবল নিব্বান লাভের উপায় কিন্তু শেষ পরিণাম নয়।

নিব্বান হল পরমার্থ সত্য (বত্থুধম্ম), ইহা লোকোত্তর অর্থাৎ দেহ, মন এবং পঞ্চস্কন্ধের অতীত।

নিব্বানকে প্রত্যক্ষ বা প্রতিবেধ জ্ঞান এবং অনুমান বা অনুবোধ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এ উভয় ধারণায় যা ব্যক্ত হয় তা হল—নির্বাণ চার আর্য মার্গেব প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং ইহা মার্গ এবং ফলের আলম্বন রূপে প্রতিভাত হয়।

স্বভাবতঃ নিব্বান শান্তিময় বা নির্বাণ শান্তি স্বভাব। নির্বাণ জীবন প্রবর্তনকালে এবং মৃত্যুর পব—এ দুই ভাবে উপলব্ধি করা যায়। পালি সাহিত্যে এ ব্যাপারে অতি সরল কিন্তু নিগূঢ় শব্দ ব্যবহার করেছে—তা হল 'কারণপরিযাযেন' (কাবণ পর্যায় দ্বারা)। শ্রীলঙ্কাব অর্থকথায এ নামের কারণ ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে যা বলা হয়েছে তা এরূপ—স্কন্ধরূপ উপধি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বা বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় (সউপাদিসেসাদিবসেন পঞ্ঞাপনে কারণ-ভূতস্স উপাদিসেসভাবস্স লেসেন)। এ প্রসঙ্গে আউং সান ব্যাখ্যা করে বলেন—'পঞ্ঞাপনে কারণভূতস্স লেসেন' বাক্যাংশের অর্থ

সিংহলী অর্থকথা পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ দাঁড়ায় 'ভাষা কৌশল প্রয়োগ করে অর্থ অধিগম করা।'

সউপাদিসেস :—স-সহিত, উপাদি (স্কন্ধ-দেহ ও মন), সেস =অবশিষ্ট, উপাদি উপ+আ+√দা গ্রহণ করা অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধকে তৃষ্ণা এবং মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা আঁকড়ে থাকা। ইহাই ক্লেশ (আবিলতা) পালি সাহিত্য (ত্রিপিটক) এবং অর্থকথা অনুসারে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী এবং অনাগামিগণ যে নির্বাণ উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করেন তা হল সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু কারণ তাঁরা এখনও দেহধারী (স্কন্ধধারী) এবং তাদের মধ্যে এখনও কিছু ক্লেশ বিদ্যমান। দেহধারী অর্হৎগণের নির্বাণও সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু। দেহ ত্যাগের পর অর্হৎগণের নির্বাণ হল অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু কারণ পঞ্চস্কন্ধ এবং সকল ক্লেশ তাঁদের তখন পরিচ্ছিন্ন হয়েছে।

ইতিবুত্তক গ্রন্থে দুই প্রকার নির্বাণের কথা বলা হয়েছে তবে তা কেবল অর্হৎগণ কর্তৃক বিজ্ঞাত নির্বাণ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তা এরূপ :

সর্বতৃষ্ণাগত, সর্বদর্শী বুদ্ধ কর্তৃক দুই প্রকার নির্বাণধাতু সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল—জন্মস্রোতনিরোধ মাধ্যমে ইহজীবনে পঞ্চস্কন্ধের বিদ্যমানতায় যে নির্বাণ উপলব্ধি করা হয়-তা হল সউপাদিশেষ নির্বাণ। অপরটি হল—ভবিষ্যতে পঞ্চস্কন্ধের অবিদ্যমানতা এবং পুনরুৎপত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ অবস্থায় যে নির্বাণ উপলব্ধি করা হয়—তা হল অনুপাদিশেষ নির্বাণ। [ইতিবুত্তক পৃ৩৮]

(৬০) সুঞ্ঞতা : শূন্যতা হল লোভ-দ্বেষ-মোহ হীনতা বা শূন্যতা বা সকল কারণসম্ভূত উৎপত্তির মুক্তাবস্থা।

(৬১) অনিমিত্ত : লোভ-চিহ্ন হীনতা ইত্যাদি অথবা সকল কারণসম্ভূত উৎপত্তির নিমিত্তশূন্যতা।

(৬২) অপ্পণিহিত : অপ্রণিহিত—লোভাকাঙ্খাহীনতা ইত্যাদি বা তৃষ্ণা চেতনা মাধ্যমে আকাঙ্খিত না হওয়া।

(৬৩) পদং : এখানে এ শব্দটি 'বস্তুধর্ম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পদং শব্দটি কোন পালি শব্দের অর্থ প্রকাশিত করে না। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ কোন অবস্থা বা প্রক্রিয়ার ধরণ নয়। পালি সাহিত্যের ধম্ম বা ধর্ম ইহার প্রকৃত অর্থ।

(৬৪) অসঙ্খত : নির্বাণ একমাত্র ধর্ম যা কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত নয়। তাই ইহা শাশ্বত—ইহা কারণও নয়, ফলও নয়।

নক্সা নং ১৩.

কি প্রকারে বিভিন্ন প্রকার চিত্ত নানা প্রকার রূপ উৎপন্ন করে।

শব্দ সংক্ষেপন

ক = কম্মজরূপ—কর্মজরূপ

চি = চিত্তজরূপ—চিত্তজরূপ

ই = ইরিয়াপথ—কায়িক অবস্থান

হ = হসিতুপ্পাদ—হাসি উৎপাদক চিত্ত

বি = বিঞ্ঞত্তি—বিজ্ঞপ্তি, কায় এবং বাক্ বিজ্ঞপ্তি।

+ = হাঁ

– = না

		ক	চি	ই	হ	বি
৪	সৌমনস্য সহগত লোভ মূলক চিত্ত	+	+	+	+	+
৪	উপেক্ষা সহগত লোভ মূলক চিত্ত	+	+	+	—	+
২	দ্বেষ মূলক + ২ মোহমূলক চিত্ত	+	+	+	—	+
১০	দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান + ৪ অরূপ বিপাক	—	—	—	—	—
২	সম্পটিচ্ছন + ১ ইন্দ্রিয় দ্বার + ৩ সন্তীরণ	—	+	—	—	—

		ক	চি	ই	হ	বি
১	মনোদ্বার (বোথাপন)	—	+	+	+	+
১	হসিতোৎপাদ	—	+	+	+	+
৫	রূপ কুশল	+	+	+	—	+
৫	রূপ বিপাক+৫ রূপ ক্রিয়া	—	+	+	—	—
৮	অরূপ কুশল এবং ক্রিয়া	—	+	+	—	—
৮	লোকোত্তর	—	+	+	—	—
৪	সৌমনস্য সহগত শোভন	+	+	+	+	+
৪	উপেক্ষা সহগত শোভন	÷	+	+	+	+
৮	শোভন বিপাক্	—	+	+	—	—
৪	শোভন, ক্রিয়া সৌমনস্য সহগত	—	+	+	+	+
৪	শোভন, ক্রিয়া, উপেক্ষা সহগত	—	+	+	—	+

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুচ্চয-সঙ্গহ-বিভাগো

১. দ্বাসত্ততিবিধা বুত্তা বথু্থম্মা সলক্খণা
তেসং দানি যথাযোগং পবক্খামি সমুচ্চযং।

২. অকুসলসঙ্গহো, মিস্‌সকসঙ্গহো, বোধিপক্খিযসঙ্গহো, সব্‌বসঙ্গহো চে'ত্তি সমুচ্চয-সঙ্গহো চতুব্‌বিধো বেদিতব্‌বো।

কথং ?

(১) অকুসলসঙ্গহে তাব চত্তারো আসবা ঃ—কামাসবো, ভবাসবো, দিট্‌ঠাসবো, অবিজ্‌জাসবো।

(২) চত্তারো ওঘা—কামোঘো, ভবোঘো, দিট্‌ঠোঘো, অবিজ্‌জোঘো।

(৩) চত্তারো যোগা—কামযোগো, ভবযোগো, দিট্‌ঠিযোগো, অবিজ্‌জাযোগো।

(৪) চত্তারো গন্‌থা—অবিজ্‌জা কাযগন্‌থো, ব্যাপাদো কাযগন্‌থো, সীলব্‌বতপবামাসো কাযগন্‌থো, ইদংসচ্চাভিনিবেসো কাযগন্‌থো।

(৫) চত্তারো উপাদানা—কামুপাদানং, দিট্‌ঠুপাদানং, সীলব্‌ব-তুপাদানং, অত্তবাদুপাদানং।

(৬) ছ নীবরণানি—কামচ্ছন্দনীবরণং ব্যাপাদনীবরণং, থীনমিদ্ধনীববণং, উদ্ধচ্চকুক্কুচ্চনীবরণং, বিচিকিচ্ছানীবরণং, অবিজ্‌জানীবরণং।

(৭) সত্তানুসযা—কামরাগানুসযো, ভববাগানুসযো, পটিঘানুসযো, মানানুসযো, দিট্‌ঠানুসযো, বিচিকিচ্ছানুসযো, অবিজ্‌জানুসযো।

(৮) দস সংযোজনানি—কামরাগসংযোজনং, রূপরাগসংযোজনং

অরূপরাগসংযোজনং পটিঘসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট্ঠিসংযোজনং, সীলব্বতপরামাসসংযোজনং, বিচিকিচ্ছাসংযোজনং, উদ্ধচ্চ-সংযোজনং, অবিজ্জাসংযোজনং—সুত্তন্তে।

(৯) অপরানি দস সংযোজনানি—কামরাগসংযোজনং, ভবরাগ-সংযোজনং, পটিঘসংযোজনং, মানসংযোজনং, দিট্ঠিসংযোজনং, সীলব্বতপরামাসসংযোজনং, বিচিকিচ্ছাসংযোজনং, ইস্সাসংযোজনং, মচ্ছরিযসংযোজনং, অবিজ্জাসংযোজনং—অভিধম্মে।

(১০) দস কিলেসা—লোভো, দোসো, মোহো, মানো, দিট্ঠি, বিচিকিচ্ছা, থীনং, উদ্ধচ্চং, অহিরিকং, অনোত্তপ্পং।

আসবাদিসু পন' এত্থ কামভবনামেন তব্বত্থুকা তণ্হা অধিপ্পেতা। সীলব্বতপরামাসো ইদংসচ্চাভিনিবেসো অত্তবাদু-পাদানং চ তথা পবত্তং দিট্ঠিগতং এব পবুচ্চতি।

আসবোঘা চ যোগা চ তযো গন্থা চ বত্থুতো
উপাদানা দুবে বুত্তা অট্ঠ নীবরণা সিয়ুং।
ছলেবানুসযা হোন্তি নব সংযোজনা মতা
কিলেসা দস বুত্তো' যং নবধা পাপসংগহো।

সমুচ্চয়-সংগ্রহ

১. বাহাত্তর প্রকার বস্তুধর্ম (১) বিষয় তাদের স্বভাব এবং লক্ষণ সহ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে সম্বন্ধ অনুসারে আমি সমুচ্চয়-সংগ্রহ বর্ণনা করব।

২. সমুচ্চয়-সংগ্রহ চার আকারে গৃহীত হয়েছে এরূপ বুঝতে হবে। যথা:

১. অকুশল সংগ্রহ ২. মিশ্র সংগ্রহ ৩. বোধি-পক্ষীয সংগ্রহ এবং ৪. সর্ব সংগ্রহ।

কি প্রকারে তা সংগৃহীত হয়েছে?

১. অকুশল সংগ্রহে চার প্রকার অকুশল সংগৃহীত হয়েছে (২)

(১) চার আসব : কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(২) চার ওঘ (৩) কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(৩) চার যোগ (৪) কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা।

(৪) চার গ্রন্থি (৫)—অভিধ্যাকায়-গ্রন্থি, ব্যাপাদকায়-গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শকায-গ্রন্থি এবং ইহাসত্যভিনিবেশকায় — গ্রন্থি।

(৫) চার উপাদান (৬)—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত, আত্মবাদ (৭)।

(৬) ছয় নীবরণ (৮)—কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, অবিদ্যা।

(৭) সাত অনুশয় (৯)—কাম-রাগানুশয়, ভব-রাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্ট্যনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, অবিদ্যা-নুশয়।

(৮) দশ-সংযোজন (১০)—কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রতপরামর্শ, বিচিকিৎসা, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা-সংযোজন (সূত্রানুসারে)। দশ-সংযোজন—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, শীলব্রতপরামর্শ, বিচিকিৎসা, ঈর্ষা, মাৎসর্য অবিদ্যা-সংযোজন (অভিধর্মানুসারে)।

(৯) দশ ক্লেশ (১১)—লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অহ্রী, অনপত্রপ।

আসব ইত্যাদি গুচ্ছে 'কাম' ও 'ভব' আলম্বন ভেদে লোভ চৈতসিকের দুই বিকাশ। অনুরূপভাবে দৃষ্টি চৈতসিকের বিভিন্ন অবস্থার নাম হল—শীলব্রতপরামর্শ, ইহাসত্যভিনিবেশ এবং আত্মবাদ।

আসব, ওঘ, যোগ এবং গ্রন্থির মাঝে তিন তিন চৈতসিক থাকে। উপাদানে দুই চৈতসিক, নীবরণে আট চৈতসিক, অনুশয়ে ছয় চৈতসিক, সংযোজনে নয় চৈতসিক এবং ক্লেশে দশ চৈতসিক থাকে। অকুশল সংগ্রহ এরূপে নয় প্রকার। (নক্সা নং ১৪ দেখুন)

ব্যাখ্যা :—

(১) বত্থুধম্মা : বস্তুধর্ম—যথা ৭২(১+৫২+১৮+১=৭২)।

অ. ১.—সর্বমোট ৮৯ শ্রেণীর চিত্তকে এক প্রকার চিত্ত ধরা হয় কারণ তাদের সকলেরই একটি মাত্র লক্ষণ—তা হল : জানা বা বিজানন লক্ষণ (আলম্বনকে জানা)।

আ. ৫২—টি চৈতসিকের ৫২ প্রকার লক্ষণ।

ই ১৮—সর্বমোট আঠার প্রকার নিষ্পন্ন রূপকে ভিন্ন রূপে ধারণ করা হয় অর্থাৎ তাদের লক্ষণ আঠারটি।

ঈ ১—নির্বাণের লক্ষণ একটি অর্থাৎ শান্তি লক্ষণ।

পূর্ব পরিচ্ছেদ প্রভৃতিতে চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণের লক্ষণাদি ৭২ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিকে বিবিধাকারে এ পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হচ্ছে।

(২) আসব : আ+√ স্রু ধাতু থেকে উৎপন্ন, প্রবাহিত হওয়া তাদের এ নামে অভিহিত হওয়ার কারণ হল তারা সর্বোচ্চ ভূমি পর্যন্ত প্রবাহিত হয় অথবা তারা গোত্রভূ চিত্তক্ষণ পর্যন্ত (অর্থাৎ স্রোতাপত্তি মার্গচিত্তক্ষণের পূর্ব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত) বিদ্যমান থাকে। এ সকল আসব (বা আস্রব) সকল পৃথগ্‌জনের নিকট সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং যে কোন ভূমিতে তাদের উত্থান হতে পারে। তারা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তারা সত্ত্বগণের বিভ্রান্তকারী অতি শক্তিশালী মাদকতা সদৃশ এবং নেশাদ্রব্যের মত। আবিলতা (ক্লেশ), অনৈতিকতা, ভ্রষ্টতা; কলুসতা, মাদকতা, অশুচিতা প্রভৃতি আসবের নিকটতম প্রতিশব্দ।

চার আসবের মধ্যে কামাসব অর্থে কামসুখের প্রতি আসক্তি, ভবাসব অর্থে রূপ এবং অরূপ ভূমির প্রতি আকৃষ্টতা, দৃষ্ট্যাসব অর্থে (ব্রহ্মজালসূত্রের) ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি এবং অবিদ্যাসব অর্থে চতুরার্য–

সত্তা, অতীত জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন, অতীত-ভবিষ্যৎ উভয় এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে বুঝায়।

(৩) ওঘ : অব + √ হন, ক্ষতি করা বা হনন করা। জীবগণ মহাপ্লাবনের স্রোতে পতিত হলে সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে তাড়িত হয় এবং সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়ে দেয়। অনুরূপ ভাবে ওঘ জীবগণকে তাড়ণ করে দুঃখসাগরে নিপাতিত করে।

(৪) যোগ : √ যুজ ধাতু নিষ্পন্ন, সংযুক্ত করা। যোগ হল বা জীবগণকে জন্ম-মৃত্যুচক্রে বা জীবনের ঘূর্ণিপাক চক্রে সংযুক্ত করে রাখে।

(৫) গ্রন্থি : গ্রন্থি মনকে কায়ের সঙ্গে বা বর্তমান কায়কে ভবিষ্যৎ কায়ের সঙ্গে গ্রন্থন করে রাখে। এখানে কায় বলতে কায়িক দেহ এবং চিত্তকায় উভয়কে বুঝায়।

(৬) উপাদান : উপ + আ + √ দা, দেওয়া। ঘণীভূত প্রবল তৃষ্ণাই উপাদান। এ কারণে প্রতীত্যসমুৎপাদে বলা হয়েছে : তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদান উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা চুরির উদ্দেশ্যে অন্ধকারে লুক্কায়িত চোর সদৃশ। প্রকৃতপক্ষে চুরিকর্ম সাধনই উপাদান।

(৭) অত্তবাদুপাদান : অর্থকথায় পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কিত ২০ প্রকার আত্মদৃষ্টির উল্লেখ আছে।

১. আত্মা ও দেহ এক ২. আত্মা দেহযুক্ত ৩. দেহেই আত্মা ৪. আত্মায় দেহ আছে।

এই চার আত্মাদৃষ্টি অবশিষ্ট চার স্কন্ধের সঙ্গে অনুরূপভাবে যুক্ত হয়ে ২০ প্রকার হয়।

(৮) নীবরণানি : নী + √ বর ধাতু নিষ্পন্ন, বাধা দেওয়া, গতি রোধ করা। তাদের এ নামে অভিহিত করার কারণ হল— তারা দৈবিক এবং নির্বাণিক সুখ উৎপত্তিতে বাধা প্রদান করে।

অর্থকথায় এ শব্দের অর্থ হল—যা ধ্যান ইত্যাদি কুশল উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে বা উৎপন্ন হতে দেয় না বা ধর্মচক্ষু উৎপত্তিতে বাধা দান করে।

অবিদ্যা ব্যতীত নীবরণ পাঁচটি।

স্ত্যান-মিদ্ধ এবং ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যকে যুগ্মভাবে দেখান হয়েছে কারণ তাদের কৃত্য আহার (পরিপোষক) এবং তাদের প্রতিপক্ষও অভিন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের কৃত্য মানসিক অকর্মণ্যতা এবং ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের কৃত্য অশান্ততা। প্রথম যুগলের অকর্মণ্যতার কারণ হল অলসতা এবং দ্বিতীয় যুগলের অশান্ততার কারণ হল—বিবক্তি (জ্ঞাতি-পরিজনের বিয়োগ হতে উৎপন্ন, ইহাই আহার বা পরিপোষক)। বীর্য প্রথম যুগলের প্রতিপক্ষ এবং কায়-প্রশ্রব্ধি বা প্রশান্তি দ্বিতীয় যুগলের প্রতিপক্ষ।

কামচ্ছন্দকে নানাবর্ণ মিশ্রিত জলের সঙ্গে, ব্যাপাদকে উষ্ণ জলের সঙ্গে, স্ত্যানমিদ্ধকে জলোপরি শৈবালের সঙ্গে, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যকে বাত্যাতাড়িত অশান্ত জলের সঙ্গে এবং বিচিকিৎসাকে পঙ্কিল এবং কর্দমযুক্ত জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কর্দমময় জলে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করা যায় না সেরূপ নীবরণ দ্বারা আবৃত হলে ব্যক্তি নিজের এবং অন্যের কিসে কুশল এবং সুখ হয় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

ধ্যান দ্বারা এ সকল নীবরণ সাময়িকভাবে নিরোধ করা যায়। চার আর্যমার্গ লাভে তাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। বিচিকিৎসা স্রোতাপত্তি ফল লাভে, কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, কৌকৃত্য অনাগামীত্ব লাভে এবং স্ত্যান-মিদ্ধ এবং ঔদ্ধত্য অর্হত্ব লাভে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

(৯) অনুসয়: অনুশয়—অনু + সি হতে উৎপন্ন, বিশ্রাম করা, সুপ্ত থাকা। অনুশয়গুলি ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে যে পর্যন্ত সুযোগ

অনুযাযী ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হতে সুযোগ না পায়। তা সম্পূর্ণ নির্মূল না করা পর্যন্ত এরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সকল প্রকাব ক্লেশই অনুশয় কিন্তু এই সাত প্রকার অনুশয়ই প্রবলতম। পৃথগজন যদি সর্বোচ্চ ধ্যানভূমিতেও উৎপন্ন হন, তিনি যদি আবাব মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেন তবে তাঁর নিকট সুপ্ত নীবরণগুলি পুনঃ জাগ্রত হতে পারে।

(১০) সংযোজন—সং + √ যুজ ধাতু নিষ্পন্ন, যোজন করা, বন্ধন করা। ইহা জীবগণকে জন্মচক্রে বন্ধন করে। চার মার্গের এক একটি লাভ হলে তবে ক্রমান্বয়ে সংযোজন-বন্ধন ক্ষয় হয়।

(১১) কিলেস—যা মনকে কলুষিত করে বা যন্ত্রণা দেয়।

১২. অকুশল সংগ্রহের কাম শব্দকে কখনও কখনও কামভবকে বুঝায় এবং ভব শব্দ রূপ-অরূপ উভয় ভব (বা ভূমিকে) বুঝায়। লোভ অর্থে কামতৃষ্ণা এবং ভবতৃষ্ণা উভয়কে বুঝায়। রূপ এবং অরূপ ভবের প্রতি আসক্তিই ভবতৃষ্ণা। তিন শব্দ যথা সীলব্বত-পরামাস (শীলব্রত পরামর্শ—যাগ-যজ্ঞ-কৃচ্ছ্র সাধন প্রভৃতি দ্বারা মুক্তি লাভ), ইদংসচ্চাভিনিবেস (ইহাই একমাত্র সত্য এরূপ অন্ধবিশ্বাস) এবং অত্তবাদুপাদান (আত্মবাদে বা আত্মায় বিশ্বাস) মিথ্যাদৃষ্টিকে সূচিত করে। কামাসব এবং ভবাসব উভয়ই লোভকে নির্দেশ করে। প্রকৃতপক্ষে আসব তিন প্রকার যথা ওঘ, যোগ এবং গ্রন্থি। অনুরূপভাবে লোভ এবং দৃষ্টি ভেদে উপাদান দুই প্রকার।

নক্সা নং ১৪

আসবাদি নবগুচ্ছের অকুশল চৈতসিক।

	১. লোভ (তৃষ্ণা)	২. দিট্ঠি (মিথ্যাদৃষ্টি)	৩. অবিজ্জা (মোহ)	৪. পটিঘ (দ্বেষ)	৫. বিচিকিচ্ছা (কঙ্খা)	৬. মান	৭. উদ্ধচ্চ (ঔদ্ধত্য)	৮. থীন (স্ত্যান)	৯. কুক্কুচ্চ (কৌকৃত্য)	১০. মিদ্ধ	১১. অহিরিক (পাপে লজ্জাহীনতা)	১২. অনোত্তপ্প (পাপে ভয়হীনতা)	১৩. ইস্সা (ঈর্ষা)	১৪. মচ্ছরিয় (মাৎসর্য)
কিলেস	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+		
সংযোজন	+	+	+	+	+	+	+						+	+
অনুশয়	+	+	+	+	+	+								
নীবরণ	+		+	+	+		+	+	+	+				
উপাদান	+	+												
গ্রন্থি	+	+		+										
যোগ	+	+	+											
ওঘ	+	+	+											
আসব	+	+	+											
	৯	৮	৭	৫	৪	৩	৩	২	১	১	১	১	১	১

স্ত্যানমিদ্ধ এবং ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য যুগলকে পৃথকরূপে ধরলে চার চৈতসিক হয়—সে ক্ষেত্রে আট নীবরণ হয়। কামরাগ এবং ভবরাগকে তৃষ্ণার সঙ্গে যুক্ত করলে অনুশয়ের সংখ্যা হয় ছয়টি। সূত্রের দশ সংযোজনের কামরাগ, রূপরাগ, অরূপরাগকে লোভের মধ্যে গণ্য করা হলে দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে দৃষ্টির মধ্যে গণ্য করা হলে—সংযোজনের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। আবার দশ সংযোজনের কামরাগ এবং ভবরাগকে লোভ এবং দৃষ্টি এবং শীলব্রতপরামর্শকে দৃষ্টিতে যুক্ত করলে সংযোজনের সংখ্যা হবে আট। ক্লেশ কিন্তু দশটি। তা হলে দেখা যায় ১৪ অকুশল চৈতসিক বিভিন্ন সংখ্যায় নয় অকুশল সংগ্রহে যুক্ত থাকে। লোভ তাদের সকলের মধ্যেই বিদ্যমান।

মিস্সক-সঙ্গহো

৩. (১) মিস্সক-সঙ্গহে ছ হেতু—লোভো, দোসো, মোহো অলোভো, অদোসো, অমোহো।

(২) সত্তঝানঙ্গানি—বিতক্কো, বিচারো, পীতি, একগ্গতা, সোমনস্সং, দোমনস্সং, উপেক্খা।

(৩) দ্বাদসমগ্গঙ্গানি—সম্মাদিট্ঠি,সম্মাসংকপ্পো,সম্মাবাচা, মম্মাকম্মন্তো, সম্মাজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি, মিচ্ছাদিট্ঠি, মিচ্ছাসঙ্কপ্পো, মিচ্ছাবাযামো, মিচ্ছাসমাধি।

৪. দ্বাবিসতিন্দ্রিযানি—চক্খুন্দ্রিয়ং, সোতিন্দ্রিযং, ঘাণিন্দ্রিযং, জিবি্হন্দ্রিযং, কাযিন্দ্রিযং, ইথিন্দ্রিযং, পুরিসিন্দ্রিযং, জীবিতিন্দ্রিযং, মনিন্দ্রিযং, সুখিন্দ্রিযং, দুক্খিন্দ্রিযং, সোমনস্সিন্দ্রিযং, দোমনস্সিন্দ্রিযং উপেক্খিন্দ্রিযং, সদ্ধিন্দ্রিযং, বিরিযিন্দ্রিযং, সতিন্দ্রিযং, সমাধিন্দ্রিযং, পঞ্ঞিন্দ্রিয়ং, অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিযং, অঞ্ঞিন্দ্রিযং, অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিযং।

৫. নববলানি—সদ্ধাবলং, বিরিযবলং, সতিবলং সমাধিবলং, পঞ্ঞাবলং, হিরিবলং, ওত্তপ্পবলং, অহিরিকবলং, অনোত্তপ্পবলং।

৬. চত্তারো অধিপতি—ছন্দাধিপতি, বিরিযাধিপতি, চিত্তাধিপতি, বীমংসাধিপতি।

৭. চত্তারো আহারা—কবলীকারো আহারো, ফস্সো দুতিযো, মনোসঞ্চেতনা ততিযো, বিঞ্ঞাণং চতুত্থং।

ইন্দ্রিযেসু পন এত্থ সোতাপত্তিমগ্গঞ্ঞাণং অনঞ্ঞাতঞ্ঞস্সামীতিন্দ্রিযং, অরহত্তফলঞ্ঞাণং অঞ্ঞাতাবিন্দ্রিযং, মজ্ঝে ছ ঞ্ঞাণানি অঞ্ঞিন্দ্রিযানী তি পবুচ্চন্তি। জীবিতিন্দ্রিযঞ্চ রূপারূপবসেন দুবিধং হোতি। পঞ্চবিঞ্ঞাণেসু ঝানঙ্গানি, অবিরিযেসু বলানি, অহেতুকেসু মগ্গঙ্গানি ন লব্ভন্তি। তথা বিচিকিচ্ছাচিত্তে একগ্গতা মগ্গিন্দ্রিযবলভাবং ন গচ্ছতি। দ্বিহেতুক-তিহেতুকজবনেস্ব' এব যথাসম্ভবং অধিপতি একো ব লব্ভতি।

ছ হেতূ পঞ্চ ঝানঙ্গা মগ্গঙ্গা নব বত্থুতো,
সোলসিন্দ্রিযধম্মা চ বলধম্মা নব' এরিতা।
চত্তারো অধিপতী বুত্তা তথাহারা' তি সত্তধা,
কুসলাদিসমাকিণ্ণো বুত্তো মিস্সকসঙ্গহো।

মিশ্র-সংগ্রহ

৩. মিশ্র সংগ্রহে (১৩) ছয় হেতু (১৪) যথা—

১. লোভ, দ্বেষ, মোহ, অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।

২. সাত ধ্যানাঙ্গ (১৫)—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, একাগ্রতা, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা।

৩. বার মার্গাঙ্গ (১৬)—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প (চিন্তা), সম্যক স্মৃতি, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা (ব্যায়াম); সম্যক সমাধি, মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসঙ্কল্প, মিথ্যাপ্রচেষ্টা, মিথ্যা একাগ্রতা।

৪. বাইশ ইন্দ্রিয় (১৭)—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায, স্ত্রীভাব, পুরুষভাব, জীবিত, মন, সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, অজ্ঞাতকে জানব এই চিন্তা, লোকোত্তর জ্ঞান, লোকোত্তরজ্ঞানী।

৫. নয় বল—শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হ্রী, অপত্রপ, অহ্রী, অনপত্রপ।

৬. চার অধিপতি—ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা।

৭. চার আহার—কবলীকৃত আহার, স্পর্শাহার, চেতনাহার, বিজ্ঞানাহার।

৮. বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে 'আমি অজ্ঞাতকে জানব' ইহা স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান। 'লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়' অর্হত্ব ফলজ্ঞান। 'লোকোত্তর জ্ঞানেন্দ্রিয়' মধ্যের অর্থাৎ স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে অর্হত্ব মার্গজ্ঞান পর্যন্ত ছয় জ্ঞান। জীবিতেন্দ্রিয় দুই প্রকার যথা, রূপ জীবিতেন্দ্রিয় এবং অরূপ জীবিতেন্দ্রিয়।

পঞ্চবিজ্ঞানে (২২) ধ্যানাঙ্গসমূহ উৎপন্ন হয় না। বীর্য-চৈতসিক বিরহিত (২৩) চিত্তে বল সমূহ উৎপন্ন হয় না। অহেতুক চিত্তে (২৪) মার্গাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হয় না। অনুরূপভাবে বিচিকিৎসা সহগত চিত্তে (২৫) একাগ্রতা মার্গেন্দ্রিয় (সমাধীন্দ্রিয়) ও সমাধি বল উৎপন্ন হয় না। অবস্থানুসারে কেবলমাত্র দ্বিহেতুক বা ত্রিহেতুক জবনে একটিই এক সময়-অধিপতি (২৬) হয়।

প্রকৃতপক্ষে ছয় হেতু, পাঁচ ধ্যানাঙ্গ, নয় মার্গাঙ্গ, ষোল ইন্দ্রিয়, নয় বল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে (২৭)।

সেইরূপে চার অধিপতি এবং চার আহার সম্বন্ধেও বর্ণিত হয়েছে। একই ভাবে সাত প্রকার কুশল এবং অকুশল মিশ্র-সংগ্রহে আলোচিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ

১৩. মিস্‌সকসঙ্গহো ঃ মিশ্রসংগ্রহ—এ অধ্যায়ে কুশল, অকুশল এবং অব্যাকত (অনির্দিষ্ট) প্রভৃতি মিশ্রিতরূপে সংগৃহীত বলে, এ নামে অভিহিত।

১৪. হেতু—প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।

১৫. ঝানঙ্গ ঃ ধ্যানাঙ্গ—ধ্যান-বিরুদ্ধ নীবরণাদিকে দগ্ধ করে বা যা নিকটতর রূপে আলম্বন গ্রহণ (অনুভব) করে তাকে ধ্যান বলা হয়। এই উভয়কে মানসিক একাগ্রতা দ্বারা ধ্যান লাভকে বুঝায়। ছয় ধ্যানাঙ্গ এ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কুশল এবং অকুশল চিত্তে যখন একই প্রকার ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হয় তখন তাদের সাধারণভাবে ধ্যানাঙ্গরূপে গণ্য করা হয়। দৌর্মনস্য কিন্তু অকুশল ধ্যানাঙ্গ। অবশিষ্টগুলি কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত (প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।

১৬. মগ্‌গঙ্গানি ঃ মার্গাঙ্গ—এখানে মার্গ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা সুগতি, দুর্গতি এবং নির্বাণে পরিচালিত করে। (সুগতি-দুগ্‌গতীনং নিব্‌বানস্‌স চ অভিমুখং পাপনতো মগ্‌গা—অর্থকথা)। বার মার্গাঙ্গের শেষোক্ত চার মার্গাঙ্গ দুর্গতি অভিমুখে পরিচালিত করে এবং প্রথমোক্ত আট মার্গাঙ্গ সুগতি এবং নির্বাণের দিকে চালিত করে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে বার মার্গাঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর চিত্তের নয় চৈতসিক বিদ্যমান। চার মিথ্যা মার্গাঙ্গের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টি অর্থে অকুশল দৃষ্টি চৈতসিক; মিথ্যা-সঙ্কল্প, মিথ্যা-প্রচেষ্টা, মিথ্যা-একাগ্রতা অর্থে যথাক্রমে বিতর্ক, ব্যাযাম (প্রচেষ্টা), একাগ্রতা চৈতসিকগুলি অকুশল শ্রেণীর চিত্তে বিদ্যমান থাকে।

সম্যক্‌দৃষ্টি চৈতসিক হল প্রজ্ঞা চৈতসিক, সম্যক্‌ সঙ্কল্প, সম্যক্‌ প্রচেষ্টা (ব্যাযাম), সম্যক্‌স্মৃতি এবং সম্যক্‌সমাধি অর্থে যথাক্রমে

বিতর্ক, ব্যায়াম, স্মৃতি এবং একাগ্রতা চৈতসিককে বুঝায়—যা কুশল এবং অব্যাকৃত শ্রেণীর চিত্তে বিদ্যমান থাকে। সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম এবং সম্যক্ জীবিকা, এ তিন বিরতি যুক্তভাবে লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান থাকে এবং পৃথকরূপে লোকীয়কুশল চিত্তেও বিদ্যমান থাকে। প্রথম আট ধ্যানাঙ্গ যুক্তভাবে আট প্রকার লোকোত্তর চিত্তেও বিদ্যমান। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে এই বিশেষ আট চৈতসিককে বুঝায়।

১৭. ইন্দ্রিয়—তারা নিজ নিজ পরিধিতে ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে বলে তাদের ইন্দ্রিয় বলা হয়। প্রথম পাঁচটি পূর্ববর্ণিত পঞ্চেন্দ্রিয়। ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি ভাবিন্দ্রিয় বা ভাবেন্দ্রিয়। জীবিত বলতে কায় এবং মন উভয় জীবিতেন্দ্রিয়কে বুঝায়। সুখ, দুঃখ, সৌমনস্য, দৌর্মনস্য, এবং উপেক্ষা পাঁচ প্রকার বেদনাকে নির্দেশ করে। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে ইন্দ্রিয় এবং বল বলা হয়, কারণ তারা তাদের চৈতসিকের উপর আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব করে এবং তাদের বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে। শেষোক্ত তিন ইন্দ্রিয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা লোকোত্তরের অন্তর্গত। অনঞ্ঞাতং বা অজ্ঞাত বলতে নির্বাণকে নির্দেশ করে, কারণ তা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নি। স্রোতাপত্তি মার্গের প্রথম স্তরে চার আর্যসত্য প্রথম হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞানকে পরিভাষায় 'অনঞ্ঞাতং ঞস্সামি'তি ইন্দ্রিয়ং অর্থাৎ 'অজ্ঞাতকে জানব' রূপ ইন্দ্রিয় বলা হয়। স্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান থেকে অর্হত্ব মার্গজ্ঞানের মধ্যবর্তী ছয় জ্ঞানকে অঞ্ঞা (আ=সম্পূর্ণ+ঞা=জানা) বা সর্বোচ্চ জ্ঞান বলা হয়। এই সাত প্রকার লোকোত্তর চিত্তের জ্ঞান (প্রজ্ঞা) সহ-অবস্থানশীল ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের উপর আধিপত্য করে, তাই তাদের ইন্দ্রিয় বলা হয়। অর্হৎকে অঞ্ঞাতাবী (অজ্ঞাতজ্ঞানী) বলা হয় কারণ তিনি চার আর্যসত্য সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত হয়েছেন। সর্বশেষ ইন্দ্রিয় অর্হতের সর্বোচ্চজ্ঞান বা অর্হত্ব ফলজ্ঞানকে বুঝায়।

১৮. বলানি ঃ বল—নয় বলকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হল তারা বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা প্রকম্পিত হয় না এবং তাদের সহজাত চৈতসিককে শক্তিশালী করে। প্রথম সাতটি কুশল-পক্ষীয় এবং শেষ দু'টি অকুশল-পক্ষীয়। প্রথম সাতটি বল যথাক্রমে অশ্রদ্ধা, কৌসিদ্য, প্রমাদ, ঔদ্ধত্য, অবিদ্যা, অহ্রী এবং অনপত্রপা'র বিরুদ্ধপক্ষ। শেষোক্ত দুই বল বার প্রকার অকুশল চিত্তে বিদ্যমান এবং তারা তাদের সহজাত চৈতসিককে একত্রিত করে।

১৯. অধিপতি ঃ আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব করা। অধিপতি এবং ইন্দ্রিয়—এ দুয়ের ভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অধিপতিকে রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি রাজ্যের সর্বময় কর্তা রূপে মন্ত্রিগণের উপর আধিপত্য করেন। ইন্দ্রিয়গুলিকে মন্ত্রিগণের সঙ্গে তুলনা কবা হয়। তাঁরা নিজেদের বিভাগীয় রাজকর্ম পরিচালনা করেন এবং অন্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। চক্ষু-ইন্দ্রিয় কেবল সহ-অবস্থানশীল রূপের উপর আধিপত্য করে কিন্তু কর্ণেন্দ্রিয়ের আলম্বনের উপর আধিপত্য করে না। অধিপতির ক্ষেত্রে সে সকল প্রকার সহজাত চৈতসিকের উপর কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়ে আধিপত্য করে। দুই অধিপতি একসঙ্গে আধিপত্য করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি সমপদ বিশিষ্ট।

২০. এখানে চিত্ত বলতে জবন চিত্ত-স্রোতকে নির্দেশ করে এবং মীমাংসা বলতে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়কে বুঝায়।

২১. আহার—এক্ষেত্রে আহারকে 'পরিপোষণ করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কবলীকৃত আহার রূপদেহকে পরিপোষণ করে। স্পর্শাহার বা ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ পাঁচ প্রকার বেদনাকে পরিপোষণ করে। মনঃসঞ্চেতনাহার ২৯ প্রকার কুশল এবং অকুশল লোকীয় চিত্তকে বুঝায়। তারা তিন ভবে উৎপত্তি প্রদান করে বা পরিপোষণ করে। বিজ্ঞানাহার প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায় যা সহজাত নাম-রূপকে পরিপোষণ করে। প্রতিসন্ধি চিত্ত ১৯ প্রকার। অসংজ্ঞসত্ত্বের ক্ষেত্রে

আহার কেবল রূপকে পরিপোষণ করে। এবং অরূপ সত্ত্বের ক্ষেত্রে কেবল নামকে পরিপোষণ করে। যে ভূমিতে পঞ্চস্কন্ধ বিদ্যমান সে ভূমিতে আহার নাম-রূপকে পরিপোষণ করে।

২২. দশ প্রকার ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞানে ধ্যানাঙ্গ উপস্থিত থাকে না কারণ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান (তখন) অতি অস্পষ্ট এবং নিকট উপলব্ধির বিষয়ও অনুপস্থিত থাকে।

২৩. বীর্যবিরহিত চিত্ত ষোল প্রকার যথা দশ ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, দুই সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত, তিন সন্তীরণ চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত। যে একাগ্রতা এ সকল চিত্তে উপস্থিত থাকে তা অত্যন্ত দুর্বল।

২৪. অহেতুক চিত্ত আঠারটি।

২৫. বিচিকিৎসা চিত্তে যে একাগ্রতা বিদ্যমান থাকে তা কেবল মনকে স্থির করে। ইহা শক্তিশালী নয়।

২৬. অহেতুক এবং একহেতুক চিত্তে কোন অধিপতি নেই।

২৭. প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে ধ্যানাঙ্গ পাঁচটি কারণ তিন বেদনাকে এক রূপে গণ্য করা যায়। মার্গাঙ্গ নয়টি কারণ মিথ্যা সঙ্কল্প, মিথ্যা ব্যায়াম, এবং মিথ্যা একাগ্রতা যথাক্রমে বিতর্ক, বীর্য এবং একাগ্রতার অন্তর্গত। যদি পাঁচ বেদনাকে এক বেদনায় পর্যবসিত করা হয় এবং তিন লোকোত্তরকে প্রজ্ঞারূপে গণ্য করা হয় তবে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ষোল।

বোধিপক্খীয় সঙ্গহো

৪. ১. বোধিপক্খীয় সঙ্গহে চত্তারো সতিপট্ঠানা—কাযানুপস্সনা—সতিপট্ঠানং, বেদনানুপস্সনা—সতিপট্ঠানং, চিত্তানুপস্সনা—সতিপট্ঠানং ধম্মানুপস্সনা-সতিপট্ঠানং।

২. চত্তারো সম্মপ্পধানা—উপ্পন্নানং পাপকানং পহানায় বাযামো, অনুপ্পন্নানং পাপকানং অনুপাদায বাযামো, অনুপ্পন্নানং কুসলানং উপ্পাদায় বায়ামো, উপ্পন্নানং কুসলানং ভিয্যোভাবায় বাযামো।

৩. চত্তারো ইদ্ধিপাদা—ছন্দিদ্ধিপাদো, বিরিযিদ্ধিপাদো, চিত্তিদ্ধিপাদো, বীমংসিদ্ধিপাদো।

৪. পঞ্চিন্দ্রিয়ানি—সদ্ধিন্দ্রিয়ং, বিরিযিন্দ্রিযং, সতিন্দ্রিযং, সমাধিন্দ্রিয়ং, পঞ্ঞিন্দ্রিযং।

৫. পঞ্চবলানি—সদ্ধাবলং, বিরিযবলং, সতিবলং, সমাধিবলং, পঞ্ঞাবলং।

৬. সত্তবোজ্ঝঙ্গা—সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো, ধম্মবিচয-সম্বোজ্ঝঙ্গো, বিরিযসম্বোজ্ঝঙ্গো, পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গো, পসসদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গো সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গো, উপেক্খাসম্বোজ্ঝঙ্গো।

৭. অট্ঠমগ্গঙ্গানি—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।

এত্থ পন চত্তারো সতিপট্ঠানা' তি সম্মা-সতি একা'ব পবুচ্চতি। তথা চত্তারো সম্মপ্পধানা' তি চ সম্মাবাযামো।

ছন্দো চিত্তং উপেক্খা চ সদ্ধা-পসসদ্ধি-পীতিযো
সম্মাদিট্ঠি চ সঙ্কপ্পো বাযামো বিরতিত্তযং।
সম্মাসতি সমাধী'তি চুদ্দস' এতে সভাবতো
সত্তিংসপ্পভেদেন সত্তধা তত্থ সঙ্গহো।
সঙ্কপ্প-পসসদ্ধি চ পীতুপেক্খা ছন্দো চ চিত্তং
বিরতিত্তযঞ্চ
নব' একঠানা বিরিযং নব' অট্ঠ সতি সমাধি চতু,
পঞ্চ পঞ্ঞা
সদ্ধা দুঠানুত্তমসত্তিংসদ্ধম্মানম' এসো পবরো বিভাগো
সব্বে লোকুত্তরে হোন্তি ন বা সঙ্কপ্পপীতিযো
লোকিযে' পি যথাযোগং ছব্বিসুদ্ধিপ্পবত্তিযং

বোধিপক্ষীয ধর্ম (২৮)

৪. বোধিপক্ষীয ধর্ম' সংগ্রহে নিম্ন বিষযগুলি অন্তর্ভুক্ত:—

১. চার স্মৃত্যুপস্থান যথা ১. কাযানুদর্শন ২. বেদনানুদর্শন ৩. চিত্তানুদর্শন ৪ ধর্মানুদর্শন।

২. চার সম্যক্ প্রধান (৩০) :

১. উৎপন্ন পাপচিত্ত বর্জনের জন্য ব্যায়াম (প্রচেষ্টা) ২. অনুৎপন্ন পাপচিত্ত অনুৎপত্তির জন্য ব্যায়াম ৩. অনুৎপন্ন কুশলচিত্ত উৎপত্তির জন্য ব্যায়াম ৪. উৎপন্ন কুশল চিত্তের বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম।

৩. চার ঋদ্ধি লাভের উপায় (ঋদ্ধিপাদ) (৩১)—১. ছন্দ, ২. বীর্য ৩. চিত্ত ৪. মীমাংসা।

৪. পাঁচ ইন্দ্রিয় (৩২) ১. শ্রদ্ধা ২ বীর্য ৩. স্মৃতি ৪. সমাধি ৫. প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৫. পাঁচবল (৩২)—১. শ্রদ্ধা ২. স্মৃতি ৩. বীর্য ৪. সমাধি ৫. প্রজ্ঞাবল।

৬. সাত বোধ্যঙ্গ (৩৩)—১. স্মৃতি ২. ধর্মবিচার ৩. বীর্য ৪. প্রীতি ৫. প্রশান্তি ৬. সমাধি ৭. উপেক্ষা।

৭. আট মার্গাঙ্গ (৩৪) ১. সম্যক্দৃষ্টি ২. সম্যক্ সঙ্কল্প ৩. সম্যক্ বাক্য ৪. সম্যক্ কর্ম ৫. সম্যক্ আজীব (জীবিকা) ৬. সম্যক্ব্যায়াম ৭. সম্যক্ স্মৃতি ৮ সম্যক্ সমাধি।

এখানে চার স্মৃত্যুপস্থানকে 'সম্যক্ স্মৃতি' এবং চার সম্যক্ প্রধানকে 'সম্যক্ ব্যায়াম' বলা হয়।

সাতভাগে সংগৃহীত ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম তাদের স্বভাব অনুসারে ১৪ প্রকার হয় যথা ছন্দ, চিত্ত, উপেক্ষা, শ্রদ্ধা, প্রশান্তি, প্রীতি, সম্যক্ দৃষ্টি, সঙ্কল্প (চিন্তা), ব্যায়াম, তিন বিরতি, সম্যক্ স্মৃতি এবং সমাধি।

চৌদ্দ প্রকার চৈতসিক কি প্রকারে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম হল তা এরূপ—সঙ্কল্প, প্রশান্তি, প্রীতি, উপেক্ষা, ছন্দ, চেতনা, তিন বিরতি প্রভৃতি এক এক করে, বীর্য নয় বার, স্মৃতি আটবার, সমাধি চারবার, প্রজ্ঞা পাঁচ বার এবং সমাধিকে দুইবাব ধরে ৩৭ বোধিপক্ষীয় ধর্ম হয়।

সঙ্কল্প এবং প্রীতি ব্যতীত অবশিষ্টগুলি লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান। লোকীয় চিত্তেও অবস্থা বিশেষে ছয় বিশুদ্ধি বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা :—

২৮. বোধিপক্খীয়—বোধি অর্থে বিমুক্তিজ্ঞান বা বিমুক্তি জ্ঞান লাভ প্রত্যাশা বুঝায়। পক্ষীয় অর্থে—যা সে জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য। অর্থাৎ বিমুক্তিজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অপরিহার্য।

২৯. সতিপট্ঠান—সতি=স্মৃতি, জাগরণশীলতা (জাননশীলতা) বা মনঃসংযোগশীলতা; পট্ঠান=প্রতিষ্ঠা করণ, স্থাপন, ভিত্তিস্থাপন ইত্যাদি। সমাধি এবং বিদর্শন (জ্ঞান) বৃদ্ধি করাকে সতিপট্ঠান বা স্মৃত্যুপস্থান বলা হয়। প্রত্যেক স্মৃত্যুপস্থান এক এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে। চাব-স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা একদিকে যেমন অশুভ, দুঃখ, অনিত্য এবং অনাত্মজ্ঞান বৃদ্ধি করে অপরদিকে তেমন আসক্তি (তৃষ্ণা), সুখ, নিত্যতা এবং সারবত্তা নির্মূল করে।

সংক্ষেপে স্মৃত্যুপস্থানের আলম্বন হল—নাম ও রূপ। প্রথমতঃ স্মৃত্যুপস্থানের বিষয় হল—রূপ; শ্বাস-প্রশ্বাসকেও রূপের মধ্যে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্মৃত্যুপস্থান বিভিন্ন প্রকারের বেদনা এবং চিন্তার বিষয। চতুর্থটি নাম-রূপ উভয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে ধর্ম শব্দ (ইংরেজীতে বা বাংলায়) অনুবাদ করা দুরূহ। তাই ভুল অর্থগ্রহণ প্রতিরোধের জন্য পালি শব্দ 'ধর্ম' বা 'ধম্ম'ই বাখা হল।

এ বিষযে আরও বিশেষ জ্ঞান লাভেব জন্য **সতিপট্ঠান সূত্র** এবং অর্থকথা পাঠ করুন।

৩০. সম্মপ্পধান : সম্যকপ্রধান—এক বীর্য চৈতসিক চার কৃত্য সম্পাদন করে।

৩১. ইদ্ধিপাদ—ইহা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা বা অসাধারণ (অতি মানবিক) শক্তি লাভেব উপাযকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে চার ঋদ্ধিপাদ লোকোত্তর চিত্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। ছন্দ চৈতসিক হল—কাজ করার ইচ্ছা। বীর্য চার সম্যক্ প্রধানকে নির্দেশ করে। চিত্ত বলতে লোকোত্তর চিত্তকে বুঝায়। মীমাংসা হল লোকোত্তর

চিত্তে বিদ্যমান প্রজ্ঞা। লোকোত্তর চিত্তে যখন এ চার বিষয় বিদ্যমান থাকে তখন তাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৩২. ইন্দ্রিয় এবং বল—উভয়ই একার্থবোধক যদিও তাদের ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করা হয়।

৩৩. সম্বোজ্ঝঙ্গ—সম্=উন্নত, উত্তম; বোধি=বিমুক্তিজ্ঞান বা যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট; অঙ্গ=অবয়ব (অংশ)। এখানে ধর্মবিচয় অর্থে নাম-রূপকে যথাভূতরূপে দর্শন। ইহা বিদর্শন। পস্সদ্ধি বা প্রশান্তি বলতে কায় ও চিত্ত প্রশান্তি। উভয়কে বুঝায়। উপেক্ষা বলতে উপেক্ষা সংবেদন (বেদনা)কে বুঝায় না বরঞ্চ তা মানসিক প্রশান্তি রূপ তত্রমধ্যস্থতাকে বুঝায়। ধর্মবিচয় (বিচার), বীর্য এবং প্রীতি স্ত্যানমিদ্ধ প্রতিপক্ষ; প্রশান্তি (প্রশ্রদ্ধি), সমাধি এবং উপেক্ষা ঔদ্ধত্য প্রতিপক্ষ।

৩৪ মগ্গঙ্গানি—অর্থকথা অনুসারে মার্গ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা যে মার্গ নির্বাণ প্রত্যাশীগণ অনুসরণ করেন বা যা ক্লেশ ধ্বংস করে—তা'ই মার্গ। (নিব্বানত্থিকেহি মগ্গীযতী'তি বা কিলেসে মারেন্তো গচ্ছতী'তি মগ্গো)। মার্গের এ সংজ্ঞা সাধারণ মার্গ থেকো আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গকে যে নির্দেশ করে তা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়।

প্রকৃতপক্ষে আট অঙ্গ লোকোত্তর চিত্তে সম্মিলিত আট চৈতসিক যার আলম্বন হল নির্বাণ।

সম্মাদিট্ঠি—শুদ্ধদৃষ্টি, শুদ্ধমত, শুদ্ধবিশ্বাস, শুদ্ধজ্ঞান। সম্যকদৃষ্টিকে চতুরার্য-সত্য জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্য অর্থে—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিষযে যথাযথ জ্ঞান বা বস্তু বিষয়ে যথাভূত জ্ঞান।' অভিধর্ম অনুসারে ইহা প্রজ্ঞা চৈতসিক যা অবিদ্যা বিনাশ করে। সকল কর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইহা (দৃষ্টি) প্রথমে স্থাপন করা হয়েছে। শুদ্ধদৃষ্টি শুদ্ধসঙ্কল্প (চিন্তা) সঞ্চার করে।

সম্মাসঙ্কপ্প—সম্যক্ চিন্তা, অভিলাষ, ইচ্ছা ইত্যাদি। অভিধর্ম অনুসাবে ইহা বিতর্ক (প্রস্থাপন) চৈতসিক যা নৈষ্ক্রম্য (ত্যাগ), অব্যাপাদ এবং অবিহিংসা অনুশীলন মাধ্যমে কাম, ব্যাপাদ, এবং হিংসাকে নির্মূল করে মনকে নির্বাণমুখী করে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম দুই অঙ্গ প্রজ্ঞার অন্তর্গত। সম্যক সঙ্কল্পই শুদ্ধবাক্য, শুদ্ধকর্ম এবং শুদ্ধ জীবিকার প্রতি পবিচালনা করে। এই তিনটি শীলেব অন্তর্গত।

সম্মাবাচা—সম্যক্ বাক্য হল—মিথ্যা, পিশুন (নিন্দাসূচক বাক্য), কর্কশ এবং বৃথালাপ থেকে বিরতি।

সম্মাকম্মন্ত—হত্যা, চুরি এবং মিথ্যাকামাচার থেকে বিরতি।

সম্মাজীব—দুই প্রকার। ইহা ভিক্ষু এবং গৃহীগণের সম্যক্ জীবিকা। গৃহীগণের পক্ষে (শীল পালন ত উচিতই) তদুপরি অস্ত্র, কৃতদাস, নেশাদ্রব্য, হত্যাব জন্য পশু এবং বিষ বাণিজ্য নিষিদ্ধ)।

তিন বিরতি চৈতসিক উক্ত তিন মার্গাঙ্গে বিদ্যমান।

সম্মাবাযাম—পূর্বোক্ত চার প্রধান বা প্রচেষ্টাকে বুঝায।

সম্মাসতি—ইহা পূর্বোক্ত চাব স্মৃত্যুপস্থান।

সম্মাসমাধি—ইহা চিত্তের সমাধি বা একাগ্রতা। ইহা একাগ্রতা চৈতসিক।

এই শেষ তিন মার্গাঙ্গ সমাধির অন্তর্গত।

৩৫. বিরিয়ঃ বীর্য বলতে বুঝায়—৪ প্রধান, ১ ঋদ্ধিপাদ, ১. ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১. সম্যক বীর্য।

স্মৃতি বলতে বুঝায়—৪ স্মৃত্যুপস্থান, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১ সম্যক স্মৃতি।

সমাধি বলতে বুঝায—১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ, ১ সম্যক সমাধি।

প্রজ্ঞা বলতে বুঝায়—১ ঋদ্ধিপাদ, ১ ইন্দ্রিয়, ১ বল, ১ বোধ্যঙ্গ এবং ১ সম্যক্দৃষ্টি। অর্থাৎ বীর্য—স্মৃতি—সমাধি প্রজ্ঞা ততবার তন্মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে (বা-উক্ত হয়েছে)।

শ্রদ্ধা দুবার এরূপে উক্ত হয়েছে—১ বার ইন্দ্রিযের মধ্যে এবং ১ বার বলের মধ্যে।

যখন দ্বিতীয় ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্তব চিত্ত লাভ হয তখন 'বিতর্ক' থাকে না। চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্যানকে ভিত্তি করে লোকোত্তর চিত্ত লাভ হলে প্রীতি থাকেনা।

৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম কেবল লোকোত্তর চিত্তে বিদ্যমান থাকে কিন্তু লোকীয চিত্তেও কোন কোন সময় চিত্ত বিশেষে উৎপন্ন হয।

বোধিপক্ষীয় সংগ্রহ

নক্সা নং ১৫

৪ স্মৃত্যুপস্থান | ৪ সম্যক্‌-প্রধান | ৪ ঋদ্ধিপাদ | ৫ ইন্দ্রিয় | ৫ বল | ৭ বোধ্যঙ্গ | ৮ মার্গাঙ্গ

১ বিরিয—শ্রদ্ধা ৯

২ সতি—স্মৃতি ৮

৩ পঞ্ঞা—প্রজ্ঞা ৫

৪ সমাধি সমাধি ৪

৫ সদ্ধা—শ্রদ্ধা ২

৬ সঙ্কপ্প—সঙ্কল্প ১

৭ পস্‌সদ্ধি—প্রশান্তি ১

৮ পীতি-প্রীতি ১

৯ উপেক্‌খা-উপেক্ষা ১

১০ ছন্দ—ছন্দ ১

১১ চিত্ত—চিত্ত ১

১২ সম্মাবাচা —সম্যক্‌বাক্য

১৩ সম্মাকম্মন্তো —সম্যক্‌কর্ম বিরতি সমূহ ... ১

১৪ সম্মাজীবো —সম্যক্‌আজীব ... ১

সব্বসঙ্গহো

৫. (১) সব্বসঙ্গহে—পঞ্চক্খন্ধো: রূপক্খন্ধো, বেদনাক্খন্ধো, সঞ্ঞাক্খন্ধো, সঙ্খারক্খন্ধো, বিঞ্ঞাণক্খন্ধো।

(২) পঞ্চুপাদানক্খন্ধা—রূপুপাদানক্খন্ধো, বেদনূপাদানক্খন্ধো, সঞ্ঞূপাদানক্খন্ধো, সঙ্খারূপাদানক্খন্ধো, বিঞ্ঞাণূপাদান-ক্খন্ধো।

(৩) দ্বাদসাযতনানি—চক্খুআযতনং, সোতাযতনহং, ঘাণাযতনং, জিব্হাআযতনং, কাযাযতনং, মনাযতনং, রূপাযতনং, সদ্দাযতনং, গন্ধাযতনং, রসাযতনং, ফোট্ঠব্বাযতনং, ধম্মাযতনং।

(৪) অট্ঠারসধাতুযো—চক্খুধাতু, সোতধাতু, ঘাণধাতু, জিব্হাধাতু, কাযধাতু, রূপধাতু, সদ্দধাতু, গন্ধধাতু, রসধাতু, ফোট্ঠব্বধাতু, চক্খুবিঞ্ঞাণধাতু, সোতবিঞ্ঞাণধাতু, ঘাণ-বিঞ্ঞাণধাতু, জিব্হাবিঞ্ঞাণধাতু, কাযবিঞ্ঞাণধাতু, মনো-ধাতু, ধম্মধাতু, মনোবিঞ্ঞাণধাতু।

(৫) চত্তারি অরিযসচ্চানি—দুক্খং অরিযসচ্চং, দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং, দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং, দুক্খনিরোধগামিনিপটিপদা অরিযসচ্চং।

এত্থ পন চেতসিকা—সুখুমরূপ—নিব্বানবসেন একূনসত্ততি ধম্মা ধম্মাযতনধম্মধাতূতি সঙ্খ্যং গচ্ছন্তি। মনাযতনং এব সত্তবিঞ্ঞাণধাতুবসেন ভিজ্জতি।

(ক) রূপঞ্চ বেদনা সঞ্ঞা সেসা চেতসিকা তথা
বিঞ্ঞাণং ইতি পঞ্চে' তে পঞ্চক্খন্ধা তি ভাসিতা।

(খ) পঞ্চ' উপাদানক্খন্ধা' তি তথা তেভূমকা মতা
ভেদাভাবেন নিব্বানং খন্ধসঙ্গহ' নিস্সটং।

(গ) দ্বারালম্বনভেদেন ভবন্তাযতনানি চ
দ্বারালম্বতদুপ্পন্নপরিযাযেন ধাতুযো

(ঘ) দুক্খং তেভূমকং বট্টং তণ্হাসমুদযো ভবে
নিরোধো নাম নিব্বানং মগ্গো লোকুত্তরো মতো।

(৬) মগ্‌গযুত্তা ফলা চ' এব-চতুস্‌সচ্‌চবিনিস্‌সটা

ইতি পঞ্চপ্‌পভেদেন পবুত্তো সব্‌বসঙ্গহো।

ইতি অভিধম্মত্থসঙ্গহে সমুচ্চ্‌চযসঙ্গহবিভাগো নাম সত্তমপরি-চ্‌ছেদো।

সর্বসংগ্রহ (৩৬)

৫. সর্বসংগ্রহে নিম্ন বিষয়গুলি সংগৃহীত :—

১. পাঁচস্কন্ধ (৩৭)—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, (৩৮), বিজ্ঞান-স্কন্ধ।

২. পাঁচ-উপাদান-স্কন্ধ (৩৯)—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানোপাদান স্কন্ধ।

৩. বার আয়তন (৪০)—চক্ষু (৪১), শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য, ধর্মায়তন। (প্রথম পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং পরের পাঁচটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়)।

৪. আঠার ধাতু (৪৩)—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য, ধর্ম। চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান (৪৪), মনোবিজ্ঞান ধাতু (৪৫)।

৫. চার আর্যসত্য (৪৬)—দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের উৎপত্তি আর্য-সত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধমার্গ আর্যসত্য।

এখানে ৫২ চৈতসিক, ১৬ সূক্ষ্মরূপ এবং নির্বাণ সহ ৬৯ প্রকার ধর্মই ধর্মায়তন এবং ধর্মধাতু এবং মনায়তনকে সাতপ্রকার বিজ্ঞানধাতু রূপে বিভক্ত করা হয়েছে। (যথা : চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মনোধাতু এবং মনোবিজ্ঞানধাতু)।

(ক) রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, অবশিষ্ট চৈতসিকগুলি এবং (সংস্কার) বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

(খ) তিন ভূমিব সঙ্গে যুক্ত স্কন্ধগুলি পঞ্চ-উপাদান বা পঞ্চোপাদান স্কন্ধ বলা হয়। নির্বাণকে (অতীত, বর্তমান এবং অনাগত) রূপে ভেদাভেদ করা যায় না তাই নির্বাণ উপাদানস্কন্ধ বহির্ভূত।

(গ) দ্বার এবং আলম্বন ভেদে আয়তন ১২ প্রকার হয়। দ্বার আলম্বন এবং তদুৎপন্ন ফল নিযে ধাতু-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়।

(ঘ) ত্রিভূমিতে আর্বত (জন্মই) দুঃখ। তৃষ্ণার সমুদাই দুঃখের কারণ। নির্বাণই সর্বদুঃখের নিরোধ। মার্গই লোকোত্তর।

৬. চৈতসিক সংযুক্ত মার্গ এবং ফল চার আর্যসত্য বিনির্মুক্তি। এরূপে সর্বসংগ্রহ পাঁচ বিভাগে পবিব্যক্ত।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ সংগ্রহে সমুচ্চয সংগ্রহ নামক সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা—

৩৬. সমুচ্চয সংগ্রহে স্কন্ধাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৩৭. খন্ধ ঃ স্কন্ধ অর্থে গুচ্ছ, পুঞ্জ, সমাহার বুঝায়। বুদ্ধ জীবকে পাঁচ স্কন্ধের সমাহার রূপে বিশ্লেষণ করেছেন। অতীত, বর্তমান এবং অনাগত রূপ সমূহকে একত্রে রূপস্কন্ধ বলেছেন। অন্য চার স্কন্ধকেও সেরূপে হৃদযঙ্গম করতে হবে।

৩৮. সঙ্খার শব্দকে এখানে এক বিশেষ অর্থ ব্যবহার করা হযেছে। ৫২ চৈতসিকের মধ্যে একটি বেদনা এবং অপরটি সংজ্ঞা। অবশিষ্ট ৫০ চৈতসিককে একত্রে সংস্কার বলা হয়। মানসিক গঠন, প্রবণতা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার দ্বারা সংস্কার শব্দেব প্রকৃত অনুবাদ হয় না, অর্থও বুঝায় না। এমন কি 'ইচ্ছাকৃত কর্ম' শব্দ ব্যবহার করলেও সংস্কারেব যথার্থ অনুবাদ হয় না।

'চৈতসিক' কিন্তু অতীব সাধারণ প্রতিশব্দ কিন্তু তা ভুল অর্থ-বোধক নয।

৩৯. উপাদানক্খন্ধ ঃ উপাদানস্কন্ধ—এগুলি আলম্বনের প্রতি আসক্তি বা তৃষ্ণা উৎপাদন করে, তাই এ নামে অভিহিত কবা হয়। আট লোকোত্তর চিত্ত, তদন্তর্গত চৈতসিক এবং দশ রূপগুণ কর্মজ নয় তাই তাবা উপাদানস্কন্ধ নয।

৪০. আয়তন অর্থে পরিধি, ক্ষেত্র ভিত্তি বুঝায়।

৪১. চক্খাযতন—অর্থে চক্ষুর সংবেদনশীল অংশ যা চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়কে প্রতিগ্রহণ করে তাকে বুঝায়। অন্যান্য চার ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেরূপভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

৪২. মনাযতন—কায়িক অঙ্গ (বা ইন্দ্রিয়ের) ন্যায় মনের কোন বিশেষ অঙ্গ নেই। মনায়তন বলতে মনোদ্বারাবর্তন এবং তৎসঙ্গে পূর্ববর্তী ভবাঙ্গ উপচ্ছেদকেও নির্দেশ করে। (প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।

৪৩. ধাতু—যা স্বকীয় লক্ষণ ধারণ করে তা'ই ধাতু।

৪৪. ধম্মধাতু : ধর্মধাতু ধর্মায়তনের সমার্থবোধক শব্দ কিন্তু ধম্মারম্মণ (ধর্মালম্বন) থেকে ভিন্ন অর্থবোধক কারণ চিত্ত, প্রজ্ঞপ্তি (পঞ্ঞত্তি) এবং প্রসাদরূপ ধর্মালম্বনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪৫. মনোবিঞ্ঞাণধাতু : মনোবিজ্ঞানধাতু—৮৯ প্রকার চিত্তের মধ্যে দ্বিপঞ্চবিজ্ঞান এবং তিন মনোধাতু (অর্থাৎ দুই প্রকার সম্প্রতীচ্ছন চিত্ত এবং পঞ্চদ্বারাবর্তন বর্জিত) ৭৬ প্রকার চিত্তকে (মনোবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানধাতুরূপে গণ্য করা হয়।

৪৬. অরিযসচ্চ : আর্যসত্য—পালি শব্দ 'সচ্চ' অর্থে বুঝায়। 'যথাভূত' অর্থাৎ 'যে যা তাই।' সংস্কৃত 'সত্য' অর্থে হয়—'অখণ্ডনীয় সত্য।' বুদ্ধ জীবের জীবন সম্পর্কিত এরূপ চার সত্য প্রচার করেছেন। তাদের আর্যসত্য বলা হয়। কারণ সে সত্য আবিলতা-হীন মহান আর্য বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথম আর্যসত্য হল—দুঃখ। বেদনা হিসেবে দুঃখ হল—যা সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর। বস্তুনিরপেক্ষ সত্য হিসেবে দুঃখ ঘৃণ্য (দু) শূন্যতা (খ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। জগৎ দুঃখে স্থিত—তাই ঘৃণ্য। দুঃখ-সত্যবিহীন তাই শূন্য। সে কারণে দুঃখের অর্থ হয়—ঘৃণ্য শূন্যতা।

দুঃখের উৎপত্তির কারণ তৃষ্ণা যা বারবার পুনর্জন্মদায়ী। তৃতীয় আর্যসত্য হল নির্বাণ যা ইহজন্মে তৃষ্ণাক্ষয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। চতুর্থ আর্যসত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা মধ্যপথ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পচ্চয-সঙ্গহ-বিভাগো

১ যেসং সঙ্খতধম্মানং যে ধম্মা পচ্চযা যথা
তং বিভাগং হি' দানি পবক্খামি যথাবহং।

২. পটিচ্চ-সমুপ্পাদনযো, পট্ঠাননযো, চা'তি
পচ্চযসঙ্গহো দুবিধো বেদিতব্বো।
তত্থ তব্ভাবভাবীভাবাকারমত্তোপলক্খিতো পটিচ্চসমুপ্পাদনযো।
পট্ঠাননযো পন আহচ্চপচ্চযট্ঠিতং আরব্ভ পবুচ্চতি। উভযং পন
বোমিস্সেত্বা পপঞ্চেন্তি আচরিযা।

তত্থ অবিজ্জা-পচ্চযা সঙ্খারা, সঙ্খারা-পচ্চযা বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণ-পচ্চযা নামরূপং, নামরূপ-পচ্চযা সল্লাযতনং, সল্লাযতন-পচ্চযা ফস্সো, ফস্স-পচ্চযা বেদনা, বেদনা-পচ্চযা তণ্হা, তণ্হা-পচ্চযা উপাদানং, উপাদান-পচ্চযা ভবো, ভব-পচ্চযা জাতি, জাতি-পচ্চযা জরা-মরণ সোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্স' উপাযাসা সম্ভবন্তি। এবং' এতস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স সমুদযো হোতী'তি অযং' এত্থ পটিচ্চসমুপ্পাদনযো।

তত্থ তযো অদ্ধা, দ্বাদসঙ্গানি, বীসতাকারা, তিসন্ধি, চতুসঙ্খেপো, তীনি বট্টানি, দ্বে মূলানি চ বেদিতব্বানি।

কথং? অবিজ্জা, সঙখারা অতীতো অদ্ধা, জাতি, জরা, মরণং, অনাগতো অদ্ধা, মজ্ঝে অট্ঠ পচ্চুপ্পন্না অদ্ধা'তি তযো অদ্ধা।

অবিজ্জা, সঙখারা, বিঞ্ঞাণং, নাম-রূপং, সল্লাযতনং, ফস্সো, বেদনা, তণ্হা, উপাদানং, ভবো, জাতি, জরামরণং'তি দ্বাদসঙ্গানি। সোকাদিবচনং পন' এত্থ নিস্সন্দফলনিদস্সনং।

অবিজ্জাসঙখারগ্গহণেন পন' এত্থ তণ্হুপাদানভবো পি গহিতা ভবন্তি। তথা তণ্হুপাদানভবগ্গহণেন চ অবিজ্জাসঙখারা, জাতিজরামরণগ্গহণেন চ বিঞ্ঞাণাদিফলপঞ্চকম' এব গহিতন্তি কত্বা,

অতীতে হেতবো পঞ্চ ইদানি ফলপঞ্চকং

ইদানি হেতবো পঞ্চ আযতিং ফলপঞ্চকন্তি।
বীসতাকাবা, তিসন্ধি. চতুসঙ্‌খেপো চ ভবন্তি।

অবিজ্‌জা-তণ্‌হুপাদানা চ কিলেসবট্‌টং ; কম্‌মভব-সঙ্‌খাতো ভব' একদেসো, সঙ্‌খাবা চ কম্‌মবট্‌টং ; উপ্‌পত্তি ভব সঙ্‌খাতো ভব' একদেসো, অবসেসা চ বিপাকবট্‌টন্তি তীনি বট্‌টানি।

অবিজ্‌জাতণ্‌হাবসেন দ্বে মূলানি চ বেদিতব্‌বানি।

১. তেসমেব চ মূলানং নিবোধেন নিরুজ্‌ঝতি
জবামরণমুচ্‌ছায পীলিতানং অভিণ্‌হসো
আসবানং সমুপ্‌পাদা অবিজ্‌জা চ পবত্ততি।

২. বট্‌টমাবন্ধম্‌ ইচ্‌চেবং তেভূমকং অনাদিকং
পটিচ্‌চসমুপ্‌পাদো'তি পট্‌ঠপেসি মহামুনি।

প্রত্যয় সংগ্রহ বিভাগ

১ এবাব আমি যথাযথভাবে কি প্রকারে প্রত্যয তত্তুৎপন্ন বিষয়েব (১) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তা বর্ণনা করব।

২. প্রত্যয় সংগ্রহ দু'প্রকাবেব হয়ে থাকে :

(১) প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি (২) এবং (২) প্রস্থান-নীতি (৩) অনুসাবে।

এই দুই নীতিব মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতিব বৈশিষ্ট্য হল—সেই সেই প্রত্যয় ধর্মেব নির্ভরতায এই এই প্রত্যযোৎপন্ন ধর্ম (৪) উৎপন্ন হয়।

পরস্পর নির্ভবশীল প্রত্যয-বিচাবই প্রস্থান নীতি। আচার্যগণ এই দুই নীতিকে সংমিশ্রিত কবে বিশ্লেষণ করেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ-নীতি

১-২. অবিদ্যাব (৫) প্রত্যয়ে সংস্কার (৬),
৩. সংস্কাবের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান (৭),
৪. (প্রতিসন্ধি) বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ (৮),
৫. নাম-রূপেব প্রত্যয়ে ষডায়তন (৯),
৬ ষডায়তনেব প্রত্যয়ে স্পর্শ (১০),
৭. স্পর্শেব প্রত্যয়ে বেদনা (১১),

৮ বেদনাব প্রত্যযে তৃষ্ণা (১২),

৯ তৃষ্ণাব প্রত্যয়ে উপাদাম (১৩),

১০ উপাদানেব প্রত্যযে ভব (১৪),

১১. ভবেব প্রত্যযে জাতি (জন্ম) (১৫),

১২ জাতি বা (জন্মেব) প্রত্যযে জবা-মবণ-শোক-পবিদেবন (পবিতাপ), দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপাযাস (নৈবাশ্য) উৎপন্ন হয। এরূপে সমগ্র দুঃখবাশি উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি।

এই নীতিতে ১ তিনকাল ২ বাব অঙ্গ ৩. বিশ আকাব ৪ তিন সন্ধি ৫ চাব সংক্ষেপ (গুচ্ছ) ৬ তিন বৃত্ত এবং ৭. (কর্মেব) দুই মূল বিদ্যমান। এভাবেই তা জানতে হবে।

তা কি প্রকাবে হয ?

১ তিন কাল—অবিদ্যা এবং সংস্কাব অতীতকাল। জন্ম-জবা-মবণ ভবিষ্যৎ কাল। মধ্যবর্তী আট অঙ্গ বর্তমান কাল।

২ বাব অঙ্গ—১ অবিদ্যা, ২ সংস্কাব (কুশল-অকুশল কর্ম), ৩. বিজ্ঞান, ৪ নাম-রূপ ৫. ষডাযতন ৬ স্পর্শ ৭ বেদনা ৮. তৃষ্ণা ৯ উপাদান ১০. ভব ১১. জন্ম ১২ জবা-মবণ-শোক প্রভৃতি জন্ম-জনিত ফল।

৩ ৪ ৫ —(১) এখানে অবিদ্যা ও সংস্কাব যখন গ্রহণ কবা হয তখন তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভবকেও গ্রহণ কবা হয়। (২) সে প্রকারে তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব গৃহীত হযে অবিদ্যা এবং সংস্কাবকেও গৃহীত কবা হযেছে। (৩) জন্ম, জবা, মবণ গৃহীত হয়ে বিজ্ঞান প্রভৃতি পাঁচ ফলও গৃহীত হয।

এ প্রকাবে অতীতেব পাঁচ হেতু বর্তমানেব পাঁচ ফল,
বর্তমানেব পাঁচ হেতু, ভাবীকালেব পাঁচ ফল হয়ে দাঁডায়।

এরূপে বিশ আকাব, তিন সন্ধি এবং চাব সংক্ষেপ হয়।

৬ তিন বৃত্ত :—(১) অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান—ক্লেশ বৃত্ত। (২) ভবের 'কর্মভব' নামক একাংশ এবং (কুশল-অকুশল) সংস্কাব—কর্মবৃত্ত। (৩) ভবের 'উৎপত্তি ভব' নামক অপর অংশ এবং অবশিষ্ট অঙ্গ সমূহ—বিপাকবৃত্ত।

---

১. ১৬নং ১৭নং নক্সা দেখুন।

৬ জীবন-চক্র

নক্সা নং ১৬

প্রতীত্য সমুৎপাদ কারণ-নির্ভর উৎপত্তি

নক্সা নং ১৭
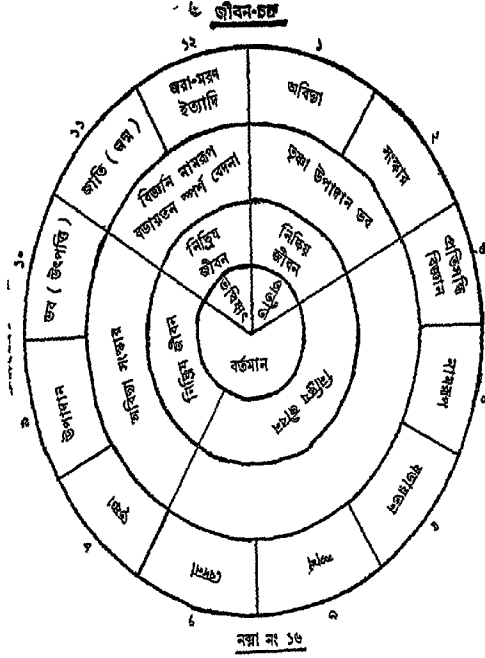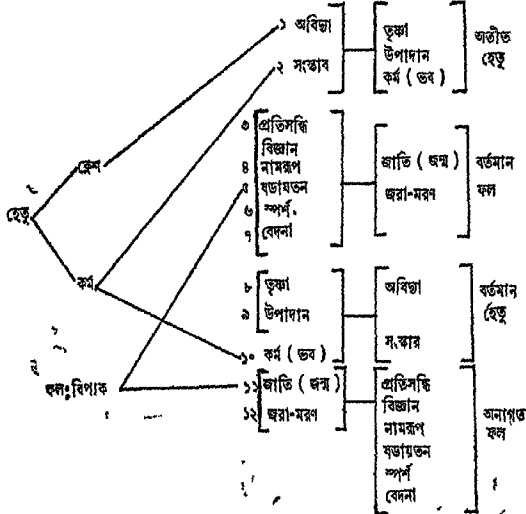
৭. দুই মূল (১)—অবিদ্যা ও তৃষ্ণা।

দুই মূল ছিন্ন হলে তিন বৃত্তও রুদ্ধ হয।

জরা-মরণ প্রপীড়িত সত্ত্বগণের আসবাদি (১৭) উৎপন্ন হলে পুনঃ অবিদ্যারও প্রবর্তন হয়।

মহামুনি (বুদ্ধ) আদি-বর্জিত ত্রিভৌম ত্রিবৃত্ত রূপ বন্ধনযুক্ত প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রস্থাপন করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—

(১) **সঙ্খারধম্মানং**—পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত কারণবদ্ধ (বা কারণ-নির্ভর) নামরূপ।

(২) **পটিচ্চসমুপ্পাদ**[১]—পটিচ্চ=কারণ-বশতঃ হেতু প্রভাবে, সমুপ্পাদ-উৎপত্তি। সাধারণ অর্থে কারণ-বশতঃ, উৎপত্তি বা হেতু প্রভাবে উৎপত্তি; প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির পরস্পর নির্ভরশীল বার অঙ্গের কারণ ও ফল যাকে প্রত্যয় বা প্রত্যয়োৎপন্ন বলা হয।

সোযে জান্ আউঙ্গ এর মতে পটিচ্চসমুপ্পাদনয অর্থে—কারণ-নির্ভর ঘটনা নীতিকে বুঝায।

এ পরিচ্ছেদে প্রতীত্যসমুৎপাদকে বিশুদ্ধিমার্গের ন্যায় পট্ঠাননয়ের সঙ্গে মিশ্রিত করা হযনি।

(৩) **পট্ঠাননয়**[২]—সিংহলী অর্থকথা অনুসারে 'প' উপসর্গের অর্থ হল—নানা প্রকার। লেডি সেযাদ বলেন—প্রধান। 'ঠান' শব্দের অর্থ হল কারণ' বা 'প্রত্যয' যার ভাষান্তরে অর্থ দাঁড়ায—উপকারকধর্ম (সাহায্যকারী বা সমর্থনকারী কারণ।) প্রধান কারণ বিষযক বিস্তৃত বর্ণনা **পট্ঠানপকরণ** পুস্তকে নিহিত আছে। ইহা অভিধর্ম পিটকের সপ্তম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে যে নীতি সন্নিবেশিত হযেছে তাকে পট্ঠাননয বলা হয়।

এই উভয় নযের ভিন্নতা নিম্নরূপে হৃদযঙ্গম করতে হবে :—

(১) ক এর কারণে খ উৎপন্ন হয। খ এর কারণে গ উৎপন্ন হয়। যখন ক থাকেনা তখন খও থাকে না। যখন খও নেই তখন গও থাকেনা। অন্য

---

১ see The Buddha and his teachings p 418—431

২ see Journal of the Pali Text Society, 1915-1916 pp 21-53

প্রকার—এই কারণ বিদ্যমান থাকলে, এই ফল উৎপন্ন হয়ঃ এই কারণ বিদ্যমান না থাকলে, এই ফল উৎপন্ন হয় না। (ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি; ইমস্মিং অসতি, ইদং ন হোতি)। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদনয়।

(২) যখন আমরা বলি ক সহ-অবস্থান এবং পরস্পর নির্ভরশীলরূপে খ এর সঙ্গে সম্পর্কিত তখন আমরা পট্‌ঠাননয়ের দৃষ্টান্ত পাই।

(৪) **তব্‌ভাবভাবীভাবাকারমত্ত**—ভাবাকারমত্ত=এক ধর্মের উৎপত্তি; তব্‌ভাবভাবী=পূর্ব প্রত্যয় ধর্মের নির্ভরতায়।

(৫) **অবিজ্‌জা**—অবিদ্যা—অজ্ঞানতা অর্থাৎ চার আর্যসত্য বিষয়ে অজ্ঞতা। ইহাকে এ অর্থেও ব্যাখ্যা করা হয়—যা জীবগণকে অন্তহীন সংসার আবর্তনে প্রবর্তন করায় (অন্তবিরহিতে সংসারে সত্তে জবাপেতি)। তাতে যে বিপাক উৎপন্ন হয় তা'ই প্রত্যয় বা কারণ, যখন অবিদ্যার অবসান হয় তখন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং কার্য কারণ সম্বন্ধ অর্হৎ এবং বুদ্ধগণের ন্যায় ধ্বংস হয়।

(৬) **সঙ্খার ঃ সংস্কার**—ইহা এক বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক শব্দ যাকে সে পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। এখানে সংস্কারকে অকুশল, কুশল, আনেঞ্জ (অবিচলিত) চেতনা যা কর্মে রূপান্তরিত হয় এবং পুনর্জন্ম প্রদান করে তাকেই বুঝায়। অকুশল চেতনা ১২ প্রকার অকুশল চিত্তকে বুঝায়। কুশল চেতনা ৮ প্রকার কুশল চিত্ত এবং ৫ প্রকার কুশল রূপধ্যান চিত্তকে এবং আনেঞ্জ চেতনা ৪ প্রকার কুশল অরূপধ্যান চিত্তকে নির্দেশ করে। ইংরেজী ভাষায় সংস্কারের অর্থবহ কোন প্রতিশব্দ নেই। সংস্কার পঞ্চস্কন্ধের একটি এবং বেদনা এবং সংজ্ঞা ব্যতীত অপর ৫০ চৈতসিককে সংস্কার বলা হয়।

চার লোকোত্তর মার্গচিত্ত সংস্কার নয় কারণ লোকোত্তর চিত্তগুলি অবিদ্যা-বিনাশী। লোকোত্তর চিত্তে প্রজ্ঞার আধিপত্যই প্রধান এবং ইচ্ছাকৃত চেতনা লোকীয় চিত্ত সমূহে প্রাধান্য লাভ করে।

অকুশল কর্মে অবিদ্যার আধিপত্যই প্রমুখ এবং কুশল এবং অকুশল উভয়কর্ম অবিদ্যার কারণেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

(৭) **বিঞ্ঞাণ ঃ বিজ্ঞান**—প্রকৃতপক্ষে ১৯ প্রকার প্রতিসন্ধি চিত্তকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ৩২ প্রকার বিপাক চিত্ত যা জীবন প্রবর্তন কালে অনুভূত হয় তাও বিজ্ঞান এর অন্তর্গত।

প্রতিসন্ধি চিত্ত মাতৃগর্ভে পিতার শুক্র এবং মাতার ডিম্বকোষের সঙ্গে সম্মিলিত

হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। প্রতিসন্ধি চিত্তে অতীত জীবনের সকল সংস্কার, লক্ষণ এবং প্রবৃত্তি সেই বিশেষ ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহে সুপ্ত থাকে।

প্রতিসন্ধি চিত্তকে প্রভাস্বর রূপে ধরে নেওয়া হয় কারণ (অহেতুক বিপাক) ক্ষেত্রে ইহা হয়তঃ লোভ-দ্বেষ মোহ প্রভৃতি অকুশল হেতু বিপ্রযুক্ত অথবা (সহেতুক বিপাক) ক্ষেত্রে ইহা কুশল হেতু সম্প্রযুক্ত।

(৮) **নামরূপ**—এই মিশ্র শব্দকে কেবল নাম, কেবল রূপ এবং সংযুক্তরূপে নাম রূপ হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অরূপ ভূমিতে কেবল মন (নাম), অসংজ্ঞ ভূমিতে কেবল রূপ এবং কাম এবং রূপভূমিতে নাম ও রূপ উভয়ই উৎপন্ন হয়।

এখানে নাম বলতে তিন স্কন্ধকে বুঝায় যথা বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার —যা প্রতিসন্ধিচিত্তের সঙ্গে একত্রে (সহজাত রূপ) উৎপন্ন হয়। রূপ অর্থে তিন দশক[৩] যথা কায়—ভাব—বাস্তরূপ, তাও গর্ভ সঞ্চার ক্ষণে অতীত কর্ম প্রভাবে একসঙ্গে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গ অতীত এবং বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত, অপর-পক্ষে তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্গ সমসাময়িক।

(৯) **সলায়তন ঃ ষড়ায়তন**—ভ্রূণ সংগঠন কালে ছয় ইন্দ্রিয় বহু সম্ভাবনাপূর্ণ কায়-মন ভিত্তিক অবস্থা থেকে ক্রমশঃ আবর্তিত হতে থাকে। অত্যন্ত নগণ্য এবং অপরিমেয় ক্ষুদ্রানু ক্ষুদ্রাংশ থেকে এখন জটিল ষড-ইন্দ্রিয় যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে কোন কর্মকর্তারূপ আত্মা ব্যতীত যন্ত্রচালিতের ন্যায় কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে। সেই

---

৩ **কায় দশক**=ইহার উপাদান হল ঃ পৃথিবী (বিস্তৃতি), আপ (সংসক্তি), তেজ (উষ্ণতা), বায়ু (বেগ), এর চার উপাদানরূপ বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজঃ, জীবিতেন্দ্রিয় এবং কায়।

— **ভাব দশক** এবং **বাস্তুদশক**—এ দুই দশকের মধ্যে উক্ত (কায় ব্যতীত) ৯ দশক এবং যথাক্রমে ভাব এবং বাস্তু (বা হৃদযাসন) রয়েছে। ইহার থেকে প্রমাণ হয় ভাব (স্ত্রী বা পুরুষ ভাব) অতীত কর্ম প্রভাবিত হয়ে গর্ভ সঞ্চার ক্ষণে নির্ধারিত হয়।

এখানে কায় অর্থে দেহের সংবেদনশীল অংশ। ভাব গর্ভ সঞ্চার ক্ষণে বর্দ্ধিত হয়না তবে সে সম্ভাব্যতা সুপ্ত থাকে। হৃদয় বা মস্তিষ্ক যাদের চিত্তের বাস্তু বা ভিত্তি রূপে গ্রহণ করা হয় তাও বর্দ্ধিত হয়না তবে সে সম্ভাব্যতা তার মধ্যে নিহিত থাকে।

ষড়-ইন্দ্রিয় হল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, দেহ এবং মন। প্রথম পাঁচটি সংবেদনশীল পাঁচ ইন্দ্রিয় যার ক্রমবিকাশ হয়। হৃদয়-বাস্তু সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

(১০) **ফস্‌স : স্পর্শ**—প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।

(১১) **বেদনা**—প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন।

(১২) **তণ্‌হা : তৃষ্ণা**—ইহা তিন প্রকার যথা, কামতৃষ্ণা (পঞ্চ ইন্দ্রিয় সুখ কামনা), ভবতৃষ্ণা (কামসুখ ভোগ অবিনশ্বর, এরূপ দৃষ্টি বা ধারণা), এবং বিভব-তৃষ্ণা (কামসুখ ভোগ মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়, এরূপ দৃষ্টি)। শেষোক্তটি জড়বাদ দৃষ্টি।

ভবতৃষ্ণা এবং বিভব তৃষ্ণাকে রূপভূমি এবং অরূপভূমির প্রতি তৃষ্ণারূপেও ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণতঃ এই দুই শব্দ ভবে উৎপত্তি এবং অনুৎপত্তি রূপে অনুবাদ করা হয়।

ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি ছয়—ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা রয়েছে যথা রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ, স্পৃশ্য এবং ধর্ম (বা চিন্তনীয় বিষয়)। তা আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক ভেদে ১২ প্রকার, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ভেদে ৩৬ প্রকার হয়। যখন এই ৩৬ প্রকার তৃষ্ণাকে আবার তিন প্রকার তৃষ্ণা (কামতৃষ্ণ', ভবতৃষ্ণা, বিভবতৃষ্ণা) দিয়ে গুণ করা হয় তখন তৃষ্ণা সংখ্যা ১০৮-এ দাঁড়ায়।

(১৩) **উপাদান**—উপ+আ+দা ধাতু সংগঠিত, দেওয়া। ইহা দৃঢ় তৃষ্ণা, অত্যাসক্তি। তৃষ্ণা চুরির উদ্দেশ্যে অন্ধকারে ভ্রমণের ন্যায়। উপাদান প্রকৃত চুরির সামিল। উপাদান আসক্তি এবং প্রমাদের ফল। ইহা আমি এবং আমার ভাব জাগ্রত করে।

(১৪) **ভব : উৎপত্তি**—ইহা কুশল এবং অকুশল উভয়ই যা কর্ম (কর্মভব) বা কর্মের ফলস্বরূপ উৎপত্তি এবং (উৎপত্তি) বা কর্মের বৃত্তাকার উৎপত্তি উভয়কেই বুঝায়। সংস্কার এবং কর্মভবের মধ্যে পার্থক্য হল—পূর্বটি অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং অপরটি বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্মভবই ভবিষ্যৎ উৎপত্তির কারণ।

(১৫) **জাতি : জন্ম**—প্রকৃতপক্ষে স্কন্ধ সমূহের আবির্ভাব (খন্ধানং পাতু-ভাবো)।

(১৬) **অবিদ্যাকে** প্রথম কারণরূপে দেখান হয়েছে যা বর্তমানকে প্রভাবিত করে। তৃষ্ণা বর্তমান কারণ কিন্তু ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে।

(১৭) **আসব ঃ** আবিলতা পৃথগ্‌জনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং তা'ই অবিদ্যার কারণ।

পট্ঠাননযো

৩ ১ হেতুপচ্চযো ২. আরম্মণপচ্চযো ৩ অধিপতিপচ্চযো ৪ অনন্তর-পচ্চযো ৫ সমনন্তরপচ্চয়ো ৬ সহজাতপচ্চযো ৭ অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞপচ্চযো ৮ নিস্‌সয়-পচ্চযো ৯ উপনিস্‌সযপচ্চযো ১০ পুরেজাতপচ্চযো ১১ পচ্ছাজাতপচ্চযো ১২ আসেবনপচ্চয়ো ১৩ কম্মপচ্চযো ১৪ বিপাকপচ্চযো ১৫ আহারপচ্চযো ১৬ ইন্দ্রিযপচ্চযো ১৭ ঝানপচ্চযো ১৮ মগ্‌গপচ্চযো ১৯ সম্পযুত্তপচ্চযো ২০ বিপ্পযুত্তপচ্চযো ২১ অত্থিপচ্চযো ২২ নত্থিপচ্চযো ২৩ বিগতপচ্চযো ২৪ অবিগতপচ্চযো'তি অযমেত্থপট্ঠাননযো।

১ ছধা নামন্তু নামস্‌স পঞ্চধা নামরূপিনং
একধা পুন রূপস্‌স রূপং নামস্‌স চ' একধা।

২. পঞ্‌ঞত্তিনামরূপানি নামস্‌স দুবিধা দ্বযং
দ্বয়স্‌স নবধা চে'তি ছব্বিধা পচ্চযা কথং।

(ক) অনন্তরনিরুদ্ধা চিত্তচেতসিকা ধম্মা পচ্চুপ্পন্নানং চিত্তচেতসি-কানং অনন্তরসমনন্তরনত্থিবিগতবসেন, পুরিমানি জবনানি পচ্ছিমানং জবনানং আসেবনবসেন, সহজাতা চিত্তচেতসিকা ধম্মা অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং সম্পযুত্তবসেনা'তি ছধা নামং নামস্‌স পচ্চযো হোতি।

(খ) হেতুঝানঙ্গমগ্‌গঙ্গানি সহজাতানং নামরূপানং হেতাদিবসেন, সহজাত-চেতনা সহজাতানং নামরূপানং, নানক্খণিকচেতনা কম্মাভিনিব্বত্তানং নাম-রূপানাং কম্মবসেন, বিপাকক্খন্ধা অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞং সহজাতানং রূপানং বিপাকবসেনাতি চ পঞ্চধা নামং নামরূপানং পচ্চযো হোতি।

(গ) পচ্ছাজাতা চিত্তচেতসিকা ধম্মা পুরেজাতস্‌স ইমস্‌স কায়স্‌স পচ্ছা-জাতবসেনাতি একধা'ব নামং রূপস্‌স পচ্চযো হোতি।

(ঘ) ছবত্থূনি পবত্তিযং সত্তন্নং বিঞ্‌ঞাণধাতূনং, পঞ্চালম্বনানি চ পঞ্চ-বিঞ্‌ঞাণবীথিযা-পুরেজাতবসেনাতি একধা ব রূপং নামস্‌স পচ্চযো হোতি।

পঞ্চবিধো হোতি অধিপচ্চযো অবিগতপচ্চযো। আরম্মণ্-পসিস্সয—বম্ম—অধিপচ্চযেসু চ সব্বে' পি পচ্চযা সমোধানং গচ্ছন্তি।

সহজাতরূপন্তি পন' এথ সব্বথা' পি পবত্তে চিত্তসমুট্ঠানানং পটিসন্ধিযং কটত্তারূপঞ্চ বসেন দুবিধো হোতি বেদিতব্বং।

ইতি তেকালিকা ধম্মা কালমুত্তা চ সম্ভবা
অজ্ঝত্তঞ্চ বহিদ্ধা চ সঙ্খাতাসঙ্খতা তথা
পঞ্ঞত্তিনামরূপানং বসেন তিবিধা ঠিতা
পচ্চযা নাম পট্ঠানে চতুবীসতি সব্বথা'তি

প্রস্থাননীতি

৩. নিম্ন বিষযগুলি প্রস্থাননীতিব প্রত্যয (প্রধান কাবণ) সমূহ :—

১ হেতু (১৮) ২ আলম্বন (১৯) ৩. অধিপতি (২০) ৪ অনন্তব (২১) ৫. সমনন্তব (২১) ৬ সহজাত (২২) ৭ অন্যোন্য (২৩) ৮ নিশ্রয (২৪) ৯ উপনিশ্রয (২৪) ১০ পূর্বজাত (২৫) ১১ পশ্চাৎজাত (২৬) ১২ আসেবন (২৭) ১৩ কর্ম (২৮) ১৪ বিপাক (২৯) ১৫ আহাব (৩০) ১৬ ইন্দ্রিয (৩১) ১৭ ধ্যান (৩২) ১৮ মার্গ (৩৩) ১৯ সম্প্রযুক্ত (৩৪) ২০ বিপ্রযুক্ত (৩৫) ২১. অস্তি (৩৬) ২২ নাস্তি (৩৭) ২৩ বিগত (৩৮) ২৪ অবিগত (৩৮)।

উক্ত ছয প্রকাব প্রত্যয় ছয ভাগে বিভক্ত :—

১. নামেব সঙ্গে নামেব ছয প্রত্যয ২ নামেব সঙ্গে নামরূপেব পাঁচ প্রত্যয ৩ নামেব সঙ্গে রূপেব এক প্রত্যয ৪ রূপেব সঙ্গে নামেব এক প্রত্যয ৫ প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং রূপেব সঙ্গে নামেব দুই প্রত্যয ৬ নামরূপ নামরূপেব সঙ্গে নয় প্রকার। প্রত্যয় দ্বাবা সম্পর্কিত। এরূপে ছয ভাগে বিভক্ত।

কি প্রকাবে সম্পর্কিত ?

(ক) নামেব সঙ্গে নামেব ছয় প্রত্যয : এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিক তদনন্তবে উৎপন্ন বিদ্যমান চিত্ত-চৈতসিকের অনন্তব, সমনন্তব, নাস্তি, বিগত প্রত্যয। পূর্ববর্তী জবন পববর্তী জবনেব আসেবন প্রত্যয় এবং সেইমত চিত্ত-চৈত্তসিক পবস্পব সম্প্রযুক্ত প্রত্যয।

(খ) নামেব সঙ্গে নাম রূপেব পাঁচ প্রকাব প্রত্যয : হেতু, ধ্যানাঙ্গ ও মার্গাঙ্গ

তাদের সহজাত নাম-রূপের সঙ্গে যথাক্রমে ১. হেতু-প্রত্যয় ২. ধ্যান-প্রত্যয় এবং ৩. মার্গ-প্রত্যয়। সহজাত চেতনা সহজাত নাম রূপের সঙ্গে ৪. কর্ম-প্রত্যয়। সেরূপ নানা ক্ষণিক চেতনা কর্মোৎপন্ন নাম-রূপেব কর্ম-প্রত্যয, বিপাকস্কন্ধ পবস্পব বিপাক-প্রত্যয়, সহজাত রূপেরও বিপাক-প্রত্যয।

(গ) নামেব সঙ্গে রূপেব এক প্রকাব প্রত্যয়ঃ যথা পশ্চাৎ জাত চিত্ত-চৈতসিকেব পূর্বজাত এই কাযেব পশ্চাৎ জাত প্রত্যয়।

(ঘ) রূপের সঙ্গে নামেব এক প্রকাব প্রত্যয়ঃ প্রবর্তন কালে ছয বাস্তু সপ্ত-বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত প্রত্যয়; পঞ্চ আলম্বন পঞ্চবিজ্ঞান বীথিব পূর্বজাত-প্রত্যয়।

(ঙ) প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং রূপেব সঙ্গে নামেব দুই যথা আলম্বন এবং উপনিশ্রয প্রত্যয়ঃ আলম্বন রূপ ইত্যাদি সহ ছয় প্রকাব। উপনিশ্রয প্রত্যয তিন প্রকাব যথা আলম্বন—উপনিশ্রব, অনন্তব উপনিশ্রয় এবং প্রকৃতি—উপনিশ্রয।

তাদেব মধ্যে আলম্বন যদি বৃহৎ হয আলম্বনেব উপব গুরুত্ব আবোপ কবা হয। তখন তা আলম্বন উপনিশ্রব। এইমাত্র নিরুদ্ধ চিত্ত-চৈতসিকই অনন্তবোপনিশ্রব। প্রকৃতি উপনিশ্রয নানাপ্রকাব যথা বাগ ইত্যাদি শ্রদ্ধা ইত্যাদি, সুখ, দুঃখ, পুদ্গল, আহাব, ধাতু শযনাসন ইত্যাদি যথাযোগ্য আধ্যাত্মিক এবং বাহিক সমস্তই কুশল ধর্মের প্রকৃতি উপনিশ্রয। কর্মও ইহাব বিপাকেব প্রকৃতি উপনিশ্রয প্রত্যয।

(চ) নাম-রূপ নামরূপের সঙ্গে নব প্রকাব প্রত্যয-সম্পর্কিত যথা ১. অধিপতি ২. সহজাত ৩. অন্যোন্য ৪ নিশ্রয ৫ আহাব ৬ ইন্দ্রিয় ৭ বিপ্রযুক্ত ৮. অস্তি ৯ অবিগত।

১ অধিপতি প্রত্যয দুই প্রকাব যথা ১. যে আলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ কবে গ্রহণ কবা হয, তখন সে আলম্বন চিত্তেব আলম্বনাধিপতি ২. চাব প্রকাব সহজাত-অধিপতি (ছন্দ, চিত্ত, বীর্য, মীমাংসা) সহজাত নাম-রূপেব সহজাত-অধিপতি।

২ সহজাত প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ চিত্ত-চৈতসিক পরস্পব সহজাত প্রত্যয় ২ চাব মহাভূত পবস্পব সহজাত প্রত্যয এবং তদুৎপন্ন রূপেরও সহজাত প্রত্যব ৩ হৃদয়বাস্তু এবং বিপাকচিত্ত প্রতিসন্ধিক্ষণে সহজাত-প্রত্যয।

৩. অন্যোন্য প্রত্যব তিন প্রকাব যথা ১. চিত্ত-চৈতসিক পবস্পর ২. চাব মহাভূত পবস্পব এবং ৩ হৃদয়বাস্তু এবং বিপাকচিত্ত পবস্পব অন্যোন্য প্রত্যয়।

৪ নিশ্রয় প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ চিত্ত-চৈতসিক পরস্পব নিশ্রব প্রত্যয়

এবং সহজাত রূপেবও নিশ্রয় প্রত্যয় ২. চাব মহাভূত পবস্পব নিশ্রয় প্রত্যয় ৩ ছয় বাস্তু সাত-বিজ্ঞান ধাতুর নিশ্রয় প্রত্যয়।

৫. আহাব প্রত্যয় দুই প্রকাব যথা ১ কবলীকৃত আহাব এই রূপকায়েব আহাব প্রত্যয় ২ নাম-আহাব সহজাত নামরূপেব আহাব প্রত্যয়।

৬ ইন্দ্রিয় প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ পঞ্চ ইন্দ্রিযেব পঞ্চ প্রসাদ-রূপ পঞ্চবিজ্ঞানেব ইন্দ্রিয় প্রত্যয় ২ রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় ভূতোৎপন্ন রূপেব ইন্দ্রিয় প্রত্যয় ৩ অরূপ ইন্দ্রিয় সমূহ সহজাত নাম-রূপেব ইন্দ্রিয় প্রত্যয়।

৭ বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় তিন প্রকাব যথা ১ প্রতিসন্ধিক্ষণে হৃদযবাস্তু বিপাক-চিত্তেব সহজাত হযে এবং চিত্ত-চৈতসিক সহজাত রূপেব সহজাত হযে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয় ২ পশ্চাৎ-জাত চিত্ত-চৈতসিক পূর্বজাত এই কাযেব পশ্চাৎ-জাত হযে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয় ৩ প্রবর্তনেব সময ছয বাস্তুরূপ সাত বিজ্ঞান ধাতুব পূর্বজাত হযে বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় হয়।

(ছ) অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় পাঁচ প্রকাব যথা সহজাত, পূর্বজাত, পশ্চাৎ-জাত, কবলীকৃত আহাব এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয়।

২৪ প্রকাব প্রত্যয়কে চাব প্রকাব প্রত্যযেও পবিণত কবা যায় যথা ১ আলম্বন ২ উপনিশ্রয ৩ কর্ম এবং ৪. অস্তি (প্রত্যযে)।

এই প্রত্যয় বর্ণনায 'সহজাত' রূপ বলতে সর্বদা দুই প্রকাব 'সহজাত রূপ' বুঝতে হবে। প্রথমতঃ প্রবর্তনেব সময চিত্তসমুত্থান রূপ' এবং প্রতিসন্ধিব সময় কৃতত্ব রূপ বা পূর্বজন্মকৃত কর্ম দ্বাবা উৎপন্ন রূপ (বুঝতে হবে)।

ত্রিকাল বা কালমুক্ত, আধ্যাত্মিক বা বাহ্যিক, কৃত বা অকৃত লোকীয় বা লোকোত্তব সকল ধর্ম তিন আকাবে যথা প্রজ্ঞপ্তি, নাম এবং রূপ আকাবে স্থিত।

এসকল ধর্ম **পট্ঠানের** মধ্যে ২৪ প্রকাব প্রত্যযেব অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা ঃ—

(১৮) হেতু—প্রত্যয় এখানে কিছু অসুবিধাব সৃষ্টি কবছে। যদ্বাবা কোন একটি ফল প্রকাশিত বা প্রতিফলিত হয, তাই প্রত্যয। অন্য অর্থে—ইহাব কাবণ। তদুপবি ইহাকে উপকাবক বা সহাযক ধর্ম রূপেও ব্যাখ্যা কবা হযেছে। হেতুব সংজ্ঞা হল—যদ্বাবা একটি ফল প্রতিষ্ঠিত বা উৎপন্ন হয। ইহাকে মূল অর্থে (মূলট্ঠেন) ব্যবহাব কবা হযেছে। বৃক্ষমূল হল হেতু সদৃশ আব জল, সাব ইত্যাদি যা বৃক্ষেব

বর্ণনে সাহায্য করে তা হল প্রত্যয়। অভিধর্মে এই দুই সম্বন্ধযুক্ত শব্দের দুই পৃথক অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। সূত্রে কোন প্রকার ভিন্নতা ব্যতিরেকে একার্থবোধক রূপে ব্যবহৃত হয় যেমন (কো হেতু, কো পচ্চযো) হেতু কি, কারণ কি ?

পট্ঠানে ২৪ প্রকার প্রত্যয়ের বর্ণনা আছে এবং হেতু তাদের একটি। হেতু-পচ্চয় বলতে—হেতু নিজেই প্রত্যয় বা হেতু রূপে ইহা প্রত্যয় হয়, এরূপ বুঝায়। ইহাকে উপকার বা কার্যকরী ধর্ম (মূলট্ঠেন উপকারকো ধম্মো) ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার নিকটতম অনুবাদ 'হেতু হিসেবে প্রত্যয় সম্বন্ধ' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (See Compendium P 279 , Journal of Pali text Society, 1915-1916, pp 29-53)।

হেতু সর্বদা মানসিক। তা হল ছয় প্রকার কুশল এবং অকুশল হেতু (প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন)।

(১৯) আরম্মণ—আলম্বন—পূর্বটি অ+রম্, (রমিত হওয়া) ; পরের টি আ+লম্ব (ঝুলে থাকা) ধাতু হতে নিষ্পন্ন। যে বস্তু বা বিষয়ে কর্তা রমিত হয় বা ঝুলে থাকে তাই আরম্মণ বা আলম্বন। সেরূপ ছয় প্রকার আলম্বন আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রূপ চক্ষুবিজ্ঞানের আলম্বন প্রত্যয়। লোকীয় বা লোকোত্তর সব কিছুই মনের আলম্বন হতে পারে।

(২০) অধিপতি—নিজের উপর কর্তৃত্ব বা ইন্দ্রত্ব করা। চার সহজাতাধিপতি হল ছন্দ, চিত্ত, বীর্য এবং মীমাংসা (প্রজ্ঞা), তাদের যে কোন একটি এক সময়ে সহজাত চৈতসিক এবং রূপের সঙ্গে অধিপতি রূপে প্রাধান্য দিয়ে প্রত্যয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। 'চার সহজাতাধিপতির একটিকে প্রাধান্য দিয়ে যখন চিত্ত এবং চৈতসিক উৎপন্ন হয় তখন সেই চিত্ত-চৈতসিক অপর চিত্ত-চৈতসিকের অধিপতি প্রত্যয় হয়।

(২১) অনন্তর ঃ সমনন্তর—অর্থ হিসেবে এ দুইয়ের কোন পার্থক্য নেই। শব্দ-তত্ত্ব অনুসারে তারা পৃথক মাত্র। বৌদ্ধধর্ম অনুসারে একটি চিত্তক্ষণ বিলুপ্ত হয়ে তৎপরবর্তী চিত্তক্ষণ উৎপন্ন করে, পরবর্তী চিত্তক্ষণ পূর্ব বিলুপ্ত চিত্তে নিহিত সকল প্রকার সম্ভাব্যতা উত্তরাধিকার করে। বিলুপ্তমান চিত্তের সঙ্গে উত্তরাধিকারী চিত্তের সম্বন্ধ হল—অনন্তর এবং সমনন্তর।

(২২) সহজাত—চার নামস্কন্ধ (অরূপ স্কন্ধ যথা বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) উৎপত্তির একই সঙ্গে যে বিভিন্ন চৈতসিক এক প্রকার চিত্তে উৎপন্ন হয়,

তখন যে চাব মহাভূত একসঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং প্রতিসন্ধি সময়েব তিন দশকেব একত্রে উৎপত্তি ইত্যাদি সহজাত প্রত্যয় সম্পর্কিত। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিতে যখন স্পর্শ এবং বেদনা কাবণ ও ফল রূপে উৎপন্ন হয়, তাও সহজাত প্রত্যয সম্পর্কিত।

চৈতসিকেব সঙ্গে চৈতসিকেব, চৈতসিকেব সঙ্গে রূপেব, রূপেব সঙ্গে রূপেব, এবং রূপেব সঙ্গে চৈতসিকেব সহজাত প্রত্যয।

(২৩) অঞ্ঞমঞ্ঞ : অন্যোন্য—তেপাযা টেবিলেব তিন পা যেমন পবস্পব অন্যোন্য রূপে সহাযক তেমন চৈতসিক (অরূপস্কন্ধ) এবং রূপ বা রূপস্কন্ধগুলি পবস্পব অন্যোন্য প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত। সহজাত প্রত্যয় এবং অন্যোন্য প্রত্যযকে ভিন্নরূপে বুঝতে হবে। তাবা এক নয। দৃষ্টান্ত : চাব অরূপ (চিত্তজ) স্কন্ধ সহজাত চিত্তেব সঙ্গে এবং মহাভূতোৎপন্ন রূপ (উপাদারূপ) মহাভূত-রূপেব সঙ্গে অন্যোন্য প্রত্যয সম্পর্কিত নহে। তবে নিযম অনুসাবে চিত্ত এবং রূপ পবস্পব অন্যোন্য সম্পর্কযুক্ত।

(২৪) নিস্সয় এবং উপনিস্সয়—(নিশ্রয এবং উপনিশ্রয)—উপ + নি + √ সি ধাতু হতে নিষ্পন্ন, অবস্থিত থাকা। উপ তীব্রতাবোধক উপসর্গ। বৃক্ষ যেমন ভূমিব আশ্রযে অবস্থিত থাকে তেমন অঙ্কনেব জন্যও ক্যানভাস কাপডেব প্রয়োজন। নিশ্রয় প্রত্যয়ও সেরূপ। উপনিশ্রয়কে বলবান নিশ্রয (আশ্রয়) রূপে ব্যাখ্যা কবা হযেছে। ইহাকে বৃষ্টিব সঙ্গে তুলনা কবা হযেছে যাব উপর বৃক্ষেব বৃদ্ধি নির্ভব কবে। সোয়ে জান আউঙ্গ উপনিশ্রয়কে 'পবিপূর্ণ' কারণ রূপে অনুবাদ কবেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় পাঁচ প্রকাব গুরু (গর্হিত) কর্মেব কথা যথা মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি নরকে উৎপত্তিব উপনিশ্রয় প্রত্যয়। শান্ত পবিবেশ, প্রথম বয়সে শিক্ষালাভ ইত্যাদি জীবনে স্বাস্থ্য, অর্থ এবং জ্ঞান অর্জনেব নিশ্রয় প্রত্যয়। কুশলকর্ম ভবিষ্যৎ কুশল কর্মেব উপনিশ্রয প্রত্যয় হয় সেরূপ আধ্যাত্মিক অহঙ্কাব প্রভৃতি কুকর্ম অকুশল ফল প্রদানেব উপনিশ্রয়। (See Ledi Sayadaw's learned article on this subject in P. T. S Journal, 1916, p 49-53)।

(২৫) পুরেজাত : পূর্বজাত—যা পূর্বে ছিল। ছয় ইন্দ্রিয় (যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায এবং চিত্ত) এবং ছয় ইন্দ্রিয় বিষয (বর্ণ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃশ্য এবং ধর্ম) পূর্বজাত হয়ে পঞ্চবিজ্ঞান ও তৎসম্প্রযুক্ত চৈতসিকেব পূর্বজাত প্রত্যয

হয়। পূর্বজাত বিষয় কেবল পূর্বে ছিল বলে প্রত্যয় হয় না বর্তমানেও বিদ্যমান থাকে বলে প্রত্যয় হয়। পূর্ববর্তিতা পুরেজাত চৈতসিকের প্রকৃত অনুবাদ নয়। [পূর্বজাত প্রত্যয় সর্বদা 'রূপ' এবং ইহার প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম সর্বদা 'নাম' বা চিত্ত-চৈতসিক।

(২৬) পচ্ছাজাতঃ পশ্চাৎ-জাত—৮৯ শ্রেণীর চিত্তের মধ্যে চার অরূপ বিপাক ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৫ চিত্ত এবং ৫২ চৈতসিক পূর্বজাত রূপ-কায়ের পশ্চাৎ-জাত প্রত্যয়। এজন্য **পট্ঠানে** বলা হচ্ছে পুরেজাতানং রূপধম্মানং উপত্থম্ভকত্থেন উপকারকো অরূপধম্মো পচ্ছাজাত—পচ্চযো—পূর্বোৎপন্ন রূপ-কায়রে প্রতি পশ্চাতুৎপন্ন চিত্ত-চৈতসিক উপস্তম্ভের ন্যায় উপকারক অরূপধর্ম পশ্চাৎজাত প্রত্যয়।

(২৭) আসেবন—পুনঃপুন সেবন বা অভ্যাস দক্ষতার দিকে নিয়ে যায়। ইহা কুশল এবং অকুশল উভয় চিত্তের পক্ষে প্রযোজ্য। পুনঃপুনঃ অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেই। আসেবন এই পুনঃপুনঃ অনুশীলনে দক্ষতা লাভকেই বুঝায়। চিত্তবীথির জবন স্থানে প্রথম জবন চিত্তক্ষণ (আসেবন প্রত্যয় ধর্ম) দ্বিতীয় জবন (প্রত্যয়োৎপন্ন ধর্ম)-কে শক্তি দান করে, দ্বিতীয় জবন তৃতীয় জবনকে শক্তি দান করে এবং তৃতীয় জবন চতুর্থ জবনকে শক্তি দান করে অর্থাৎ দ্বিতীয় জবন প্রথম জবন দ্বারা আসেবিত হয়, তৃতীয় জবন দ্বিতীয় জবন দ্বারা আসেবিত হয় এবং চতুর্থ জবন তৃতীয় জবন দ্বারা আসেবিত হয়। এ প্রকারে চিত্তে পুনঃপুনঃ শক্তিসঞ্চারক ক্রিয়াই আসেবন প্রত্যয়। একারণে চতুর্থ জবন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রূপে বিবেচনা করা হয়।

(২৮) কম্ম—কর্ম অর্থে কুশল ও অকুশল চেতনা যা তৎপ্রসূত চিন্তা, বাক্য, কায়কর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই চেতনাকেই কর্ম বলা হয়; এই চিত্তজ কর্মই প্রতিসন্ধিক্ষণে কর্মজ রূপের কারণ হয় বা কর্মজ রূপ উৎপন্ন হয়। বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ সেরূপ কর্মও অবশ্যম্ভাবী বিপাকের কারণ।

(২৯) বিপাক—শীতল বায়ু যেমন বৃক্ষের ছায়ায় আসীন ব্যক্তিকে প্রশান্ত করে সেরূপ বিপাক চিত্ত-চৈতসিক প্রয়াসহীন শান্ত প্রকৃতির মত সহজাত চৈতসিক এবং রূপের সঙ্গে প্রত্যয় রূপে সম্পর্কিত হয়।

(৩০) আহার—কবলীকৃত আহার যেমন ওজঃশক্তি দ্বারা দেহকে প্রতিপালন করে তেমন মানসিক খাদ্য চৈতসিককে সঞ্জীবিত রাখে। কবলীকৃত আহার ওজঃ বা খাদ্য রূপে দেহের প্রত্যয় ধর্ম সেরূপ অরূপাহার বা স্পর্শ বেদনার, কুশল-অকুশল

চেতনা (মনোসঞ্চেতনা) প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানেব এবং প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান নাম-রূপেব প্রত্যয ধর্ম।

(৩১) **ইন্দ্রিয়**—এ সম্বন্ধে সপ্তম পবিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। বার প্রকাব ইন্দ্রিয তাব সহজাত চৈতসিক ও রূপেব প্রত্যয় কাবণ তাবা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিচবণ পরিধিতে আধিপত্য কবে। দৃষ্টান্ত—যেমন শ্রদ্ধা তাব সহজাত ধর্মবিশ্বাসে, নাম-জীবিতেন্দ্রিয এবং রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় নাম-রূপকে প্রাণবন্ত কবতে, একাগ্রতা ভাবনা অনুশীলনে এবং বেদনা শোক এবং সুখ ইত্যাদিব উপব আধিপত্য কবে।

(৩২) **ঝান ঃ ধ্যান**—সাত ধ্যানাঙ্গ যথা ১ বিতর্ক ২ বিচাব ৩ প্রীতি ৪ সুখ ৫ উপেক্ষা ৬ দৌর্মনস্য এবং ৭ একাগ্রতা বা সমাধি অন্যান্য সহজাত চৈতসিকেব সঙ্গে সংজ্ঞা এবং ভাবনা রূপে পবস্পব প্রত্যযবদ্ধ। যেমন বিতর্ক ইহাব সহজাত চৈতসিকের সঙ্গে ঈপ্সিত বিষয়ে চিত্তস্থাপন রূপে প্রত্যযবদ্ধ। প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন।

১, ২ ৩ ৪ ৭ নং ধ্যানাঙ্গ দুই প্রকাব লোভমূলক চিত্তে বিদ্যমান।

১ ২ ৬ ৭নং ধ্যানাঙ্গ দ্বেষমূলক চিত্তে বিদ্যমান।

১ ২ ৫ ৭ নং ধ্যানাঙ্গ মোহমূলক চিত্তে বিদ্যমান।

(৩৩) **মগ্‌গ ঃ মার্গ** অর্থে পথ বুঝায়। এক মার্গ দুঃখের দিকে এবং অন্য একটি মার্গ সুখেব দিকে পবিচালিত কবে। যে মার্গ পথিককে দুঃখেব দিকে পবিচালিত করে তা'হল অকুশল বা অশুভ মার্গাঙ্গ যথা মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যা সঙ্কল্প, মিথ্যা ব্যাযাম এবং মিথ্যা একাগ্রতা। যে মার্গ পথিককে সুখেব পথে পবিচালিত কবে তা' হল কুশল বা শুভ মার্গাঙ্গ যথা সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ জীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই মার্গাঙ্গ সমূহ নাম রূপেব সঙ্গে প্রত্যয়বদ্ধতাই অকুশল মার্গাঙ্গ অধোগতিব দিকে চালিত কবে এবং কুশল মার্গাঙ্গ উৎপত্তি থেকে অনুৎপত্তিতে উন্নীত কবে।

(৩৪) **সম্পযুত্ত ঃ** সম্প্রযুক্ত—পবমার্থ দৃষ্টিতে কতকগুলি চিত্ত চৈতসিক ভিন্ন লক্ষণযুক্ত হলেও তবুও কতকগুলি চিত্ত-চৈতসিক এক সঙ্গে উৎপন্ন হয, এক সঙ্গে নিরুদ্ধ হয়, এক আলম্বন গ্রহণ কবে এবং এক বাস্তু গ্রহণ কবে তাবা পরস্পব সম্প্রযুক্ত প্রত্যয় বদ্ধ।

(৩৫) **বিপ্‌পযুত্ত ঃ** বিপ্রযুক্ত—ইহা সম্প্রযুক্ত প্রত্যযেব বিপবীত। মিষ্টি এবং তেতো পরস্পব সাহায্যকাবী হতে পাবে যদিও স্বাদে উভয়ই ভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা

যায় মনেব সঙ্গে হৃদযবাস্তুব বিপ্রযুক্ত প্রত্যয় সম্বন্ধ কাবণ মন এবং হৃদযবাস্তু উভয়ই পদ্মপাতাব জলেব মত পবস্পব মিলনবদ্ধ নয।

(৩৬) অত্থি : অস্তি প্রত্যয ধর্ম সহজাত বা পূর্বজাত হবে প্রত্যযোৎপন্ন ধর্মেব সঙ্গে বিদ্যমান থাকে এবং এই বিদ্যমানতাব কাবণে তা অস্তি প্রত্যয। যেমন আলোব কাবণে (প্রত্যযে) বস্তু দৃষ্ট হয।

(৩৭) নত্থি : নাস্তি আলোব অনুপস্থিতিতে অন্ধকাব নেমে আসে সুতবাং পূর্ববর্তীটিব অনুপস্থিতিতে পববর্তীটি উৎপন্ন হয। নাস্তি প্রত্যযেব সম্বন্ধ এ রূপ। দৃষ্টান্ত : দর্শন কার্যেব সঙ্গে অনুপস্থিতি রূপে সম্প্রতীচ্ছন চিত্তেব নাস্তি প্রত্যয সম্বন্ধ।

(৩৮) বিগত : অবিগত—ইহাবা অস্তি ও নাস্তি প্রত্যয়েব অনুরূপ।

পঞ্ঞত্তিভেদো

৪ তত্থ রূপধম্মা রূপক্খন্ধো চ চিত্তচেতসিকসঙ্খাতা চত্তাবো অরূপিনো খন্ধা নিব্বানঞ্চেতি পঞ্চবিধং পি অরূপন্তি চ নামন্' তি চ পবুচ্চতি। 'ততো অবসেসা পঞ্ঞত্তি পন পঞ্ঞাপিযত্তা পঞ্ঞত্তি, পঞ্ঞাপনতো পঞ্ঞত্তী'তি চ দুবিধা হোতি।

কথং ? তং তং ভূতবিপবিণামাকাবমুপাদায তথা তথা পঞ্ঞত্তা ভূমিপব্বতাদিকা, সসম্ভাবসন্নিবেসাকাবং উপাদায গেহবথসকটাদিকা, খন্ধপঞ্চকং উপাদায পুবিস-পুগ্গলাদিকা, চন্দাবত্তনাদিকং উপাদায দিসাকালাদিকা, অসম্ফুট্ঠাকাবং উপাদায কূপগুহাদিকা, তং তং ভূতনিমিত্তং ভাবনাবিসেসঞ্চ উপাদায কসিণনিমিত্তাদিকা চা' তি এবমাদিপ্পভেদা পন পবমত্থতো অবিজ্জমানা পি অত্থচ্ছাযাকাবেন চিত্তুপ্পাদানমালম্বনভূতা তং তং উপাদায উপনিধায কাবণং কত্বা তথা তথা পবিকপ্পিযমানা সঙ্খাযতি, সমঞ্ঞাযতি,, বোহবীযতি, পঞ্ঞাপীযতি' তি পঞ্ঞত্তী' তি পবুচ্চতি। অযং পঞ্ঞত্তি পঞ্ঞাপিযত্তা পঞ্ঞত্তি নাম। পবিদীপিতা। সা পঞ্ঞাপনতো পঞ্ঞত্তি পন নাম-নামকম্মাদিনামেন পবিদীপিতা। সা বিজ্জমানপঞ্ঞত্তি, অবিজ্জমানপঞ্ঞত্তি, বিজ্জমানেন অবিজ্জমানপঞ্ঞত্তি, অবিজ্জমানেন বিজ্জমানপঞ্ঞত্তি, বিজ্জনানেন বিজ্জমানপঞ্ঞত্তি, অবিজ্জমানেন অবিজ্জানপঞ্ঞত্তি চে'তি ছব্বিধা হোতি।

তত্থ যদা পন পরমত্থতো বিজ্জমানং রূপবেদনাদিং এতাব পঞ্ঞাপেন্তি তদাযং বিজ্জমানপঞ্ঞত্তি। যদা পন পবমত্থতো অবিজ্জমানং ভূমিপব্ববতাদিং

এতায পঞ্ঞাপেন্তি, তদাযং অবিজ্জমানপঞ্ঞত্তী তি পবুচ্চতি। উভিন্নং পন বোমিস্সকবসেন সেসা যথাক্কমং ছলভিঞ্ঞো, ইত্থিসদ্দো, চক্খুবিঞ্ঞাণং, রাজপুত্তো' তি চ বেদিতব্বা।

বচীঘোসানুসাবেন সোতবিঞ্ঞাণবীথিযা
পবত্তানন্তরুপ্পন্ন-মনোদ্বাবস্স গোচবা
অত্থাযস্সানুসাবেন বিঞ্ঞাযন্তি ততো পবং
সাযং পঞ্ঞত্তি বিঞ্ঞেয্যা লোকসঙ্কেতনিম্মিতা'তি।

ইতি অভিধম্মত্থসঙ্গহে পচ্চযসঙ্গহবিভাগো নাম অট্ঠমো পবিচ্ছেদো।

প্রজ্ঞপ্তি

৪ প্রজ্ঞপ্তিব মধ্যে রূপ বা কাযই রূপস্কন্ধ। চিত্ত চৈতসিক সঙ্খ্যাত চার অরূপ স্কন্ধ ও নির্বাণ সহ পাঁচ অরূপস্কন্ধ হয। তাদেবও 'নাম' বলা হয়।

অবশিষ্ট প্রজ্ঞপ্তিগুলি (৩৯) দুই প্রকাব যথা বচনীয় ও বাচক অর্থাৎ প্রজ্ঞাপিত (প্রকাশিত) বিজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞাপ্যমান (প্রকাশ কবণীয়) প্রজ্ঞপ্তি।

কি প্রকাবে ?

ভূমি পর্বত ইত্যাদি মহাভূতেব পবিবর্তিত আকাব অনুসারে নামকরণ করা হযেছে, সেরূপ গৃহ, বথ, শকট ইত্যাদিও দ্রব্য সম্ভাবেব বিশেষ সন্নিবেশাকারে এ নাম প্রাপ্ত হয়েছে। পুরুষ, পুদ্গল প্রভৃতি পঞ্চস্কন্ধেব সমাবেশে এ নামে অভিহিত হয়। দিক্ সময় ইত্যাদি চন্দ্র-সূর্যেব আবর্তননির্ভর নাম। কূপ, গুহা ইত্যাদি রূপেব অস্পৃশ্যতা রূপ নাম। কসিণ (কৃৎস্ন) আলম্বন প্রভৃতি সেই সেই ভূত নিমিত্তে ভাবনা পবিপ্রেক্ষিতে নাম প্রাপ্ত হয়েছে।

এ সকল বিভিন্ন পদার্থ সমূহেব যদিও পাবমার্থিক অস্তিত্ব নেই তবে তা চিত্তের মধ্যে পরমার্থেব ছাযাকাবে চিত্তোৎপত্তিব আলম্বন হয়।

পবমার্থ ধর্মেব সেই সেই ছায়া বিশেষ গৃহীত হয, আলম্বিত হয়, নির্দ্ধারিত হয় এবং অর্থপ্রজ্ঞপ্তি নামে অভিহিত হয়। কাবণ ইহা পবিকল্পিত, পরিগণিত, 'নাম সমর্থিত' ব্যবহাবে প্রজ্ঞাপ্ত। পবমার্থ সম্বন্ধে এরূপ ধারণার নাম অর্থ-প্রজ্ঞপ্তি কারণ ইহা বাক্য, শব্দ বা চিত্ত দ্বাবা প্রজ্ঞাপ্ত কবা হয়।

বাচক বা শব্দ-প্রজ্ঞপ্তি, নানা ভাগে বিভক্ত যেমন নাম, নাম-নির্দ্ধারণ ইত্যাদি। এরূপ নামেব শ্রেণী নিম্ন ছয প্রকাব (৪০) :—

১. বিগুমান প্রজ্ঞপ্তি ২ অবিগুমান প্রজ্ঞপ্তি ৩ বিগুমানেব সঙ্গে অবিগুমান প্রজ্ঞপ্তি ৪. অবিগুমানের সঙ্গে বিগুমান প্রজ্ঞপ্তি ৫ বিগুমানেব সঙ্গে বিগুমান প্রজ্ঞপ্তি ৬. অবিগুমানেব সঙ্গে অবিগুমান প্রজ্ঞপ্তি।

দৃষ্টান্ত ঃ

১ যখন পারমার্থিকরূপে বিগুমান রূপ, বেদনা ইত্যাদি শব্দদ্বাবা প্রকাশ কবা হয় তখন এই প্রকাশ বিগুমান-প্রজ্ঞপ্তি। ২. যখন পাবমার্থিক রূপে অবিগুমান ভূমি, পর্বত ইত্যাদি প্রকাশ কবা হয় তখন এই প্রকাশ অবিগুমান-প্রজ্ঞপ্তি। ৩. এই উভয়কে মিশ্রিত করেও 'যড়ভিজ্ঞ' ৪ 'স্ত্রীশব্দ' ৫. চক্ষুবিজ্ঞান ৬ বাজপুত্র ইত্যাদিকে যথাক্রমে বুঝতে হবে।

শ্রোত্রদ্বাবে শব্দ শ্রুত হলে শ্রোত্রবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যখন অনন্তবে সেই আলম্বন মনোদ্বাব পথে আগমন কবে তখন তাব অর্থ সুবিদিত হয়। কিন্তু আলম্বন প্রজ্ঞপ্তি হলেও তা লোকব্যবহারসিদ্ধ।

এ পর্যন্ত অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে প্রত্যয সংগ্রহেব অষ্টম পবিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা ঃ

(৩৯) **পঞ্ঞত্তি**—প্রজ্ঞপ্তি দুই প্রকার যথা অর্থ প্রজ্ঞপ্তি এবং নাম প্রজ্ঞপ্তি। পূর্বটি আলম্বন প্রজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রজ্ঞাপিত (প্রকাশিত)। পববর্তীটি আলম্বনেব নামাকরণ কবে।

ভূমি, পর্বতকে সণ্ঠান-প্রজ্ঞপ্তি বা লোক প্রজ্ঞপ্তি বলা হয কাবণ তা আলম্বনেব রূপাকারে গৃহীত।

শকট, গ্রাম ইত্যাদি সমূহ বা সমষ্টিগত প্রজ্ঞপ্তি কারণ তা কোন সমষ্টি গুচ্ছেব সঙ্গে একরূপ।

পূর্ব, পশ্চিম প্রভৃতিকে কাল-প্রজ্ঞপ্তি বলা হয কারণ তা কালকে বুঝায়।

কুপ, গুহা ইত্যাদিকে আকাশ-প্রজ্ঞপ্তি বলা হয কাবণ তা বিমুক্ত স্থানকে নির্দেশ করে।

চাক্ষুব নিমিত্ত, কল্পিত নিমিত্ত ইত্যাদিকে নিমিত্ত-প্রজ্ঞপ্তি বলা হয় কাবণ তা ভাবনা দ্বাবা মনোগৃহীত নিমিত্তস্বরূপ।

(৪০) ছয প্রকাব **প্রজ্ঞপ্তি**।

১ রূপ, বেদনা ইত্যাদি পারমার্থিক রূপে বিদ্যমান—বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

২ ভূমি, পর্বত ইত্যাদি পদার্থ সমূহের নামাকরণ করা হয়েছে, তার পারমার্থিক বিদ্যমানতা নেই—অবিদ্যমান-বিজ্ঞপ্তি।

৩ ষড়ভিজ্ঞ—ষড় অভিজ্ঞা আছে যার। এখানে পুরুষের বিদ্যমানতা নেই, ষড়ভিজ্ঞা পারমার্থিক রূপে বিদ্যমান তাই বিদ্যমানের সঙ্গে অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৪. স্ত্রীলিঙ্গ—এখানে শব্দ পারমার্থিকরূপে বিদ্যমান, স্ত্রী অবিদ্যমান—অবিদ্যমানের সঙ্গে বিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

৫ চক্ষুবিজ্ঞান—এখানে সংবেদনশীল বা প্রসাদরূপ পারমার্থিকরূপে বিদ্যমান কিন্তু বিজ্ঞানও তাই কারণ বিজ্ঞানপ্রসাদরূপনির্ভর—বিদ্যমানের সঙ্গে বিদ্যমান—প্রজ্ঞপ্তি।

৬ রাজপুত্র—রাজা ও পুত্র, পারমার্থিকরূপে কারও বিদ্যমানতা নেই—অবিদ্যমানের সঙ্গে অবিদ্যমান-প্রজ্ঞপ্তি।

নবম পরিচ্ছেদ

কম্মট্ঠান-সঙ্গহ-বিভাগো

১ কম্মট্ঠানসঙ্গহো

সমথবিপস্সনানং ভাবনানং ইতো পরং
কম্মট্ঠানং পবক্খামি দুবিধং পি যথাক্কমং।

২ তত্থ সমথসঙ্গহে তাব দসকসিণানি, দসঅসুভা, দসঅনুস্সতিযো, চতস্সো অপ্পমঞ্ঞাযো, একা সঞ্ঞা, একং ববত্থানং, চত্তারো আরুপ্পা চে'তি সত্তবিধেন সমথকম্মট্ঠানসঙ্গহো।

রাগচরিতা, দোসচরিতা, মোহচরিতা, সদ্ধাচরিতা, বুদ্ধিচরিতা, বিতক্কচরিতা, চে'তি ছব্বিধেন চরিতসঙ্গহো।

পরিকম্মভাবনা, উপচারভাবনা, অপ্পনাভাবনা চে'তি তিস্সো ভাবনা।

পরিকম্মনিমিত্তং, উগ্গহনিমিত্তং, পটিভাগনিমিত্তং চে'তি তীণি নিমিত্তানি চ বেদিতব্বানি।

কথং ?

পঠবিকসিণং, আপোকসিণং, তেজোকসিণং, বাযোকসিণং, নীলকসিণং, পীতকসিণং, লোহিতকসিণং, ওদাতকসিণং, আকাসকসিণং, আলোককসিণং চে'তি ইমানি দস কসিণানি নাম।

উদ্ধুমাতকং, বিনীলকং, বিপুব্বকং, বিচ্ছিদ্দকং, বিক্খাযিতকং, বিক্খিত্তকং, হতবিক্খিত্তকং, লোহিতকং, পুলবকং, অট্ঠিকং চে'তি ইমে দস অসুভা নাম।

বুদ্ধানুস্সতি, ধম্মানুস্সতি, সংঘানুস্সতি, সীলানুস্সতি, চাগানুস্সতি, দেবতানুস্সতি, উপসমানুস্সতি, মরণানুস্সতি, কাযগতাসতি, আনাপানসতি চে'তি ইমা দস অনুস্সতিযো নাম।

মেত্তা, করুণা, মুদিতা, উপেক্খা চে'তি ইমা চতস্সো অপ্পমঞ্ঞাযো নাম। ব্রহ্মবিহারা তি পি পবুচ্চতি।

আহারে পটিকূলসঞ্ঞা একা সঞ্ঞা নাম।

চতুধাতুববত্থানং একং ববত্থানং নাম।

আকাসানঞ্চাযতনাদযো চত্তারো আরূপ্পা নামা'তি সব্বথা পি সমথনিদ্দেসে চত্তালীস কম্মট্ঠানানি ভবন্তি।

সপ্পাযভেদো

৩ চরিতাসু পন দস অসুভা কাযগতাসতি সঙ্খাতা কোট্ঠাসভাবনা চ রাগচরিতস্স সপ্পাযা। চত্তারো অপ্পমঞ্ঞাযো নীলাদি চ চত্তারি কসিণানি দোসচরিতস্স।

আনাপানং মোহচরিতস্স বিতক্কচরিতস্স চ।
বুদ্ধানুস্সতি আদযো ছ সদ্ধাচরিতস্স।
মরণোপসমসঞ্ঞাববত্থানানি বুদ্ধিচরিতস্স্।
সেসানি পন সব্বানি পি কম্মট্ঠানানি সব্বেসং পি সপ্পাযানি।
তত্থ পি কসিণেসু পুথুলং মোহচরিতস্স, খুদ্দকং বিতক্কচরিতস্স চ।
অযমেত্থ সপ্পাযভেদো।

ভাবনাভেদো

৪ ভাবনাসু পন সব্বত্থা'পি পরিকম্মভাবনা লব্ভত্'এব।
বুদ্ধানুস্সতি আদিসু অট্ঠসু সঞ্ঞাববত্থানেসু চে'তি দসসু কম্মট্ঠানেসু উপচারভাবনা'ব সম্পজ্জতি, নত্থি অপ্পনা।
সেসেসু পন সমতিংসকম্মট্ঠানেসু অপ্পনা ভাবনা'পি সম্পজ্জতি।
তত্থা'পি দস কসিণানি আনাপানঞ্চ পঞ্চকজ্ঝানিকানি।
দস অসুভা কাযগতাসতি চ পঠমজ্ঝানিকা।
মেত্তাদযো তযো চতুক্কজ্ঝানিকা।
উপেক্খা পঞ্চমজ্ঝানিকা।
ইতি ছব্বীসতি রূপাবচরজ্ঝানিকানি কম্মট্ঠানানি।
চত্তারো পন আরুপ্পা আরূপজ্ঝানিকা।
অযম' এত্থ ভাবনাভেদো।

গোচরভেদো

৫ নিমিত্তেসু পন পরিকম্মনিমিত্তং উগ্গহনিমিত্তং চ সব্বত্থা'পি যথারহং

পরিযাযেন লব্ভন্তে'এব। পটিভাগনিমিত্তং পন কসিণাস্থভকোট্ঠাসানা-পানেস্বেব লব্ভতি। তথ হি পটিভাগনিমিত্তমারব্ভ উপচাবসমাধি অপ্পনাসমাধি চ পবত্তন্তি। কথং? আদিকম্মিকস্স হি পঠবিমণ্ডলাদিস্থ নিমিত্তং উগ্গণ্হন্তস্স তম' আলম্বনং পবিকম্মনিমিত্তন্তি পবুচ্চতি। সা চ ভাবনা পরিকম্মভাবনা নাম।

যদা পন তং নিমিত্তং চিত্তেন সমুগ্গহিতং হোতি. চক্খুনা পস্সন্তস্সেব মনোদ্বাবস্স আপাথমাগতং তদা তম্' এবালম্বনং উগ্গ-হনিমিত্তং নাম। সা চ ভাবনা সমাধিযতি।

তথা সমাহিতস্স পনেতস্স ততো পবং তস্মিং উগ্গহনিমিত্তে পবিকম্মসমাধিনা ভাবনমনুযুঞ্জন্তস্স যদা তপ্পটিভাগং বত্থুধম্-মবিমুচ্চিতং পঞ্ঞত্তিসঙ্খাতং ভাবনাময়ং আলম্বনং চিত্তে সন্নিসিন্নং সমপ্পিতং হোতি, তদা তং পটিভাগনিমিত্তং সমুপ্পন্নন্তি পবুচ্চতি। ততো পট্ঠায পবিবন্ধবিপ্পহীনা কামাবচবসমাধিসঙ্খাতা উপচাবভাবনা নিপ্ফন্না নাম হোতি। ততো পবং তম্ এব পটি-ভাগনিমিত্তং উপচাবসমাধিনা সমাসেবন্তস্স রূপাবচবপঠমজ্ঝানং অপ্পেতি। ততো পরং তম্ এব পঠমজ্ঝানং আবজ্জনং, সমাপ-জ্জনং, অধিট্ঠানং, বুট্ঠানং, পচ্চবেক্খণা চে'তি ইমাহি পঞ্চহি বসিতাহি বসীভূতং কত্বা বিতক্কাদিকং ওলাৱিকঙ্গং পহানায বিচারাদি-স্থখুমংগুপ্পত্তিয়া পদহন্তো যথাক্কমং দুতিযজ্ঝানাদযো যথাবহম্' অপ্পেন্তি।

ইচ্চ' এবং পঠবিকসিণাদিস্থ দ্বাবীসতিকম্মট্ঠানেস্থ পটিভাগং নিমিত্তম্' উপলব্ভতি। অবসেসেস্থ পন অপ্পমঞ্ঞা সত্তপঞ্ঞত্তিযং পবত্তন্তি।

আকাসবজ্জিতকসিণেস্থ পন যং কিঞ্চি কসিণং উগ্ঘাটেত্বা লদ্ধমাকাসং অনন্তবসেন পবিকম্মং কবোন্তস্স পঠমারূপ্পং অপ্পেতি। তমেব পঠমারূপ্পবিঞ্ঞাণং অনন্তবসেন পবিকম্মং করোন্তস্স দুতিযারূপ্পং অপ্পেতি। তম' এব পঠমারূপ্পবিঞ্ঞাণাভাবং পন নত্থি কিঞ্চী'তি পবিকম্মং কবোন্তস্স ততিযারূপ্পং অপ্পেতি।

ততিযারূপ্পং সন্তং এতং পণীতং এতন্তি পবিকম্মং কবোন্তস্স চতুত্থারূপ্পং অপ্পেতি।

অবসেসেসু চ দসসু কম্মট্ঠানেসু বুদ্ধগুণাদিকমালম্বনং আবত্ত পবিকম্মং কত্বা তস্মিং নিমিত্তে সাধুকং উগ্গহিতে তত্থ' এব পবিকম্মঞ্চ সমাধিযতি, উপচাবো চ সম্পজ্জতি।

পঞ্চ অভিঞ্ঞাযো

অভিঞ্ঞাবসেন পবত্তমানং পন রূপাবচবপঞ্চমজ্ঝানং অভিঞ্ঞাপাদকপঞ্চমজ্ঝানা বুট্ঠহিত্বা অধিট্ঠেয্যাদিকম্ আবজ্জিত্বা পবিকম্মং কবোন্তস্স রূপাদিসু আলম্বনেসু যথাবহং অপ্পেতি। অভিঞ্ঞা চ নাম ঃ—

ইদ্ধিবিধং, দিব্বসোতং পবচিত্তবিজাননা
পুব্বেনিবাসানুস্সতি দিব্বচক্খূ'তি পঞ্চধা।

অযমে'ত্থ গোচবভেদো।
নিট্ঠিতো চ সমথকম্মট্ঠাননযো।

(শমথ) কর্মস্থান সংগ্রহ (১) বিভাগ

১ এ পবিচ্ছেদে আমি দুই ভাবনা যথা ১ শমথ (২) এবং ২ বিদর্শন (৩) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কবব।

শমথ কর্মস্থান

২ (ক) শমথ ভাবনা সংগ্রহে শমথ কর্মস্থান সাত প্রকাব যথা ১ দশ কৃৎস্ন ২ দশ অশুভ ৩ দশ অনুস্মৃতি ৪. চার অপ্রমেয ৫ এক সংজ্ঞা ৬ এক ব্যবস্থান ৭ চাব অরূপ ধ্যান।

(খ) ছয় প্রকাব (মানব) চবিত্র (৪)—১ বাগচবিত্র ২ দ্বেষচবিত্র ৩ মোহচবিত্র ৪ শ্রদ্ধাচবিত্র ৫ বুদ্ধিচবিত্র ৬. বিতর্ক চবিত্র।

(গ) ভাবনাব তিন স্তব ১ পবিকর্ম ভাবনা (৫) ২ উপচাব ভাবনা ৩ অর্পণা ভাবনা।

(ঘ) তিন প্রকাব নিমিত্ত (৬) ১. পবিকর্ম নিমিত্ত ২ উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত ৩ প্রতিভাগ নিমিত্ত।

ইহাদের প্রকাব ভেদ কি ?

(চ) দশ কৃৎস্ন (৭) ১. পৃথিবী কৃৎস্ন ২. আপ কৃৎস্ন ৩ তেজ কৃৎস্ন ৪ বায়ু কৃৎস্ন ৫. নীল কৃৎস্ন ৬. পীত কৃৎস্ন ৭. লোহিত কৃৎস্ন ৮ অবদাত (শ্বেত) কৃৎস্ন ৯ আকাশ কৃৎস্ন ১০. আলোক কৃৎস্ন।

(ছ) দশ অশুভ (৮)–১ উর্ধস্ফীত শব ২ বিনীল শব ৩ পূজপূর্ণ শব ৪. ছিদ্রযুক্ত শব ৫. বিখাদিত (ভক্ষ্যমান) শব ৬ (দেহাংশ) বিক্ষিপ্ত শব ৭. দেহাংশ ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শব ৮ বক্তাক্ত শব ৮. কীটপূর্ণ শব এবং ১০ অস্থিমাত্র অবশিষ্ট কঙ্কাল।

(জ) দশ অনুস্মৃতি (৯)—১ বুদ্ধানুস্মৃতি ২ ধর্মানুস্মৃতি ৩. সঙ্ঘানুস্মৃতি ৪ শীলানুস্মৃতি ৫. ত্যাগানুস্মৃতি ৬ দেবতানুস্মৃতি ৭. উপশমানুস্মৃতি ৮. মরণানুস্মৃতি ৯ কাযগতাস্মৃতি ১০. আনাপান স্মৃতি (১০)।

(ঝ) চার অপ্রমেয় বা ব্রহ্মবিহাব (১১)—১. মৈত্রী ২ করুণা ৩ মুদিতা ৪. উপেক্ষা।

(ঞ) এক সংজ্ঞা—আহার্য দ্রব্যেব ঘৃণা পবিণতি জ্ঞান বৃদ্ধিই এক সংজ্ঞা (১২)।

(ট) এক ব্যবস্থান – দেহস্থ চাব ধাতুব (১৩) ব্যবস্থান বা বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এক ব্যবস্থান ভাবনা।

(ঠ) চাব অরূপ ধ্যান—আকাশ অনন্ত আযতন (১৪) ইত্যাদি চাব অরূপ ধ্যান। এরূপে শমথ বিভাগে ৪০টি কর্মস্থান (১৫) হয়।

বিভিন্ন চরিত্রগত মানুষের প্রকৃত কর্মস্থান নির্ণয়।

১. দশ অশুভ, কাযগতানুস্মৃতি (কাষ্ঠাংশ ভাবনা) রাগ চরিত্রেব (১৬) পক্ষে হিতবব।

২. চার অপ্রমেয, নীলাদি চাব বর্ণ কৃৎস্ন দ্বেবচরিত্রেব পক্ষে (১৭) হিতাবহ।

৩ আনাপানস্মৃতি মোহ ও বিতর্ক চবিত্রেব পক্ষে উত্তম।

৪ বুদ্ধানুস্মৃতি প্রভৃতি ছয় অনুস্মৃতি শ্রদ্ধাচবিত্রেব পক্ষে প্রযোজ্য।

৫. মবণানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা, এক ব্যবস্থান বুদ্ধিচবিত্রের পক্ষে অনুকূল। অবশিষ্ট কর্মস্থানগুলি সকলেব জন্যই প্রযোজ্য।

ক্ষুদ্র কৃৎস্ন মণ্ডল মোহচবিত্রেব পক্ষে এবং বৃহৎ কৃৎস্ন মণ্ডল বিতর্ক চবিত্রেব পক্ষে উপযোগী।

এ পর্যন্ত কর্মস্থান উপযোগিতা বিভাগ।

ভাবনা বিভাগ

৪ এই ৪০ প্রকার ভাবনা অনুশীলন দ্বারা পরিকর্ম ভাবনা লাভ করা যায়। দশ অনুস্মৃতি ভাবনার মধ্যে বুদ্ধানুস্মৃতি থেকে মরণানুস্মৃতি আট ভাবনায়, আহারে অশুভ সংজ্ঞা এবং চার ধাতু ব্যবস্থান ভাবনায় (১৮) মাত্র উপচার ভাবনা পর্যন্ত লাভ হয়, অর্পণা লাভ হয় না। অবশিষ্ট ত্রিশ কর্মস্থান ভাবনায় অর্পণা লাভ হয়।

দশ কৃৎস্ন এবং আনাপান স্মৃতি ভাবনায় পঞ্চম ধ্যান পর্যন্ত লাভ হয়। দশ অশুভ এবং কায়গতানুস্মৃতি ভাবনায় প্রথম ধ্যান মাত্র লাভ হয়। তিন অপ্রমেয় যথা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয়, উপেক্ষা (১৯) ভাবনায় পঞ্চম ধ্যান লাভ হয়।

এরূপ ছাব্বিশ কর্মস্থান রূপলোকের ধ্যান এবং চার অরূপ ধ্যান অরূপলোকের ধ্যান উৎপন্ন করে। এ পর্যন্ত ভাবনা বিভাগ।

নিমিত্ত বিভাগ

৫ তিন নিমিত্তের মধ্যে পরিকর্ম নিমিত্ত এবং উদ্‌গ্রহ (চিত্তে কর্মস্থানের যথানুরূপ নিমিত্ত গ্রহণ) নিমিত্ত সকল প্রকার ভাবনায় লাভ হয়। শুধু দশ কৃৎস্ন, দশ অশুভ, কায়গতানুস্মৃতি এবং আনাপানানুস্মৃতি ভাবনায় প্রতিভাগ নিমিত্ত লাভ হয়,।

প্রতিভাগ নিমিত্তকে অবলম্বন করেই কেবল মাত্র উপচার এবং অর্পণা সমাধি উৎপন্ন হয়।

তা কিরূপে হয়?

কামাবচর ধ্যানের নিমিত্ত

নবযোগী যখন দশ কৃৎস্নের একটিকে ধ্যানালম্বন রূপে গ্রহণ করে, 'তাতে দৃষ্টি এবং মন স্থির করে ধ্যানারম্ভ করেন তখন সেই আলম্বনকে 'পরিকর্ম নিমিত্ত' বলা হয় এবং সেই ভাবনাই 'পরিকর্ম ভাবনা'। যখন সেই নিমিত্ত চিত্তদ্বারে সম্যক-রূপে (যথাযথ) চক্ষু দৃষ্টের ন্যায় গৃহীত হয় তখন তাকে বলা হয়—'উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত'। সেই ভাবনা তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুরূপ ভাবে ভাবনা করার পর যোগী যখন পূর্ব (উদ্‌গ্রহ) নিমিত্ত সকল বস্তুধর্ম (২০) মুক্ত হয়ে চিত্তে প্রতিভাগ (প্রভাস্বর) রূপে প্রকাশিত হয় তখন প্রজ্ঞপ্তি

রূপে উৎপন্ন প্রতিভাগ নিমিত্ত চিত্তে প্রতিষ্ঠিত ও সমর্পিত হয়। এমতাবস্থায় প্রতি-ভাগ নিমিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়। সেই সময় থেকে চিত্ত নীবরণহীন হয়—এ সময় কামাবচর সমাধি রূপ 'উপচাব ভাবনা' উৎপত্তি সম্পন্ন হয়েছে বুঝতে হবে।

রূপাবচর ধ্যানের নিমিত্ত

তাবপর নীববণমুক্ত কামাবচব উপচাব সমাধি উৎপন্ন হয। তখন যোগী প্রতিভাগ নিমিত্ত পুন:পুন: উপচাব সমাধি দ্বাবা ভাবনা কবলে তাঁব নিকট রূপলোকেব প্রথম ধ্যান অর্পণা উৎপন্ন হয়।

তাবপব তিনি প্রথম ধ্যানে ১. চিত্তকে পরিচালনা কবে ২ তথায় পুন:পুন: নিবিষ্ট ও রক্ষা কবে ৩ অধিষ্ঠান কাল (ধ্যানকাল) পূর্বে নির্ধাবিত কবে ৪ নির্ধাবিত কালে ধ্যান থেকে উঠেন এবং ৫. এরূপে বাববাব প্রত্যবেক্ষণ কবতে থাকেন, পঞ্চদক্ষতাও (২১) লাভ করেন। এ পঞ্চ অভ্যাসে ধ্যানকে আয়ত্তে বা বশীভূত করবাব উদ্দেশ্যে, বিতর্কাদি স্থূল অঙ্গ পবিত্যক্ত হয় এবং পুনঃপুনঃ প্রচেষ্টা দ্বাবা বিচাবাদি সূক্ষ্ম ধ্যানাঙ্গ উৎপন্ন হযে যথাক্রমে দ্বিতীয় ধ্যানাদির অর্পণা লাভ হয়।

এভাবে বাইশ প্রকার পৃথিবী কৃৎস্ন ইত্যাদিকে কর্মস্থান রূপে গ্রহণ করে প্রতি-নিমিত্ত লাভ করা যায়। অবশিষ্ট আঠার কর্মস্থানেব মধ্যে 'অপ্রমেয' সত্ত্ব-প্রজ্ঞপ্তি নির্ভর করে ধ্যান উৎপন্ন হয়।

অরূপ ধ্যানের নিমিত্ত (২২)

এখন যিনি আকাশ নিয়ে ভাবনা করবেন, তিনি আকাশ কৃৎস্ন ব্যতীত অন্য যে কোন কৃৎস্ন হতে চিত্তকে তুলে নিযে লব্ধ আকাশ কর্মস্থানে 'আকাশ অনন্ত আকাশ অনন্ত' নিবন্তব অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তখন তাঁব নিকট অর্পণা সহ প্রথম অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয। যিনি প্রথম অরূপ ধ্যানকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে—'বিজ্ঞান অনন্ত, বিজ্ঞান অনন্ত' রূপে অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন, তাঁব নিকট দ্বিতীয় অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয। যিনি প্রথম অরূপ ধ্যান চিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে 'অরূপ বিজ্ঞান বিদ্যমান নেই, কিছুই বিদ্যমান নেই' রূপে অন্তর্মনে জপ কবতে করতে পবিকর্ম ভাবনা কবেন তাঁর নিকট তৃতীয় অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয়। যিনি তৃতীয় ধ্যানে চিত্তকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে—'ইহা শান্ত,

ইহা প্রণীত' রূপে অন্তর্মনে জপ করতে করতে পরিকর্ম ভাবনা করেন, তাঁর নিকট চতুর্থ অরূপ ধ্যান উৎপন্ন হয়।

অবশিষ্ট দশ প্রকার যথা বুদ্ধানুস্মৃতি থেকে মরণানুস্মৃতি পর্যন্ত আট অনুস্মৃতি, এক সংজ্ঞা, এবং এক ব্যবস্থানকে আলম্বন করে যখন পরিকর্ম ভাবনা করা হয় এবং সেই নিমিত্ত যখন সুগৃহীত হয় তখন পরিকর্ম ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং উপচার সমাধি লাভ হয়।

পঞ্চ অভিজ্ঞা (২৩)

যদি কেহ অভিজ্ঞা প্রবর্তক রূপাবচর পঞ্চম ধ্যান হতে উত্থিত হন এবং অধিষ্ঠানাদির জন্য পরিকর্ম ভাবনা করেন তবে অভিজ্ঞা উৎপাদক পঞ্চম ধ্যান রূপাদি আলম্বনে, যথোপযুক্তভাবে উৎপন্ন হয়। অভিজ্ঞা দ্বারা বুঝায়– নানাপ্রকার ঋদ্ধি, দিব্যকর্ণ, পরচিত্তজ্ঞান, পূর্বনিবাসস্মৃতি জ্ঞান এবং দিব্যচক্ষু।

এ পর্যন্ত গোচর বিভাগ।

শমথ কর্মস্থান নীতি সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা ঃ—

(১) কম্মট্‌ঠান ঃ কর্মস্থান শব্দ এখানে এক বিশেষ অর্থে আরোপিত হয়েছে। কম্ম অর্থে ধ্যান বা ভাবনা কর্মকে বুঝায়। ঠাণ বলতে (ধ্যান অনুশীলন) স্থান, ভিত্তি, ধ্যেয় বিষয় বা উপলক্ষকে বুঝায়। কর্মস্থান ধ্যানের আলম্বন বা বিষয় বা ধ্যানানুশীলন অর্থে ব্যবহৃত হয় এরূপ চল্লিশটি ধ্যান—কর্মস্থান আছে।

(২) সমথ ঃ শমথ—সম্ ধাতু উৎপন্ন, শান্ত করা, দমন করা অর্থাৎ পাঁচ নীবরণকে দমন করে প্রশান্ত বা সমাহিত হওয়া। ইহা সমাধির একার্থবোধক শব্দ বা ধ্যান উৎপন্ন করে। সমাধি দ্বারা ক্লেশ সাময়িক প্রশান্ত হয় মাত্র।

(৩) বিপস্সনা ঃ বিদর্শন বি+দিস ধাতু নিষ্পন্ন, দেখা, সাধারণ অর্থে অনিত্য—দুঃখ—অনাত্ম রূপে বিভিন্ন ভাবে দেখা। এ শব্দকে বিদর্শন ভাবনা, স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান, অন্তর্দর্শন রূপেও তর্জমা করা হয়। বিদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল—বিমুক্তি লাভ মানসে বিষয়কে যথাভূত দর্শন করা।

(৪) চরিত ঃ চরিত্র—ইহা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বভাব বা প্রকৃতি। ব্যক্তি যখন কোন কিছুতে লিপ্ত থাকেনা তখন তা সাধারণ অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

মানুষেব মেজাজ তাদেব কর্মেব ভিন্ন ভিন্ন ফল রূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ কবে। অভ্যাসগত কর্ম সাধারণতঃ বিশেষ প্রকার মেজাজ বা প্রকৃতি ধারণ কবে।

বাগ (আসক্তি, তৃষ্ণা) কাবো নিকট প্রবল। আবার কাবো নিকট দোস (দ্বেষ, ঘৃণা বা ব্যাপাদ) প্রবল। প্রায় সকল মানুষই এই শ্রেণীভুক্ত। আবার আব এক প্রকৃতিব ব্যক্তি আছে যাবা বুদ্ধিহীন বা জ্ঞানহীন তারা মোহচরিত্রেব মানুষ। মোহ পবাযণেব সমকক্ষ অর্থাৎ বিতর্ক চরিত্রেব ব্যক্তি কোন এক বিষযে চিত্ত ইচ্ছাকৃতভাবে স্থিব কবতে পারেনা। তাদের মন সদা-দোলাযমান। প্রকৃতি হিসেবে কিছু লোক শ্রদ্ধাপবায়ণ (শ্রদ্ধা-চরিত্র) আবার কিছু লোক বুদ্ধি-পবাযণ (বুদ্ধি-চরিত্র) আছেন।

এরূপে সংক্ষেপে ছয় চরিত্রেব লোক দৃষ্ট হয়। তাদের পবস্পবকে যুক্ত কবে আমবা ৬৩ শ্রেণীর ব্যক্তি পাই। আবাব দৃষ্টিচরিত্র সংযুক্ত কবলে ৬৪ শ্রেণীব ব্যক্তি হয়।

(৫) ধ্যানের প্রাথমিক অবস্থাকে পরিকর্ম ভাবনা বলা হয়। ধ্যানীর প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপত্তিতে পঞ্চ-নীববণের সামযিক শমিত মুহূর্ত থেকে ধ্যান জবনের গোত্রভূ চিত্তক্ষণ বীথি ধারণ পর্যন্ত অবস্থাকে উপচাব ভাবনা বলা হয়। গোত্রভূ চিত্তক্ষণেব অনন্তব পববর্তী চিত্তক্ষণকে অর্পণা বলা হয়। কাবণ প্রথম ধ্যানাঙ্গ 'বিতর্ক' তখন ধ্যেয় আলম্বনে দৃঢভাবে নিবিষ্টতা লাভ করে।

ধ্যান চিত্তবীথি এরূপ :—মনোদ্বাবাবর্তন : পবিকর্ম : উপচাব : অনুলোম : গোত্রভূ : অর্পণা : ভবাঙ্গ।

(৬) যে কোন বিষয় বা কৃৎস্নকে আলম্বন রূপে গ্রহণ কবে যে ধ্যান আরম্ভ কবা হয়—তাই পরিকর্মনিমিত্ত।

একই বিষয় বা কৃৎস্ন যখন নিমীলিত নেত্রে মনে গৃহীত বা উদ্‌গৃহীত হয় তখন তাকে উদ্‌গ্রহ-নিমিত্ত বলা হয়।

উদ্‌গ্রহ—নিমিত্তের সকল-প্রকাব কৃৎস্ন দোষমুক্ত (প্রভাস্বব রূপে চিত্তে গৃহীত) অবস্থাই প্রতিভাগ-নিমিত্ত। ইহা উপচাব এবং অর্পণা ভাবনার আলম্বন রূপে কাজ কবে।

(৭) কসিণ অর্থে 'সমগ্র' 'সকল' 'সম্পূর্ণ' বুঝাব। ইহাকে এরূপ বলাব কাবণ হল—প্রতিভাগ নিমিত্ত থেকে যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তা সর্বত্র সীমাহীন রূপে বিস্তারিত হয়।

পৃথিবী কৃৎস্ন হল—এক বিগত চাব আঙ্গুল ব্যাস বিশিষ্ট মসৃণ রূপে ঊষা-বর্ণমণ্ডিত একটি গোলাকাব মৃত্তিকা পিণ্ড। যদি ঊষাবর্ণ বিশিষ্ট মাটি পাওযা না যায, ভিতরে অন্য বর্ণের মাটিও ব্যবহার কবা যায়। এই প্রস্তুত কবা গোলাকাব মৃত্তিকা পিণ্ডকে পৃথিবী কৃৎস্ন বলা হয এবং তাকে পবিকর্ম নিমিত্তও বলা হয। এখন যোগী তাঁব নিকট থেকে দুই হাত এক বিঘত দূবে সেই মণ্ডল স্থাপন কবে তাব উপব মন নিবিষ্ট করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে জপ কববেন—পঠবি ঃ পঠবি। এরূপ জপ কবলে মনেব একাগ্রতা লাভ হয়। তিনি যখন এরূপভাবে কিছু সময অথবা কযেক সপ্তাহ কযেক মাস বা বৎসবকাল ধ্যানাভ্যাস কবেন তবে নিমীলিত নেত্রে তা চক্ষুদৃষ্টেব ন্যায মনে উদ্‌গৃহীত হবে। মনে উদ্‌গৃহীত কৃৎস্ন বা মণ্ডলকে উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত বলা হয। এই উদ্‌গ্রহ নিমিত্তেব উপর যোগীকে নিবন্তব ভাবনা কবতে হবে যতদিন পর্যন্ত তা প্রতিভাগ নিমিত্তে রূপান্তবিত না হয। এই প্রতিভাগ নিমিত্ত হবে সকল প্রকার কৃৎস্ন-দোষ বর্জিত। ইহাই প্রতিভাগ নিমিত্ত। যখন তিনি নিযমিত প্রতিভাগ নিমিত্তে মনঃসংযোগ কবে ভাবনা কবেন তখন সে ভাবনাকে উপচার সমাধি বলা হয। এস্তবে পঞ্চ নীববণ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়। অতঃপব তিনি অর্পণা সমাধি লাভ কবেন।

পাত্রস্থিত বর্ণহীন বৃষ্টিব জল, পুকুব বা হ্রদ বা সমুদ্রেব জল ইত্যাদি আপ কৃৎস্ন। তাব উপর দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ কবে যতদিন পর্যন্ত অর্পণা সমাধি লাভ না হয ততদিন 'আপ, আপ,' জপ করে ভাবনা কবতে হবে।

তেজ কৃৎস্নকে আলম্বন ববে ধ্যান বর্ধনেব প্রক্রিয়া হল—মাদুর বা চামডাব মধ্যস্থিত এক বিঘত চাব আঙ্গুল পবিধিযুক্ত ছিদ্রেব মাধ্যমে প্রদীপ শিখাব উপব মন নিবদ্ধ কবে এক দৃষ্টিতে তাকিযে যতদিন পর্যন্ত অর্পণা সমাধি লাভ না হয ততদিন 'তেজ, তেজ' রূপ মনে মনে জপ কবতে হবে।

বায়ু কৃৎস্নেব উপর যিনি ভাবনা অভ্যাস কববেন তিনি জানালাব মধ্য দিযে বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রেব মধ্য দিয়ে যে বায়ু প্রবেশ কবে তার উপব মন নিবিষ্ট কবে 'বায়ু, বায়ু' রূপে জপ কববেন।

বর্ণ কৃৎস্নে ধ্যান অভ্যাস আরম্ভ কবলে তাকে উক্ত এক বিঘত চার আঙ্গুল মাপেব নীল, হলদে, লাল বা শ্বেত কৃৎস্নেব উপব মন নিবিষ্ট করে যে কৃৎস্ন সে বংয়েব নাম বাব বাব জপ কবতে হবে।

নীল, হলদে, লাল বা সাদা ফলেব উপব মন নিবিষ্ট করে ধ্যানাভাস কবা যায়।

আলোক কৃৎস্ন নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস করতে হলে চন্দ্রালোক বা স্থির দীপালোক, বা মাটিতে পতিত চক্র-আলোক বা দেওয়ালের কোন ছিদ্রের মাধ্যমে পতিত সূর্য বা চন্দ্রালোকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে 'আলোক, আলোক' জপ করতে করতে ধ্যান করা যায়।

আকাশ নিমিত্তে ধ্যানাভ্যাস করতে হলে এক বিঘত চার আঙ্গুল বিশিষ্ট এক খণ্ড মাদুর বা চামড়া বা দেওয়ালের ছিদ্র পথের উপর মন নিবদ্ধ করে মনে মনে 'আকাশ, আকাশ' জপ করা।

তবে আলোক এবং আকাশ কৃৎস্ন সম্বন্ধে পিটক সাহিত্যে কোন উল্লেখ নেই।

(৮) **অসুভ ঃ** অশুভ ঃ মৃতদেহের দশ প্রকার অবস্থা অতীত ভারতের শ্মশান সমূহে দৃষ্ট হত। তখন শবগুলি হয়তঃ কবর দেওয়া হতনা বা দাহ হতনা বরঞ্চ মাংস খাদক পশুর বিচরণ স্থানে নিক্ষেপ করে দেওয়া হত। বর্তমান কালে এ সকল দৃশ্য চোখে পড়েনা।

(৯) **অনুস্সতি**—অনুস্মৃতি—অর্থে পুনঃপুনঃ ভাবনা করা বা নিয়ত চিত্ত সন্নিবেশ করা বুঝায়।

১. বুদ্ধানুস্মৃতি—বুদ্ধের নয় গুণাবলী স্মরণ করে ভাবনা করা, যেমন তিনি—অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ দম্য সারথি, দেবমানব-শাস্তা বুদ্ধ, ভগবান।

২. ধর্মানুস্মৃতি—ধর্মের ছয় গুণাবলী স্মরণ করে ভাবনা করা যেমন—ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সাংদৃষ্টিক (স্বয়ং দর্শনীয়), অকালিক (ফল প্রদানে কালাকালহীন), এস এবং দেখ বলার যোগ্য, ঊর্ধে (নির্বাণে) পরিচালনকারী, পণ্ডিতগণ বেদনীয়।

৩ সঙ্ঘানুস্মৃতি—সঙ্ঘের নয় গুণাবলী স্মরণ করে ভাবনা করা যেমন—ভগবানের শ্রাবকসঙ্ঘ ঃ—সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায়প্রতিপন্ন, সমীচিপ্রতিপন্ন, চার যুগল বিশিষ্ট সঙ্ঘ (অর্থাৎ চার মার্গলাভী ও চার মার্গফল লাভী সঙ্ঘ), আহবানযোগ্য, সৎকারযোগ্য, দক্ষিণাপ্রদানযোগ্য, অঞ্জলি-প্রণামযোগ্য, মনুষ্যলোকে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।

৪. শীলানুস্মৃতি—স্বীয় শীল পরিপূর্ণতাকে স্মরণ করে ভাবনা করা।

৫ ত্যাগানুস্মৃতি—স্বীয় দান কর্ম স্মরণ করে ভাবনা করা।

৬ দেবতানুস্মৃতি—দেবগণ তাঁদের শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য কুশল কর্ম প্রভাবে

দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। সেরূপ শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতজ্ঞান, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা 'আমার নিকটও বিদ্যমান'। এরূপে যোগী দেবতাগণকে সাক্ষী করে নিজের শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য কুশল কর্মাদি স্মরণ করে পুনঃপুনঃ যে ভাবনা করেন, তাই দেবতানুস্মৃতি ভাবনা।

৭ **উপশমানুস্মৃতি**—সর্বদুঃখের নির্বাণ শান্তি বিষয়ক ভাবনাই উপশমানুস্মৃতি।

৮ **মরণানুস্মৃতি**—জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ নিয়ে ভাবনা—মরণানুস্মৃতি ভাবনা ব্যক্তিকে জীবনের অনিত্যতা জাগ্রত করায়। যখন ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করেন যে মৃত্যু নিশ্চিত এবং জীবন অনিশ্চিত তখন ব্যক্তি কামসুখে নিজকে সমর্পণ না করে নিজ এবং অন্যের উন্নতি বিষয়ক কর্মে রত হন। নিয়মিত মরণানুস্মৃতি ভাবনা মানুষকে নিরাশাবাদী এবং আলস্যপরায়ণ করেনা বরঞ্চ তাকে কর্মঠ এবং উৎসাহপ্রবণ করে। তা'ছাড়াও তিনি শান্তভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

মরণানুস্মৃতি ভাবনা করার সময় জীবনকে প্রদীপ শিখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। অথবা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন বৈদ্যুতিক আলোতে প্রকাশ পায় তেমন মানুষের অদৃশ্য কর্মশক্তি জীব জীবনে বাহ্যিক রূপে ক্ষণস্থায়ী জীবন প্রবর্তনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এরূপ আরও বহুবিধ উপমা সংগ্রহ করে জীবনের অনিত্যতা এবং মৃত্যুর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে ভাবনা করা যায়।

৯ **কায়গতানুস্মৃতি**—ইহা দৈহিক ৩২ প্রকার অংশ নিয়ে ভাবনা করা যথা—কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক ইত্যাদি।

দেহের অশুচি অংশ নিয়ে ভাবনা মানুষকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই অশুচি পদার্থ বিষয়ে ভাবনা করে বুদ্ধ-কালে অনেক ভিক্ষু অর্হত্ব লাভ করেন। যদি কোন ব্যক্তি দেহের ৩২ প্রকার অংশের সঙ্গে পরিচিত নন তবে তিনি কেবলমাত্র দেহের অস্থি নিয়ে ভাবনা করতে পারেন।

এই দেহে কঙ্কাল বিদ্যমান। ইহা মাংসপূর্ণ এবং চর্মে আবৃত। দেহ-সৌন্দর্য কেবল চর্ম-গভীরতা পর্যন্ত। যখন ব্যক্তি দেহের অশুচি অংশ নিয়ে ভাবনা করেন তখন তাঁর ইন্দ্রিয় ভোগ-বাসনা ক্রমান্বয়ে স্তিমিত হয়ে আসে।

এই ভাবনা সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রযোজ্য নহে। তাঁরা অন্ততঃ মানুষের জটিল যান্ত্রিক দেহ-সাংগঠনিক অংশ নিয়ে ভাবনা করতে পারেন।

দেহস্থ ৩২ অংশবিশেষ হল—

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক ;
মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থিমজ্জা, মূত্রাশয় ,
হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্ফুস ,
বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, পাকাশয়, বিষ্ঠা, মগজ ,
পিত্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, রক্ত, স্বেদ, মেদ ,
অশ্রু, চর্বি, লালা, সিকনি, গ্রন্থিতৈল, মূত্র।

১০ **আনাপানস্মৃতি**—শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি স্থাপন। আন অর্থ শ্বাস গ্রহণ , অপান অর্থ প্রশ্বাস নিক্ষেপ। কোন কোন গ্রন্থে এর বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাসে স্মৃতি স্থাপন মাধ্যমে যোগীর চিত্ত একাগ্র হয় এবং অবশেষে বিদর্শনচর্যা মাধ্যমে অর্হত্ব লাভ করা যায়।

আনাপান-স্মৃতি কর্মস্থান (ধ্যেয় বিষয়) রূপে উত্তম এবং সকলের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধ আনাপান-স্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করেছিলেন।

এ ভাবনার বিস্তৃত বিবরণ সতিপট্ঠান সূত্রে এবং বিশুদ্ধিমার্গে পাওয়া যায়।

এখানে সাধারণ পাঠকদের জন্য তার কিছু সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়া হল মাত্র—

সুবিধানুসারে যোগাসনে উপবেশন করে, মুখ বন্ধ করুন (চোখও বন্ধ করুন) এবং তারপর প্রশ্বাস ত্যাগ করুন , কোন প্রকার জোর প্রয়োগ না করে শ্বাস গ্রহণ করুন। প্রথম শ্বাস গ্রহণ কালে মনে মনে গণনা করুন এক। প্রশ্বাস ত্যাগ কালে মনে মনে গণনা করুন—দুই। এ সময় চিত্তকে নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার মধ্যে রাখতে হবে। এ ভাবে চিত্তকে শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে রেখে দশ পর্যন্ত মনে মনে গণনা করুন। উক্ত প্রক্রিয়ায় দশ পর্যন্ত গণনার সময় চিত্ত এদিক-ওদিক ভ্রমণ করতে পারে। এতে যোগীর নিরুৎসাহ হওয়ার কোন কারণ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ চর্যায় কৃতকার্য না হন ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্যানকার্য চালিয়ে যান। ক্রমে ভাবনাচর্যায় নির্ভুল গণনার দক্ষতা আসবে। এখন এক থেকে দশ পর্যন্ত গণনাকে অন্ততঃ পাঁচ বার পুনরাবর্তন করুন। তারপর গণনা না করেই যোগী ভাবনাকার্যে মনঃসংযোগ করতে পারবেন। কেহ কেহ গণনা মাধ্যমে ভাবনা চালিয়ে যেতে পছন্দ করেন আবার কেহ কেহ তা পছন্দ করেন না। দরকার হল মনঃসংযোগের বা একাগ্রতার—গণনার নয়। গণনা এখানে প্রধান নয়। এভাবে

ভাবনা অনুশীলন করলে যোগী দেহ-মনে হালকা অনুভব করবেন এবং প্রশান্তিও অনুভব করবেন। এমনও হতে পারে যোগী হাওযায ভাসছেন বলে অনুভব করবেন। এভাবে কিছুদিন ভাবনা করার পর যোগী একদিন হৃদযঙ্গম করবেন যে এ দেহ কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াতে স্থিত আছে এবং এ ক্রিয়ার অবসানে দেহেরও অবসান হয। তখন তিনি পরিপূর্ণরূপে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন। যেখানে এরূপ পরিবর্তনশীলতা বিদ্যমান সেখানে নিত্য আত্মা বিদ্যমান থাকতে পারেনা। সে অবস্থায প্রজ্ঞা পরিপূর্ণ হলে অর্হত্ব লাভ হয়।

এখন পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল—আনাপানস্মৃতি ভাবনা কেবলমাত্র একাগ্রতা বা সমাধি লাভের জন্য নয ররং এ ভাবনাদ্বারা প্রজ্ঞাদর্শন বা বিমুক্তি লাভও হতে পারে।

এই ধ্যান-ধারা নির্ভয়ে সকলেই অনুশীলন করতে পারে। আরও বিস্তৃত জ্ঞান লাভের জন্য বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ প্রযোজন।

কোন কোন সূত্রে এ ধ্যান প্রক্রিয়া অতি সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে—

'স্মৃতির সহিত (মনঃ সংযোগ দ্বারা) তিনি শ্বাস গ্রহণ করেন এবং স্মৃতির সহিত তিনি প্রশ্বাস ত্যাগ করেন।'

১ যখন তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করেন তখন তিনি জানেন—'আমি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করছি।' যখন তিনি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি জানেন 'আমি দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করছি।'

২ যখন তিনি হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করেন তখন তিনি জানেন—'আমি হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি।' যখন তিনি হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি জানেন 'আমি হ্রস্ব প্রশ্বাস ত্যাগ করছি।'

৩. 'সর্বশ্বাসকায় অনুভব করে (সব্বকায পটিসংবেদী) আমি শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাসে ব্রতী হন।

৪.'শ্বাস ক্রিযাকে প্রশান্ত করে (পস্সম্ভয়ং কাযসংখারং) আমি শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাস করেন। 'প্রশ্বাস ক্রিযাকে প্রশান্ত করে আমি প্রশ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষায় তিনি ধ্যানাভ্যাস করেন।

১১. **ব্রহ্মবিহার**—এখানে ব্রহ্ম অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন (ব্রহ্মার ন্যায় বিহার করা)। বিহার অর্থে অবস্থান বা ব্রহ্মার চরিত্রগত বা জীবন প্রণালীর অনুকূলে অবস্থান করা। তাদের অপ্রমেয় (অসীম, অনন্তও) বলা হয় কারণ

এরূপ চিন্তাবলী সর্ব জীবের প্রতি অনন্তাকারে এবং বাধাহীনভাবে প্রদীপ্তরূপে প্রতিফলিত হয়।

ক. মেত্তা ঃ মৈত্রী—দয়া, পরোপকারিতা, সদিচ্ছা যা চিত্তকে দ্রবিত করে। ইহা কামসম্পর্কযুক্ত ভালবাসা নয়। এবং ব্যক্তিগত স্নেহও নয়। মৈত্রীর প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল—দ্বেষ, ক্রোধ। পরোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্রেম। মৈত্রী কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রসারিত হয় না, তা সর্বজীবের প্রতিই প্রসারিত হয়। ইহার পূর্ণপরিণতি সর্বজীবে একাত্মবোধ। ইহা সর্বজীবের মঙ্গল এবং সুখ কামনায় পর্যবসিত। পরোপকারিতা ইহার মুখ্য লক্ষণ। ইহা ক্রোধকে সম্পূর্ণ বর্জন করে।

খ. করুণা—পরের দুঃখ দর্শনে হৃদয় বিগলিত হওয়া বা পরদুঃখ অপনোদনেচ্ছা। পরের দুঃখ অপনোদনেচ্ছা ইহার মুখ্য লক্ষণ। ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল—হিংসা এবং পরোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—দৌর্মনস্য বা দুর্মনতা। মৈত্রীর আলম্বন দুঃখিত জীব। ইহা ক্রূরতা বা নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ বিনাশ করে।

গ. মুদিতা—কেবল সহানুভূতি প্রকাশ নয়, অন্যের সুখানুমোদনই প্রকৃত মুদিতা। ইহার বিরুদ্ধ পক্ষ হল ঈর্ষা এবং পরোক্ষ প্রতিপক্ষ হল প্রহাস। ইহার মুখ্য লক্ষণ হল—অন্যের সুখসম্পদ এবং শ্রীবৃদ্ধি অনুমোদন। মুদিতার আলম্বন উন্নতিশীল সত্ত্ব। ইহা অরতি বিনাশ করে, এবং ইহা ব্যক্তির অভিনন্দনসূচক গুণাবলী।

ঘ উপেক্ষা—উপেক্ষা বলতে সাধারণতঃ লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষতাকে বুঝায়। ইহা ভোগসুখবাদরূপ নিরপেক্ষতা নয়, ইহা পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা বা মানসিক সমতাপূর্ণ নিরপেক্ষতা। ইহা জীবনের সর্ব দুঃখদৈন্যের যথা নিন্দা প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ প্রভৃতি বিষয়েও মানসিক অবিচলতা রূপ সমতা বা নিরপেক্ষতা। ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ হল—রাগ (লোভ) এবং পরোক্ষ প্রতিপক্ষ হল—সহানুভূতিহীনতা বা অনীহা।

উপেক্ষা লোভ (রাগ) এবং দ্বেষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। নিরপেক্ষতা ইহার মুখ্য লক্ষণ।

এখানে উপেক্ষাকে উপেক্ষা-বেদনা বুঝাচ্ছে না যা এক বিশেষ গুণরূপে বিবেচিত হয়, মানসিক স্থিরতা বা প্রশান্ততা ইহার নিকটতম প্রতিশব্দ। উপেক্ষা কুশল এবং

অকুশল, প্রিয় এবং অপ্রিয়, মনোজ্ঞ এবং অমনোজ্ঞ প্রতিটি বিষয়কে সমভাবে দর্শন করে। (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪৯ নং ব্যাখ্যা দেখুন)

(১২) **আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা**—ইহা সর্ব প্রকার আহার্য বস্তুর সন্ধান এবং আহারের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন ইত্যাদি।

(১৩) **এক ব্যবস্থান**—(বা চতুর্ধাতু ব্যবস্থান) ইহা চার ধাতু পঠবি (বিস্তৃতি) আপ (সংসক্তি), তেজ (উষ্ণতা) এবং বায়ু (গতি) প্রভৃতি বিষয়ের লক্ষণ অনুসন্ধান।

(১৪) **অরূপধ্যান**—(প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন) তা হল—
১ আকাশ-অনন্ত আয়তন ২ বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন ৩ অকিঞ্চনায়তন (অর্থাৎ অরূপ বিজ্ঞান বিদ্যমান নেই এবং কিছুই বিদ্যমান নেই) ৪ নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন (স্থূল সংজ্ঞাও নেই—সূক্ষ্ম সংজ্ঞাও নেই)।

(১৫) আলোক এবং আকাশকে বাদ দিলে ৩৮ প্রকার কর্মস্থান বা ধ্যেয় বিষয় হয়।

(১৬) বত্রিশ দেহাংশ নিয়ে ভাবনা ইন্দ্রিয়-কামনা-দায়ক দেহের অশুচিতা প্রতিপন্ন করে।

(১৭) এ বিষয়গুলি অত্যন্ত গভীর এবং বিস্তৃত।

(১৮) এই বিষয়গুলি স্থূল এবং বিতর্কও একটি ধ্যানাঙ্গ যা সেই ভাবনা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। পরবর্তী চার ধ্যানের বিতর্ক ধ্যানাঙ্গ নেই তাই এই দুই বিষয়ে সমাধি উৎপন্ন করা যায় না।

(১৯) **উপেক্ষা**—কেবল পঞ্চম ধ্যানে উৎপন্ন হয়। সর্বশেষ 'অপ্রমেয়' অর্থাৎ উপেক্ষা অনুশীলন দ্বারা প্রথম চার ধ্যান বর্ধন করা যায় না।

(২০) **বত্থুধম্মো**—বস্তুধর্ম : অর্থাৎ আদি কৃৎস্ন মণ্ডলের দোষ সমূহ থেকে।

(২১) **আবজ্জন** : আবর্তন—বিভিন্ন ধ্যানাঙ্গে ভাবনা।

সমাপজ্জন—তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন ধ্যান লাভ করার ক্ষমতা।

অধিট্ঠান—ইচ্ছানুরূপ সময় ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা।

বুট্ঠান—তৎক্ষণাৎ ধ্যান থেকে উঠা।

পচ্চবেক্খণ—আবজ্জনের অনুরূপ।

(২২) প্রথম পরিচ্ছেদের ৪৪ নং ব্যাখ্যা দেখুন।

(২৩) **অভিঞ্ঞা** ঃ অভিজ্ঞা—যিনি পঞ্চম ধ্যান লাভ করেছেন তিনিই মাত্র এই পঞ্চ অভিজ্ঞা উৎপন্ন করতে পারেন।

ক. **ঋদ্ধিবিদ্যা**—আকাশের মধ্য দিয়ে গমন, জলের উপর দিয়ে যাতায়াত, পৃথিবীতে ডুব দেওয়া ও নানা প্রকার রূপ উৎপন্ন করণ ইত্যাদি ঋদ্ধির অন্তর্ভুক্ত।

খ. **দিব্যশ্রবণ**—দিব্যকর্ণ বা দূরের শব্দ শ্রবণ। এ অভিজ্ঞা দ্বারা নিকট এবং দূরের শব্দ শ্রুত হয়।

গ. **পরচিত্তবিজানন জ্ঞান**—ইহা দ্বারা অন্যের চিন্তার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

ঘ **পূর্বনিবাসস্মৃতি জ্ঞান**—ইহা নিজের বা অন্যের পূর্ব (জন্মের) নিবাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ রজনীতে বুদ্ধ এ জ্ঞান রাত্রির প্রথম যামেই লাভ করেন। এ বিষয়ে বুদ্ধজ্ঞান অপরিসীম কিন্তু বুদ্ধব্যতীত অন্যের জ্ঞান সীমিত।

ঙ **দিব্যচক্ষু**—এই দিব্যদর্শন দ্বারা পার্থিব এবং স্বর্গীয় দূর বা নিকটের কোন বিষয় বা বস্তু যা চর্মচক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না তা'ই দৃষ্ট হয়। বুদ্ধ সর্বজ্ঞতা লাভের রাত্রির দ্বিতীয় যামে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

চ. **চ্যুতিউৎপত্তি জ্ঞান**—ইহা জীবের মৃত্যুরূপ চ্যুতি এবং পুনর্জন্ম রূপ উৎপত্তি জ্ঞান। এ জ্ঞান বা অভিজ্ঞা এবং দিব্যচক্ষুজ্ঞান অভিন্ন। অনাগত সংজ্ঞা বা ভবিষ্যৎ জ্ঞান এবং যথাকর্মোৎপত্তিজ্ঞান বা কুশল কর্ম প্রভাবে সুগতি স্থানে উৎপত্তি এবং অকুশল কর্মপ্রভাবে দুর্গতি স্থানে উৎপত্তি জ্ঞান—এই দুই জ্ঞানও চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞানের অন্তর্গত তবে এই জ্ঞান বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অন্তর্গত।

এই পাঁচ প্রকার অতিপ্রাকৃত জ্ঞান পার্থিব বা লৌকিক জ্ঞান। আসবক্ষয়জ্ঞান (তত্ত্বক্ষর জ্ঞান) কিন্তু লোকোত্তর।

প্রথম পঞ্চ জ্ঞান যে কোন কালে উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু শেষোক্ত আসবক্ষয় জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধকালে উৎপন্ন করা যায়।

বিসুদ্ধিভেদো

৬. বিপস্সনাকম্মট্ঠানে পন ১. সীলবিসুদ্ধি ২. চিত্তবিসুদ্ধি ৩. দিট্ঠিবিসুদ্ধি ৪. কঙ্খাবিতরণবিসুদ্ধি ৫. মগ্গামগ্গঞাণদস্সনবিসুদ্ধি ৬. পটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধি ৭ ঞাণদস্সনবিসুদ্ধি চে'তি সত্তবিধেন বিসুদ্ধিসঙ্গহো।

অনিচ্চলক্খণং, দুক্খলক্খণং, অনত্তলক্খণঞ্চ চে'তি তীণি লক্খণানি।

অনিচ্চানুপস্সনা, দুক্খানুপস্সনা, অনত্তানুপস্সনা চে'তি তিস্সো অনুপস্সনা।

১ সম্মসনঞাণং ২ উদযব্যযঞাণং ৩. ভঙ্গঞাণং ৪. ভযঞাণং ৫ আদীনবঞাণং ৬ নিব্বিদাঞাণং ৭. মুঞ্চিতুকম্যতাঞাণং ৮. পটিসঙ্খাঞাণং ৯ সঙ্খারুপেক্খাঞাণং ১০ অনুলোমঞাণং চে'তি দস বিপস্সনাঞাণানি।

সুঞ্ঞতো বিমোক্খো, অনিমিত্তো বিমোক্খো, অপ্পণিহিতো বিমোক্খো চে'তি তযো বিমোক্খা।

সুঞ্ঞতানুপস্সনা, অনিমিত্তানুপস্সনা, অপ্পণিহিতানুপস্সনা চে'তি তীণি বিমোক্খমুখানি চ বেদিতব্বানি।

কথং? পাতিমোক্খসংবরসীলং, ইন্দ্রিযসংবরসীলং, আজীবপারিসুদ্ধিসীলং, পচ্চযসন্নিস্সিতসীলং চে'তি চতুপারিসুদ্ধিসীলং সীলবিসুদ্ধি নাম।

উপচারসমাধি, অপ্পনাসমাধি চে'তি দুবিধো'পি সমাধি চিত্তবিসুদ্ধি নাম।

লক্খণ-রস পচ্চুপট্ঠান-পদট্ঠান-বসেন নাম রূপপরিগ্গহো দিট্ঠিবিসুদ্ধি নাম।

তেসমেব চ নাম-রূপানং পচ্চযপরিগ্গহো কংখাবিতরণ-বিসুদ্ধি নাম।

ততো পরং পন তথাপরিগ্গহিতেসু সপ্পচ্চযেসু তেভূমকসঙ্খারেসু অতীতাদিভেদভিন্নেসু খন্ধাদীনং আরব্ভ কলাপবসেন সঙ্খিপিত্বা অনিচ্চং খযট্ঠেন, দুক্খং ভযট্ঠেন, অনত্তা অসারকট্ঠেনা' তি অদ্ধানবসেন সন্ততিবসেন খণবসেন বা সম্মসনঞাণেন লক্খণত্তযং সম্মসন্তস্স তেস্বেব পচ্চযবসেন খণবসেন চ উদয-বযঞাণেন উদযব্বযং সম্মনুপস্সন্তস্স চ। ওভাসো পীতি পস্সদ্ধি অধিমোক্খো চ পগ্গহো সুখং ঞাণমুপট্ঠানমুপেক্খা চ নিকন্তি চে'তি।

ওভাসাদিবিপস্সনুপক্কিলেসে পরিপন্থপরিগ্গহবসেন মগ্গামগ্গলক্খণববত্থানং মগ্গামগ্গঞাণদস্সনবিসুদ্ধি নাম।

তথা পরিপন্থবিমুত্তস্স পন তস্স উদযব্বযঞাণতো পট্ঠায যাবানুলোমা তিলক্খণং বিপস্সনাপরম্পরায পটিপজ্জন্তস্স নব বিপস্সনাঞাণানি পটিপদাঞাণদস্সনবিসুদ্ধি নাম।

তস্স' এবং পটিপজ্জন্তস্স পন বিপস্সনাপরিপাকমাগম্ম ইদানি অপ্পনা উপ্পজ্জিস্সতীতি ভবঙ্গং বোচ্ছিন্দিত্বা উপ্পন্নমনোদ্বারাবজ্জনানন্তরং দ্বে তীণি বিপস্সনাচিত্তানি যং কিঞ্চি অনিচ্চাদিলক্খণমারব্ভ পরিকম্মোপচারানু-

লোমনামেন পবত্তন্তি। যা সিক্‌খাপ্‌পত্তা সা সানুলোমসঙ্‌খারুপেক্‌খাবুট্‌ঠানগামিনি বিপস্‌সনা' তি চ পবুচ্‌চতি। ততো পবং গোত্রভূচিত্তং নিব্‌বানমালম্বিত্বা পুথুজ্‌জ-নগোত্তমভিভবন্‌তং অরিযগোত্তমভিসম্‌ভোন্‌তঞ্চ পবত্ততি। তস্‌স' আনন্তবং এব মগ্‌গো দুক্‌খসচ্‌চং পরিজাননতো সমুদাসচ্‌চং পজহন্তো নিবোধসচ্‌চং সচ্‌ছিকবন্তো মগ্‌গসচ্‌চং ভাবনাবসেন অপ্‌পনাবীথিং ওতবতি। ততো পরং দ্বে-তীণি ফলচিত্তানি পবত্তিত্বা ভবঙ্গপাতোব হোতি। পুন ভবঙ্গং বোচ্‌ছিন্দিত্বা পচ্‌চবেক্‌খণঞাণানি পবত্তন্তি।

মগ্‌গং ফলং চ নিব্‌বানং পচ্‌চবেক্‌খন্তি পণ্ডিতো
হীনে কিলেসে সেসে চ পচ্‌চবেক্‌খতি বা ন বা।
ছব্‌বিসুদ্‌ধিকমেন' এবং ভাবেতব্‌বো চতুব্‌বিধো
ঞাণদস্‌সনবিসুদ্‌ধি নাম মগ্‌গো পবুচ্‌চতি।
অয়ং এত্থ বিসুদ্‌ধিভেদো।

বিশুদ্ধি বিভাগ বা বিদর্শন কর্মস্থান

৬.১. বিদর্শন ভাবনা (২৪) অনুশীলনের মধ্যে বিশুদ্ধি সাত প্রকাব যথা ১ শীলবিশুদ্ধি ২ চিত্তবিশুদ্ধি ৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি ৪. কঙ্খাউত্তরণ বিশুদ্ধি ৫. মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ৬ প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি ৭. জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি।

২. তিন লক্ষণ—১. অনিত্য-লক্ষণ (২৫) ২ দুঃখ-লক্ষণ (২৬) ৩. অনাত্ম লক্ষণ (২৭)।

৩ তিন অনুদর্শন (ভাবনা)—১ অনিত্যানুদর্শন ২ দুঃখানুদর্শন ৩. অনাত্মানুদর্শন।

৪ দশ বিদর্শন জ্ঞান—১ সংমর্শন জ্ঞান (২৮) ২. উদযব্যয় জ্ঞান ৩. ভঙ্গ জ্ঞান ৪. ভয জ্ঞান ৫ আদীনব জ্ঞান ৬. নির্বেদ জ্ঞান ৭. মুক্তীচ্ছা জ্ঞান (মুমুক্ষা-জ্ঞান) ৮. প্রতিসংখ্যাজ্ঞান (২৯) ৯ সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান (৩০) ১০. অনুলোম জ্ঞান (৩১)।

৫. তিন প্রকাব বিমোক্ষ (৩২) ১ শূন্যতা বিমোক্ষ (৩৩) ২. অনিমিত্ত বিমোক্ষ (৩৪) ৩ অপ্রণিহিত বিমোক্ষ (৩৫)।

৬ তিন প্রকার বিমোক্ষদ্বাব—১. শূণ্যতানুদর্শন ২ অনিমিত্তানুদর্শন ৩ অপ্রণিহিতানুদর্শন দ্বাব প্রভৃতি।

ইহা কি প্রকাবে বিস্তৃত হয?

১ শীল বিশুদ্ধি (৩৬) চাব প্রকাব শীল প্রতিপালনে পবিপূর্ণ হয যথা ১ প্রাতিমোক্ষসংবব (সংযম) শীল ২ ইন্দ্রিযসংবর শীল ৩ আজীবপবিশুদ্ধ শীল ৪ প্রত্যয়সন্নিশ্রিত শীল।

২ চিত্তবিশুদ্ধি (৩৭) দুই প্রকাব সমাধি লাভে পবিপূর্ণ হয যথা ১ উপচাব সমাধি ২ অর্পণা সমাধি।

৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি (৩৮)—লক্ষণ, বস, প্রত্যুপস্থান (উৎপত্তি পথ), পদস্থান (উৎপত্তিব কাবণ) অনুসাবে নাম-রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

৪ কঙ্ক্ষা উত্তবণ বিশুদ্ধি (৩৯)—নাম-রূপ সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞান সংগঠনেব পব নাম ও রূপের প্রত্যয (কাবণ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। কঙ্ক্ষা (সংশয) উত্তীর্ণ হয়ে যোগী স্কন্ধাদিব বিশ্লেষণ অনুযায়ী কলাপ অনুসাবে, অতীত প্রভৃতি বিভাগ অনুসাবে ত্রিভূমিব সংস্কাব সমূহকে পূর্বলব্ধ লক্ষণ ও প্রত্যযানুসাবে শ্রেণীভাগ কবেন এবং ক্ষযশীল অর্থে 'অনিত্য' ভয অর্থে 'দুঃখ' এবং অসাব অর্থে 'অনাত্ম' জ্ঞান লাভ কবে কাল—সন্ততি—ক্ষণ বশে বা সংমর্শন বশে লক্ষণত্রয় পুনঃপুনঃ ভাবনা কবেন। তৎপব তিনি প্রত্যয-ক্ষণ অনুসাবে উদয-বায় জ্ঞান দ্বাবা উদয়-ব্যয পর্যবেক্ষণ করেন। এ হেন সমযে যোগীব নিকট ওভাস (জ্যোতি), প্রীতি, প্রশান্তি, অধিমোক্ষ (শ্রদ্ধা), প্রগ্রহ (বীর্য), সুখ, জ্ঞান, স্মৃতি (উপস্থান), উপেক্ষা এবং নিকন্তি (এ সকলেব প্রতি সূক্ষ্ম তৃষ্ণা) উৎপন্ন হয।

ওভাস (অবভাস, জ্যোতি) প্রভৃতিকে বিদর্শনেব উপক্লেশ বা কলুষকাবী বন্ধন বুঝতে পেবে মার্গ এবং অমার্গেব প্রকৃত লক্ষণ বিচাব দ্বাবা (প্রকৃত মার্গে জ্ঞান লাভই)—মার্গামার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪০)।

৫ এই উপক্লেশ (বা বন্ধনমুক্ত) যোগী ত্রিলক্ষণ নিয়ে ভাবনা কবেন। এখন তাঁর নিকট উদয়-ব্যয জ্ঞান হতে অনুলোম জ্ঞান পর্যন্ত নিবন্তব, ভাবনা

কালে নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই নয় প্রকার জ্ঞান পর-পর উৎপত্তিই প্রতিপদ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (৪১)।

মার্গ ও ফল জ্ঞান উপলব্ধি

৬ এরূপে ভাবনা অনুশীলন করে যখন তাঁর বিদর্শন পরিপক্ক হয় বা পরিপূর্ণতা লাভ করেন তখন তিনি বুঝতে পারেন—এখন মার্গ (৪২) লাভ হবে (বা অর্পণা লাভ হবে)। তারপর ভবাঙ্গ স্রোত ছিন্ন হয় এবং মনোদ্বারাবর্তন চিত্ত দুই বা তিন ক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয়ে বিদর্শন চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম প্রভৃতি ত্রিলক্ষণের যে কোন একটি বিদর্শন চিত্তের আলম্বন হয়। এসকল চিত্তক্ষণকে পরিকর্ম—উপচার—অনুলোম চিত্তক্ষণ (৪৩) বলা হয়।

শিখাপ্রাপ্ত সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান অনুলোম জ্ঞান সহ যখন লোকোত্তর মার্গ লাভের উপযুক্ত হয় তখন তাকে উত্থানগামী বিদর্শন (৪৪) বলা হয়।

তারপর নির্বাণকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে গোত্রভূ চিত্ত (৪৫) উৎপন্ন হয় এবং তখন যোগী পৃথগ্‌জন গোত্র পরিত্যাগ করে আর্যগোত্রে উন্নীত হন।

এই চিত্তের অনন্তরে বা অবিচ্ছেদে 'দুঃখ সত্য' পরিজ্ঞাত হয়ে, 'সমুদয়সত্য' পরিত্যাগ করে, 'নিরোধ সত্য' প্রত্যক্ষ করে এবং 'দুঃখনিরোধ মার্গ সত্য' পরিপূর্ণ করে (চিত্ত) লোকোত্তর অর্পণা বীথিতে অবতরণ করেন—ইহাই স্রোতাপত্তি মার্গ।

সেই মার্গ-চিত্তক্ষণের পর দুই বা তিন চিত্তক্ষণ (ব্যাপিয়া) ফলচিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তৎপর ভবাঙ্গে (৪৬) পতিত হয়। তখন ভবাঙ্গ চিত্ত ছিন্ন করে পর্যবেক্ষণ চিত্ত উৎপন্ন হয়।

জ্ঞানীগণ মার্গ-ফল-নির্বাণ এবং পরিত্যক্ত ক্লেশ সমূহের পর্যবেক্ষণ (৪৭) করেন। অবশিষ্ট ক্লেশের পর্যবেক্ষণ কেহ কেহ করেন, কেহ কেহ করেন না।

এরূপে চার মার্গে ক্রমান্বয়ে ছয় বিশুদ্ধি পরিবর্ধন করাকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি (৪৮) বলা হয়।

বিশুদ্ধি পর্যায় এখানে সমাপ্ত।

১. স্রোতাপন্নের চিত্তবীথি :—

*	*	*	*
মনোদ্বারাবর্তন	পরিকর্ম	উপচার	অনুলোম

*　　*　　*　　*　　*

গোত্রভূ　　মার্গ　　ফল　　ফল　　ভবাঙ্গ।

ব্যাখ্যা :—

(২৪) **বিপস্সনা**—বা বিদর্শন আর্যমার্গে উন্নীত হওয়ার তৃতীয় বা সর্বশেষ স্তব। ইহাব মুখ্য লক্ষণ হল বিষয়েব যথাযথ স্বভাব প্রজানন।

(২৫) **অনিত্য**—ইহা নাম-রূপেব অনিত্য স্বভাব। কাবণসম্ভূত সকল বিষযই অনিত্য লক্ষণযুক্ত। সকল কাবণসম্ভূত বিষয দুই পবস্পব ক্ষণেব জন্যও স্থিব থাকে না, তাদেব প্রতিনিয়ত পবিবর্তন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মন রূপেব চেয়ে আবও দ্রুততব লয়ে পবিবর্তিত হচ্ছে। সাধাবণত রূপ সতব চিত্তক্ষণ পর্যন্ত স্থাযী হয়। অর্থকথাচার্যরা বলেন এক বিদ্যুৎ চমকেব জন্য যে সময প্রযোজন সে সময়েব মধ্যে কোটি কোটি চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হতে পাবে।

(২৬) **দুক্খ ঃ দুঃখ**—সকল প্রকার কাবণ নির্ভব বিষযই দুঃখ। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, প্রিয়েব বিযোগ দুঃখ, অপ্রিযেব সংযোগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধই দুঃখ।

(২৭) **অনাত্ম**—আত্মাব অনস্তিত্বই বৌদ্ধধর্মেব মূল বিষয। রূপে যেমন কোন নিত্য সত্তাব অস্তিত্ব নেই তেমন নাম বা মনেব মধ্যেও কোন নিত্য 'আমি' বা 'আত্মাব' বিদ্যমানতা নেই। লৌকিক বা লোকোত্তব কাবণ নির্ভর বা কাবণ বিবহিত কোন বস্তু বা বিষযেব মধ্যে নিত্য 'আত্মা' নেই। তাই ভগবান বুদ্ধ ধর্মপদ গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'সব্বে ধম্মা অনত্তা' সকল ধর্মই অনাত্ম। তিনি আবও বলেছেন ঃ 'সর্বসংস্কাব অনিত্য এবং দুঃখ'। অনাত্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ ধর্ম শব্দ ব্যবহাব কবেছেন যাতে লোকোত্তব নির্বাণও অনাত্ম পর্যাযভুক্ত হয।

এখানে ইহা উল্লেখ কবা যুক্তিযুক্ত হবে যে অনাত্মলক্ষণসূত্র শুনবার পব পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আত্মদৃষ্টি বন্ধন থেকে বিমুক্ত হন এবং অর্হত্ত্ব লাভ কবেন।

যোগী সাধাবণতঃ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই তিন লক্ষণেব সবগুলি নিয়ে ভাবনা কবেন না।

১ কার্য-কাবণ-নির্ভব যাবতীয বিষয। এ তিন লক্ষণেব মধ্যে যেটি তাঁকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট কবে তিনি তা নিযেই ভাবনা কবেন। এ গুলিব মধ্যে যে যেটি নিয়ে ভাবনা কবেন তাঁব বিমুক্তিকেও সে নামে অভিহিত করা হয।

(২৮) **সংমর্শন জ্ঞান**—যুক্তিপূর্ণ চিন্তাসম্মত জ্ঞান যদ্বারা পঞ্চস্কন্ধকে কলাপ-গুচ্ছ ব্যতীত আব কিছু মনে হযনা।

(২৯) **প্রতিসংখ্যা জ্ঞান**—হেতুজ সংস্কাবেব প্রতি উপেক্ষক হয়ে পুনঃপুনঃ ত্রিলক্ষণাকাবে ভাবনা কবা।

(৩০) **সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান**—পূর্ব-১ বর্ণিত আট প্রকার দর্শন জ্ঞান পবিপূর্ণতা হেতু সর্বসংস্কাবের (কার্যকারণ নির্ভব বা হেতুজ সকল প্রকাব অস্তিত্বের) প্রতি সর্বপ্রকাব আসক্তি এবং দ্বেষ বর্জন রূপ মানসিক পূর্ণ নিরপেক্ষতাই সংস্কাবো-পেক্ষা জ্ঞান।

(৩১) **অনুলোম জ্ঞান**—পূর্ব-২ বর্ণিত নয় প্রকাব বিদর্শন জ্ঞান পবিপূর্ণতায 'অনুলোম জ্ঞান' লাভ হয়। এ নামে অভিহিত করাব কাবণ হল অনুলোম জ্ঞান স্তরে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয ধর্ম পবিপূর্ণতা লাভ কবে এবং যোগী উচ্চ মার্গ লাভেব অধিকাবী হয।

(৩২) **বিমোক্ষ**—দশ প্রকাব বন্ধন-৩ বিমুক্ত কবে বলে বিমোক্ষ নামে অভিহিত হয়।

(৩৩) **শূন্যতা**—আত্ম-ধাবণা হতে মুক্তি। অনাত্ম-ভাবনা দ্বাবা বিমুক্তি লাভ করাকেই শূন্যতাবিমোক্ষ বলা হয।

(৩৪) **অনিমিত্ত**—নিত্য ধারণা থেকে মুক্তি ইত্যাদি অনিত্য-ভাবনা দ্বাবা বিমুক্তি লাভ কবাকেই অনিমিত্ত বিমোক্ষ বলা হয।

(৩৫) **অপ্রণিহিত**—তৃষ্ণাবিমুক্তি। দুঃখ-ভাবনা দ্বারা বিমুক্তি লাভ কবাকেই অপ্রণিহিত বিমোক্ষ বলা হয।

(৩৬) **শীল বিশুদ্ধি**—সপ্ত বিশুদ্ধিব মধ্যে শীলকে প্রথম বিশুদ্ধিরূপে উল্লেখ কবা হয়েছে। চার প্রকাব শীল বিশুদ্ধি ভিক্ষুদেব প্রতিই প্রযোজ্য।

প্রথম ঃ প্রাতিমোক্ষসংবর শীল—অর্থকথায এ শীলের এরূপ বর্ণনা বয়েছে—'যে শীল পালনে ব্যক্তি দুর্গতি থেকে মুক্ত থাকে'—তাই প্রাতিমোক্ষ। পা অর্থে বুদ্ধবাণীকে বুঝায়। অতিপমোক্ষ অর্থে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহলে,

---

১ ২. বিশুদ্ধি বিভাগেব ৪নং দশ বিদর্শন জ্ঞান দেখুন।

৩ সৎকারদৃষ্টি, শীলব্রত পবামর্শ, বিচিকিৎসা, কামরাগ, ব্যাপাদ, রূপবাগ, অরূপবাগ, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা।

প্রাতিমোক্ষ অর্থে বুঝায়—মৌলিক শিক্ষা বা মৌলিক শীল। ইহা ২২০ প্রকার নৈতিক শীল যা প্রত্যেক ভিক্ষুর পালন করা একান্ত কর্তব্য। ইহা ব্যক্তিকে অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে সংযত করে। এজন্য ইহা 'সংবর' নামে অভিহিত। শীল 'সমাধান' এবং 'উপধারণ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শীলকে এ অর্থে ব্যবহার করার কারণ হল—শীল ব্যক্তির কায়-বাক্য-মনকে সুনীতির দিকে পরিচালিত করে এবং তা কুশল বা পুণ্য কর্ম সম্পাদনের সহায়ক হয়।

দ্বিতীয়ঃ ইন্দ্রিয় সংবর শীল—ইহা ষড়-ইন্দ্রিয়ের সংযম শিক্ষা।

তৃতীয়ঃ আজীব পরিশুদ্ধি শীল—ইহা ভিক্ষুগণের আট প্রকার জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি। দৈনন্দিন আবশ্যকীয় বস্তু আহরণে ভিক্ষুগণ যেন কোন প্রকার অসংযতাচরণ না করেন।

চতুর্থঃ প্রত্যয়সন্নিশ্রিত শীল—ইহা ভিক্ষুর চার আবশ্যকীয় দ্রব্যের নিঃস্বার্থ ব্যবহার যথা—চীবর, ভিক্ষান্ন, আবাস এবং ভৈষজ্য।

(৩৭) **চিত্তবিশুদ্ধি**—ইহা দ্বিতীয় বিশুদ্ধি। পঞ্চনীবরণ সাময়িকভাবে অস্তমিত করে সমাধি বা ধ্যান বর্ধন করাই চিত্তবিশুদ্ধি। বিশুদ্ধ মন মসৃণ দর্পণ সদৃশ যেখানে সঠিকরূপে প্রত্যেক বস্তু প্রতিফলিত হয়। সেরূপ বিশুদ্ধ মন বিষয়কে যথানুরূপ দর্শন করতে সাহায্য করে।

(৩৮) **দৃষ্টি বিশুদ্ধি**—ইহা তৃতীয় বিশুদ্ধি। ইহা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস-রূপ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে তাই ইহাকে দৃষ্টিবিশুদ্ধি বলা হয়। নাম রূপের লক্ষণ, রস, প্রত্যুপস্থান (উৎপত্তি) এবং পদস্থান (কারণ) সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধান দ্বারা দৃষ্টিবিশুদ্ধি লাভ হয়।

(৩৯) **কঙ্খাউত্তরণ বিশুদ্ধি**—ইহা চতুর্থ বিশুদ্ধি। ইহা কার্যকারণ সম্বন্ধ, তদুৎপন্ন ফল, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংশয় বিশোধন করে। ইহাকে বিশুদ্ধি বলার কারণ হল—ইহা দৈব, (নিয়তি, অদৃষ্ট) অকারণবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটায়।

এই বিশুদ্ধি লাভ করতে হলে যোগীকে যে সকল কারণে এই নাম রূপ উৎপন্ন হয়েছে এবং যে সকল কারণে নাম-রূপ বর্তমানেও প্রতিফলিত হয়ে চলেছে সে বিষয়ে ভাবনা করতে হয়। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে নাম-রূপ প্রতিসন্ধিক্ষণে কারণবন্ধরূপে সম্পর্কিত হয়েছিল তা পূর্বজন্মের অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং কর্ম প্রভাবের ফলশ্রুতি এবং রূপ এই জীবন প্রবর্তন কালে কর্ম, চিত্ত, ঋতু এবং আহার

প্রভাবিত হবে প্রবর্তিত হয়ে চলেছে এবং মন বা চিত্ত ইন্দ্রিয়ানুগত হবে ষড়-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে। এরূপ ভাবনা দ্বারা তিনি দ্বিতীয় আর্যসত্য 'দুঃখের কারণ' হৃদয়ঙ্গম করেন এবং সংশয় থেকে নিজকে মুক্ত করেন।

(৪০) **মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি**—ইহা পঞ্চম বিশুদ্ধি। যে যোগী তাঁর সংশয় অপনোদন করেছেন তিনি পুনর্বার ত্রিলক্ষণ যথা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বিষয়ে আরও গভীর জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ভাবনা করেন। তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন জীবন একটি প্রতিনিরত অবিভক্ত ক্ষণস্রোত সদৃশ। তিনি কোন প্রকৃত সুখ দর্শন করেন না কারণ প্রতিটি সুখ বিপরিণাম দুঃখ ব্যতীত আর কিছু নয়। যা অনিত্য তা দুঃখ এবং যেখানে পরিবর্তন এবং দুঃখ বিদ্যমান তার মধ্যে কোন 'আমি' বা আত্মা থাকতে পারে না। কারণবদ্ধ বা কার্যকারণ নির্ভর উদয় ও ব্যয় তাঁর নিকট প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হয়। এমতাবস্থায় তিনি যখন ভাবনাগত থাকেন তখন তিনি দেখেন ভাবনার ফল স্বরূপ তাঁর দেহ হতে 'ওভাস' বা এক অমিত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি তখন অননুভূত প্রীতি, সুখ, প্রশান্তি অনুভব করেন এবং তখন ভাবনায় আরও উদ্যম প্রকাশ করেন এবং উপেক্ষক হন। তাঁর অধিমোক্ষ (ভাবনায় অভিরতি) আরও প্রবল হয়, স্মৃতি বলবান হয় এবং জ্ঞান পরিপক্ক হয়। জ্যোতির আবির্ভাবে অর্হত্ব লাভ করেছেন বলে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয় এবং এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি সেই অনুভূতিকে (ভাবনার কলুষতা বা ক্লেশের আকর্ষণকে) অনুভব বা উপভোগ করতে ইচ্ছা করেন—ইহাই নিকন্তি। শীঘ্রই তিনি এই আকর্ষণকে বিদর্শনের ক্লেশ রূপে জ্ঞাত হন এবং বুঝতে পারেন যে তিনি অর্হত্ব লাভ করেননি। স্বাভাবিকভাবে তিনি তখন মার্গ এবং অমার্গ বিচার করেন—ইহাই মার্গামার্গজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি। ইহাকে বিশুদ্ধি বলা হয় কারণ ইহা প্রকৃত মার্গ সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা দূরীভূত করে। তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করেন—'ইহাই প্রকৃত মার্গ এবং উহা মিথ্যা মার্গ বা অমার্গ।'

(৪১) **প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি**। ইহা ষষ্ঠ বিশুদ্ধি। দশ বিদর্শনজ্ঞানের উদয় ব্যয় জ্ঞান থেকে মার্গ চিত্তক্ষণের গোত্রভূ পূর্বক্ষণে বিকশিত অনুলোম জ্ঞান পর্যন্ত নয় জ্ঞানকে একত্রে প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি বলা হয়। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় ৪৫ নং ব্যাখ্যার পর 'বিশুদ্ধি মার্গ' এর এক নং পাদটীকা দেখুন)।

(৪২) **অর্পণা**, লোকোত্তব মার্গ।

(৪৩) পূর্ব পবিচ্ছেদে লোকোত্তব অর্পণা চিত্তবীথি এবং এই পবিচ্ছেদে স্রোতাপন্নেব চিত্তবীথি দেখুন।

(৪৪) **উত্থানগামিনী বিদর্শন**—দশ প্রকাব বিদর্শন জ্ঞানেব সংস্কাবোপেক্ষা এবং অনুলোমজ্ঞানকে এ নামে অভিহিত কবা হয়। দুর্গতি অবস্থা এবং সংস্কাব বদ্ধতা থেকে মুক্ত কবে বলে ইহা উক্ত নামে পবিচিত।

(৪৫) **গোত্রভূ**—পৃথগ্জন গোত্র জয় কবা। এই চিত্তক্ষণেব আলম্বন নির্বাণ কিন্তু সর্ব কলুষতা (ক্লেশ) ত্যাগ দ্বাবা এই চিত্তক্ষণেব পববর্তী মার্গ চিত্তক্ষণে নির্বাণ প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয়।

আর্যরূপে (স্রোতাপন্নরূপে) রূপান্তবিত হওযাব পব তিন বিশেষ মার্গ-চিত্তক্ষণকে অর্থাৎ সকৃদাগামী, অনাগামী এবং অর্হৎ মার্গ চিত্তক্ষণকে 'বোদান' (বিশুদ্ধ) বলা হয়।

(৪৬) গোত্রভূ চিত্তক্ষণেব অব্যবহিত পব স্রোতাপন্নেব মার্গ চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। এই স্তবে বা অবস্থায় যোগী দুঃখসত্য উপলব্ধি কবেন এবং তৃষ্ণা যা দুঃখের কাবণ তা পরিত্যাগ কবেন এবং প্রথম বার ইহজীবনে নির্বাণ উপলব্ধি কবেন। আর্য মার্গেব অষ্ট অঙ্গ এই স্তবেই পবিপূর্ণতা লাভ কবে। এই বিশেষ চিত্তক্ষণকে 'স্রোতাপত্তি মার্গ' বলা হব। স্রোত অর্থে এখানে নির্বাণেব দিকে চালিত স্রোতকে বুঝায। ইহাই অষ্টাঙ্গিক মার্গ। 'আপত্তি' অর্থে প্রথমবাব প্রবেশকে বুঝায। ইহাই মার্গ কাবণ ক্লেশ ধ্বংস কবেই ইহাব উৎপত্তি। এই মার্গ চিত্তক্ষণ জীবন প্রবর্তন কালে মাত্র একবার উৎপন্ন হয এবং তাব অব্যবহিত পব দুই বা তিন ফল-চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়। তাবপব চিত্তস্রোত ভবাঙ্গে আবর্তিত হয। একাবণে ধর্মকে 'অকালিক' বা পববর্তী মুহূর্তে ফলপ্রদ বলা হয়।

(৪৭) **প্রত্যবেক্ষণজ্ঞান**—বিধি অনুসাবে চাব আর্যস্তবের প্রতিটি স্তর লাভ করাব পব যোগী মার্গ এবং ফল, উপলব্ধ নির্বাণ, বিগত কলুষ (ক্লেশ) সমূহ এবং প্রথম তিন স্তবেব ক্ষেত্রে অবিগত ক্লেশ সমূহ যা এখনও বিদূবিত কবতে হবে তাব পর্যবেক্ষণ করেন। অর্হৎ জ্ঞাত হন যে তাঁব নিকট আব বিদূবিতব্য কোন ক্লেশ বিদ্যমান নেই।

সর্বমোট পর্যবেক্ষণজ্ঞান উনিশ প্রকাব, পনেরটি প্রথম তিন আর্য স্তবেব এবং চাবটি পবিশেষ স্তবেব জন্য প্রযোজ্য।

পালি শব্দগুচ্ছ—নাপরং ইত্থত্থায'—অর্থাৎ ইহার পর আর কিছু নেই—ইহা প্রত্যবেক্ষণকে নির্দেশ করে।

(৪৮) **জ্ঞানদর্শনবিশুদ্ধি**—ইহা মার্গচিত্তের মানসিক প্রজ্ঞান্তর। এই ভাবনা-জ্ঞানকে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইহাকেও বিশুদ্ধি বলা হয় কারণ ইহা চার আর্যসত্য অনুবোধ প্রভাবে সর্ব প্রকার ক্লেশবিমুক্ত অবস্থা। ইহা সপ্তম বিশুদ্ধি।

বিমোক্খভেদো

৭ তত্থ অনত্তানুপস্সনাঅত্তাভিনিবেসং মুঞ্চন্তি। সুঞ্ঞতানুপস্সনা নাম বিমোক্খমুখং হোতি। অনিচ্চানুপস্সনা বিপল্লাসনিমিত্তং মুঞ্চন্তি, অনিমিত্তানুপস্সনা নাম। দুক্খানুপস্সনা তণ্হাপণিধিং মুঞ্চন্তি অপ্পনিহিতানুপস্সনা নাম। তস্মা যদি বুট্ঠানগামিনীবিপস্সনা অনত্ততো বিপস্সতি, সুঞ্ঞতো বিমোক্খো, নাম যদি দুক্খতো বিপস্সতি অপ্পণিহিতো বিমোক্খো নামা'তি চ মগ্গো বিপস্সনা-গমনবসেন তীণি নামানি লব্ভতি। যদা ফলং চ মগ্গাগমনবসেন মগ্গবীথিযং, ফলসমাপত্তিবীথিযং পন যথাবুত্তনযেন বিপস্সনন্তানং যথাসকং ফলমুপ্পজ্জমানম্পি বিপস্সনাগমনবসেন' এব সুঞ্ঞতাদিবিমোক্খো' তি চ পবুচ্চতি। আলম্বন-বসেন পন সবসবসেন চ নামত্তযং সব্বত্থ সব্বেসম্পি সমমেব।

অযং এত্থ বিমোক্খভেদো।

পুগ্গলভেদো

এত্থ পন সোতাপত্তিমগ্গং ভাবেত্বা দিট্ঠিবিচিকিচ্ছাপহানেন পহীনাপাযগমনো সত্তক্খত্তুপরমো সোতাপন্নো নাম হোতি।

সকদাগামিমগ্গং ভাবেত্বা রাগদোসমোহানং তনুকরত্তা সকদাগামি নাম হোতি। সকিদ' এব ইমং লোকং আগন্ত্বা অনাগামিমগ্গং ভাবেত্বা কামরাগ-ব্যাপাদানং অনবসেসপ্পহানেন অনাগামি নাম হোতি, অনাগন্ত্বা ইত্থত্তং।

অরহত্তমগ্গং ভাবেত্বা অনবসেসকিলেসপ্পহানেন অরহা নাম হোতি, খীণাসবো লোকে অগ্গদক্খিণেয্যো।

অযং এত্থ পুগ্গলভেদো।

বিমোক্ষ বিভাগ

বিদর্শন ভাবনায় অনাত্মানুদর্শন (অনাত্ম-জ্ঞান) আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢমূল ধারণা (৪৯) দূরীভূত করে বিমোক্ষের প্রবেশ দ্বার রূপে পরিণত হয়। ইহা শূন্যতা বিমোক্ষদ্বার। অনিত্যানুদর্শন (অনিত্যজ্ঞান) বিপর্যাসকে (৫০) দূরীভূত করে, বিমোক্ষের প্রবেশ দ্বার হয়। ইহা অনিমিত্ত বিমোক্ষ দ্বার। দুঃখানুদর্শন (দুঃখ-জ্ঞান) তৃষ্ণাপ্রণিধি (৫১) দূরীভূত করে বিমোক্ষ দ্বার হয়। ইহা মার্গের অপ্রণিহিত বিমোক্ষ দ্বার। এ কারণে বিদর্শন উৎপত্তির উপায় অনুসারে মার্গদ্বার তিন প্রকার হয়। সেরূপ মার্গ (চিত্ত) বীথিতে (মার্গ) ফলজ্ঞান উৎপত্তির উপায় অনুসারে তিন (বিমোক্ষ) নাম প্রাপ্ত হয়।

ফল-সমাপত্তি বীথিতে উক্ত প্রণালীতে বিদর্শনের যথাযথ ভাবে স্ব স্ব ফলোৎপাদন হলে, তা বিদর্শন উৎপত্তির উপায় অনুসারে সেই ফলকে শূন্যতা বিমোক্ষ ইত্যাদি বলা হয়। তথাপি এ ফলের আলম্বন নির্বাণ এবং স্বভাব একই প্রকার এবং এবং নামত্রয় মার্গ ও ফলে এবং মার্গস্থ ও ফলস্থ পুদ্‌গলের প্রতি সম ভাবে প্রযোজ্য।

এ পর্যন্ত বিমোক্ষ বিভাগ।

পুদ্‌গল ভেদ

৮. উক্তরূপে যিনি স্রোতাপত্তি মার্গ (৫২) ভাবনা করে মিথ্যাদৃষ্টি এবং বিচিকিৎসা ধ্বংস করেছেন, তাঁকে স্রোতাপন্ন বলা হয়। অপায়দ্বার তাঁর জন্য বন্ধ হয়েছে এবং তিনি ঊর্ধপক্ষে আর সাতবার মাত্র জন্মগ্রহণ করবেন।

যিনি সকৃদাগামী মার্গ (৫৩) ভাবনা করে লোভ দ্বেষ মোহকে দুর্বল করেছেন (বা স্বল্প পরিমাণে নিয়ে গেছেন), তাঁকে সকৃদাগামী বলা হয়। তিনি এ সংসারে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করবেন।

যিনি অনাগামী মার্গ (৫৪, ভাবনা করে কামরাগ এবং পটিঘ ধ্বংস করেছেন, তাঁকে অনাগামী বলা হয়। অনাগামী কামজগতে (কামলোকে) আর উৎপন্ন হন না।

যিনি অর্হত্ব মার্গ ভাবনা করে সর্বপ্রকার (দশ) ক্লেশ ধ্বংস করেছেন, তাঁকে

অর্হৎ বলা হয়। তিনি সর্বকলুষতা বিমুক্ত (৫৫) এবং এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দান গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি।

এ পর্যন্ত পুদ্গল ভেদ।

ব্যাখ্যা :—

(৪৯) **অত্তাভিনিবেস** : আত্মাই কর্মের কর্তা এবং ফলভোক্তা—ইহা আমার আত্মা একপ দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

(৫০) **বিপল্লাসনিমিত্তং** : তিন প্রকার মিথ্যা ধারণা বা বিপল্লাস অনিত্য ভাবনা দ্বারা দূরীভূত হয় যথা—

১. সংজ্ঞা (সঞ্‌ঞা) বিপল্লাস মিথ্যা সংজ্ঞা ২. চিত্তবিপল্লাস চিত্তের মিথ্যা ধারণা এবং ৩. দৃষ্টিবিপল্লাস মিথ্যা দৃষ্টি। এই তিন ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনিত্যকে নিত্য জ্ঞান করে।

(৫১) **তণ্হাপনিধি**—'ইহা আমার। ইহা আমার সুখ।' একপ আসক্তি।

(৫২) **সোতাপন্নো**—যিনি প্রথম বার নির্বাণ স্রোতে প্রবেশ করেন, তিনিই স্রোতাপন্ন। স্রোতাপন্ন তিন প্রকার—

১. যাঁরা সাতবার স্বর্গ বা মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন (সত্তক্খত্তুপরম)। অষ্টম জন্মের পূর্বেই তাঁরা নির্বাণ লাভ করেন।

২. নির্বাণ লাভের পূর্বে যাঁরা দুই বা তিন বার (মনুষ্য) কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন (কোলংকোল)।

৩ নির্বাণ লাভের পূর্বে যাঁরা একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করেন (একবীজী)।

স্রোতাপন্ন বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। তিনি কখনও পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না এবং গর্হিত অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন না। তিনি অপায় মুক্ত এবং নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।

(৫৩) **সকদাগামী**—সকৃদাগামী একবার মাত্র মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এ জীবনে সকৃদাগামী হয়ে তিনি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করতে পারেন এবং অর্হত্ত্ব-লাভের জন্য মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ প্রত্যাশা করতে পারেন।

সকৃদাগামী পাঁচ প্রকার—

১ যাঁরা এ সংসারে সকৃদাগামী হন এবং এখানেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন।

২ যাঁরা স্বর্গে সকৃদাগামী হন এবং সেখানেই অর্হত্ব লাভ করেন।

৩ যাঁরা এখানে সকৃদাগামী হন এবং স্বর্গে অর্হত্ব লাভ করেন।

৪ যাঁরা স্বর্গে সকৃদাগামী হন এবং এখানে অর্হত্ব লাভ করেন।

৫ যাঁরা এখানে সকৃদাগামী হন এবং স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন, পুনঃ মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করে এখানেই অর্হত্ব লাভ করেন।

(৫৪) **অনাগামী**—তিনি কামলোকে জন্মগ্রহণ করেন না। অনাগামিগণ উচ্চতর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং অর্হত্ব লাভ না করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

অনাগামী পাঁচ প্রকার—

১. যাঁরা আয়ুষ্কালের পূর্বার্ধে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে পরিনির্বাণ লাভ করেন (অন্তরপরিনিব্বাযি)

২ যাঁরা আয়ুষ্কালের শেষার্ধে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে পরিনির্বাণ লাভ করেন (উপহচ্চপরিনিব্বাযি)।

৩ যাঁরা সসংস্কার (সচেষ্ট হয়ে) পরিনির্বাণ লাভ করেন (সসংখার-পরিনিব্বাযি)।

৪ যারা অসংস্কার (সচেষ্ট না হয়ে) পরিনির্বাণ লাভ করেন (অসংখার-পরিনিব্বাযি)।

৫ যাঁরা এক ব্রহ্মলোক থেকে অন্য উচ্চতর ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে সর্বশেষে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাণ লাভ করেন (উদ্ধংসোত অকনিট্ঠগামী)।

(৫৫) **খীণাসবো**—ক্ষীণাসব অর্হৎকে বলা হয় কারণ তিনি সকল প্রকার ক্লেশমুক্ত হয়েছেন।

বিশুদ্ধি মার্গ

ধ্যান যখন পরিপক্ক হয়, মন মসৃণ দর্পনের ন্যায় বিশুদ্ধ হয় তখন সকল বিষয় মনে পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হয়। তখনও মন কিন্তু অকুশল চিন্তামুক্ত হয়নি, সমাধি বা ধ্যান সহযোগে কেবল মনের কু-স্বভাব সাময়িক শান্ত হয়েছে মাত্র। তা আবার মনের অনবহিত মুহূর্তে প্রকাশিত হতে পারে।

যোগিগণ বাক্য এবং কর্ম সংযত করেন, সমাধি মনকে সংযত করে কিন্তু

বিদর্শন প্রজ্ঞা যা বিমুক্তির তৃতীয় বা শেষ স্তর তা সমাধি-প্রশমিত ক্লেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে যোগীকে অরহত্ত্বে উন্নীত করে।

প্রথমতঃ যোগী বিষয়কে যথাযথ দর্শনের নিমিত্ত 'দৃষ্টি বিশুদ্ধি'র জন্য ভাবনা করেন। সমাধি-চিত্তে তিনি তথাকথিত 'আত্মা'কে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা করেন। এই অনুসন্ধান রূপ পরীক্ষা দ্বারা তিনি জ্ঞাত হন যে তিনি যাকে 'আমি' বা আত্মা'-রূপে ধারণা করতেন তা নাম-রূপের অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এরূপে তিনি তথাকথিত 'আত্মা'র প্রকৃত স্বভাব সম্বন্ধে সত্যদৃষ্টি লাভ করে নিত্য আত্মার বিদ্যমানতারূপ মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বিমুক্ত হন। তারপর তিনি আত্ম-ধারণার কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি তখন হৃদয়ঙ্গম করেন এ বিশ্বে এমন কিছু নেই যা কোন অতীত কারণ বা কারণ সমূহ দ্বারা প্রভাবিত (বা সম্বন্ধযুক্ত) নয় এবং বর্তমান জীবন ও অতীত অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, কর্ম এবং বর্তমান জীবনের আহার নির্ভরতায় বিদ্যমান। এ পাঁচ কারণে আত্মদৃষ্টির উৎপত্তি। অতীত কারণ যেমন বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে, বর্তমান কারণও তেমন ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। এ প্রকারে ভাবনা করে যোগী সকল প্রকার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ[১] সংশয় মুক্ত হন।

তারপর তিনি তিন সত্য সম্বন্ধে ভাবনা করেন তা'হল—সকল কার্য কারণ সম্বন্ধ যুক্ত বা হেতুজ বস্তুই অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম। যে দিকেই তিনি তাকান সে দিকে তিনি এ ত্রিলক্ষণ ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন জীবন আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক কারণের এক অবিরত পরিবর্তনশীল প্রবাহ মাত্র। তিনি কোন বিষয়েই প্রকৃত সুখ লাভ করেন না কারণ প্রত্যেক বিষয়ই পরিবর্তনশীল বা অনিত্য।

জীবনের এরূপ প্রকৃত স্বভাব নিয়ে তিনি যখন ভাবনা করেন, তখন তাঁকে বিস্মিত করে একদিন তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি (ওভাস, অবভাস) নির্গত হতে থাকে। তিনি তখন অননুভূতপূর্ব আনন্দ, সুখ এবং প্রশান্তি অনুভব করেন। তখন তাঁর মন 'সমতা' ধারণ করে (বা তিনি উপেক্ষক হন), 'শ্রদ্ধা'

---

১. সপ্ত বিশুদ্ধির তৃতীয় বিশুদ্ধি। ২ কঙ্খাবিতরণ বিশুদ্ধি, ইহা সপ্ত-বিশুদ্ধির চতুর্থ বিশুদ্ধি।

গভীরতর হয়, 'স্মৃতি' নির্মলতর হয় এবং বিদর্শন (অন্তর্দৃষ্টি) অসাধারণ তীক্ষ্ণ হয়। তিনি অভূতপূর্ব অবস্থাকে অর্থাৎ বিশেষতঃ দৈহিক জ্যোতিকে অর্হত্ত্বের অবস্থা মনে করে ভুল করেন। এবং এ অবস্থার প্রতি আকাঙ্ক্ষা (নিকন্তি) পোষণ করেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন যে এ নূতন অবস্থা তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় (উপক্লেশ) এবং তখন তিনি 'মার্গ' এবং 'অমার্গ' নির্ধারণ করে মার্গামার্গজ্ঞান[১] দর্শন বিশুদ্ধি লাভ করেন।

সম্যক মার্গ নির্ধারণ করে তিনি সর্ব সংস্কারের (কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের প্রতি) উদয় এবং ব্যয় দর্শন করে ভাবনা করেন (উদয়-ব্যয় জ্ঞান)। এই দুই বিষয়ের পরেরটি (অর্থাৎ ব্যয়) তাঁর চিত্তে সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয় কারণ উদয়ের (উৎপত্তির) চেয়ে ব্যয় (ভঙ্গ বা ভঙ্গুরতা) তাঁর নিকট মুখ্যরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং তিনি বিষয়ের ভঙ্গের দিকে তাঁর চিত্তকে ভাবনায় পরিচালিত করেন (ভঙ্গজ্ঞান)। তখন তাঁর নিকট ইহাই প্রতীত হয় যে নাম এবং রূপ যা জীবের তথাকথিত 'আত্মা' তৈয়ার করেছে তা নিয়ত পরিবর্তনশীল এক প্রবাহ মাত্র যা পরপর দুই মুহূর্তও স্থির থাকেনা। তখন তাঁর নিকট সকল ভঙ্গুর বস্তু ভয়াবহ রূপে প্রতীয়মান হয় (ভয়জ্ঞান)। সমস্ত বিশ্বই তাঁর নিকট যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড রূপে প্রতিভাত হয় এবং বিপদের উৎসরূপে পরিগণিত হয়। তারপর তিনি বিশ্বের ভয়ঙ্করতা এবং আশ্রয়হীনতার ভাবনা করেন (আদীনব জ্ঞান) এবং তাতে তাঁর বিশ্বের প্রতি দৈন্যতা (নীরসতা) বৃদ্ধি পায় (নির্বিদাজ্ঞান) এবং চিত্তে এ সকল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা জন্মে (মুঞ্চিতুকাম্যতাজ্ঞান)।

এই উদ্দেশ্যে তিনি পুনঃ ত্রিলক্ষণ যথা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম লক্ষণ ভাবনা করেন (প্রতিসংজ্ঞাজ্ঞান) এবং তারপর সর্ব সংস্কারের প্রতি (বিশ্বের সকল প্রকার কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের প্রতি) সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন, তাতে তিনি কিছুর প্রতি আসক্তও (তৃষ্ণাযুক্ত) হন না এবং বিরক্তও (দ্বেযুক্ত) হন না (সংস্কারোপেক্ষাজ্ঞান)[২]।

---

১. সপ্তবিশুদ্ধির পঞ্চম বিশুদ্ধি।

২. এই নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞানকে যথা উদয়, ব্যয়, ভঙ্গ, ভয়, আদীনব, নির্বিদা, মুঞ্চিতুকাম্যতা (বা মুমুক্ষা), প্রতিসংখ্যা, সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানকে প্রতিপদজ্ঞান-দর্শন-বিশুদ্ধি এবং অনুলোম জ্ঞান বলে। ইহা ষষ্ঠ বিশুদ্ধি।

এই পর্যন্ত ভাবনায় অগ্রসব হয়ে তিনি ত্রিলক্ষণেব যে কোন এক লক্ষণকে যেটা তাঁব নিকট বিশেষ কার্যকবী মনে হয সেই লক্ষণকে নিয়ে সেই গৌববময় প্রথম নির্বাণ-দর্শন[১] দিন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ভাবনা কবতে থাকেন।

'রাত্রির অন্ধকারে বিদ্যুৎবিকাশে চাবদিকেব সমতলভূমি যেমন পথিকেব নয়ন-গোচব হয় এবং সেই উজ্জল আলোক তাঁব ঝলসিত চোখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সন্তবণ করে তেমন বিদর্শনজাত নির্বাণের অমিত জ্যোতিও চিত্তে এমন নির্মল-রূপে প্রতিভাত হয যে তাবপবও সে স্মৃতি চিত্ত থেকে বিলীন হব না'।[২]

প্রজ্ঞাপথ যাত্রীব নিকট যখন নির্বাণেব অমিয শান্তি-জ্যোতির প্রথম বিকাশ হয তখন তাঁকে স্রোতাপন্ন[৩] বলা হব—অর্থাৎ যে স্রোত নির্বাণে পবিচালিত করে তিনি তাতে প্রথম বাব প্রবেশ কবলেন।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই স্রোত।

মার্গস্রোত লাভী বা স্রোতাপন্ন এখন আব পৃথগ্‌জন (পার্থিব মানুষ) নন, তিনি এখন আর্য-শ্রাবক (লোকোত্তব মানুষ)।

যিনি আর্যমার্গেব প্রথম মার্গ বা স্তব লাভ লাভ কবেছেন তাঁব তিন সংযোজন (যা মানুষকে সংসারে আবদ্ধ কবে রাখে এরূপ বন্ধন) ছিন্ন হয তা' হল :—

১ **সক্কাযদিট্‌ঠি** : (সৎকায়দৃষ্টি)—সতি+কাযে+দিট্‌ঠি অর্থাৎ স্কন্ধেব বিদ্যমানতা আছে এরূপ ধারণা বা দৃষ্টি। এখানে কায বলতে পঞ্চস্কন্ধকে বুঝাচ্ছে যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কাব, বিজ্ঞান অথবা নাম-রূপেব জটিল মিশ্রণকে বুঝাচ্ছে। একটি সাধাবণ অভিমত আছে : যেখানে স্কন্ধরূপ নাম-রূপেব জটিল মিশ্রণ আছে সেখানে নিত্য আত্মা বা অপরিবর্তনশীল সত্ত্ব বিদ্যমান—তাকেই বলা হয় সক্কাযদিট্‌ঠি। ধম্ম-সঙ্গণি[৪] গ্রন্থে এরূপ বিশ প্রকাব আত্মদৃষ্টিব উল্লেখ আছে। সক্কায়দিট্‌ঠিকে সাধাবণতঃ আত্ম-ভ্রান্তি, আত্মদৃষ্টি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ রূপেও অনুবাদ করা হয়।

---

১ লোকোত্তর মার্গ চিত্তেব বিদর্শন জ্ঞানকে জ্ঞানদর্শন বিশুদ্ধি বলা হয়। ইহা সপ্তম বিশুদ্ধি।

২. Dr. Paul Dahlke

৩ প্রথম পবিচ্ছেদ দেখুন।

৪ ধম্মসঙ্গণিব অনুবাদ দেখুন পৃ. ২৫৭-২৫৯। ধম্মসঙ্গণিব ২৩৯ পৃঃ।

২. **বিচিকিচ্ছা :** বিচিকিৎসা—সংশয়। এ সংশয় হল ১ বুদ্ধ ২. ধর্ম ৩ সঙ্ঘ ৪ শিক্ষা (বিনয়) ৫ অতীত ৬ ভবিষ্যৎ ৭. অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় এবং ৮ প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্বন্ধে সংশয় বা সন্দেহ।

৩ **সীলব্বতপরামাস** . শীলব্রতপরামর্শ—মিথ্যা যাগ, যজ্ঞ ও আত্মকৃচ্ছ্রতায় মুক্তি লাভে বিশ্বাস।

ধম্মসঙ্গণিতে ইহার এরূপ বর্ণনা আছে, 'ইহা এ ধর্মের বাইরের তীর্থিক সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণগণের অভিমত। তাঁদের বিশ্বাস নৈতিক চারিত্রিক নীতি বা যাগ-যজ্ঞ বা এই উভয় প্রকারে (জীবের) বিশুদ্ধিতা লাভ হয়।'

অবশিষ্ট সাত সংযোজন (সংসার চক্রের বন্ধন) নির্মূল করবার জন্য স্রোতাপন্নকে ঊর্ধ্বপক্ষে সাতবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকে। তিনি কোন কারণে পঞ্চশীল ভঙ্গ করেন না। তাঁর অপায় গতি রুদ্ধ কারণ তিনি নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ।

নির্বাণের শান্তি জ্যোতি দর্শনের পর আর্য যোগী নব উদ্যমে ভাবনায় অগ্রসর হন। এবং তাঁর বিদর্শন বা অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা সাধন করে সকৃদাগামী হন। ইহা তাঁর আর্যমার্গের দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ এবং এ স্তরে তাঁর দুই সংযোজন যথা কামরাগ (কামাসক্তি) এবং পটিঘ (দ্বেষ) ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

এখন তিনি মনুষ্যভূমিতে একবার মাত্র আগমনকারী হলেন (অবশ্য তিনি যদি সে জন্মে অর্হত্ব লাভ না করেন)। ইহা অতি চিত্তাকর্ষক যে এই দ্বিতীয় মার্গ স্তর লাভী আর্যের কেবল মাত্র দুই প্রবল শক্তিশালী সংযোজন (বন্ধন) আছে যা তাঁকে অনাদি কাল থেকে সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছিল তা মাত্র দুর্বল হয়। কখনও কখনও অবশ্য অতি দুর্বল কামরাগ ও প্রতিঘ তাঁর চিত্তে উপস্থিত হয়।

কেবলমাত্র আর্য-মার্গের তৃতীয় স্তর লাভ করে অনাগামী শ্রাবক এই দুই সংযোজনের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করেন। তারপর তিনি মনুষ্যভূমিতে বা দেব-ভূমিতেও আর উৎপন্ন হন না কারণ তিনি কামবাসনার (কামরাগের) সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করেছেন। ইহ জীবন সাঙ্গ হওয়ার পর তিনি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হন কারণ এই ভূমিই কেবল অনাগামী এবং (তৎস্থানে অর্হত্ব প্রাপ্ত) অর্হৎগণের আবাসভূমি।

ব্রহ্মচর্য আচরণকারী (শীল সমাধি-প্রজ্ঞা বর্ধন করে) পৃথগ্জনও অনাগামী পদ লাভ করতে পারেন।

সমাপনান্তে তিনি নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ধ্যানে উন্নীত হন। তারপর এই ধ্যানে দুইবার জবন উৎপত্তির পর চিত্ত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। তখন তাঁকে 'নিরোধ সমাপন্ন' ধ্যানী রূপে অভিহিত করা হয়।

অনাগামী যখন নিরোধসমাপত্তি থেকে ওঠেন তখন তাঁর নিকট প্রথমতঃ অনাগামী ফলচিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয় এবং তারপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। তারপর ফল সম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অর্হৎ যখন সেই ধ্যান থেকে ওঠেন তখন তাঁর নিকট অর্হত্ব ফলচিত্ত এক চিত্তক্ষণের জন্য উৎপন্ন হয়। এবং তারপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়। তারপর ফল সম্বন্ধে প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

এ পর্যন্ত সমাপত্তি প্রভেদ।

বিদর্শন কর্মস্থান নীতি সমাপ্ত।

যিনি ধ্যানলব্ধ রস এ ধর্মে পরিভোগ করতে চান তিনি শ্রেষ্ঠ ভাবনাদ্বয় (শমথ ও বিদর্শন) সযত্নে ভাবনা করুন।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহে কর্মস্থান সংগ্রহ বিভাগ নামক নবম পরিচ্ছেদ এখানে সমাপ্ত।

[চরিত্র-শোভিত, সম্মানিত কুলপুত্র, শ্রদ্ধাবিভূষিত, পরিশুদ্ধ গুণসম্পন্ন নম্ব কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে পরহিত কল্পে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে।

এই বিপুল পুণ্য প্রভাবে পরিশুদ্ধ প্রজ্ঞায় স্থিত এবং বিনয়ে সুশোভিত ভিক্ষুগণ শান্তভরা এই বিখ্যাত তুমুলসোম সঙ্ঘারামকে তাঁদের পুণ্য এবং সুখ লাভের জন্য পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত স্মরণ করবেন।]

এখনেই আচার্য অনুরুদ্ধ বিরচিত অভিধর্মার্থ সংগ্রহের সমাপ্তি হল।

ব্যাখ্যা

৫৬ **নিরোধসমাপত্তি**—নিরোধ প্রাপ্তি বা নিরোধে বিলীন হওয়া। নিরোধ-সমাপত্তিতে অবস্থান কালে চিত্তস্রোত সাময়িক নিরুদ্ধ হয়, তাই এ নামে অভিহিত হয়। এ অবস্থায় চিত্তক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় বটে তবে জীবিতেন্দ্রিয় সজীব থাকে।

অনাগামী এবং অর্হৎ যাঁরা রূপ এবং অরূপ ধ্যান পরিবর্ধন করেছেন তাঁরাই কেবল এ সর্বোত্তম ধ্যানসুখ উপলব্ধি করতে সক্ষম।

এরূপ ব্যক্তি যখন নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হতে চান, তিনি সর্বপ্রথম রূপাবচর ধ্যানে নিমজ্জিত হন। সেই ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি

সেই সেই ধ্যানচিত্তের হেতুজ সংস্কারের প্রতি অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম আরোপ করে (পূর্ব বর্ণিত দশ বিদর্শন জ্ঞান অনুসারে) ভাবনা করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং আকিঞ্চনায়তন অরূপ ধ্যানে নিমজ্জিত হন এবং পূর্বানুরূপভাবে তৎতৎ ধ্যানের হেতুজ সংস্কারের প্রতি ত্রিলক্ষণ ভাবনা করেন। এই ধ্যান থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি নিম্নরূপ অধিষ্ঠান করেন—

১ তাঁর আবশ্যকীয় চার প্রত্যয় যেন কীট, চোর বা অন্য কোন প্রকারে ধ্বংস না হয় ২ সঙ্ঘের আহ্বানে তিনি যেন যথাসময়ে জাগ্রত হন ৩ বুদ্ধের আহ্বানে যেন ধ্যান ভঙ্গ হয় ৪ সে মুহূর্ত থেকে সাতদিনের অধিক তিনি বেঁচে থাকবেন কিনা তা জেনে নেন।

তাঁর আয়ুসীমা জানা বিশেষ প্রয়োজন কারণ এই নিরোধসমাপত্তি সাধারণতঃ সাত দিন পর্যন্ত স্থিত থাকে।

এই অধিষ্ঠান ভাবনা সমাপণ করার পর তিনি চতুর্থ অরূপ ধ্যানে (নৈবসংজ্ঞনা-সংজ্ঞায়তনে) নিমজ্জিত হন এবং এই অবস্থায় দুই চিত্ত-জবন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমজ্জিত হন। তখন তাঁর চিত্তস্রোত সাময়িক ভাবে নিরুদ্ধ হয়। সাতদিন পর তিনি ধ্যান থেকে জাগ্রত হন। তিনি যদি অনাগামী হন তবে (জাগৃতি মুহূর্তে) প্রথম অনাগামী ফলচিত্ত এবং অর্হৎ হলে তবে (জাগৃতি মুহূর্তে) অর্হত্ত্ব ফলচিত্ত উৎপন্ন হয়। তৎপর চিত্ত ভবাঙ্গে পতিত হয়।[১]

এসম্বন্ধে আরও বিস্তারিতরূপে জানতে হলে বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থ আলোচনা করা প্রয়োজন।

অভিধর্মার্থ সংগ্রহের কর্মস্থান বিভাগের ব্যাখ্যার এখানে পরিসমাপ্তি।

সমাপ্ত

---

১ নিরোধসমাপত্তি ধ্যানে মগ্ন হবার কালে প্রথম বাক্‌ক্রিয়া তারপর কায়ক্রিয়া এবং চিত্তক্রিয়া যথাক্রমে নিরুদ্ধ হয়। এ কথার অর্থ হল প্রথম বিতর্ক, বিচার, তারপর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং সংজ্ঞা বেদনা যথাক্রমে নিরুদ্ধ হয়। এ ধ্যান থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় প্রথম চিত্ত-সংস্কার, তারপর কায়-সংস্কার এবং সর্বশেষে বাক্‌-সংস্কার বা বিতর্ক, বিচার উৎপন্ন হয়।